Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ

'নবদ্বীপ-লীলা'

প্রথম খণ্ড

LIBRARY
No.......৮/১০৩
Sri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীশেখরেন্দু কুমার চট্টোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ করেছেন
শ্রীস্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায়
৪১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণ—
আষাঢ়, ১৩৭০ সন্
(ইং-জুলাই, ১৯৬৩)

বাঁধিয়েছেন—
রবি বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
৬৮ সিমলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

ছেপেছেন—
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা—৬

দাম—
পাঁচ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
প্রকাশক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

ভূমিকা

"কৃষ্ণলীলামৃত সার তার শত শত ধার
বহে যাহা হইতে।
সে চৈতন্যলীলা হয় সরোবর অক্ষয়
মনোহংস চরাহ তাহাতে।।" (চৈঃ চঃ)

কলিকালে পরমশ্রেয়ঃ লাভ করিতে হইলে শ্রীগৌরলীলার স্মরণ, মনন অত্যাবশ্যক। ইহার দ্বারা চিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গে নিষ্ঠিত হইলে শ্রীগৌরভগবানের কৃপায় "কৃষ্ণলীলামৃত-সারের" আস্বাদন কলিহত জীবের পক্ষে সুলভ হয়। কিন্তু ইহারও অন্তরায় বড় কম নহে। কাহারও জন্মান্তরীন অপরাধের ফলে গৌরকথামৃতে রুচি আসেনা, কেহ বা "পাষণ্ডীবিভিন্নচেতা" হইয়া সেই সৌভাগ্যে বঞ্চিত হন। যাঁহারা পরম ভাগ্যবান তাঁহারাই চৈতন্যচরিতামৃতের রসসাগরে অবগাহন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত অনেকের পক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা দুর্ব্বোধ্য মনে হয়। এই জন্য ইচ্ছা থাকিলেও অনেকে শ্রীচৈতন্যলীলামাধুর্য্যের আস্বাদন লাভে সমর্থ হন না। তাই আধুনিক আকর্ষণীয় ভাষায় গল্পের ধরণে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রচারের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছিল। এই উদ্দেশ্যে ইতঃপূর্ব্বে কয়েকখানি এই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের অবিকৃত পরিবেশন নৈপুণ্যে, ভাব প্রকাশের সাবলীল ভঙ্গিতে আলোচ্যগ্রন্থখানি বিশেষ বৈচিত্র্যের দাবী রাখে। গ্রন্থকার বন্ধুবর ডাক্তার শেখরেন্দু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর একজন কৃপা-প্রাপ্ত ব্যক্তি। তাই তাঁহার অত্যাধিক কর্ম্মব্যস্ততা সত্ত্বেও শিলিগুড়িতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্মপ্রচারে একটি বিশষ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ইতিহাস ও গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের সঙ্গতি যথাযথভাবে বজায় রাখিয়া এই গ্রন্থখনির সম্পাদন করিয়াছেন। গ্রন্থকার সরসভাষার আকর্ষণে পাঠককে শ্রীচৈতন্যের প্রেমামৃতসিন্ধুর প্রতি লুব্ধ করিতে সমর্থ হইবেন ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূর্য্যকে চিনাইবার জন্য প্রদীপের আলোর প্রয়োজন হয় না। স্বয়ং-প্রকাশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকথাপূর্ণ এই গ্রন্থের পরিচয় দিবার জন্য কোনও ভূমিকার প্রয়োজন ছিল না। তথাপি প্রীতিবশে গ্রন্থকার আমাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করায় এই ভূমিকাটুকু লিখিতে বাধ্য হইলাম। আমার পিপাসু অন্তর গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। এবং আশা করি গৌরভক্তগণ এই গ্রন্থপাঠে আমারই মত তৃপ্তিলাভ করিবে। গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্য ভাগবতের ভাষ্য-স্বরূপ হইয়াছে বলা যায়।

ইতি—
শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী
১৩৭০ শ্রীগুরু পূর্ণিমা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী
১।১।এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী
কলিকাতা—৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ

আমার অগ্রজ ৺শীর্ষেন্দু কুমার চট্টোপাধ্যায়ের
শ্বশুর মহাশয়, যাঁকে 'কাকাবাবু' ডাকতাম,
যাঁর দৈন্য ও মধুর হাসি
আদর্শ গৃহী-বৈষ্ণবের অভিব্যক্তি-স্বরূপ ছিল,
যাঁর অমৃতময় উপদেশাবলী আমার জীবনের পাথেয় হয়ে আছে,
যাঁর ওকালতিতে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল
ললিতাদি, রামদাস বাবাজী প্রমুখ
পরম বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ পাওয়ার,
যাঁর সুধাময় নগর-সঙ্কীর্ত্তন স্মরণে আনতো
শ্রীগৌরাঙ্গের নগর সঙ্কীর্ত্তনের ধারাকে,
যাঁর তিরোধানে—"রত্নশূন্যা হৈল মেদিনী,"
সেই পরম বৈষ্ণব,
শ্রীবাস-অঙ্গনের ছোট প্রভু
৺চৈতন্য চন্দ্র গোস্বামীর উদ্দেশ্যে
এই গ্রন্থটি অর্পন করলাম।

গ্রন্থকার

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

গ্রন্থনায় শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকেই মূলতঃ অনুসরণ করেছি। শব্দের অর্থ নিয়েছি 'চলন্তিকা' অভিধান থেকে। ব্যাখ্যা অর্থে 'প্রাসঙ্গিকী' কথাটি চয়ন করেছি।

গ্রন্থের আকার বৃদ্ধির কারণে ও কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্যে বাধ্য হয়েই নবদ্বীপ লীলাটিকে দুই খণ্ডে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটি প্রথম খণ্ড। এতে শ্রীগৌরাঙ্গের শুভ আবির্ভাব থেকে নবদ্বীপে হরিদাস, নিত্যানন্দ, পুণ্ডরীক প্রভৃতি ভক্তগণের মিলন-প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।

গৌরভক্তগণের কৃপা থাকলে 'নাম প্রচার, জগাই মাধাই উদ্ধার' থেকে 'শ্রীগৌরঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ' পর্য্যন্ত দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই, গ্রন্থটির উন্নতিমূলক প্রস্তাব পাঠকবর্গ পাঠাইলে আন্তরীক ভাবে বিবেচিত হবে।

লেখক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.....৬...।১৩৯
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

সূচীপত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়		পৃষ্ঠা
জননী ও ঘরণীর নিকট কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ	...	১০৪
অধ্যাপক গঙ্গাদাস ও নিমাই	...	১০৯
রত্নগর্ভের ভাগবত পাঠ শ্রবণে		
নিমাইয়ের ভাবান্তর	...	১১২
ছাত্রদের বিদ্যার বিলাস সমাপ্ত	...	১১৪
অদ্বৈতাচার্যের স্বপ্ন বৃত্তান্ত	...	১২০
নিমাইয়ের পুণঃ বায়ুরোগ	...	১২৪
অদ্বৈতাচার্যের বাড়ীতে নিমাই ও অদ্বৈতের সংশয়	...	১২৭
অদ্বৈতের আবির্ভাব বৃত্তান্ত	...	১৩৩
‘অদ্বৈত’ নাম করণ	...	১৩৮
শ্রীবাস আঙ্গিনায় কীর্ত্তন	...	১৪৭
কীর্ত্তন বিদ্বেষ	...	১৫২
নিমাইয়ের আত্মপ্রকাশ	...	১৫৫
(শ্রীবাসের গৃহে, মুরারীর গৃহে)		
হরিদাস বৃত্তান্ত	...	১৬৫
নিত্যানন্দ বৃত্তান্ত	...	১৯৬
নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা	...	২১১
অদ্বৈত কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গের ‘ভগবত্তা’র প্রমান-গ্রহণ		
ও শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ পূজা	...	২২৭
শ্রীগৌরাঙ্গ ও ভক্তরাজ পুণ্ডরীকের মিলন	...	২৪২

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

স্তোত্রম্

“উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং, বিলসিত-নিরবধি-ভাববিদেহং।
ত্রিভুবনপাবন-কৃপায়া-লেশং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥
অরুণাম্বরধর-সুচারু-কপোলং, ইন্দুবিনিন্দিত-নখচয়-রুচিরং।
জল্পিত-নিজগুণ-নাম-বিনোদং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥
গদগদ-অন্তর-ভাব-বিদেহং, দুর্জ্জন-তর্জ্জন-নাদ-বিশালং।
ভব-ভয়-ভঞ্জন-কারণ-করুণং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥
বিগলিত-নয়ন-কমল-জলধারং, ভূষণ-নবরস-ভাব-বিকারং।
গতি-অতিমন্থর-নৃত্যবিলাসং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥
নিন্দিত-অরুণ-কমল-দল-লোচনং; আজানুলম্বিতশ্রীভুজ-যুগলং।
কলেবর-কৈশোর-নর্ত্তক-বেশং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥
নব-গৌরবরং নব-পুষ্পশরং, নব-ভাবধরং-নবোল্লাসপরং।
নব-হাস্যকরং-নব-হেমবরং, প্রণমামি শচীসুত-গৌরবরম্॥
হরিভক্তি-পরং হরিনাম-ধরং, করজপ্য-করং হরিনাম-পরং।
নয়নে সততং প্রেম-সংবিশতং, প্রণমামি শচীসুত-গৌরবরম্॥
নিজভক্তি-করং-প্রিয়-চারুতরং, নট-নর্ত্তন-নাগরি-রাজকুলং।
কুলকামিনী-মানসোল্লাস্যকরং, প্রণমামি-শচীসুত-গৌরবরম্॥
যুগধর্ম্মযুতং-পুন-নন্দসুতং, ধরণী-সুচিতং-ভবভাবোচিতং।
তনু-ধ্যান-চিত্রং-নিজবাস-যুতং, প্রণমামি-শচীসুত-গৌরবরম্॥
অরুণ-নয়ন-চরণ-বসনং, বদনে-স্খলিত-স্বনাম-মধুরং।
কুরুতে-সুরসং-জগতো-জীবনং, প্রণমামি-শচীসুত-গৌরবরম্॥”

(সার্ব্বভৌম ‘শতক’)

LIBRARY
No.............
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধন
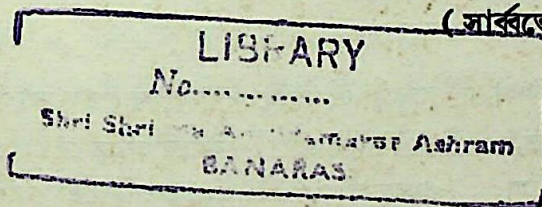
অপূর্ব্ব শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-তরঙ্গ,—অদ্ভুত লীলা তাঁর অপরিসীম মাধুর্য্যে ভরা,—শ্রীকৃষ্ণ ভজনে, মানবত্বের শ্রেষ্ঠ ও মধুরতম বিকাশে অপরিহার্য্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সপরিকর ভজন।—সাধনের সর্ব্বোত্তম আনন্দময় মধুর-তত্ত্ব—'রাই-কানু-মিলিত-তনু', রসতত্ত্বের মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে তাই ভক্ত শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের ভক্তি-মন্থন-করা প্রার্থনা—

"গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস-সার॥
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুই যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি-অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌরমণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌর প্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥"

—শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ পদকর্ত্তা শ্রীবাসুদেব ঘোষের প্রেম-মর্ম্মগাথা,—

"গৌর নহিত, তবে কি হইত, কেমনে ধরিতু দে। (দে = দেহ)
রাধার মহিমা, প্রেমরস-সীমা, জগতে জানাতো কে॥
মধুর-বৃন্দা- বিপিন-মাধুরী- প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ-যুবতী- ভাবের ভকতি, শকতি হইত কার॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাও পুনঃ পুনঃ, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল হইয়া মন।
এ ভব-সাগরে, এমন দয়াল, না দেখিয়ে একজন॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেনু গলিয়া, কেমন ধরিনু দে।
বাসুর হিয়া, পাষাণ দিয়া, কেমনে গড়িয়াছে॥"

—মহাজনগণের সপ্রেমে, সকলকে, সকৃপায় ডাক দিয়ে বলা,—

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ॥"

শ্রীভগবদ্‌গীতায়াং চতুর্থাধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকে—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

"হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, আমি সেই সময়ে আপনাকে প্রকাশ কোরে থাকি"—এই ভগবদ্-বাক্যের অনুসরণে "পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ"কে ধরায় অবতীর্ণ হবার জন্য পরমভাগবত, ধ্যানী, কৃষ্ণভক্ত, বর্ষীয়ান শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের গঙ্গাজল ও তুলসী-মঞ্জরী হস্তে সপ্রেম হুঙ্কারে সেই আকুল আহ্বান,—

"প্রভু! এবার এসো! আর নিষ্ক্রিয় হয়ে থেকো না ঠাকুর! এসো এসো প্রেমময়!—তোমার আসার যে প্রয়োজন হয়েছে! জীবের আজ পরম দুর্দ্দশা,—চরম অধোগতিতে সে নেমে এসেছে। প্রেম নেই, ভক্তি নেই, বিশ্বাস নেই,—নাস্তিকতায় দেশ ছেয়ে গেছে। আর বিলম্ব কোরো না প্রভু! দুর্ব্বার কলির প্রভাবে অমৃতের পুত্রগণ আজ পাপে প্রমত্ত হয়েছে।—অমৃতের আস্বাদন দানে তুমি রক্ষা না করলে, আর কে করবে দয়াময়!"

—এই ডাকে সাড়া দিলেন ভগবান,—শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হলেন ধরাধামে, ভাগীরথীর কূলে নবদ্বীপে, জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শচীদুলাল হয়ে,—ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে।

নবদ্বীপ,—তখন জ্ঞানের লীলাক্ষেত্র। শুধু বিদ্যার্জ্জন, শাস্ত্রচর্চ্চা আর কূটতর্ক। মেয়েরাও তখন শাস্ত্রজ্ঞানী,—পাণ্ডিত্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পক্ষপাতী। জ্ঞানমার্গী, শাস্ত্রগর্ব্বী নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা তখন হিন্দু-সমাজের নেতা,—অকাট্য তাঁদের যুক্তি,—অলঙ্ঘনীয় তাঁদের নির্দ্দেশ। জ্ঞান-সুরায় তখন উন্মত্ত তাঁরা। বিবিধশাস্ত্রের বিচার-তরঙ্গে সরল-বিশ্বাস তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন,—শাস্ত্রারণ্যের মাঝে খুঁজে বেড়াচ্ছেন "সচ্চিদানন্দকে"।—কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে অবশেষে কেউ কেউ ঘোষণা কোরেও বসেছেন,—"ভগবান নেই"।

হায়রে!—নিবিড় বিশ্বাসেই যাঁকে পাওয়া যায়, তর্কে তর্কে এই সব জ্ঞানগর্ব্বী পণ্ডিতেরা তাঁকে সরিয়ে দিয়েছেন চাওয়া-পাওয়ার উর্দ্ধ হতে উর্দ্ধে,—আরও উর্দ্ধে।

প্রকৃত ধর্ম্মবোধ তখন ছিল না। জাতিভেদ, জাত্যাভিমান আর স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতার বিচার-বিষে সমাজ-শরীর তখন সর্ব্বত্র জর্জ্জরিত, সমাজ ছিল লক্ষধা বিভক্ত, ছিল বর্ণাশ্রমের বিকৃত-অনুষ্ঠানের এক দুর্ভেদ্য প্রাচীরে আবদ্ধ,—মানুষের চিত্ত-বৃত্তি ছিল মানবীয়-ঔদার্য্য-বর্জ্জিত,—বহিরাচারের শুষ্ক-অনুষ্ঠানের মাঝেই ধর্ম্ম ছিল সীমিত। এঁর ওপর বেদ-বহির্ভূত তান্ত্রিকগণের পঞ্চ'ম'-কারের বীভৎস সাধনার প্রভাবে ইন্দ্রিয়-তর্পণ-যজ্ঞের কাম-শিখা সমাজে তখন দাবাগ্নির ন্যায় সর্ব্বত্র প্রজ্জ্বলিত। দরিদ্র ও নিম্ন-বর্ণের দল ছিল সমাজে অবহেলিত, লাঞ্ছিত,—বর্ণ-শ্রেষ্ঠের ও দেব-দেউলের গণ্ডী হ'তে নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর ভাবে বহুদূরে অপসারিত। পুণ্য কামনায় আনুষ্ঠানিক-যজ্ঞে ধনীদের প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হোত,—আর অর্থ ও প্রতিষ্ঠা-কামনায় পণ্ডিতমণ্ডলীর সে-সভায় হোত শুভাগমন।—ব্রহ্মানন্দের আভাসও সে-যজ্ঞক্ষেত্রে ছিল না,—যাজ্ঞিক ও ঋত্বিক উভয়েই ছিল ব্রহ্মানন্দে বঞ্চিত।

স্বল্পসংখ্যক বৈষ্ণব,—যাঁরা শুধু প্রেমময় শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন করতেন, দিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়েও যাঁরা জ্ঞানের গর্ব্বকে আহুতি দিয়েছিলেন ভক্তি-যজ্ঞে, জ্ঞান অপেক্ষা প্রেম-ভক্তি যাঁদের নিকটে শ্রেয় ও প্রেয় ছিল,—পুঁথিসর্ব্বস্ব পণ্ডিতদের নিকটে তাঁরা উপহাসের পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই তখনকার সমাজের অবস্থা। এর ওপর বাহিরে থেকে ইসলাম তখন প্রচণ্ড ধাক্কা দিচ্ছে,—সে-ধাক্কায় কাঁপছে দেশ ও দশ। সকল মিলে, হিন্দুসমাজে তখন ঘনিয়ে এসেছে বড় সর্ব্বনাশা-দিন।

এমন সময় এলেন আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ,—

"সৌন্দর্য্যে কামকোটি সকলজনসমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি।
বাৎসল্যে মাতৃকোটি স্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে॥"

(প্রকাশানন্দ-সরস্বতী)

—"যিনি কোটি কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর, কোটি চন্দ্রের ন্যায় সকলের আনন্দদায়ক, কোটি জননীর ন্যায় স্নেহবান, কোটি কল্পতরুসম দাতা,"—সেই শ্রীগৌরাঙ্গের নাম-কীর্ত্তন ভুবন-ভরে ধ্বনিত হোক।

আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ,—

যিনি যারে-তারে, অকাতরে-অবিচারে, যেচে যেচে ধনের ধন মহাধন জগতে চির-অনর্পিত সেই "ব্রজমধুর প্রেমধন" বিলিয়েছেন,—যিনি "যতিবেশী হরি, গৌরবর্ণ কৃষ্ণ,"—তিনি আমাদের প্রেমের মণিকোঠায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুন।

আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ,—

যাঁর রাতুল চরণের এক-কণা করুণার আশায় স্বাধীন নরপতি প্রতাপরুদ্র থেকে সুরু কোরে কত রাজা-মহারাজা, কত গোষ্ঠিপতি ঐশ্বর্য্যের মোহ ও পদমর্যাদার অভিমান বিসর্জ্জন দিয়েছেন, কত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত—সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দ, কাশ্মিরী কেশব প্রভৃতি তাঁদের পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ কোরে যাঁর চরণে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছেন—যাঁর করুণায় দবির খাস ও সাকর মল্লিক হয়েছেন রূপ ও সনাতন, নরাধম জগাই মাধাই হয়েছেন ভাগবতোত্তম, দস্যু-সর্দ্দার নারোজী প্রভৃতি কত নিষ্ঠুর নরঘাতী হয়েছেন নরসেবী—যাঁর প্রেম-ভক্তির ধারায় কত শুষ্ক-প্রাণ জ্ঞানী, যোগী সন্ন্যাসীর হৃদয় রসধারায় সিঞ্চিত হয়েছে,—যাঁর নয়নের গঙ্গোত্রীধারায় প্রবাহিত প্রেমাশ্রুর মতো অলৌকিক আর কিছুই নেই,—যাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভূতিলেশহীন সহজ-সুন্দর-রূপ দর্শনেই 'গৌরবর্ণ কৃষ্ণ' বলে লক্ষ কোটি কণ্ঠে অভিহিত হয়েছে, কঠোর পরীক্ষক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রমুখ পরম-শাস্ত্রজ্ঞানিগণের দ্বারা প্রমাণিত ও বিঘোষিত হয়েছে, —যাঁর এমন অদ্ভুত বিদ্যা ও অপূর্ব্ব বিনয়, এমন অনিন্দ্য-কান্তি ও কারুণ্যঘন দৃষ্টি,—যিনি সমুদ্রের মতই গভীর, আকাশের মতই উদার,—যিনি সর্ব্বজীবে ও জড়ে অনুরাগী, সর্ব্ববিষয়ে বিরাগী,— যিনি ভক্তরূপে ভগবান ও 'নাম' সংকীর্ত্তনে করেছেন এমন আনন্দরসের সৃষ্টি,—যিনি যাবতীয় ভেদজ্ঞানের অমানবিক দুর্লঙ্ঘ্য ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে এক নব-জাতীয়তার ভিত্তি রচনা করেছেন, যিনি স্বয়ং আচরণ কোরে শাস্ত্রের ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদারক্ষার শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষের চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার মধুর সাধনার পথ দেখিয়েছেন—যিনি এমন সোনার মানুষ, প্রেমের মানুষ, এমন মহিমময় ও তেজোদ্দীপ্ত মানুষ, যা মানুষ আর কখনও দেখেনি, ইতিহাস কখনও লেখেনি, পুরাণে বা মহাকাব্যে কখনও বর্ণিত হয়নি,—সেই "ভক্তিরসিক", "রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত" কৃষ্ণ-স্বরূপ ও পরমকারুণিক নর-লীল ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আমাদের অচলা মতি থাকুক,— ভক্তিভরে নিত্য প্রণাম জানাই,—

"নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥"

[—ভৃত্যবর্গসমন্বিত, পুত্রোপম স্নেহাস্পদগণ সমন্বিত, কলত্রসমন্বিত, —ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকাল-সত্য হে জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র!—তোমায় প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম।]

এই সঙ্গে প্রণাম জানাই সেই সকল গৌরভক্তের শ্রীচরণে,—

যাঁরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নামের শরণ নিয়ে, শুদ্ধ-জ্ঞানের বর্ত্তিকা জ্বেলে, প্রেমের মহা-মন্ত্র বুকে ধরে, ভাগীরথীর কূল ছাড়িয়ে, দেশের ভৌগলিক সীমা অতিক্রম কোরে ভারতবর্ষের দিকে দিকে অভিযান করেছিলেন, উদ্বুদ্ধ করেছিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারা ভারতকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দান গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মর্ম্ম-বাণীতে, —যে-ধর্ম্ম বেদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত,—যে ধর্ম্ম কলিযুগোপযোগী সহজ-সাধ্য-সাধন ও শ্রেষ্ঠ ফলদ। তাঁরা গিয়েছিলেন অভিমান-মদমত্ত প্রভুরূপে নয়,—গিয়েছিলেন তাঁরা আধ্যাত্মিকতারমণি-বিশেষ 'চিন্তামণি' বুকে নিয়ে, "তৃণাদপি সুনীচেন" দৈন্যে মণ্ডিত হয়ে, বৃক্ষ হতে অধিক সহিষ্ণু হয়ে, অমানী-মানদ হয়ে, হাতে করোয়া ও পরনে কৌপীন নিয়ে, "গোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়োর্দাসদাসানুদাস" সেবক-রূপে। এই 'রূপ'-ই ভারতের মহিমময় রূপ, ভারতের এই মহিমাকে বরণ করতে বিশ্ব-সংস্কৃতির দরবারে 'মধ্যমণির আসন' উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। অধিক কি, গোলোকের সংস্কৃতির দরবারেও মধ্যমণির আসন এই মহিমাতেই অলঙ্কৃত রয়েছেন সগৌরবে। আজ 'জয়' দিই তাঁদের।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়-গুরুরূপে যে ছয় গোস্বামীর প্রসিদ্ধি আছে, তাঁদের-ও 'জয়' দিয়ে বলি,—

"জয় রূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোঁসাঞির করোঁ চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ॥" (চৈঃ চঃ)

এঁদের সকলের চরণে আর শ্রীভগবানের যত ভক্ত আছেন তাঁদের চরণে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা জানাই—

"জয় জয় কৃপা করি দেহ গৌর চরণারবিন্দ।
* * * *
জয় জয় সবে মিলি কর দয়া আমি অতি মন্দ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক

শ্রীগৌরাঙ্গের শুভ আবির্ভাব

"নদীয়া-আকাশে আসি, উদিল গৌরাঙ্গ-শশী
ভাসিল সকলে কুতূহলে।
ভাগিল গগন-শশী মাখিল বদনে মসি
কাল পেয়ে গ্রহণের ছলে ॥

* * * *

গ্রহণের অন্ধকারে কেহ না চিনয়ে কারে
দেব নরে হৈল মিশামিশি।
নদীয়া-নগরী সঙ্গে দেব-নারী আসি রঙ্গে
হেরিছে গৌরাঙ্গ রূপরাশি ॥" (বাসুদেবের পদ)

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে, রোহিণী নক্ষত্রে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন যশোদাদুলাল হয়ে,—দ্বাপরে। সেই যশোদাদুলালই এলেন শচীদুলাল হয়ে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে, ফাল্গুনী নক্ষত্রে,—কলিতে। যশোদাদুলাল ছিলেন শ্যামল-বরণ,—শ্যামচাঁদ। সেই 'শ্যামচাঁদ' এবার গৌর-বরণ ধারণ কোরে হলেন,—গোরাচাঁদ। এ কী অদ্ভুত রূপ গোরা-চাঁদের ?—লাবণি-মন্থন-করা এত রূপ কি মানুষে ধরে ? এ কী চোখ-জুড়ানো, মন-ভুলানো স্নিগ্ধ-মাধুরী শিশুর সর্ব্ব-অঙ্গ জুড়ে! বর্ণ কাঁচা-সোনা, উদার প্রশস্ত ললাট, কুঞ্চিত ঘন-কেশদাম, ভুরু-দুটিতে যেন দক্ষ শিল্পীর টান, পদ্মপলাশ নয়ন, কচি অধরে গোলাপের শোভা, হাত ও পায়ের তলার রক্ত-কমলের রক্তিমাভা,—আজানুলম্বিত বাহু। "চাঁদ নিঙাড়ি কেবা জ্যোছনা ছানিয়া গো রচিল এ তনুখানি গোরা!"—বুঝি বা এ-শিশু,—বিধাতার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায়,—চন্দ্রগ্রহণ ও দোলোৎসব। সেদিন সেই ক্ষণটিতে শিশু হতে বৃদ্ধ নর ও নারী মহানন্দে তাই মুহুর্মুহু 'হরিধ্বনি' করছে,—ঘনঘন শঙ্খ-ঘণ্টারোলে মুখরিত হয়ে উঠেছে নবদ্বীপ তথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারত,—কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে ভগবৎ-স্তোত্র সুললিত ছন্দে। সেদিন—

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিল সকল॥" (চৈঃ ভাঃ)

—সেই পুণ্যলগ্নে, জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে, শচীদেবীর কোলে, দ্বাদশমাস গর্ভবাসের পর নবদ্বীপে উদয় হল,—এক অকলঙ্ক 'শিশু-চাঁদ'। এ-চাঁদের শোভা দেখে আকাশের সকলঙ্ক চাঁদ বুঝি লাজ-আবরণে সেদিন নিজেকে ঢেকে নিল।

"অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিল দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥" (চৈঃ ভাঃ)

বুঝি বা সেদিন এসেছিল নেমে এ-ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্তকালের সঞ্চিত নিখিল শুভ-কর্ম্মের পুঞ্জীভূত ফল।

সেদিন সেই সূতিকা-গৃহের মুক্ত দ্বারপথে এসেছিল ছুটে অসংখ্য মধুমত্ত মধুকরী,—বুঝি-বা ভৃঙ্গ-জাতির চির-অনাঘ্রাত অপূর্ব্ব মধুময় অপ্রাকৃত-কমলপুঞ্জে সূতিকা-গৃহ সেদিন পরিপূর্ণ হয়েছিল, তাই মধুকরীদের হয়েছিল আগমন ও উল্লাস-গুঞ্জন। দিগন্তব্যাপী এক অপূর্ব সুরভিতে জগৎ সেদিন প্লাবিত হল,—সে-সুরভি গন্ধবহ বায়ুর ছিল অপরিচিত। মরি মরি!—শচীমায়ের বুকে সে-শিশু যেন স্বচ্ছ-সরোবরে এক ফুটন্ত-কমল। এমন কমল প্রকৃতির জগতে কোনও জলাশয়ে কখনও জাত হয়নি,—অধিক কি, এমন কমল বৈকুণ্ঠের চিদানন্দ-সরোবরেও কেউ কখনো দেখেনি। শচীমায়ের 'সৌভাগ্য' বুঝি শরীর ধারণ কোরে সেদিন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। দিকে দিকে 'হরিধ্বনির' মাঝে সে-শিশুর কণ্ঠে ধ্বনিত প্রথম ওঁকার-ধ্বনি সেদিন সূচনা করলো, কলিযুগে শ্রীভগবানের লীলোৎসব-কর্ম্মের প্রারম্ভ। এ-শিশু বুঝি জগতের সমস্ত দুঃখ নাশ করবে, তাই এ-শিশুর আবির্ভাবেই প্রতি হৃদয় সেদিন ভরে উঠেছিল পরমানন্দে।

"হেন মতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচার॥

* * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশদিক পূর্ণ হৈল উঠি হরিধ্বনি।
অবতীর্ণ হই শুনি হাসে দ্বিজমণি॥" (চৈঃ ভাঃ)

চারশত সাতাত্তর বৎসর পূর্ব্বে, ১৪০৭ শকের ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দের, ৮৯২ বঙ্গাব্দের সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথিটি, প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের মহাবতরণের দিনটি, আজও মহিমায় স্মরণীয় হয়ে আছে।

"চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি এ তিথির করে আরাধনা॥
পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥" (চৈঃ ভাঃ)

প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ, বাংলার তথা ভারতের তথা জগতের, —বড় গরবের, বড় আদরের ধন। আমাদের অতুল সৌভাগ্য, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হয়েছিল আমাদের বাংলায় নিজেদেরই ঘরে, প্রেম-ধর্ম্মের তাই প্রথম বিকাশ হয়েছিল বাংলা দেশেই। এসেছিলেন তিনি নদীয়ার নবদ্বীপে ব্রাহ্মণের ঘরে, ছিলেন কিন্তু তুনিয়ার সকলের দরদী আপন-জন, বিশ্বজীবের প্রাণ-জুড়ানো মানুষ,—প্রেমের ঠাকুর। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পর চারশত সাতাত্তর বৎসর অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর করুণার দান আজও তেমনি ভাস্বর, ভাস্কর,—মানুষের জীবন-যাত্রার পরম পাথেয়, —বিশ্ব-শান্তি, মৈত্রী ও সাম্যের সুদৃঢ় ভিত্তি,—ভারতের তথা বিশ্বের মহতী-সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপ,—তত্ত্বরস-সিদ্ধান্তের অখণ্ড-স্বরূপ,—দুঃস্থ মানবের সান্ত্বনা ও অন্তঃপীড়ার ভেষজ-স্বরূপ। যুগ-যুগান্তের অনাগত ইতিহাসেও এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি থাকবে।

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব-স্থান নবদ্বীপের মহিমা-কীর্ত্তনে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেছেন,—

"নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥
* * * *
নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-ভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপকে ভক্তগণ অভিহিত করেছেন,—'গুপ্তবৃন্দাবন' নামে। শ্রীবৃন্দাবনের প্রকাশ,—শ্রীনবদ্বীপ। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে (১ম তরঙ্গে), উক্ত আছে,—

"সর্ব্ব অবতারের সকল ভক্ত লৈয়া।
বৃন্দাবনচন্দ্র গৌর বিহরে নদীয়া॥
নবদ্বীপ বৃন্দাবন দুই এক হয়।
গৌর শ্যাম রূপে প্রভু সদা বিলসয়॥
গৌর কৃষ্ণে ভেদ-বুদ্ধি করয়ে যে ছার।
নবদ্বীপ বৃন্দাবনে ভেদ-বুদ্ধি তার॥
গৌর কৃষ্ণ যাহার জীবন প্রাণ ধন।
তাহার সর্বস্ব নবদ্বীপ বৃন্দাবন॥
যে সুখবিলাস নবদ্বীপ বৃন্দাবনে।
ভক্ত কৃপা হইলে সে সব মর্ম্ম জানে॥"

পূর্ব্বে শ্রীগঙ্গার মহিমা ছিল, তিনি পতিতপাবনী। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকাল হতেই সেই পতিতপাবনী গঙ্গা হলেন,—প্রেমপ্রদায়িনী। শ্রীযমুনার মহিমায় এবার প্রতিষ্ঠিতা হলেন শ্রীগঙ্গা,—কলিযুগে পূর্ণ হল শ্রীগঙ্গার মনোবাঞ্ছা।

"বহু-মনোরথ পূর্ব্বে আছিল গঙ্গার।
যমুনায় দেখি কৃষ্ণচন্দ্রের বিহার॥
কবে হইবেক মোর যমুনার ভাগ্য।
নিরবধি গঙ্গা এই বলিলেন বাক্য।
যদ্যপিও গঙ্গা অজ-ভবাদি বন্দিতা।
তথাপিও যমুনার পদ সে বাঞ্ছিতা॥
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জাহ্নবীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর॥" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভু নিত্যানন্দ এই সুরধুনীর তীরে-নীরে বিহার করেছেন, সঙ্কীর্ত্তন করেছেন, জগতে বিলিয়েছেন,—অনর্পিতচরী প্রেম-সম্পদ। প্রেমদান লীলায় প্রেমের বন্যায় দিগদিগন্ত প্লাবিত হয়েছে, ধনী ধনের অভিমান ভুলে সে-প্রেমবন্যায় ডুবেছে, পণ্ডিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাণ্ডিত্যের অভিমান ভুলে সে-অমিয়ায় হৃদয় পূর্ণ করেছে, প্রেম-রসে উন্মত্ত লোক দ্বেষ-হিংসা ভুলে একত্বের বন্ধনে ঐক্যতান তুলেছে,—"জয় শচীদুলাল নিমাইয়ের জয়",—"জয় ভক্তপ্রাণ ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের জয়",—"জয় সহজ-কৃপালু পতিতপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের জয়,—"জয় নিতাই-গৌরের প্রেমের জয়।"

দুই

শ্রীগৌরাঙ্গের পিতা জগন্নাথ মিশ্র,—স্বধর্ম্মাচারী, শাস্ত্রজ্ঞানী, নিষ্ঠাবান বৈদিক ব্রাহ্মণ। তাঁর নিবাস ছিল শ্রীহট্টের ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে,—নবদ্বীপে আসেন শিক্ষার্থীরূপে। তাঁর পিতার নাম উপেন্দ্র,—মাতা শোভাদেবী। জগন্নাথ মিশ্রের সহধর্ম্মিনীর নাম শচীদেবী—পণ্ডিত ও জ্যোতির্ব্বিদ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দুহিতা,—মহাপতিব্রতা রমণী,—"মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা।" (চৈঃ ভাঃ)

জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম,—বিশ্বরূপ। আটটি কন্যা বিয়োগের পর শ্রীবিষ্ণুর চরণ আরাধনার ফলে, নামরূপাভিন্ন এই বিশ্বরূপ,—"বিশ্বরূপ মূর্ত্তি যেন অভিন্ন মদন" (চৈঃ ভাঃ)। অদ্ভুত বিশ্বরূপ,—

"জন্ম হৈতে বিশ্বরূপের হইলা বিরক্তি।
শৈশবেই সকল শাস্ত্রেতে হৈল স্ফূর্ত্তি॥
শ্রবণে বদনে মনে সর্ব্বেন্দ্রিয় গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনু আর না বোলে না শুনে॥" (চৈঃ ভাঃ)

ষোল বছর বয়সে বিশ্বরূপ পুরী-সম্প্রদায়ভুক্ত এক সন্ন্যাসীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন,—গুরু তাঁর নাম দিলেন, শ্রীশঙ্করারণ্য-পুরী। তারপর,—নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলেন বিশ্বরূপ, যে-পথ নাকি শেষ হয়েছে গিয়ে সচ্চিদানন্দের চরণ-প্রান্তে।

"সর্ব্বশাস্ত্র মর্ম্ম জানি বিশ্বরূপ ধীর।
অনিত্য সংসার হৈতে হইলা বাহির॥" (চৈঃ ভাঃ)

—মহারাষ্ট্র, পাণ্ডুপুরে বিশ্বরূপের অন্তর্দ্ধান—রহস্যে আবৃত। তাঁর বয়স তখন,—অষ্টাদশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাস নিয়ে বিশ্বরূপ যেদিন সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন, শোকে মুহ্যমান মিশ্র-দম্পতিকে সকলে তখন প্রবোধ দিয়ে বলেছিলেন,—

"গোষ্ঠিতে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটি কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস॥" (চৈঃ ভাঃ)

—এ-কথা শুনে জগন্নাথ মিশ্র বলেছিলেন,—

"দিলেন পুত্র সে কৃষ্ণ, নিলেন কৃষ্ণ সে।
যে কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা হইব সেই সে॥" (চৈঃ ভাঃ)

—সর্ব্বতত্ত্বময় মিশ্র এই তত্ত্বজ্ঞানেই আপন চিত্তবৃত্তিকে শান্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

"এইরূপ জ্ঞানযোগে মিশ্র মহাধীর।
অল্পে অল্পে চিত্তবৃত্তি করিলেন স্থির॥" (চৈঃ ভাঃ)

জগন্নাথ মিশ্রের কনিষ্ঠপুত্র—শ্রীগৌরাঙ্গ। নিম্-গাছের তলায় সূতিকা-গৃহে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এ-শিশু, তাই পতিব্রতা পুরনারীগণ যুক্তি কোরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহিণী সীতা ঠাকুরাণীর দেওয়া নাম রাখলেন,—নিমাই। নিম্-গাছে থাকে অপদেবতা,—সেই অপ-দেবতার কাছে তিক্ত কোরে রাখার সংস্কারেই বুঝি-বা তিক্ত নিমের নাম রেখেছিলেন। সম্বন্ধ যত প্রগাঢ় হয়, আশঙ্কা ততই বৃদ্ধি পায় —বিশেষতঃ ভারতীয় নারীর ঘনীভূত বাৎসল্য রসের এ-এক মহিম-ময় বৈশিষ্ট্য। 'নিম্‌ই' মায়ের আশীর্ব্বাদে অমিয়-মধুর হয়ে উঠলো, —'নিমাই' নাম পরিচিত হল নবদ্বীপের ঘরে ঘরে,—অবশেষে দূরে, —দূরান্তরে।

নিমাই যে-বছরে ভূমিষ্ঠ হল, সে-বছরে সকল দেশ দুর্ভিক্ষ হতে পরিত্রাণ পেয়েছিল,—সার্থক হয়েছিল ক্ষণার বচন,—

"যদি বর্ষে ফাল্গুনে।
ফসল দেবে দ্বিগুণে॥"

—এই দেখে জ্ঞানিগণ বিচার কোরে নিমাইয়ের নাম রাখলেন, —"বিশ্বম্ভর"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব্ব দেশে দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে॥
জগৎ হইল সুস্থ ইহার জনমে।
পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিল নারায়ণে॥
অতএব ইহার শ্রীবিশ্বম্ভর নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠিতেও লিখিল ইহান॥" (চৈঃ ভাঃ)

শৈশব হতেই 'হরি' নামের প্রতি সহজাত আকর্ষণ ছিল নিমাইয়ের, তাই মেয়েরা নাম রেখেছিল,—'গৌরহরি'। অদ্ভুত এ শিশু,—

"এমন শিশুর রীত কভু নাহি শুনি।
নিরবধি নাচে হাসি শুনি হরিধ্বনি॥
তাবৎ ক্রন্দন করে প্রবোধ না মানে।
বড় করি হরিধ্বনি যাবৎ না শুনে॥

* * * *

হরি বলি নারীগণ দেয় করতালি।
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতূহলী॥" (চৈঃ ভাঃ)

মা যশোদা তাঁর নীলমণিকে নাচিয়েছেন ক্ষীর-ননীর লোভ দেখিয়ে, নদীয়ার কুলবতীরা নিমাইকে নাচাচ্ছেন 'হরিধ্বনির' লোভ দেখিয়ে।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেছেন—

"হেনমতে শিশু ভাবে হরি সঙ্কীর্ত্তন।
করায়েন প্রভু নাহি বুঝে কোনজন॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাইয়ের উপনয়নের দিন একজন কাব্যের পণ্ডিত আনন্দের উচ্ছ্বাসে কৌতুক ক'রে বলেছিলেন,—"নিমাইয়ের অঙ্গ যখন সু-গৌর, তখন 'গৌরাঙ্গ' তো বাচ্যার্থে,—লক্ষ্যার্থে হওয়ারই বা আশ্চর্য্য কি?—এই তো সবে ন'বছরের,—এখনই কত নাম,—নিমাই, বিশ্বম্ভর, গোরা, গৌরহরি—এরপর নামের অন্ত পাবে না।"

ভক্তরা বুঝি দেখেছিলেন নিমাইয়ের সর্ব্ব-সত্ত্বা জুড়ে বিকশিত হচ্ছে চৈতন্যদায়িনী, প্রেমস্বরূপিণী আপনি শ্রীরাধারাণী,—তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণের সকল মাধুর্য্য নিঙড়ে, বড় ভক্তিভরে তাঁরা নিমাইয়ের নাম রেখেছিলেন—'শ্রীগৌরাঙ্গ'! ভক্তদের ভক্তি-মন্থন করা নাম 'শ্রীগৌরাঙ্গ'—তাই বুঝি বাৎসল্যরসে পরিপুষ্ট 'নিমাই' নামের পরেই এই নাম সবচেয়েও মধুর।

চব্বিশ বছর বয়সে নিমাই যখন কেশবভারতীর নিকটে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, ভারতী বল্লেন,—"নিমাই!—তোমার অন্তরে বিরাজ করেছেন শ্রীকৃষ্ণ,—তুমি জীবকে করেছো কৃষ্ণমুখী, জীবের এনেছো চৈতন্য, তাই আজ থেকে তোমার নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"

"যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইল।
করাইল চৈতন্য, কীর্ত্তন প্রকাশিল॥
এতেকে তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
সর্বলোক তোমা হতে হইলেন ধন্য॥" (চৈঃ ভাঃ)

তিন

নবদ্বীপে অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোল। এই টোলেই অধ্যয়ন করতেন কৃষ্ণানন্দ, কমলাকান্ত, মুরারীগুপ্ত প্রভৃতি মেধাবান ছাত্র—ভাবীকালে এঁরাই হয়েছিলেন বাংলার গৌরব,—বাঙালীর নমস্য। নিমাই এই টোলে ভর্ত্তি হ'ল,—বয়স তখন দশ বছর। এত অধিক বয়সে টোলে ভর্ত্তি হওয়া অস্বাভাবিক হলেও কারণ আছে:—

বিদ্বান বিশ্বরূপ,—ভবিষ্যত-গৌরবের প্রোজ্জ্বল দীপশিখা,—যেদিন সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ কোরে চলে গেল, সেইদিন থেকে শিক্ষার প্রতি জগন্নাথ মিশ্রের মনে এক বিভীষিকা সৃষ্টি হল। ভাবতেন তিনি,—কি জানি নিমাই-ও যদি লেখাপড়া শিখে অমনি কোরেই পালিয়ে যায়!—এছাড়া শুধু পিতার কাছেই নয়, বংশের কুলগুরু ও কুলপুরোহিত বিষ্ণু ও সুদর্শনের কাছে সাত বছরের নিমাই প্রতিভার যে-পরিচয় দিয়েছে, তাতে মিশ্রের আতঙ্ক আরো বেড়ে গেছে। সাত বছর বয়সের প্রতিভার কথাই শুধু নয়,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাতে-খড়ির দিন হতেই নিমাইয়ের প্রতিভা-প্রকাশ পরম বিস্ময়কর,—প্রমাণ করে, প্রতিভার যেন অধিপতি সে। হাতে-খড়ির পরই নিমাই,—

"দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি যায়।
পরম বিস্মিত হইয়া সর্বজনে চায়॥
দিন তুই তিনেতে পড়িলা সর্ব ফলা।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নাম মালা॥
রামকৃষ্ণ মুরারী মুকুন্দ বনমালী॥
অহর্নিশি লিখেন পড়েন কুতূহলী॥
কি মাধুরী করি প্রভু ক খ গ ঘ বোলে।
তাহা শুনিতেই মাত্র সর্বজীব ভুলে॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাইয়ের মতন এমন শ্রুতিধর ও স্মৃতিধর বালক কেউ কখনও দেখেননি। জগন্নাথ মিশ্র তাই স্থির করেছিলেন,—নিমাইকে আর পড়তে দেবেন না। মূর্খ হবে ?—হোক্,—তবু ছেলে তো ঘরে থাক্‌বে! নিমাইয়ের পড়া তাই তিনি বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন।

যে-নিমাই বাল্য-চাপল্য ছেড়ে বিদ্যা-রসে মগ্ন হয়েছিল, যে-নিমাই "তিলার্দ্ধেকো পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে" (চৈঃ ভাঃ),—সেই নিমাই, প্রগাঢ় পিতৃভক্তিতে বন্ধ ক'রে দিল অধ্যয়ন।

"নিত্য ধর্ম সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
না লঙ্ঘে জনক বাক্য পড়িতে না যায়॥
অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদ্যারস-ভঙ্গে।" (চৈঃ ভাঃ)

পড়তে না পেয়ে নিমাই কিন্তু ভীষণ দুরন্ত হয়ে উঠলো। তার দুরন্তপনায় সকলে অতিষ্ঠ,—নবদ্বীপ ত্রস্ত। নিমাই আসে সদলবলে গঙ্গার ঘাটে, অম্‌নি স্নানার্থী নর-নারী এক অসোয়াস্তি বোধ করতে থাকে,—এখনই তো নিমাই আর তার দলবল গঙ্গার জল তোলপাড় কোরে তুল্‌বেন—শান্তিতে স্নানকরাও যাবে না। গঙ্গার তীরে মূর্ত্তি গড়ে কারো ইষ্ট-পূজা করার জো নেই। গঙ্গা-মৃত্তিকা দিয়ে শিব গড়ে কেউ হয়তো চোখ বুজে ধ্যান করেছে শিবের,—অম্‌নি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই অবসরে নিমাই ছুটে এসে শিব-লিঙ্গটি গঙ্গায় ফেলে দিয়ে পালায়। আবার কেউ হয়তো নারায়ণের ধ্যানে মগ্ন,—নিমাই তার সামনে এসে দাঁড়ায়,—পূজারী হয়তো তখন ফুল ও তুলসী নিয়ে চোখ বুজে ইষ্টদেবকে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে,—চোখ চেয়ে দেখে সে-অঞ্জলি গিয়ে পড়েছে নিমাইয়ের শ্রীচরণে। নিমাই মিটি মিটি হাসে, আর বলে,—

"...কার ধ্যান কর এই দেখ।
কলিযুগে নারায়ণ মুঞি পরতেখ॥" (চৈঃ ভাঃ)

(পরতেখ = প্রত্যক্ষ)

—শুধু কি এই?—মেয়েদের ঘাট হতে কাপড় নিয়ে নিমাই চুপি চুপি রেখে আসে পুরুষদের ঘাটে, আর পুরুষদের কাপড় নিয়ে রাখে মেয়েদের ঘাটে,—যেন শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্র-হরণলীলাই করছে! স্নানের পর কাপড় খোঁজাখুঁজির হুড়োহুড়ি পড়ে যায়,—নিমাই ততক্ষণে সদলবলে দে ছুট্।

কুমারীরা ব্রত-পূজা করতে আসে গঙ্গায়,—সে বেচারীদেরও নিস্তার নেই। ঝড়ের মতো কোথা হতে এসে নিমাই উপদ্রব সুরু করে, বলে,—"আমার পূজা কর্,—আমিই তোদের ঠাকুর,—আমিই তোদের বর দেবো। জেনে রাখিস,—গঙ্গা, দুর্গা আমার দাসী, মহেশ্বর আমার কিঙ্কর"—এই ব'লে তাদের সাজি থেকে ফুল নিয়ে নিজের মাথায় চাপাতে থাকে, তাদের নৈবিদ্যির থালা থেকে সন্দেশ, ফল ইত্যাদি স্বচ্ছন্দে তুলে নিয়ে খেতে সুরু করে,—কুমারীদের কোনও আপত্তি আমলই দেয় না।

"কন্যাগণে কহে আমা পূজ আমি দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর॥" (চৈঃ ভাঃ)

—নৈবেদ্যের ফল-মিষ্টি শেষ কোরে মিষ্টি মিষ্টি হেসে বলে,—"তোদের বর খু-ব সুন্দর হবে,—পণ্ডিত হবে,—তোদের কোলে সাত ছেলে হবে।" যে মেয়ে নৈবেদ্য নিয়ে পালিয়ে যায়, তাকে শুনিয়ে হাঁক দিয়ে বলে নিমাই,—"ওর বুড়ো বর হবে,—সাত সতিনী হবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—একথা শুনে ভয়ে ভয়ে মেয়েটি ফিরে আসে,—নৈবিদ্যির থালা এগিয়ে ধরে নিমাইয়ের সামনে,—নিমাইও খুশী হয়ে গ্রহণ করে সে-নৈবেদ্য, আর বলে,—"নাঃ!—এ কৃপণী হলে কি হবে, এর মন আছে দেখছি। আচ্ছা যাঃ! তোরও ভাল বর হবে।"—মেয়েটি এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচে,—খুশীতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

দৈবযোগে একদিন গঙ্গার ঘাটে আসে বল্লভাচার্য্যের কন্যা,—'লক্ষ্মী'। নিমাই তখন সেখানে রয়েছে মত্ত হয়ে চাপল্যের রঙ্গে। সহসা লক্ষ্মীর দিকে দৃষ্টি পড়লো নিমাইয়ের,—অমনি সেই মুহূর্ত্তে তার সকল চপলতা গেল থেমে। লক্ষ্মীও সলজ্জ সম্ভ্রমে তাকায় নিমাইসুন্দরের সুন্দর মুখের পানে,—কিছুক্ষণ দুজনে দুজনার দিকে চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে। সহসা নিমাইয়ের যেন চমক ভাঙ্গলো—দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে সে চলতে থাকে বাড়ীর দিকে,—লক্ষ্মী চেয়ে চেয়ে দেখে নিমাইয়ের চলার সে-সিংহগতি। চোখের আড়ালে গেলে, লক্ষ্মী তার চোখ দুটি মুদিত করে মনে মনে নিমাই-সুন্দরকে জানায় প্রণাম,—"লক্ষ্মী-ও বন্দিলা মনে প্রভু পদদ্বন্দ্ব" (চৈঃ ভাঃ)। গঙ্গাস্নান সেরে লক্ষ্মী ফেরে ঘরে,—মন্থর গতিতে,—এক অজানা খুশীতে। সেদিন দুজনায় দৃষ্টি বিনিময়ে কি রহস্য যে রইলো,—কে বোঝে!—"কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের খেলা" (চৈঃ ভাঃ)।

নিমাইকে শাসন করাও বিপদ!—তার বড় বড় টানা চোখদুটি যেন যাদু-ভরা,—শাসন করতে গেলেই কেমন মায়া হয়, তাই শাসন আর কেউ করতে পারে না,—মিশ্রদম্পতির কাছে একটা মৃদু-অনুযোগ জানিয়ে সকলে ক্ষান্ত হয়। নিমাইয়ের দস্যিপনা বুঝি সকলের মধুর লাগতো, তাই আন্তরিক অভিযোগ কারুর ছিল না।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেছেন,—"নিমাইয়ের দস্যিপনার বিচার করে কে? তার দর্শনানন্দেই সকল বিচারের সমাপ্তি ঘটে।—"দরশনানন্দে ঘুচিল বিচার" (চৈঃ ভাঃ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথায় বলে,—সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। সে-সুন্দর মুখ এখানে আবার নিমাইসুন্দরের! সে-চাঁদবদন দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়,—প্রাণ ভরে-ওঠে আনন্দে। সুতরাং বিচারের স্থান কোথায়?—অপেক্ষা কোথায়? তাই বিচারের উৎপত্তি যেইক্ষণে,—নিষ্পত্তিও সেইক্ষণে।

শুধু বাইরেই নয়,—নিমাইয়ের দুরন্তপনা ঘরেই কি কম? নিমাই যখন যা বায়না ধরবে, ঘরে থাক না থাক, তদ্দণ্ডেই তার পাওয়া চাই, নইলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে বস্‌বে,—ঘরের জিনিষ-পত্তর ভেঙ্গেচুরে চারিদিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—"এ তো বায়না নয়, এ "আজ্ঞা যেন মহামহেশ্বরের বিলাস" (চৈঃ ভাঃ)।

এম্‌নি এক বায়না শচীদেবীর কাছে একদিন কোরে বস্‌লো নিমাই,—সে আজ গঙ্গায় গিয়ে গঙ্গা-পূজা করবে,—চাই ফুলের মালা। শচীদেবী বল্‌লেন,—"একটু অপেক্ষা কর মাণিক আমার,—মালীর বাড়ী থেকে এনে দিচ্ছি।"—ব্যাস্‌,—আর যায় কোথা!—এখন মালীর বাড়ী যাবে, তা-র-প-র মালা আন্‌বে? অত ত সইবে না নিমাইয়ের,—রেগে সে সুরু কোরে দিল কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। ঘরে ঢুকে গঙ্গাজলের যত কলসী ভেঙ্গে দিল, জল থৈ থৈ করে মেঝেতে,—তেল, ঘি, লবণ, ডাল, বড়ি প্রভৃতি যত তৈজসপত্তর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেল্‌তে থাকে। এম্‌নি কোরে ঘরের জিনিষপত্তর যখন সব নষ্ট করা হয়ে গেল, তখন ঘরে টাঙ্গানো সিকাগুলো সব টেনে টেনে ছেঁড়ে, কাপড় যত ফালা ফালা করে,—তারপর এক ঠেঙ্গা হাতে নিয়ে ঘরের দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করে,—শেষে, হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে রাগে গরগর করতে করতে উঠানে গিয়ে গড়াগড়ি দেয়।

মরি মরি! তখন কত না শোভা ফুটে ওঠে ধূলি-ধূসরিত নিমাইয়ের অঙ্গে আর শচীর অঙ্গনে।

"শ্রীকনক-অঙ্গ হৈলা বালুকা-বেষ্টিত।
সেই হৈলা মহা শোভা অকথ্য-চরিত॥" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—শচীদেবী চেয়ে চেয়ে দেখেন ছেলের দুরন্তপনা,—বাৎসল্য-স্নেহে মুখটি বুজে সকলই সহ্য করেন, যেমনটি মা-যশোদা সয়েছিলেন গোকুল-নগরে,—"কৃষ্ণের চাপল্য যেন অশেষ প্রকারে" (চৈঃ ভাঃ)। নিমাইয়ের এত রাগ, কিন্তু রাগ হলেও মায়ের গায়ে কখনও হাত তোলে না,—সেদিকে ছেলের জ্ঞান টন্‌টনে।

"ধর্ম-সংস্থাপক প্রভু ধর্ম-সনাতন।
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিঃশব্দে শচীদেবী মালীর বাড়ীতে যান, ফুলের মালা নিয়ে ফিরে এসে গঙ্গাপূজার নৈবেদ্য সাজান,—নৈবেদ্য এনে অঙ্গনে-লুণ্ঠিত নিমাইয়ের অঙ্গে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলেন,—"এবার যাও সোনা, যেমন ইচ্ছে গঙ্গা-পূজো কোরে এসো !—যা ভেঙ্গেছো,—বেশ করেছো। তোমার বালাই নিয়ে যেন এ-সব যায়।" ফুলের মালা ও পূজার জোগাড় দেখে নিমাই খুসী হয়ে ওঠে,—এক গাল হেসে মালা ও নৈবেদ্য নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়,—দ্রুত পা চালায় গঙ্গার পথে। এম্‌নি কোরেই,—

"সকল সহেন আই কায়-বাক্য মনে। (আই=শচী-মা)
হইলেন আই যেন পৃথিবী আপনে॥" (চৈঃ ভাঃ)

অদ্ভুত নিমাইয়ের চরিত্র। শৈশব হতেই ভয় কাকে বলে জানে না,—ক্রোধ হলে তো কথাই নেই,—তখন আর কারও রক্ষা নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য !—অতি-ক্রোধের সময়েও যদি অগ্রজ বিশ্বরূপকে সামনে দেখতো, অম্‌নি সকল ক্রোধ জল হয়ে যেতো,—সেই মুহূর্ত্তেই সে হয়ে উঠতো শান্ত, ধীর, নম্র,—এতই সংযমী ও দাদা-অন্ত-প্রাণ নিমাই।—"বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয়" (চৈঃ ভাঃ)।

ঘরে-বাইরে 'নাই' পেয়ে পেয়ে নিমাই কিন্তু বেপরোয়া হয়ে ওঠে,—শেষ পর্য্যন্ত শুচি-অশুচি মানে না,—এমন কি বাড়ীর আঁস্তাকুড়ে ফেলে-দেওয়া বিষ্ণুর ভোগ রাঁধার হাঁড়িকুঁড়ি এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জায়গায় স্তূপাকার কোরে তার ওপর নিমাই একদিন বসে থাকে পরম আনন্দে,—যেন রত্ন-সিংহাসনেই বসেছে! ছেলের এই কাণ্ড দেখে শচীদেবী শিউরে ওঠেন, বলেন—"হ্যাঁরে নিমাই! ব্রাহ্মণের ছেলে তুই, উপনয়নও হয়েছে,—বলি জ্ঞান-গম্যি তোর হবে কবে? —হাঁড়িগুলো যে অশুদ্ধ তা বুঝিস না? নোঙরা জায়গায় বসলে পবিত্র হবি কেমন ক'রে?"

পরম বিজ্ঞের মতন গম্ভীর হয়ে নিমাই বলে,—"মা! বড় ছেলে-মানুষ তুমি, নইলে বুঝতে নোঙরা জায়গায় আমি কখনও বসি না। জেনো মা, আমি যেখানে বসি সেই জায়গাই শুচি—আর সেই জায়গাতেই থাকে তোমার গঙ্গা, তোমার তীর্থ। তোমাদের সংসার আর ভট্টচার্য্যিদের মতে যদি কিছু অপবিত্রও থাকে, সেও আমি ছুঁলে পবিত্র হয়ে যায়। এ-ছাড়া তুমিই বল, যে হাঁড়ীতে শ্রীবিষ্ণুর ভোগ রাঁধা হয় মূলে সে হাঁড়ী কি অশুদ্ধ হয়? বরং এ-হাঁড়ীর ছোঁয়াচ লেগে সকলই শুদ্ধ হয়। শুচি-অশুচি মা, মনের কল্পনা মাত্র,—এতে স্রষ্টার দোষ কি? আচ্ছা মা!—আঁস্তাকুড়ে বসেছি বলে দোষ তো আমায় দিচ্ছ, বল্‌ছো জ্ঞানগম্যি হবে কবে,— কিন্তু তোমরা আমায় পড়তে দেবে না, মুখ্যু করে রাখবে,— জ্ঞান-গম্যি হবে কেমন কোরে বলতো?

বৃন্দাবন ঠাকুর এখানে বলেছেন,—

> "তত্ত্ব কহিলেন প্রভু দত্তাত্রেয়-ভাবে। (দত্তাত্রেয় = বিষ্ণুর অংশ)
> না বুঝিল কেহ বিষ্ণু-মায়ার প্রভাবে॥" (চৈঃ ভাঃ)

ছেলের কথা শুনে শচীদেবী থ হয়ে গেলেন কিন্তু শেষের কথাটা লাগলও মনে ছ্যাঁৎ করে। ভাবেন তিনি,—"তাইতো! তাঁরাই তো নিমাইকে পড়তে দেন না! মা-বাপ হয়ে কোন্ প্রাণে তাঁরা ছেলের ভবিষ্যৎ এম্‌নিভাবে নষ্ট করতে বসেছেন? পুত্র যদি অপদার্থ হয়, সে যে পিতামাতার কলঙ্ক,—বংশের কলঙ্ক,—জাতির কলঙ্ক! নিমাই যদি মূর্খ হয়ে থাকে আর নানা কলঙ্কের কাজ ক'রে বেড়ায়,—সে যে বিশ্বরূপের সন্ন্যাসী হওয়ার চেয়েও মর্ম্মদাহী হবে! ছেলে থাকলেই তো আর সংসার সুখের হয় না!—ছেলেকে মানুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হতে হবে, পাঁচজনের একজন হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, সংসারের ও সমাজের দায়িত্ব নিতে হবে,—তবেই না সে ছেলে? মা-বাপ তো কারও চিরদিন নয়! ছেলেকে শুধু সংসারে রাখার মোহে তবে কেন তাঁরা ছেলের ভবিষ্যৎ এইভাবে নষ্ট করছেন?”

ব্যাপারটা শচীদেবী বুঝিয়ে বলেন স্বামীকে। জগন্নাথ মিশ্র কিন্তু তবু বলেন,—“নিমাই জননী! তুমি এত অবুঝ কেন? জগৎ পোষণ করেন,—জগতের ‘নাথ’ যিনি। পাণ্ডিত্য জগৎ পোষণ করে না। তা যদি হোত, পণ্ডিত আমি, আমার ঘরে অন্নাভাব কেন আর মূর্খ-ধনীদের দুয়ারে পণ্ডিতের সমাবেশ কেন?—কুল, বিদ্যা প্রভৃতি উপলক্ষণ মাত্র,—জেনো, কৃষ্ণই সর্ব্ব-বল। কৃষ্ণ-কৃপা না হোলে দুঃখ মোচন হয় না। নইলে দেখ না কেন,—বিদ্যা, কুল, কোটি কোটি ধনের অধিকারী যে, তার ঘরে মহারোগ কেন? তার বিলাস-সম্ভার সে ভোগ করতে পারে না কেন? নিমাই জননী!—তুমি ভেবো না,—তোমার পুত্রকে ‘কৃষ্ণ’ পুষবেন।”

শচীদেবী এ-সব কথা আর মানতে চান না,—জোর কোরেই স্বামীকে রাজী করান নিমাইকে টোলে ভর্ত্তি কোরে দিতে। অগত্যা জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্ত্তি কোরে দিলেন। অধিক বয়সে নিমাইয়ের টোলে ভর্ত্তি হওয়ার এই ছিল কারণ।

চার

সেদিনের দুরন্ত শিশু-নিমাই,—এখন নিষ্ঠাবান কিশোর ছাত্র,—অদ্ভুত পড়ুয়া,—

> “না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণ।
> পড়েন গোষ্ঠিতে যেন প্রত্যক্ষ মদন॥
>
> *　　*　　*
>
> কিবা স্নানে কি ভোজনে কিবা পর্যটনে।
> নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র-বিনে॥” (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—"ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ" এই আর্য্য বাণী এখন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে নিমাইয়ের মধ্যে। সে এখন ললাটে মনোহর ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র তিলক ধারণ কোরে, সন্ন্যাসীদের মতন যোগপট্ট-ছান্দে পরণে বসন এঁটে, বসে এসে ছাত্রমণ্ডলীর মাঝে বীরাসন কোরে। আর শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রযুদ্ধ ছাড়া নিমাইয়ের মুখে এখন অন্য কথা নেই,—শাস্ত্রে বৃহস্পতিকেও যেন জয় করবে সে।

LIBRARY No.......... BANARAS

সুতীক্ষ্ণ নিমাইয়ের তর্কের ধারা,—খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় বিপক্ষের যত যুক্তি। নিমাইয়ের কূট প্রশ্নে শিক্ষার্থীরা বিব্রত ও জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে,—নবদ্বীপের পড়ুয়া-সমাজে নিমাই যেন 'তর্ককেশরী'।

"যাহারে যা জিজ্ঞাসেন শ্রীগৌরসুন্দর।
হেন নাহি পড়ুয়া যে দিবেক উত্তর॥" (চৈঃ ভাঃ)

—গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলের বয়োজ্যেষ্ঠ-ছাত্র মুরারী গুপ্তের সঙ্গে একদিন তো রীতিমত তর্ক বেঁধে গেল নিমাইয়ের।—তর্কের মাঝে গুপ্তকে উপহাস কোরে নিমাই বলে,—"জাতে বৈদ্য তুমি,—মিছে ব্যাকরণ পড় কেন? ব্যাকরণে তো আর কফ্-পিত্ত-অজীর্ণের ব্যবস্থাপত্তর কিছু নেই? ঘরে বসে বরং লতাপাতা নিয়ে ওষুধ তৈরী করার অনুশীলন কর যাতে রুগী ভাল হয়।"

স্বভাবতঃ মহা-ক্রোধী মুরারী। কিন্তু আশ্চর্য্য! —নিমাইয়ের এ-ব্যঙ্গোক্তিতে ক্রোধ হল না তার, বরং সংযত হয়েই বল্লে,—"ঠাকুর! জাতে ব্রাহ্মণ তুমি, তাই কি আর বলবো! কিন্তু এত গর্ব্ব কেন বলতো? সূত্র বৃত্তি, পাঁজি, টীকা নিয়ে হের-ফের তো অনেক করলে, কিন্তু তোমার কোন্ প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হলাম? প্রশ্নের উত্তর না পেলে ব্যঙ্গ করতে পারো।"

নিমাই বলে,—"বেশ, করো দেখি ব্যাখ্যা আজ যা পড়লে।"

মুরারী ব্যাখ্যা করতে থাকে,—আর নিমাই সে ব্যাখ্যা খণ্ডন করে। মুরারী এক অর্থ করে, নিমাই তার আর এক অর্থ করে,—এম্নি ক'রে দুজনের তর্ক চলে,—জয়-পরাজয়ের নির্ণয় হয় না। মুগ্ধনেত্রে মুরারী চেয়ে থাকে নিমাইয়ের পানে, দেখে সে-মুখে প্রতিভার দিব্য-দীপ্তি, ভাবে,—'একি অদ্ভুত নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক মানব-কিশোরে এত পাণ্ডিত্য কি সম্ভব!—না, না,—নিমাই অতি-মানবই হবে।'

"প্রাকৃত মনুষ্য কভু এ পুরুষ নয়।
এমন পাণ্ডিত্য কিবা মনুষ্যের হয়॥" (চৈঃ ভাঃ)

—মুরারীর ব্যাখ্যায় নিমাইও খুসী হয়ে ওঠে, জড়িয়ে ধরে মুরারীকে,—আর নিমাইয়ের স্পর্শে মুরারীর অন্তরে খেল্‌তে থাকে এক অভূতপূর্ব আনন্দের তরঙ্গ।—আনন্দে মুরারী বলে,—"শোন বিশ্বম্ভর! এবার থেকে তোমার সাথেই আমি শাস্ত্রের আলোচনা করবো।"

মুরারীর বিদ্যাবত্তার সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

"প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত পরম পণ্ডিত" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাই ও মুরারীর এই শাস্ত্র-তর্ক সম্বন্ধে বলেছেন,—

"ঠাকুর সেবকে এই মত করে রঙ্গ" (চৈঃ ভাঃ)

সকল সূত্রের ব্যাখ্যায় এখন অদ্ভুত নিপুণ নিমাই। যে-সূত্রের ব্যাখ্যা প্রমাণ দিয়ে সে স্থাপন করে তাতে পড়ুয়াগণ তাকে প্রশংসা করে,—সেই ব্যাখ্যারই আবার দোষ দেখিয়ে সে চমৎকৃত করে দেয় পড়ুয়ার দলকে,—পরক্ষণেই সেই সূত্রেরই এমন সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা সে দেয়, যা সব দিক দিয়েই উত্তম। শেষের ব্যাখ্যা শুনে বিহ্বল হয়ে সকলে নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে সশ্রদ্ধ-দৃষ্টিতে,—এমন কি প্রামাণিক পড়ুয়াগণও। নিমাইয়ের অদ্ভুত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা সাগ্রহে শোনেন অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিত। মন তাঁর খুশীতে ভরে ওঠে,—নিত্য তিনি প্রাণঢালা আশীর্ব্বাদ করেন এই কিশোর ছাত্রটিকে,—ঢেলে দেন আপন বিদ্যা সম্ভার,—শেষে একদিন নিমাইকে "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য" এই সম্মানে বিভূষিত করলেন।

"দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব্ব-শিষ্য-শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত॥" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবদ্বীপ,—পণ্ডিতের সমাজ, শাস্ত্ররাজ, বড় বড় অধ্যাপক, ভট্টাচার্য্য ও আচার্য্যে-ভরা। কিন্তু,—

"......বিদ্যারসে শ্রীগৌরাঙ্গনাথ।
বৈসেন সভার করি বিদ্যা-গর্ব্বপাত॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাইয়ের সিদ্ধান্তের উপর দ্বিরুক্তি করার সাহস কারোও নেই। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর এখানে বলেছেন,—শিশুকাল হতেই প্রভুর অদ্ভুত পাণ্ডিত্য-বুদ্ধি, আর এ-ছাড়া,—

"হেন সে সাধ্বস জন্মে প্রভুরে দেখিয়া।
(সাধ্বস = সম্ভ্রম ; ভয়)
সভেই যায়েন এক দিগে নম্র হৈয়া॥
যদি বা কাহারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
সেইজন হয় যেন অতিবড় দাস॥" (চৈঃ ভাঃ)

ক্রমশঃ নবীন পড়ুয়া-নিমাইয়ের জ্ঞান-প্রবীণতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো সারা নবদ্বীপে। অধ্যাপক ও পণ্ডিতমণ্ডলী নিমাইয়ের অদ্ভুত শাস্ত্রজ্ঞান দেখে পরম সন্তোষে জগন্নাথ মিশ্রের নিকটে গিয়ে বলেন,—

"তুমিত কৃতার্থ মিশ্র এ হেন নন্দনে॥
এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্রিভুবনে।
বৃহস্পতি জিনিয়া হইব অধ্যয়নে॥
শুনিলেই সর্ব্ব অর্থ আপনে বাখানে।
তান ফাঁকি বাখানিতে নারে কোন জনে।" (চৈঃ ভাঃ)

—পুত্রের প্রশংসা শুনে শচীদেবীর মনে আনন্দ হয়।—জগন্নাথ-মিশ্রের মনে কিন্তু এক চাপা-আশঙ্কা জাগে, বুঝি-বা বিশ্বরূপের মতন শাস্ত্র-মর্ম্ম জেনে সংসারকে অনিত্য বলে নিমাইও সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায়। নিভৃতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন তিনি, শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান,—"হে গোবিন্দ নিমাঞি রহুক মোর ঘরে।" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণবদের ওপরে কিন্তু নিমাইয়ের আক্রোশটা যেন কিছু বেশী। বৈষ্ণব প্রতিপক্ষ হ'লে আর রক্ষা নেই, তা যে বয়সেরই কেন হোক না সে। নানা কূটপ্রশ্নে ও তর্কে তাকে পরাজিত ক'রে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তাকে অতিষ্ঠ কোরে তোলে। মাধব মিশ্রের পুত্র গদাধর,—ন্যায়ের ছাত্র, কিন্তু কৃষ্ণানুরাগী,—"কৃষ্ণলীলামৃত"গ্রন্থও একটি লিখেছে সে। নিমাইকে দেখলেই কিন্তু গদাধরের বুক ঢিব ঢিব্ করে, এই বুঝি নিমাই তাকে ধরে আর শাস্ত্র নিয়ে পড়ে। অনুনয়-বিনয় ক'রে গদাধর রেহাই নেয় নিমাইয়ের কাছে। প্রীতিভরে বলে নিমাই,—"কাল যেন আবার দেখা পাই গদাধর!" নিমায়ের প্রতি গদাধরের টান আছে একটু বিশেষ ভাবেই,—শুধু তর্কে নাস্তানাবুদ্ হবার ভয়েই গদাধর তখন পালাতে পারলে যেন বাঁচে।

"গদাধর ভাবে "আজি বর্তি পলাইলে ॥" (বর্তি = বাঁচি)

* * *

নমস্করি গদাধর চলিলেন ঘরে।" (চৈঃ ভাঃ)

মুকুন্দ-পণ্ডিত,—অলঙ্কারের ছাত্র, সুগায়ক, সকল বৈষ্ণবের সে একান্ত প্রিয়। কীর্ত্তনে মুকুন্দের কণ্ঠে ঝরে,—ভক্তির নির্ঝরিণী ধারা। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেছেন,—

"যেই মাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণগীত।
হেন নাহি জানে কেবা পড়ে কোন ভিত॥
কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নৃত্য করে।
গড়াগড়ি যায় কেহ বস্ত্র না সম্বরে॥

* * *

এই মতে উঠয়ে পরমানন্দ সুখ।
না জানে বৈষ্ণব সব আর কোন দুঃখ॥" (চৈঃ ভাঃ)

—এমন পরম-বৈষ্ণব মুকুন্দকে দেখলেই নিমাই তার পিছু পিছু ধাওয়া করে,—আর মুকুন্দ তাড়াতাড়ি পালায়। মুকুন্দের পালানো দেখে নিমাই হেসে গড়িয়ে পড়ে, সঙ্গী-পড়ুয়াদের রঙ্গভরে বলে,—"ওটা আমায় দেখলে পালায় কেন জানো? —ব্যাটা বৈষ্ণব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলে। এ-ব্যাটা কেবল বৈষ্ণব-শাস্ত্র পড়ে। বৈষ্ণবগুলো দেখি সদাই ভাসে শ্রীকৃষ্ণ-রসে,—এরা কৃষ্ণ-কথা, কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই ভালবাসে না। আর আমি? আমি ব্যাখ্যা করি পাঁজি, বৃত্তি (=শব্দের শক্তি, যা দিয়ে অর্থ ব্যক্ত ও প্রসারিত হয়), টীকা। —বচনে আমার কৃষ্ণ-কথা নেই, তাই আমাকে কৃষ্ণে বহির্মুখ ভেবে ওরা আমায় দেখলে দূরে পালায়”—এইবলে হো হো কোরে হেসে আবার গম্ভীর হয়ে বলে,—“আচ্ছা ব্যাটারা! থাকো আরও কিছুদিন,—আমায় এড়িয়ে সব পালাবি কোথা? এই যে ব্যাটা মুকুন্দ,—ও ব্যাটা পড়ুক, পড়ুক আরও দিনকতক,—তারপর ব্যাটা চিন্‌বে আমি কেমন বৈষ্ণব! তোমরাও দেখে নিও,—

“এমন বৈষ্ণব মুঞি হইমু সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥ (অজ=ব্রহ্মা, জন্মরহিত ;
(ভব=শিব)
শুন ভাই সব এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব মুঞি সর্ব্ববিলক্ষণ॥
আমারে দেখিয়া এবে যে সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণকীর্তি গায়॥” (চৈঃ ভাঃ)

—এই ব’লে হাসতে হাসতে নিমাই এগিয়ে চলে বাড়ীর দিকে।

বৈষ্ণবদের এ উপহাস করা, না প্রশংসা করা কিংবা ব্যপদেশে (ছল কোরে) নিমাইয়ের নিজ-তত্ত্বের প্রকাশ এ?—কে জানে! বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এখানে বলেছেন,—

“এই মত রঙ্গ করে বিশ্বম্ভর রায়।
কে তারে চিনিতে পারে যদি না জানায়॥” (চৈঃ ভাঃ)

তের-চৌদ্দ বছর বয়সেই নিমাই ব্যাকরণের একটি টীকা প্রণয়ন করে। অধ্যাপক-পণ্ডিত-অধ্যুষিত নবদ্বীপে সে-টীকা স্বীকৃতি লাভ করলো। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বুক গর্ব্বে ফুলে ওঠে, বলেন,—“হবে না?—ছাত্র কেমন দেখতে হবে তো?”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঙ্গাদাস পণ্ডিতেরও ভাগ্যের সীমা নেই,—নিমাই তাঁর ছাত্র।

"সবে এক গঙ্গাদাস মহাভাগ্যবান।
যার ঠাঞি প্রভু করে বিদ্যার আদান॥" (চৈঃ ভাঃ)
(আদান = গ্রহণ)

এই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলেই চল্‌তো,—ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি নানা শাস্ত্রীয় আলোচনা। অদ্ভুত শ্রুতিধর নিমাই সে-আলোচনা শোনে একাগ্রচিত্তে, আর এম্‌নি কোরেই নিমাই আয়ত্তে আনে—ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র।

নবদ্বীপে অবশ্য তখন ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়নের টোল ছিল। সার্ব্বভৌম ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। বাসুদেব সার্ব্বভৌম,—ন্যায়ের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ও বাংলাদেশে ন্যায়-শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক,—জগন্নাথ মিশ্রের সমসাময়িক ও সহাধ্যায়ী। ন্যায়ের টীকা-গ্রন্থ 'দীধিতির' রচয়িতা পণ্ডিত রঘুনাথ, তন্ত্র-শাস্ত্রের অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিত,—বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র। এঁদের প্রতিভার আলোক আজও সমগ্র বাংলাকে অপূর্ব্ব অদ্ভুত দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল কোরে রেখেছে,—বাঙ্গালী হয়েছে ধন্য—এঁরা হয়েছেন প্রণম্য।

ভারতে তখন একমাত্র মিথিলাতেই হোত ন্যায়ের অনুশীলন, কিন্তু সেখান হোতে পুঁথি নকল কোরে আনার উপায় ছিল না। কারো কারো মতে অদ্বিতীয় স্মৃতিধর এই বাসুদেব সার্ব্বভৌমই অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ কোরে ফিরে এসেছিলেন বাংলায়,—স্থাপন করেছিলেন নবদ্বীপে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী। কিন্তু অধিকাংশের মতে সার্ব্বভৌমের ছাত্র রঘুনাথই মিথিলা হতে ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ কোরে নবদ্বীপে ফিরে এসে ন্যায়গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং আপন মনীষা প্রভাবে নব্য-ন্যায়ের উদ্ভাবনা করেছিলেন। নবদ্বীপ তাই, নব্য ও প্রাচীন ন্যায়-অধ্যয়নের কেন্দ্রস্বরূপ হয়েছিল,—চূর্ণ হয়েছিল ন্যায়শাস্ত্রকে মিথিলার একচেটিয়া ক'রে রাখার প্রচেষ্টা। রঘুনাথের একটি চক্ষু কাণা ছিল, তাই রঘুনাথ কাণা-ভট্ট বা কাণভট্ট বলে পরিচিত ছিলেন। ইনি মিথিলার পক্ষধর মিশ্রকে বিচারে পরাজিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শিতার কারণে ইনি 'শিরোমণি' উপাধি লাভ করেন।

ন্যায়শাস্ত্র হল হিন্দুর ষড়্‌দর্শনের অন্যতম দর্শন,—গৌতম-মুনি কর্তৃক বিরচিত। ন্যায়ের দুটি ভাগ আছে,—একটি প্রাচীন ন্যায়, অপরটি নব্য ন্যায়; নব্য ন্যায়ের ভাষা জটিল ও দুর্বোধ্য। নব্য-ন্যায়ে আলোচিত হয়েছে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ সমূহ। নব্য ন্যায়ের প্রধান গ্রন্থ হল, গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'তত্ত্বচিন্তামণি'। রঘুনাথ এই গ্রন্থ ও ন্যায়ের অন্যান্য গ্রন্থের উপর টীকা রচনা ক'রে ন্যায়ের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(সাধারণ-পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য)

ষড়দর্শন প্রসঙ্গ।

দর্শন অর্থ হল,—'তত্ত্ব'-বিদ্যা।

হিন্দুর ষড়দর্শন হল—সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, পূর্ব্ব-মীমাংসা এবং বেদান্ত।

(১) সাংখ্য—প্রণেতা, 'কপিল'। সাংখ্য-প্রণেতা দুই জন 'কপিল'-এর নাম দেখা যায়।

একজন ভগবদবতার কপিল। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র কর্দ্দম ঋষির ঔরসে এবং স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহুতির গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইনিই আদি কপিল এবং প্রাচীনতম সাংখ্যাচার্য্য। এই কপিলের মহিমাই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কীর্ত্তিত হয়েছে—"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে"। এঁরই প্রণীত সাংখ্যদর্শন বেদানুগ এবং সেশ্বর (ঈশ্বরের আনুগত্যে ভজন)। এঁর সাংখ্য মতই সবিস্তারে বর্ণিত আছে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে।

(২৪-৩১ অধ্যায়)

অপর কপিল হলেন অগ্নিবংশজাত। ইনি প্রাচীনতম সাংখ্যের 'ঈশ্বরতত্ত্বটুকু' বাদ দিয়ে সাংখ্যসূত্র রচনা করলেন অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ নিরীশ্বর সাংখ্য বিরচন করলেন।

শ্রীবেদব্যাস তাঁর 'ব্রহ্মসূত্রে' দ্বিতীয় পাদে কপিলের মতবাদ খণ্ডন করেছেন এবং আদি কপিলের সাংখ্যমতই সবহুমানে গ্রহণ করেছেন। ব্রহ্মসূত্রে নিরীশ্বরবাদ খণ্ডন থাকাতেই নিরীশ্বর অবৈদিক কপিলসূত্র এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। নামে সাম্য থাকায় দুই কপিল কালে এক হয়ে গেছেন। অবশ্য এই দুই কপিলই বেদব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী।

(২) পাতঞ্জল—পতঞ্জলী প্রণীত যোগ-সূত্র। যৌগিক বিভূতিতে প্রলুব্ধ কোরে জীবকে ঈশ্বরোপসনায় প্রবৃত্ত করাই এর উদ্দেশ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩) বৈশেষিক—কণাদ প্রণীত পরমাণু-বাদ।

(৪) ন্যায়—গৌতম প্রণীত তর্কশাস্ত্র।

(৫) পূর্ব্বমীমাংসা—জৈমিনীকৃত স্বর্গাদি-ফলক যজ্ঞাদিকর্ম্ম-প্রতিপাদক ধর্ম্মশাস্ত্র।

(৬) বেদান্ত—বেদব্যাস প্রণীত ব্রহ্মপ্রতিপাদক দর্শন-শাস্ত্র।

বেদের দুই ভাগ—(১) বিধি ও নিষেধাত্মক অংশ।

(২) মন্ত্রাত্মক অংশ। 'মন্ত্র' ধাতুর অর্থ—রহস্যকথন।

বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য মন্ত্রভাগেই বর্ণিত আছে। এই মন্ত্রভাগই বেদের অন্ত বা শ্রেষ্ঠাংশ,—তাই এর নাম 'বেদান্ত'। সকল অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের মুকুটমণি হলেন,—বেদান্ত। এই বেদান্তের চরম তাৎপর্য্য আবার বর্ণিত হয়েছে উপনিষদে,—তাই উপনিষদও বেদান্ত। উপনিষদ্ আবার সূত্রাকারে বিরচন করেছেন বেদব্যাস, নাম দিয়েছেন ব্রহ্মসূত্র। তাই ব্রহ্মসূত্রও বেদান্ত।

উপনিষদ্ অর্থ :—উপ অর্থ নিকটে এবং নি পূর্ব্বক সদ্ ধাতুর অর্থ হল অবস্থান বা উপবেশন। সুতরাং উপনিষদ অর্থ হল,—যে শাস্ত্রের সাহায্যে ব্রহ্মের নিকটে অবস্থান করা যায়।

—ব্রহ্মসূত্রে বর্ণনা আছে,—অচিন্ত্যশক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মের কথা।

সকল দর্শনই ভগবদ্‌জ্ঞানের সহায়ক। বিভিন্ন দর্শন রচনার কারণ হল :—মানুষের নানা প্রবৃত্তি এবং সকল মানুষ সমান অধিকারী নয় বলে, বহু প্রবৃত্তি-যুক্ত বহু প্রকারের অধিকারীর কল্যাণের জন্যে শাস্ত্র বহুভাবে ভগবত্তত্ত্ব প্রতিপাদন করেছেন। ষড়দর্শনও অধিকারীবিশেষে বিভিন্ন মানুষকে বিশেষ বিশেষ উপায়ে ঈশ্বরোপসনায় প্রবৃত্ত করানোর চেষ্টা করেছেন—কাউকে যুক্তি দেখিয়ে, কাউকে স্বর্গের সুখ-লোভ দেখিয়ে, আবার কাউকে-বা যোগ-বিভূতির দিকে আকৃষ্ট কোরে। এ যেন বিদ্যা-বিষয়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে ছাত্রদের অখণ্ড জ্ঞানলাভে সাহায্য করা। কিন্তু সকল কর্ম্মের সাধনকালে ভগবন্নামস্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিয়েছেন যাতে চিত্তের মালিন্য ধীরে ধীরে নষ্ট হয় এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষে মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ-যাজনে প্রবৃত্ত হয়। এমন কি কামতন্ত্র, গান্ধর্বকলা কাব্য ও অলঙ্কারের উদ্দেশ্যও এই,—শ্রীভগবানের তত্ত্বের মাধুর্য্য প্রকাশ করা,—জীবের গোচরে আনা।

ষড়দর্শনের আর একটি উদ্দেশ্য হল,—রহস্যময় বেদ-বচনের অর্থ নিষ্কাশন। এ বিশ্ব রহস্যে ভরা। রহস্য আকাশে, যথা—চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর সুনিয়ন্ত্রিত কার্য্যাবলী রহস্যময়। রহস্য বিশ্বের প্রকৃতিতে, যথা—আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনে প্রাণিগণের দেহের বিচিত্র সংস্থান,—ফল-ফুলে লতায় পাতায় বিচিত্র মাধুরী। রহস্যময় আমাদের জীবন, যথা,—যা পাই তা চাই না; যা চাই তা পাই না। সুখ পেতে মানুষ কত উদ্যম করে,—পায় দুঃখ। এর ওপর শোক তাপ জরা মৃত্যু তো শাশ্বত। এ সকল বিচিত্র রহস্যের উৎসটি কোথায়?

সনাতনী ও সার্ব্বজনীন এ প্রশ্ন। এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন ভগবদ্‌রূপী বেদ। এই বেদ হলো শ্রীভগবানের শব্দময়ী তনু বা শাব্দী তনু। গভীর রহস্য বোঝবার অধিকার সকলের থাকে না, তাই ঐশ্বরিক বিভূতি বিশিষ্ট শব্দের আবরণে বেদ ঘনীভূত রহস্যের তাৎপর্য্য গোপনে রেখেছেন যাতে অনধিকারীর হাতে পড়ে এর তাৎপর্য্য বিকৃত না হয়। শুধু শব্দের অর্থজ্ঞান সম্বল কোরে বেদের তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয় না। এ উপলব্ধি করতে গেলে প্রয়োজন হয়, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কোরে ভগবদ্-উপসনামূলক নিপুণ তপস্যা। এমন সাধকই বেদের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করার অধিকারী। এমন সাধক ছাড়া অপর সকলে অনধিকারীর পর্য্যায়ে পরিগণ্য হয়েছে। অনধিকারীর ব্যাখ্যায় বেদের অর্থ বিকৃত হয়, আর ভ্রান্তি আসে। বেদ যেন এক লজ্জাবতী বধূ।—অনধিকারীর সামনে লজ্জায় মুখ আবৃত করে রাখেন ঘোমটায়,—অধিকারীর সামনে উন্মোচন করেন।

কলিহত মানুষ তার স্বল্প মেধা নিয়ে, ব্রহ্মচর্য্য হারিয়ে বেদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না, এমন কি উপনিষদ্ বা ব্রহ্ম-সূত্রও বুঝবে না,—এ জেনেছিলেন বেদব্যাস তাঁর দিব্য দৃষ্টি দিয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সময়ে নারদ এসে তাঁকে বেদমন্ত্রের ভগবল্লীলাত্মক ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করলেন,—এরই ফলে আবির্ভাব হলেন শ্রীমদ্ভাগবত। এই শ্রীমদ্ভাগবতেই তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। শুধু এই নয়,—যাতে স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুগণ বেদের যথার্থ তারপর্য বুঝতে পারেন, সেই কারণে তিনি প্রণয়ন করলেন মহাভারত ও অষ্টাদশপুরাণ। বেদের বেদ্য সুস্পষ্টরূপে ঘোষিত হ'ল,—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" (গীতা)।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়-গুরুরূপে যে ছয় গোস্বামীর প্রসিদ্ধি আছে,—শ্রীজীব গোস্বামী তাঁদের অন্যতম। শ্রীজীব গোস্বামী বৈষ্ণব-দর্শন গ্রন্থ রচনায় শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণকেই মুখ্যরূপে গ্রহণ করেছেন।

পাঁচ

ন্যায়ের টীকা-গ্রন্থ লিখছে নিমাই। রঘুনাথও ন্যায়ের টীকা 'দীধিতি'র রচনায় ব্রতী হয়েছেন। নিমাইয়ের অদ্ভুত মেধাকে রঘুনাথ শ্রদ্ধা করেন—রঘুনাথের প্রতিভাও আকর্ষণ করে নিমাইকে। রঘুনাথ একদিন শুনলেন নিমাইয়ের প্রচেষ্টার কথা,—রঘুনাথের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো।—বড় চিন্তিত হয়ে পড়লেন তিনি। একদিন নিমাইকে নিভৃতে ডেকে বলেন—"ভাই বিশ্বম্ভর! তোমার লেখা একটু পড়ে আমায় শোনাবে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ! একশোবার শোনাবো!" বল্লে নিমাই খুশী মনেই।

গঙ্গার বুকে,—নৌকার উপরে বসে নিমাই একদিন অকুণ্ঠিতচিত্তে তার লেখা পড়ে শোনাচ্ছে রঘুনাথকে। শুনতে শুনতে রঘুনাথের মুখ ক্রমশঃ ম্লান হয়ে এল,—চোখে জল টলটল। হঠাৎ নিমাইয়ের চোখ পড়লো রঘুনাথের মুখের পানে।

"কি হল রঘুনাথ?"—ব্যগ্র-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো নিমাই।

"ভাই বিশ্বম্ভর!"—বল্লেন রঘুনাথ,—"শোন, আমিও ন্যায়ের টীকা লিখছি। বড় আশা ছিল আমিই হবো ন্যায়ের শ্রেষ্ঠ টীকাকার,—

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিত-সমাজে আমার প্রতিষ্ঠা হবে,—ঐশ্বর্য্য আমায় বরণ করবে। কিন্তু তোমার লেখা শুনে আমার সে আশা আজ নির্মূল হয়ে গেল.—তোমার গ্রন্থ থাকতে আমার গ্রন্থ কেউ পড়বে না।"

"ওঃ—এই কথা! তাই চোখে জল?"—বল্লে নিমাই প্রীতিভরে —"বেশ তো, আমার গ্রন্থ যদি তোমার কীর্ত্তির পথে কণ্টক, কাজ কি সে-কণ্টকে? নিশ্চিহ্ন কোরে দেবো তোমারই সামনে। প্রতিষ্ঠার চেয়ে অন্তরের প্রীতিই যে আমার কাম্য!"—এই বলে নেহাৎ হেলাভরেই নিমাই তার লিপিখানি ছুঁড়ে ফেলে দিল গঙ্গার বুকে।

—"নিমাই! নিমাই! কর কি?"—ব্যগ্রভাবে বাঁধা দিতে দুবাহু উর্দ্ধে তুলে আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠলেন রঘুনাথ।—ততক্ষণে গঙ্গার অতলগহ্বরে নিমজ্জিত,—অন্তর্হিত,—নিমাইয়ের ন্যায়ের লিপিখানি। নিমাইয়ের প্রতিভার ও পাণ্ডিত্যের কত স্বাক্ষর, যা কালির আখরে কালের বুকে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকতো, আজ নিঃশেষে মুছে গেল ঐ লিপিখানির সঙ্গে,—গঙ্গার জলে,—চিরতরে। ভাস্বর ভাস্কর হয়ে রইলো নিমাইয়ের মহিমময় চরিত্র।

স্তম্ভিত রঘুনাথ,—শুধু নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন নিমাইয়ের পানে, ভাবেন,—'মানুষ না দেবতা নিমাই?'—নিমাইয়ের মুখে কিন্তু সরল প্রশান্ত মৃদু-মধুর হাসি,—আঁখি করুণায় ভরা,—বিষন্নতার লেশমাত্রও চিহ্ন সে-চাঁদবদনে নেই।

হায়রে!—মানুষ ভুলে যায়.—"প্রতিষ্ঠা শুকরীবিষ্ঠা।"—সে বোঝেনা মিথ্যা-প্রতিষ্ঠার মোহে নিজের চারিপাশে 'অহং'এর জাল বুনে সে নিজেই সে-জালে জড়িয়ে পড়ে।

ছয়

শৈশবের দুরন্ত বেপরোয়া নিমাই, কৈশোরের নিষ্ঠাবান-ছাত্র নিমাই আজ যৌবনে,—অধ্যাপক নিমাই-পণ্ডিত। নবদ্বীপে টোল খুলেছে নিমাই,—বয়স তার তখন মাত্র ষোল,—পিতৃহীন। এত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অল্প বয়সে নবদ্বীপে কেউ কখনও টোল খোলেনি। যৌবনের প্রারম্ভে নিমাইয়ের রূপও বেড়ে উঠেছে চতুর্গুণ।

মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল,—অধ্যাপনার গুণে টোল জম্-জমাট। তার ওপর টোলের নিয়মনিষ্ঠায়, অধ্যাপকের চরিত্রের আদর্শে, গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের মাধুর্য্যে ছাত্রমণ্ডলী গড়ে উঠতে লাগলো,—আদর্শ মানুষ হয়ে। নবদ্বীপে তখন পণ্ডিতদের প্রচুর সম্মান, তাঁরাই তখন সমাজের শীর্ষ-স্থানীয়,—তাই রাজা-মহারাজাও পথে পণ্ডিত দেখলে সসম্মানে অভিবাদন করেন। বয়সে অল্প হলেও নিমাই-পণ্ডিত সে-সম্মানের অধিকারী। উপরন্তু নিমাইয়ের দেহে একাধারে সর্ব্বোত্তম রূপ-গুণের সমাবেশ থাকায় সে পায় সম্মানের সঙ্গে সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া,—ডাকতো সকলে 'লক্ষ্মী' বলে। এ সেই 'লক্ষ্মী' যার সঙ্গে গঙ্গার তীরে বালক নিমাইয়ের একদিন দৃষ্টি-বিনিময় ঘটেছিল,—এ সেই 'লক্ষ্মী' যে তার চক্ষু দু'টি মুদিত কোরে নিমাইয়ের শ্রীচরণে মনে মনে সেদিন জানিয়েছিল প্রণাম। ভাগীরথীর তীরে সেদিনের সে-প্রণামে বুঝি লক্ষ্মীর প্রাণের নিবেদনও ছিল,—তাই প্রাণের কামনাকে বাস্তব-রূপ দিতে বনমালী ঘটক একদিন এল শচীদেবীর কাছে,—লক্ষ্মীর সাথে নিমাইয়ের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। 'শুভস্য শীঘ্রং' এই নীতি-বাক্য অনুসরণ কোরে, এক পরম শুভ-লগ্নে, পঞ্চ হরিতকী মাত্র বর-পণ নিয়ে শচীদেবী —'লক্ষ্মীকে' গৃহলক্ষ্মী-পদে বরণ করে নিলেন। সেদিন সে-যুগলের বর-বধূ-বেশ কী অপরূপই না মানিয়েছিল,—সে-দুই বর-অঙ্গে কত শোভাই না ঝল্‌মলিয়ে উঠেছিল!—

"গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার, মুকুট, চন্দন।
কজ্জলে উজ্জ্বল দুই লক্ষ্মী নারায়ণ॥" (চৈঃ ভাঃ)

—নবদ্বীপের যত কুলবতী এসে মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন নব-দম্পতির পানে, বলেন,—"অল্প ভাগ্যে কি হেন স্বামী মেলে?" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্মী,—নামে লক্ষ্মী, রূপে-গুণে লক্ষ্মী,—ঘর-আলো-করা বৌ। লক্ষ্মীর আসার সঙ্গে সঙ্গে, "শচীগৃহ হৈল পরম জ্যোতির্ধাম" (চৈঃ ভাঃ)। শচীদেবী দেখেন, ঘরেবাইরে এবং নিমাইয়ের পার্শ্বে অগ্নি-শিখার মতো চোখ-ধাঁধানো এক অপার্থিব জ্যোতির লুকো-চুরী খেলা,—ক্ষণে ক্ষণে তিনি আঘ্রাণ পান পদ্মফুলের এক অপরিচিত সুমিষ্ট সুরভি। পরম বিস্ময়ে ভাবেন শচীদেবী,—'স্বয়ং কমলা বুঝি এ-কন্যায় অধিষ্ঠিতা, তাই এই জ্যোতি ও পদ্মগন্ধ।'

"আই চিন্তে বুঝিলাম কারণ ইহার।
এ কন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার॥
অতএব জ্যোতি দেখি পদ্মগন্ধ পাই।" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের প্রশংসায় নবদ্বীপ এখন পঞ্চমুখ,—পূর্ব্বের মতো দারিদ্র যদিও তখন ছিলনা. কিন্তু লক্ষ্মীর মত গৃহলক্ষ্মী যেদিন থেকে গৃহে এসেছে, আগমও প্রচুর বেড়েছে।—শচীদেবীর মনে তাই আনন্দ আর ধরে না—শচীদেবীর ভাঙ্গা হাটের সংসার আবার জমে উঠেছে,—সার্থক হয়েছে উদ্বাহতত্ত্বে স্মার্ত্তধৃতবচন,—

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুগৃ'হিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥"

[শ্লোকের অর্থ ঃ—পণ্ডিতগণ গৃহকে গৃহ বলেন না,—গৃহিণীকে গৃহ বলেন। কারণ গৃহিণীর সাথে সকল পুরুষার্থ (পুরুষের প্রয়োজন) সাধন করা যায়।]

সাত

বিবাহের পরেও কিন্তু নিয়ম-নিষ্ঠার ব্যত্তিক্রম নেই নিমাইয়ের।

পূর্ব্বেকার মতোই নিত্য ঊষায় বেরিয়ে সে যায় টোলে অধ্যাপনা করতে,—অধ্যাপনা-শেষে সশিষ্য গঙ্গাস্নান সেরে দ্বিপ্রহরে গৃহে ফিরে ভোজনে বসে, পরিবেশন করে লক্ষ্মী,—শচীদেবী নয়নভরে পরম তৃপ্তিতে দেখেন ছেলের অন্ন-সেবা। ভোজনান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে নিমাই শয়ন করে বিশ্রাম নিতে—লক্ষ্মী করে পদসেবা। বিশ্রামান্তে নিমাই সশিষ্য গিয়ে বসে গঙ্গার তীরে,—সেখানে মুক্ত-পরিবেশের মধ্যে করে শাস্ত্রালোচনা—চলে ব্যাখ্যার খণ্ডন ও স্থাপন। শাস্ত্রালোচনা শেষ কোরে নিমাই ঘরে ফেরে সন্ধ্যায়। এইরূপই নিমাইয়ের দৈনন্দিন কর্ম্মসূচি,—সকল কর্ম্মই যেন ঘড়ি-ধরা।

গঙ্গার তীরে শিষ্য-মণ্ডলীবেষ্টিত নিমাইয়ের শোভাই না কতো! এ-শোভার উপমা দিয়েছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। তিনি প্রথমে বলেছেন,—"এ যেন আকাশের চাঁদকে ঘিরে রয়েছে তারকামণ্ডলী।" পরক্ষণেই আবার বল্‌ছেন,—"না, না,—এ উপমা ঠিক নয়, কারণ আকাশের চাঁদে কলঙ্ক আছে, তার কলার আছে ক্ষয়-বৃদ্ধি।" তারপরে বল্‌ছেন,—"তবে কি স্বয়ং বৃহস্পতি শিষ্যমণ্ডলীর মাঝে শোভা কোরে বসেছেন?—না,—তাও নয়। কারণ বৃহস্পতিরও পক্ষপাতিত্ব দোষ আছে,—তিনি দেবপক্ষের সহায়। নিমাই পণ্ডিত কিন্তু সহায় সবার পক্ষে,—সর্ব্বলোকে,—সর্ব্বকালে। তবে কি স্বয়ং কামদেব সে-সভা উজ্জ্বল কোরে অধিষ্ঠান হয়েছেন? তাও নয়,—কারণ কামদেব যদি চিত্তে অধিষ্ঠিত হন, চিত্তে ক্ষোভ জাগে। নিমাই পণ্ডিত কিন্তু যার চিত্তে উদয় হয় তার সর্ব্ববন্ধনের ক্ষয় হয়, তার চিত্ত সুনির্ম্মল হয়—পরমানন্দে সে ভাসে। সুতরাং এ-সকল উপমা সে-শোভার তুলনার যোগ্যই নয়। বুঝি ত্রিজগতে এ-শোভার উপমাই নেই।"

এর পরই বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আনন্দে উছল হয়ে বল্‌ছেন,—"আছে আছে,—এ-শোভার মাত্র একটি উপমাই আছে।—সে-উপমা হল,—

"কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দ-কুমার।
গোপবৃন্দ মধ্যে বসি করিলা বিহার॥
সেই গোপবৃন্দ লই, সেই কৃষ্ণচন্দ্র।
বুঝি দ্বিজরূপে গঙ্গাতীরে করে রঙ্গ॥" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—যেন কালিন্দীর তীরে গোপবৃন্দের মাঝে শোভা কোরে বসে আছেন শ্রীনন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণই,—নিমাই-পণ্ডিত। সেই গোপবৃন্দই,—ছাত্রমণ্ডলী।"

নবদ্বীপে তখন যে-কোনও ধর্ম্ম-কর্ম্ম হয়, সেখান হতে নিমাইয়ের বাড়ীতে ভোজ্য-দ্রব্যের একটি বড় 'সিধা' অবশ্যই আসে,—এ যেন নিয়ম-ধরা হয়ে গেছে। নিমাইয়েরও ঈশ্বর-ব্যাভার।—দীন-দরিদ্র দেখলেই মুক্ত-হস্তে সে দান করে, আর বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগত তো লেগেই আছে। বিশেষ কোরে সন্ন্যাসী দেখলে,—নিমাই তাঁকে ভিক্ষা করায় পরম যত্নে ও সম্মানে। দশ-বিশ জন সন্ন্যাসী হয়তো সহসা এসেছেন নবদ্বীপে, নিমাই তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে গৃহে পাঠিয়ে দেয়। লক্ষ্মী এক্‌লাই সকল রন্ধন করে, সকলকে পরিবেশন করে স্বহস্তে,—নিমাই ব'সে তাঁদের আপ্যায়ন করে সমাদরে। নিমাইয়ের গৃহে এম্‌নি কোরে চলে,—গৃহস্থের 'অতিথি-সেবা' ধর্ম্ম। এমনি কোরেই—

"গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল-কর্ম্ম॥" (চৈঃ ভাঃ)

মনুসংহিতায়ও উক্ত আছে,—

"তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্‌চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥"

[শ্লোকের অর্থ:—সাধুলোকের গৃহে অতিথি-সেবার জন্যে অন্য কিছু না থাক,—শয়নের জন্যে তৃণ, বিশ্রামের জন্য ভূমি, পাদপ্রক্ষালনের জন্য জল, এই তিন এবং চতুর্থতঃ প্রিয়-বচন,—এই চারি বস্তুর উচ্ছেদ বা অভাব কখনও হতে পারে না।]

বধূমাতা লক্ষ্মীপ্রিয়ার কর্ম্মকুশলতা, সংসারে নিষ্ঠা ও পতিভক্তি দেখে ভাগ্যবতী শচীদেবীর মনে এখন বড় তৃপ্তি,—বড় শান্তি। আর ?—

"লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
মুখে কিছু না বলেন সন্তোষ অন্তর॥" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এখানে বলেছেন,—

"হেন মতে লক্ষ্মী-নারায়ণ নবদ্বীপে।
কেহ নাহি চিনেন আছেন গূঢ়রূপে॥" (চৈঃ ভাঃ)

এই সময়ে নবদ্বীপে এলেন শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য,—কৃষ্ণভক্ত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী। বুঝি দৈব-নির্দ্দেশেই সেদিন অধ্যাপনার শেষে সন্ধ্যায় গৃহে ফেরার পথে সহসা নিমাইয়ের সঙ্গে ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ হল। পরম আগ্রহে ঈশ্বরপুরীকে অভ্যর্থনা কোরে নিমাই নিয়ে এল নিজ গৃহে,—ভিক্ষা করালো পরম যত্নে। নিমাইকে দেখেই ঈশ্বরপুরী বুঝলেন,—এ-তরুণের মধ্যে রয়েছে এক অপার্থিব-সত্তা।

ভিক্ষান্তে ঈশ্বরপুরী বল্লেন নিমাইকে,—"নিমাই!—আমি কৃষ্ণ-চরিত" লিখেছি। তুমি বয়েসে অল্প হলেও,—জ্ঞান-বৃদ্ধ। আমার লেখায় যদি কোনও ত্রুটি থাকে সরলভাবে বল,—আমি সংশোধন কোরে নেবো।"

নিমাই বলে,—"যেখানে কথা কৃষ্ণের, লেখা ভক্তের,—সেখানে ত্রুটি ধরে শক্তি কার? ভক্তের লেখায় যে দোষ ধরে,—দোষী সেই। ভক্ত যাই লিখুক তাতেই কৃষ্ণ প্রীত হন।

"ভক্তের কবিত্ব যেতে মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥" (চৈঃ ভাঃ)

—মূর্খে বলে "বিষ্ণায় নমঃ", পণ্ডিতে বলে "বিষ্ণবে নমঃ"—কিন্তু কারো প্রণামই নিস্ফল নয়, উভয়েরই সমান পূণ্য হয়, যেহেতু ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন। শ্রীকৃষ্ণ ভাবগ্রাহী,—তিনি ভাষাগ্রাহী বা শাস্ত্রগ্রাহী নন্।

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন॥"

সন্ন্যাসীদের ওপর নিমাইয়ের এত প্রীতি ও শ্রদ্ধা কিন্তু ভাল লাগে না শচীদেবীর,—বরং তাঁর অন্তরে আশঙ্কাই জাগায়। তাঁর বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ কোরে চলে গেছে, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম তাঁর কাছ হতে তাঁর হৃদয়ছেঁচা-ধনকে কেড়ে নিয়ে গেছে,—তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাস-ধর্ম্মের ওপর তাঁর একটা ভীতি ও নালিশ রয়ে গেছে। এর ওপরে .নিমাই আবার এই সন্নাসী ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে বড় বেশী ঘনিষ্ঠতা স্থুরু করেছে,—এতো ঘনিষ্ঠতা নিমাই-জননী তাই সন্দেহের চোখেই দেখেন,—মন তাঁর অসোয়াস্তিতে ভরে ওঠে। ভাবেন তিনি,—"এ-সন্ন্যাসীর সাথে ছেলের এতো ঘনিষ্ঠতা কেন ? তবে কি, —তবে কি,—আমার নিমাই-ও সংসার ছেড়ে......' আর ভাব্‌তে পারেন না শচীদেবী,—ব্যাথ্যায় বুক তাঁর টন্‌টন্‌ কোরে ওঠে, চোখ জলে ভরে আসে, নিভৃতে যত দেব-দেবীকে মানত কোরে বলেন, —"ওগো ঠাকুর ! আমার সন্তান নিয়েছো সব একে একে, স্বামীকেও নিয়েছো, যা নিয়েছো ঠাকুর বেশ করেছো ! কিন্তু দেখো, দুঃখিনীর এই অবশিষ্ট সম্বলকে আর কেড়ে নিয়ো না"—এই বলে হু হু কোরে কেঁদে ওঠেন নিমাই-জননী।—সংসার-শোকাতুরা শচীদেবীর শেষ-সম্বল নিমাই, তাই—"স্নেহ বিনা শচী কিছু নাহি জানে আন" (চৈঃ ভাঃ)।

কথায় বলে,—মায়ের মন যা বলে, তাই ফলে।—হবেও বা !—ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পরে, নিমাই সহসা একদিন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলো।—কখনও সে অট্ট অট্ট হাসে,—কখনও উত্তাল তরঙ্গের মতো ঘরে গড়াগড়ি দিতে দিতে দরজা ভেঙ্গে ফেলে, —কখনও বিশাল গর্জ্জন কোরে উঠে সামনে যাকে পায় তাকেই মারতে যায়। ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হয়ে নিমাই মাটিতে পড়ে সশব্দে, দেহ তার স্তম্ভাকৃতি ধারণ করে,—তখন তাকে দেখে লোকে ভয় পায়। নবদ্বীপময় রটনা হল,—নিমাইয়ের বায়ু-রোগ হয়েছে। বুদ্ধিমন্ত খাঁ, মুকুন্দ সঞ্জয় প্রভৃতি মিশ্র পরিবারের বন্ধুগণ নারায়ণ তৈল, বিষ্ণু তৈল প্রভৃতি এনে নিমাইয়ের মাথায় মাখাতে থাকে,—রোগের কিন্তু প্রতিকার কিছু হয় না,—উপশমও হয় না।

এখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

"আপন ইচ্ছায় প্রভু নানা কর্ম্ম করে।
সে কেমনে সুস্থ হইবেক প্রতিকারে॥" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমাইয়ের বায়ু-রোগ ক্রমে যেন বেড়েই চলেছে,—সর্ব্বশরীর তাঁর কখনও থরথর কোরে কাঁপে, কখনও সে বিশাল গর্জ্জন করে, আর আস্ফালন কোরে বলে,—

"প্রভু বোলে মুঞি সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর।
মুঞি বিশ্বধরোঁ মোর নাম বিশ্বম্ভর॥ (বিশ্বধরোঁ=বিশ্বধারণ করি)
মুঞি সেই মোরে ত না চিনে কোন জনে॥" (চৈঃ ভাঃ)

—এই বলে নিমাই দৌড় দেয়,—বহুলোক তার পিছনে পিছনে ধাওয়া করে,—বহু কষ্টে পাক্‌ড়ে তাকে ফিরিয়ে আনে ঘরে। এখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—"এম্‌নি কোরেই,—

"আপনা প্রকাশ প্রভু করে বায়ু ছলে।
তথাপি না বুঝে কেহ তান মায়া বলে॥"
(চৈঃ ভাঃ) (তান=তাঁর)

নবদ্বীপের যত বৈদ্য ও বিজ্ঞ, বিচার কোরে নিমাইয়ের জন্যে তৈল পাক করে,—সেই পাক-তৈল মাখিয়ে নিমাইকে নিত্য স্নান করানো হয়,—যেন সত্যই নিমাইয়ের প্রবল বায়ু-রোগ হয়েছে। কিছুদিন পরে কিন্তু নিমাই একদিন সহসাই সুস্থ হল,—একেবারে স্বাভাবিক মানুষটি।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

"এই মত আপন ইচ্ছায় লীলা করি।
স্বাভাবিক হইলা প্রভু বায়ু পরিহরি॥
সর্ব্বগণে উঠিল আনন্দ-হরিধ্বনি।

* * *

এই মত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তারে জানিতে পারে যদি না জানায়॥" (চৈঃ ভাঃ)

সুস্থ হয়ে নিমাই পূর্ব্বের মতই আবার সুরু করলো তার অধ্যাপনা,—পূর্ব্বের মতই নিত্য গঙ্গাস্নানে যায় শিষ্যদের নিয়ে,—রঙ্গ করে পূর্ব্বের মতই। শচীদেবী নিরুদ্বেগ হলেন, ভাবলেন —'হঠাৎ কোনো শারীরিক অনিয়মেই বোধ হয় রোগটা হয়েছিল।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে এখন থেকে ছেলের খাওয়া-দাওয়া ও স্বাস্থ্যের ওপর তিনি তীক্ষ্ণ নজর রাখতে আরম্ভ করলেন।

কিছুটা ভাবান্তর অবশ্য হল নিমাইয়ের।—সে নিত্য এখন তুলসী প্রদক্ষিণ করে,—পূজা করে শ্রীকৃষ্ণের,—'হরি হরি' বোলে ভোজনে বসে। নিমাইয়ের এই পরিবর্তন দেখে নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের মনে গোপন-কোণে এবার কিছুটা আশার সঞ্চার হল,—তাহলে নিমাই হয়তো বৈষ্ণব হলেও হতে পারে। নিমাইকে তাঁরা বলেন,—"এ দেহ অনিত্য,—কখন আছে কখন নেই। পরম পণ্ডিত তুমি, তোমায় আমরা আর কি বুঝবো বাপ্! তুমি শ্রীকৃষ্ণের চরণ ভজন কর।"

> "প্রভুরে দেখিয়া সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ।
> সভে বোলে "ভজ বাপ্ কৃষ্ণের চরণ॥
> ক্ষণেক নাহিক বাপ্ অনিত্য শরীর।
> তোমারে কি শিখাইব তুমি মহাধীর॥" (চৈঃ ভাঃ)

—বৈষ্ণবগণের এ-কথা শুনে নিমাই মৃদু মৃদু হাসে,—তাঁদের নমস্কার করে, উত্তর কিছু দেয় না,—এগিয়ে যায় দ্রুত পদে টোলের দিকে।

> "হাসি প্রভু সভারে করিয়া নমস্কার।
> পড়াইতে চলে শিষ্য সংহতি অপার॥" (চৈঃ ভাঃ)

আট

নিমাই পণ্ডিত এসেছে পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মাবতী নদীর তীরে,—মায়ের অনুমতি নিয়ে,—বিদ্যাবিতরণের অভিপ্রায়ে। কয়েকজন ছাত্রও সঙ্গে এসেছে। বয়স তার তখন,—অষ্টাদশ।

পদ্মা-নদীর মনোহর তরঙ্গ দেখে মহা-কুতূহলে নিমাই ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে—তরঙ্গের রঙ্গে রঙ্গে মত্ত হল মধুর জল-ক্রীড়ায়।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এখানে বলেছেন,—

> "ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে।
> যোগ্য হইলা সর্ব্বলোক পবিত্র করিতে॥" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

পদ্মার তীরে কয়েকদিন কাটিয়ে নিমাই প্রবেশ করলো পূর্ব্ব-বঙ্গদেশে। এখানে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেছেন—

"বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ।
অদ্যাপিও সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাইয়ের অধ্যাপনার খ্যাতি ততদিনে ছড়িয়ে পড়েছে দূর-দূরান্তরে,—পূর্ব্ববঙ্গও এর ব্যতিক্রম নয়।—সে-দেশেও প্রতি ছাত্রের ঘরে তখন রয়েছে তার ব্যাকরণের টীকা। তাই, পদ্মার তীরে থাকা কালীনই লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে প্রচারিত হল,—

"নিমাঞি পণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি।
আসিয়া আছেন" সর্ব্ব দিগে হৈল ধ্বনি॥" (চৈঃ ভাঃ)

—দলে দলে ছাত্র, পণ্ডিত ও জনসাধারণ দেখতে আসছেন অধ্যাপক নিমাই-পণ্ডিতকে। হ্যাঁ,—অধ্যাপক বটে!—কী সৌম্য-শান্ত-মূর্ত্তি, কী নম্র-বিনয়ী!—এই না হলে অধ্যাপক? ভক্তিতে সকলে লুটিয়ে পড়ে নিমাইয়ের চরণে, ভারে ভারে দ্রব্য-সম্ভার এনে সে-চরণে অর্পণ করে। বিদ্যোৎসাহীরা সকলে মিলে নিমাইকে জোড়হস্তে অনুরোধ কোরে বলেন,—"আমাদের ভাগ্যে যখন এ দেশে এসেছেন, কৃপা কোরে কিছুদিন এখানে থেকে আমাদের বিদ্যা-দান করুন। আপনার ব্যাকরণ আমারা পড়ি ও পড়াই, সুতারাং পরোক্ষভাবে আমরা আপনার শিষ্য। এখন এই নিবেদন করি, আপনার সাক্ষাৎ-শিষ্য হবার সুযোগ আমাদের দিন,—সকল সংসারেই আপনার কীর্ত্তি থাকুক।"

এদের দৈন্যভরা অনুরোধে নিমাই রাজী হল কিছুকাল পূর্ব্ববঙ্গে থাকতে। অধ্যাপকের আসনে বসে নিমাই সুরু করলো তার অধ্যাপনা,—তার ব্যাখ্যার অদ্ভুত কুশলতায় শত শত ছাত্র মাত্র দুই মাসেই অধ্যয়ন শেষ কোরে লাভ করতে থাকে,—উপাধি। অধ্যাপকের জয়গানে পূর্ব্ববঙ্গ মুখর হয়ে উঠ্‌লো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হেন কৃপা-দৃষ্ট্যে প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
দুই মাসে হইল সভে বিদ্যবান॥
কতশত জন পদবী লভিয়া।
ঘরে যায় আর কত আইসে শুনিয়া।" (চৈঃ ভাঃ)

কিন্তু বাহিরে অধ্যাপকের প্রতিমূর্ত্তি হলে কি হবে,—অন্তরে সে যে রয়ে গেছে শচীমাতার গৃহাঙ্গনে নৃত্যরত সেই 'শিশু-নিমাই' —মেয়েদের নাম-রাখা সেই 'গৌরহরি'!—তাই বুঝি পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরাও কোন্ যাদুমন্ত্রে যেন মেতে উঠ্লো 'হরিনাম' সঙ্কীর্ত্তনে,—আর সেই হতে,—

"সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে॥" (চৈঃ ভাঃ)

এই সময়ে নিমাইয়ের কাছে একদিন এল তপন মিশ্র,—পূর্ব্ব-বঙ্গের এক প্রধান নাগরিক, নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ ও দিবা-রাত্র নিজ-ইষ্টমন্ত্র-জপকারী। মিশ্র নির্ণয় কোরে উঠ্তে পারে না সাধ্য-সাধন-তত্ত্বে,—শ্রেষ্ঠ সাধন কি? অনুসন্ধানী-মন নিয়ে শাস্ত্রের মাঝে সে খুঁজে বেড়িয়েছে এর সমাধান,—কোনও সিদ্ধান্তে আজও কিন্তু পৌঁছতে পারেনি,—কারণ, বহু শাস্ত্রের বহু বচনে চিত্তে বিভ্রম আসে। জিজ্ঞাসু হয়ে সে ফিরেছে শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতদের কাছে, কিন্তু তাঁদের সমাধানে তৃপ্তি পায়নি। দিবারাত্র ইষ্ট-মন্ত্র জপ কোরেও মিশ্র তাই মনে শান্তি পায় না, এক অজানা অশান্তি ও অতৃপ্তিতে সে এখন দিন কাটাচ্ছে বড় আকুল হয়ে।

মিশ্রের মনের যখন এই অবস্থা সেই সময় একদিন স্বপ্নে সে দেখলো এক ব্রাহ্মণ এসে তাকে বলছেন,—"ওরে! বহুভাগ্যে পূর্ব্ববঙ্গে এসেছেন স্বয়ং শ্রীভগবান,—অধ্যাপক-শিরোমণি-রূপে। তাঁর কাছে যা,—জেনে নে তোর সাধ্য-সাধন জিজ্ঞাসা।" মিশ্র তাই আজ ছুটে এসেছে ভগবান শ্রীশ্রীনিমাইসুন্দরের কাছে,—বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত তার সাধ্য-সাধনের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারণ করতে।

মিশ্র বলে, "প্রভু! স্বপ্নে জেনেছি আপনিই স্বয়ং ভগবান,—সাধ্য-সাধনতত্ত্ব আপনিই নিরুপণ কোরে দিন! বিষয়ে আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসনা আর নেই, বিষয়ে সুখ পাই না,—দয়াময় আপনি বলে দিন কোন্ সাধ্য-সাধনে মনে আমি শান্তি পাবো !"

"মিশ্র ! তোমার ভাগ্যের সীমা নেই" বল্লে নিমাই,—"কৃষ্ণ-ভজনে তোমার প্রবৃত্তি এসেছে তাই অন্য ভজনে সুখ পাও না। জেনো, শ্রীভগবান চারিযুগের জন্যে চারি ধর্ম্ম স্থাপন করেছেন,—জীবের কল্যাণেই। কলিযুগে ধর্ম্মের সার হল 'নাম'-যজ্ঞ,—'নাম'-সংকীর্ত্তন।

"কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥
অতএব কলিযুগে নাম যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥"
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটি নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥" (চৈঃ ভাঃ)

—মিশ্র ! সব ছেড়ে তুমি 'কৃষ্ণ'-নাম আশ্রয় কর, দিবা-রাত্র 'হরি'-নাম সংকীর্ত্তন কর,— সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব তুমি আপনিই উপলব্ধি করবে।

"সাধ্য-সাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরি নাম সংকীর্ত্তনে মিলিব সকল।

—তুমি বারাণসীতে যাও,—নিরন্তর জপ কর মহা-মন্ত্র,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—এই 'নাম'-মন্ত্র জপ করতে উপদেশ দিয়ে নিমাই আরও বলে,—

"এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে সবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জানিবা সে তবে॥" (চৈঃ ভাঃ)

কিন্তু মিশ্র!—আমার স্বরূপ সম্বন্ধে স্বপ্নে যা জেনেছো, কারও কাছে প্রকাশ কোরনা।"—"আর কারে না কহিবা এ সব চরিত" (চৈঃ ভাঃ)। তুমি বারাণসীতে যাও,—সেখানে আবার আমার সাক্ষাৎ পাবে"—এই বলে তপন মিশ্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলো নিমাই। নিমাইয়ের সে-আলিঙ্গনে সহসা তপন মিশ্রের অন্তরে অভূতপূর্ব্ব পরমানন্দের এক তরঙ্গ উঠ্‌লো,—সে-তরঙ্গ লীলায়িত হল মিশ্রের সর্ব্ব-অঙ্গ জুড়ে।

"পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
পরানন্দ-সুখ পাইল ব্রাহ্মণ তখন॥" (চৈঃ ভাঃ)

প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় ও গভীর বিশ্বাসে তপন মিশ্র গ্রহণ করলো নিমাইয়ের উপদেশ,—সেই দিনই সস্ত্রীক সে যাত্রা করলো বারাণসী-অভিমুখে। বারাণসীতে, বিশ্বনাথের ধামে, এই তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টের (ভট্টাচার্য্যের) জন্ম হয়েছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞায় এই রঘুনাথ,—চির-কুমার। মাতাপিতার দেহান্তে এই রঘুনাথই উত্তরকালে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় রূপ-সনাতনের আশ্রয়ে থেকে বৃন্দাবনে প্রধান-ভাগবত হয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিকী :—

কিন্তু তপন মিশ্রকে স্বসঙ্গে না রেখে প্রভু তাকে পাঠলেন কাশীতে,—এর হেতু? এ-প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন,—"এর হেতু বুঝা যায় না। বুদ্ধির অগম্য প্রভুর লীলা, তাই প্রভুর লীলা,—অতর্ক-লীলা।"

"প্রভুর অতর্ক লীলা বুঝিতে না পারি।
স্বসঙ্গ ছাড়াইঞা কেনে পাঠায় কাশীপুরী॥" (চৈঃ চঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়

আটমাস পরে,—পূর্ব্ববঙ্গ হতে এক সন্ধ্যায় নিমাই এসে পৌঁছল নবদ্বীপে, সঙ্গে নিয়ে প্রচুর টাকা-কড়ি ও দ্রব্য-সম্ভার,—বাড়ীতে প্রবেশ করলো প্রবাসীর গৃহগত-প্রাণ নিয়েই। কিন্তু একি!—চকিতের মতো স্নেহময়ী জননী তার একবার দেখা দিয়েই চলে গেলেন কেন? কই, প্রসন্ন হাসি-মুখ নিয়ে 'নিমাই নিমাই' বলে ছুটে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন না তো!—কি হয়েছে?—কোনো এক অশুভের সন্দেহ ঠেলে ওঠে নিমাইয়ের মনে। চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে নিমাই,—বাড়ী যেন কেমন থম্‌থমে,—এক নিরানন্দের ছায়া সারা বাড়ীকে যেন ঘিরে রেখেছে। নিমাই কান পেতে শোনার চেষ্টা করে লক্ষ্মীর আভরণ-নিক্কন। কিন্তু কই?—সবই যে চুপ্‌চাপ্‌! বুঝতে বাকী রইলো না নিমাইয়ের,—লক্ষ্মীর তিরোভাব ঘটেছে।—গভীর শোকে নিমাইয়ের বুক বারেক আলোড়িত হল,—চোখের সামনে বুঝি বারেক ভেসে উঠলো লক্ষ্মীর শুচি-শুভ্র কচি-কোমল হাস্যময় মুখখানি,—ছলছল হয়ে এল নিমাইয়ের পদ্মপলাশ দুটি আঁখি।

মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ কোরে নিয়ে শচীদেবীর কাছে গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে নিমাই—"মা! ভবিতব্য কেউ খণ্ডাতে পারে না। সংসারে সংযোগ-বিয়োগ সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায়। সুকৃতি ভাগ্যবতী নারীই স্বামীর আগে গঙ্গা পায়"—বল্‌তে বল্‌তে নিমাইয়ের গণ্ডস্থল বেয়ে বেদনাহত ধরণীর বুকে ঝরে পড়লো শুধু দুই বিন্দু অশ্রু।

নিমাই যখন পূর্ব্ববঙ্গে বিদ্যারসে থেকে গেল, লক্ষ্মী তখন আপন ভর্ত্তৃ-বিরহে বড় কাতর হয়ে উঠলো। শচীদেবীর চোখ এড়াতে নাম-মাত্র সে আহারে বস্‌তো,—সারা-রাত্রি কেঁদে কাটাতো,—ক্রমে তার তনু বিরহে জরজর হয়ে গেলো। প্রেম কালকূট,—বিরহ বিষ। অনুক্ষণ এই বিরহ-বিষের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে লক্ষ্মী স্থির করলো,—সকলের অলক্ষিতে সে যাবে, যেখানে রয়েছেন তার স্বামী। তাই একদিন গঙ্গার তীরে গিয়ে আপন প্রভুর পাদ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ্ম হৃদয়ে ধ্যান করতে করতে লক্ষ্মীপ্রিয়া নিজেকে অন্তর্দ্ধান করলেন। এম্‌নি কোরেই,—

"প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্পবিষে তাঁর পরলোক হৈল॥" (চৈঃ চঃ)

লক্ষ্মীর তিরোভাবে শচীদেবীর গৃহে সেদিন যে দুঃখ-পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, গগন-ভেদী যে-করুণ-বিলাপধ্বনি উঠেছিল, সে-বর্ণনায় লেখনী বেদনাহত হয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

"সে-সকল দুঃখরস না পারি বর্ণিতে।
অতএব কিছু কহিলাম সূত্র মতে॥ চৈঃ ভাঃ)

প্রাসঙ্গিকী—

(১) পত্নী-বিরহে নিমাইয়ের দুঃখ-ভাবের সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—"নিমাই নর-লীল ভগবান, তাই লোকানুকরণে তিনি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর দুঃখ।"

"লোকানুকরণ দুঃখ ক্ষণেক করিয়া।
কহিতে লাগিলা নিজে ধৈর্য্য-চিত্ত হৈয়া॥" (চৈঃ ভাঃ)

(২) স্বামী-বিরহে এ-ভাবে প্রাণত্যাগ,—বাস্তব-জগতে দৃষ্ট হয় না। লক্ষ্মী প্রিয়ার অন্তর্দ্ধান,—গৌরাঙ্গ-প্রেমের এক অলৌকিক দৃষ্টান্ত।

দশ

পূর্ব্ববঙ্গ হতে ফিরে এসে নিমাই আবার সুরু করলো তা্য অধ্যাপনা। মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপেই নিমাইয়ের টোল আবার বস্‌লো, আবার পূর্ব্বের মতই সন্ধ্যাবন্দনাদি সেরে জননীকে প্রণাম কোরে নিমাই সর্ব্বাগ্রে গিয়ে পোঁছায় টোলে,—ক্রমে ক্রমে এসে উপস্থিত হয় ছাত্রেরদল। ছাত্রদের নিয়মিত উপস্থিতি ও অধ্যয়নের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Shri Shri Anandamayee Ashram BANARAS.

দিকেই যে নিমাইয়ের শুধু লক্ষ্য ছিল তা নয়,—ছাত্রদের প্রেমভক্তি-সাধনের দিকেও তীক্ষ্ণ নজর সে রাখ্তো। তাই কোনদিন যদি কোনোও ব্রাহ্মণ-শিষ্যের কপালে তিলক না দেখতো, নিমাই তাকে বড় লজ্জা দিয়েই বল্তো,—

"তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান-সদৃশ বেদে বলে॥
বুঝিলাম আজ তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।
আজ ভাই হৈল তোমার সন্ধ্যা বন্ধ্যা॥" (চৈঃ ভাঃ)

—"যাও, ফিরে যাও,—পুনরায় সন্ধ্যা কোরে, ললাটে তিলক ধারণ কোরে অধ্যয়ন করতে এসো।"—এম্‌নি কোরেই ছাত্রদের নিমাই স্বধর্ম্ম-পরায়ণ কোরে তুল্‌তো।

"এই মত প্রভুর যতেক শিষ্যগণ।
সভেই অত্যন্ত নিজ-ধর্ম্ম-পরায়ণ॥" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন, এমনি করেই—

"ধর্ম্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্বধর্ম্ম।
লোক-রক্ষা লাগি প্রভু না লঙ্ঘেন কর্ম্ম॥" (চৈঃ ভাঃ)

ভাগ্যবান এই মুকুন্দ-সঞ্জয়, যাঁর চণ্ডী-গৃহে শ্রীনিমাইসুন্দর নিত্য যায় অধ্যাপনা করতে। বুঝি জন্ম জন্ম মুকুন্দ সঞ্জয় শ্রীভগবানের দাস, তাই পুরুষোত্তম দাস জন্মেছিলেন তাঁর পুত্র হয়ে। এই পুরুষোত্তম দাসও নিমাইয়ের কাছে অধ্যয়ন করতেন।

কিন্তু অধ্যাপক-শ্রেষ্ঠ হলে কি হবে, নিমাইয়ের মধ্যে বালক-সুলভ চাপল্য এখনও যে রয়ে গেছে সেই এক ভাবেই! তাই পূর্ব্ববঙ্গ হতে ফিরে অবধি নবদ্বীপবাসী পূর্ব্ববঙ্গদের পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষায় পরিহাস করতে ছাড়তো না নিমাই। বিশেষ যদি আপন পিতৃপুরুষের স্থান শ্রীহট্টবাসী সে-জনা হোত, তবে আর নিস্তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল না তার—কদর্থে শ্রীহট্টিয়া-ভাষা বলে তার বিপুল ক্রোধ উদ্রেক কোরে তবে নিমাই থাম্‌তো। ভাষার ব্যাঙ্গে ভীষণ ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াও প্রত্যুত্তর দিত—

"ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বোলে "হয় হয়।
তুমি কোন্ দেশী তাহা কহত নিশ্চয়॥
পিতা মাতা আদি যতেক তোমার।
বল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার॥
আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়া তনয়।
তবে ঢোল কর কোন্ যুক্তি ইথে হয়॥" (চৈঃ ভাঃ)
(ঢোল=নকল; অনুকরণ)

—শ্রীহট্টিয়ার ক্রোধ বড় আনন্দেই উপভোগ করে নিমাই,—তাই হাসে রঙ্গ ভরে।

বাল্য-চাপল্যে এম্‌নি কৌতুকই করে নিমাই সকলের সঙ্গে,—কিন্তু পরস্ত্রীর প্রতি পরিহাস জীবনে কখনও করেনি।

"সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস। (চৈঃ ভাঃ)

উষায় টোল সুরু কোরে নিমাই ছাত্রদের পড়ায় দুই প্রহর পর্যন্ত,—তারপর সশিষ্য যায় গঙ্গাস্নানে। নিশামানেও নিমাইয়ের টোল বসে,—নিশারও অর্দ্ধেককাল পর্যন্ত পড়ায় সে। লক্ষ্মীর অন্তর্ধ্যানের পর হতে নিমাইয়ের টোলের সময়-সূচী প্রত্যহ এইরূপই। পাঠ শুধু ব্যাখ্যা কোরে নিমাই ক্ষান্ত হয় না, অধ্যয়ন বিষয়ে ছাত্রদের চিন্তা করতে শেখায়, পাঠ দেয় ও নেয়, আর এম্‌নি সযত্ন অধ্যাপনার গুণে এক বছরের মধ্যেই সকল সিদ্ধান্ত জেনে ছাত্ররা পণ্ডিত-পদ-বাচ্য হয়ে ওঠে,—মানবীয় সদ্‌গুণের আকর হয়।

"অতএব প্রভুর স্থানে বর্ষেক পড়িয়া।
পণ্ডিত হয়েন সভে সিদ্ধান্ত জানিয়া॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাইয়ের টোলের যশে ক্রমশঃ সারা বাংলা দেশ ভরে ওঠে,—শেষে ছড়িয়ে পড়ে বাংলার বাহিরে, দূরে,—দূরান্তরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

"হেন মতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৌরহরি।
কৌতুকে আছেন বিদ্যা-রসে ক্রীড়া করি॥" (চৈঃ ভাঃ)

এগারো

শচীদেবী যান নিত্য গঙ্গাস্নানে।

কিছুদিন হল এক সুন্দরী কিশোরী, বুঝি কোনো নিগূঢ় প্রেরণায়, নিত্য এসে প্রণাম করে শচীদেবীকে গঙ্গার ঘাটে। অদ্ভুত এ-কিশোরী—

"শিশু হইতে দুই তিন বার গঙ্গাস্নান।
পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণু-ভক্তি বিনে নাহি আন॥" (চৈঃ ভাঃ)

—এ কিশোরী যেন মূর্ত্তিমতী ভক্তি। এক পবিত্র স্নিগ্ধ-কান্তির জোয়ার তার অঙ্গে যেন ঢলঢল করছে,—দর্শনে চোখ জুড়িয়ে যায়,—মনে শ্রদ্ধা জাগে। শচীদেবী এই কিশোরীকে নিত্য আশীর্ব্বাদ কোরে বলেন,—"যোগ্য পতি কৃষ্ণ তোমায় করুন প্রসাদ" (চৈঃ ভাঃ), মনে মনে কিন্তু কামনা করেন,—"এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা" (চৈঃ ভাঃ)।

এই কিশোরীর নাম—বিষ্ণুপ্রিয়া।—বিষ্ণুভক্ত নিষ্ঠাবান-ব্রাহ্মণ রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা। বিষ্ণুপ্রিয়ার মাতার নাম,—মহামায়া। বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্ম,—১৪১৫ কিংবা ১৪১৬ শকাব্দে। পরম বৈষ্ণব সনাতন মিশ্র ঠাকুর তাঁর বিষ্ণুভক্তির উছল ধারায় বড় সাধ কোরে কন্যার নাম রেখেছিলেন,—বিষ্ণু-প্রিয়া।

নিমাইয়ের সাথে বিষ্ণুপ্রিয়ার পরিণয়,—রাজপণ্ডিত ও তাঁর পরিবারবর্গেরও একান্ত গোপন বাসনা ছিল। দু'পক্ষের এই আন্তরিক কামনাকে সফল করতে বুঝি সেদিন শচীদেবীর গৃহে এলেন কাশীনাথ পণ্ডিত। কাশীনাথের মারফৎ শচীদেবী বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন রাজপণ্ডিতের কাছে। প্রস্তাব পেয়ে রাজ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিতের আনন্দ আর ধরে না,—বড় আগ্রহে ও উল্লাসভরে কাশীনাথকে বল্‌লেন,—

"ভাগ্য থাকে যদি সর্ব্ববংশের আমার।
তবে হেন সু-সম্বন্ধ হইব কন্যার ॥" (চৈঃ ভাঃ)

শুভদিনে, শুভক্ষণে বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হল নিমাই,—মাতৃ আদেশে। শচীদেবীর আনন্দ আবার উথ্‌লে উঠ্‌লো। সাংসারিক অবস্থাও তখন বেশ স্বচ্ছল,—নিমাই-জননী নূতন আশায় বুক বেঁধে নব-বধূকে নিয়ে আবার আনন্দের নীড় রচনা করতে লাগলেন।

রাজা-রাজ্‌ড়ার মতই এ-বিবাহে বড় ধূম হল,—সকল খরচ বহন করলেন বুদ্ধিমন্ত খান ও মুকুন্দ সঞ্জয়। এ-বিবাহে নিমাইয়ের গৃহে মাঙ্গলিক ক্রিয়ার যেমন প্রচুর আয়োজন,—ঢোল-পিটিয়ে নিমন্ত্রণ কোরে অতিথির অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নেরও তেমনি 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' ব্যাপার। বিপ্র-কুল-নদীয়ার সকল ব্রাহ্মণ এসেছেন এ-বিবাহে। অধিবাসের সময়ে প্রতি ব্রাহ্মণকে তিনবার কোরে মাল্য-চন্দন দিয়ে অভ্যর্থনা করার ব্যবস্থা হয়েছে, কারণ লোভে পড়ে কোনও ব্রাহ্মণ যদি একাধিকবার এসে মাল্যচন্দন গ্রহণ করেন, তাঁকে চিন্‌তে পেরে কেউ হয়তো মন্দ বলবে,—আর এ-ছাড়া এরূপ শাঠ্য কোরে মাল্য নিলে পরমার্থেও দোষ হয়।—এ ব্যবস্থা স্বয়ং নিমাইয়ের।—"পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য করি নিলে" (চৈঃ ভাঃ)। নদীয়ায় বহু লক্ষেশ্বর ধনীর গৃহে বিবাহ-কর্ম্ম হয়েছে, কিন্তু অধিবাসে,—

"এমন চন্দন, মাল্য, দিব্যগুয়া পান।
অকাতরে কেহ কভু নাহি করে দান ॥" (চৈঃ ভাঃ)

মাঙ্গলিক-ক্রিয়ার শেষে জননীর পদধূলি নিয়ে, ব্রাহ্মণদের নমস্কার কোরে, রাজোচিত দোলায় এবার আরোহণ করলো নিমাই বর-সাজে,—তার বর-অঙ্গে রাজবেশ। পরণে তার সূক্ষ্ম পীত-বসন —অঙ্গে ঝলমল করছে বহুমূল্য রেশমী পোষাক তায় কতো না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পান্না-চুণীর শোভা।—মস্তকে পরেছে মুকুট, কর্ণে তুলিয়েছে স্বুবর্ণ-কুণ্ডল, আয়ত-নয়নে কজ্জলের রেখা, কণ্ঠে মতির মালা,—বাহুমূলে রত্নখচিত নানা অলঙ্কার,—হস্তে রম্ভামঞ্জরী ও দর্পণ,—করে ধান্য, দুর্ব্বা ও সূত্রের বন্ধনী।—তখন সায়ং সন্ধ্যা আগত প্রায়,—বিপ্রগণের কণ্ঠে উচ্চারিত হল সুমঙ্গল বেদ-ধ্বনি, রায়বার (রাজার সমীপে স্তুতি) পাঠ করলো যত ভাটগণ, হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে মত্ত হল পুরনারীগণ,—বর-যাত্রীর সাথে শুভ-যাত্রা করলো নিমাই।

বিবাহের শোভাযাত্রাই না কতো!—আলোক সজ্জায়, নানা বর্ণের পতাকায়, বাজী খেলায়, রায়বেঁশে নাচে, জয়ঢাক বীরঢাক ও মৃদঙ্গের শব্দে, শিঙ্গা ও বংশী আরাবে, পদাতিক ও বিদুষক বাহিনীতে সে-মিছিলের এক অপূর্ব্ব শোভা,—নবদ্বীপের রাজপথের সে-এক ঐশ্বর্য্যময় রূপ। শিশু হতে বৃদ্ধ, মূর্খ ও জ্ঞানী সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা,—করতালি বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে চলেছে মিছিলের সঙ্গে। গঙ্গার তীর ঘুরে শ্রীগঙ্গাকে প্রণাম কোরে সে-মিছিল এসে পৌঁছল রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের গৃহে,—গোধূলিতে।

রাজপণ্ডিতের গৃহেও উৎসবের কম-সমারোহ নয়। রাজ-পণ্ডিতের মন্দির সাজিয়েছে নানাবর্ণের বস্ত্রে ও পতাকায়,—অসংখ্য আলোক-মালার মাঝে মাঝে স্থাপিত হয়েছে কত শত মহাতপা-দীপ। রোশনায়ের জৌলুষে, সানাইয়ের মূর্চ্ছনায়, বাদ্যভাণ্ডের বাজনায় ও বহুলোকের আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে সে-বিবাহ প্রাঙ্গণ। নিমাইয়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বড় আদরে সনাতন মিশ্র স্বয়ং নিমাইকে দোলা থেকে হাতে ধরে নিয়ে এসে বসালেন বরাসনে,—হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও নিমাইয়ের শিরে পুষ্পবৃষ্টি কোরে পুরনারীগণ নিমাইকে জানালেন অভ্যর্থনা,—সানাইয়ে বাজলো ভাবের সেই মিষ্টি সুর "দেখা হবে ছাঁদনাতলায়"। বরাসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিমাই-সুন্দরের রূপের ছটায় সে-সভার শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হল,—সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল ওই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজনের ওপরে,—সে অপরূপ রূপ-মাধুরী সকলে "পিয়ে পিয়ে তবু পিয়াস না মেটে"।

শুভলগ্নে, বরণের সকল সামগ্রী এনে, সপ্ত-ঘৃত-প্রদীপে আরতি কোরে, নিমাইকে পাদ্য-অর্ঘ দিয়ে, সালঙ্কারে-মণ্ডিতা একদশ বর্ষীয়া কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়াকে রাজপণ্ডিত সম্প্রদান করলেন নিমাইয়ের হাতে। এবার নিমাইয়ের বামে বসলো বিষ্ণুপ্রিয়া,—যেন একাসনে লক্ষ্মী-নারায়ণ,—রাজপণ্ডিতের গৃহ বুঝি বৈকুণ্ঠ হল। বিষ্ণুপ্রিয়ার বসার সঙ্গে সঙ্গে হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও জয়-ধ্বনিতে গগন পরিপূর্ণ হল,—বেজে উঠলো একসাথে যত জয়ঢাক, বীরঢাক ও মৃদঙ্গ,—যুগল বর-বধূর শিরে ঝরতে লাগলো পুষ্পবৃষ্টি শ্রাবণ-ধারায়,—'আনন্দ' যেন স্বরূপ মূর্ত্তি ধরে অবতীর্ণ হলেন সে-বিবাহ আসরে। এখানে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেছেন,—"অলক্ষ্যে থেকে দেবতারাও পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন তাই শ্রাবণ-ধারায় পুষ্প বৃষ্টি হয়েছিল।

"ব্রহ্মাদি দেবতা সব অলক্ষিত-রূপে।
পুষ্পবৃষ্টি লাগিলেন করিতে কৌতুকে॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়ার মালা-বদলের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন,—

"আনন্দ-বিবাদ লক্ষ্মী-গণে প্রভু-গণে।
উচ্চ করি বর-কন্যা তোলে হর্ষ-মনে॥
ক্ষণে জিনে প্রভু-গণে ক্ষণে লক্ষ্মী-গণে।
হাসি হাসি প্রভুরে বোলয়ে সর্ব্বজনে॥
ঈষৎ হাসিলা প্রভু সুন্দর শ্রীমুখে।
দেখি সর্ব্বলোক ভাসে পরানন্দ-সুখে॥" (চৈঃ ভাঃ)

এ-মিলনে,—

"সনাতন পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে।
যে সুখ হইল, তাহা কে পারে বর্ণিতে॥" (চৈঃ ভাঃ)

—পুরাকালে লগ্নজিত, জনক, ভীষ্মক, জাম্বুবান প্রভৃতির যে-ভাগ্য হয়েছিল, সে-সৌভাগ্য পেলেন আজ সনাতন-মিশ্র-দম্পতি। এ-সৌভাগ্য—বিষ্ণু-পূজার ফল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরদিন নিমাই বয়োজ্যেষ্ঠদের নমস্কার কোরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে দোলায় চড়ে ফিরে এল আপন গৃহে। কুলবতীগণ হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও হরিধ্বনির মাঝে বরণ করলেন বর-বধূকে,—তারপর মুগ্ধ-বিস্ময়ে সকলে চেয়ে থাকেন সে-যুগলের পানে—অপলক দৃষ্টিতে।

কী অপরূপই না নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়ার মিলন,—

"যেন কৃষ্ণ-রুক্মিণীতে অন্যোন্য উচিত। (অন্যোন্য = পরস্পর)
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাঞি পণ্ডিত॥" (চৈঃ ভাঃ)

—কেউ বলেন এদের মিলন যেন 'হর-গৌরী'—কেউ বলেন 'কমলা-শ্রীহরি',—কেউ বলেন 'কাম-রতি'—কেউ বলেন 'ইন্দ্র-শচী',—আবার কেউ বলেন 'রাম-সীতা'। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কিন্তু তাঁর দিব্য-দৃষ্টি দিয়ে এ-মিলন দেখে আনন্দের উচ্ছ্বাসে জগতকে অবহিত করার জন্যেই বলেছেন,—"ওরে!—এঁদের জীবন-নাটিকার এ প্রথম অঙ্ক নয়।—চিরন্তনী এঁদের মিলন-বিরহ-লীলা,—এ-সব লীলার আদি নেই, অন্ত নেই,—আছে শুধু 'আবির্ভাব' আর 'তিরোভাব'।

"এ-সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই কহে বেদ॥" (চৈঃ ভাঃ)

প্রাসঙ্গিকী :—খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষ ও ১৬শ শতাব্দীর প্রথমে বুদ্ধিমন্ত খান নবদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। আনন্দ ভট্ট এঁর সভাকবি ছিলেন। (এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত 'বল্লালচরিতম্')

বারো

তখন অপরাহ্ণ।—নিমাই বসে আছে গঙ্গার ঘাটে,—সঙ্গে আছে নবীন-পণ্ডিত ও পড়ুয়ার দল। সেদিন পূর্ণিমা। শাস্ত্রালাপনের মাঝে অপরাহ্ণ শেষ হয়ে আসে,—চাঁদের শুভ-যাত্রা সুরু হয় আকাশে। এক মিষ্টি হাওয়া বয়ে আনে ফুলের মৃদু-সৌরভ,—স্থান-কাল ভরে ওঠে এক মনোরম পরিবেশে।

অদ্বিতীয় পণ্ডিত দিগ্বিজয়ী কাশ্মিরী কেশব এসেছেন নবদ্বীপে,—শাস্ত্রযুদ্ধে। বাড়ী তাঁর কাশ্মীরে,—নাম কেশব। জাতি ব্রাহ্মণ,—সরস্বতী-মন্ত্রের একনিষ্ঠ উপাসক তিনি। বুঝি-বা দেবীর বরে তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিহ্বায় নিরন্তর সর্ব্বশাস্ত্রের স্ফূরণ হয়। শাস্ত্রযুদ্ধে সমগ্র ভারতের পণ্ডিতবর্গকে পরাজিত কোরে দিগ্বিজয়ী হয়েছেন কেশব,—এখন বাকী কেবল নবদ্বীপ। নবদ্বীপকে পরাজিত করলেই তাঁর দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ হয়। কেশবের সঙ্গে এসেছে বহু শিষ্য, হাতী-ঘোড়া, অতুল ঐশ্বর্য্য—শাস্ত্রযুদ্ধ নয়, যেন শস্ত্রযুদ্ধেই বেরিয়েছেন। তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কেমন কোরে যেন মুখে মুখে প্রচারিত হল,—'সরস্বতীর বর-পুত্র এসেছেন নবদ্বীপে,—শাস্ত্রযুদ্ধে।'

নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা পাণ্ডিত্যকে ভয় করেন না।—কিন্তু দৈবী-শক্তির আশ্রিত যে, তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা,—বিড়ম্বনা মাত্র। তাই, বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ,—নবদ্বীপের মান এখন রক্ষা হয় কেমন কোরে? এই সুযোগে কেশব পণ্ডিত হুঙ্কার দিয়ে সদম্ভে বল্‌তে থাকেন,—"হয় শাস্ত্র যুদ্ধ কর, নয় জয়পত্র লিখে দাও।"

নিমাইয়ের কানেও আসে কেশবের দম্ভভরা সে ঘোষণার সংবাদ,—পেঁীছে দেয় নিমাইয়ের ছাত্ররা। ছাত্রদের বলে নিমাই,—"ভগবান দর্পহারী,—কারো দর্প তিনি বেশী দিন সহ্য করেন না।"

দম্ভভরে ঘুরতে ঘুরতে সেদিন সন্ধ্যায় কেশব এলেন গঙ্গার ঘাটে, যেখানে রয়েছে নিমাই ছাত্র-মণ্ডলী পরিবৃত হয়ে। নিমাইয়ের সুন্দর সুবলিষ্ঠ দেহ, আজানুলম্বিত শ্রীভুজ, তারুণ্য-প্রদীপ্ত স্বর্ণকান্তি রূপ, হাস্যময় শ্রীচাঁদবদন, মুক্তা-জিনি শ্রীদশন, করুণাভরা নয়নে প্রতিভার দীপ্তি, তিলক-চর্চ্চিত ললাট, সিংহগ্রীব, গজস্কন্ধ, শুভ্র যজ্ঞ-সূত্র, পরিধানে যোগপট্ট-ছান্দে-বাঁধা বসন, মনোরম স্থান-কালের সমাবেশ,—সব মিলে নিমাইয়ের প্রতি কেমন যেন এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করলেন কেশব,—কৌতুহলভরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে শোনেন নিমাইয়ের ব্যাকরণ-আলাপন। নিমাইয়ের সামনে কাশ্মিরী কেশবকে দেখে, আশেপাশের ঘাট থেকে অনেক পণ্ডিত ও অধ্যাপক কৌতুহলী হয়ে ততক্ষণে সেখানে এসে জমায়েত হয়েছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহসা নিমাইয়ের দৃষ্টি পড়লো কেশবের দিকে। কাশ্মিরী কেশব,—দিগ্বিজয়ীর প্রতিমূর্ত্তি বটে! কেশবকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিমাই তাঁকে বসতে আসন দিল। পরিচয় আদান-প্রদানের পর নিমাই বলে,—"আমাদের মহাভাগ্য,—আপনার মতন মহাপণ্ডিতের শুভাগমন হয়েছে নবদ্বীপে। ভুবন-বিদিত আপনার কবি-প্রতিভা। এই সুন্দর রজনীতে যদি গঙ্গার মহিমা কিছু কীর্ত্তন কোরে শোনান, আমরা কৃতার্থ হই,—আর আমাদের পাপও বিমোচন হয়।"

দাম্ভিক ব্যক্তি মাত্রই আত্মপ্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়,—পণ্ডিত কেশবও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই উচ্ছ্বসিত হয়েই বলেন কেশব,— "ভাল ভাল, তোমার আগ্রহ দেখে প্রীত হলাম। তোমার কথা মতই গঙ্গার স্তোত্র বল্‌ছি শোন"—এই বলে গঙ্গাকে প্রণাম কোরে কেশব তদ্দণ্ডেই মুখে মুখে রচনা কোরে ঝড়ের মতো বল্‌তে থাকেন গঙ্গার মহিমা-সূচক একশত শ্লোক। মধুর তাঁর রচনা,—গাম্ভীর্য্যপূর্ণ তাঁর পঠন,—কবিতা আলঙ্কারিক শব্দের ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ। গঙ্গাদেবীও বুঝি স্তব্ধ হয়ে কান পেতে শোনেন আপন মহিম-স্তোত্র। সমবেত ছাত্র ও পণ্ডিতের দল অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে দিগ্বিজয়ীর মুখের পানে, ভাবে,—'দেবী সরস্বতী এঁর জিহ্বাগ্রে যে অধিষ্ঠিতা,—এই তার প্রমাণ।'

স্তোত্রের শেষে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কোরে নিমাই বলে,—"অপূর্ব্ব আপনার কবিতা, অদ্ভুত রচনা শক্তি,—অসাধারণ আপনার পাণ্ডিত্য। এবার কৃপা কোরে যদি ব্যক্ত করেন কবিতায় শব্দ-গ্রন্থনে আপনার অভিপ্রায়,—তবেই এর পূর্ণ-রসাস্বাদন কোরে ধন্য হই।"

নিমাইয়ের বিনয়-নম্র বাক্যে ও ব্যবহারে কেশব খুসী হয়ে উঠ্‌লেন। এক গর্ব্বিত-সন্তোষেই বলেন,—"তোমার কথায় সুখী হলাম। এখন বল কবিতার কোন্ অংশের ব্যাখ্যা তুমি শুন্‌তে চাও।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগ্বিজয়ীর শত-শ্লোকের একটি শ্লোক আবৃত্তি করে নিমাই বলে, —"দয়া কোরে এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করুন!" শ্লোকটি হল,—

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং।
যদেবা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা॥
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা।
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥"

[শ্লোকের অর্থ :—বড় সৌভাগ্যবতী গঙ্গা যিনি শ্রীবিষ্ণুর চরণ-কমল হতে উৎপন্না হয়েছেন, যিনি দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায়ই সুরগণ ও নরগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিতা হন এবং যিনি ভবানীভর্ত্তা শ্রীমহাদেবের মস্তকে বিরাজ করেন,—আর তাঁর এই মহিমাই প্রকাশিত হচ্ছে নিরন্তর।]

নিমাইয়ের মুখে এই শ্লোক-আবৃত্তি শুনে দিগ্বিজয়ী অপার বিস্ময়ে তাকালেন নিমাইয়ের মুখের পানে, ভাবেন,—'আমার সন্ত রচনা-করা ও ঝঞ্ঝাবাত-প্রায় আবৃত্তি-করা শত-শ্লোকের এই শ্লোক নিমাই পুনরাবৃত্তি করলো কেমন করে? এ যেন পূর্ব্বহতেই জানা! কি অদ্ভুত মেধা এই নবীন পণ্ডিতের!'—নিমাইয়ের প্রতি কেশবের এবার কিছুটা শ্রদ্ধার সঞ্চার হল।

নিমাইকে বলেন কেশব,—"আমি ঝড়ের মতো স্তোত্র-পাঠ করলাম, বর্ণে বর্ণে তুমি তা কণ্ঠস্থ করলে কেমন কোরে?"

নিমাই বলে,—"দেববরে কেউ হয় কবিবর, কেউ-বা শ্রুতিধর। এ সবই তাঁর কৃপা।"

"প্রভু কহে, দেববরে তুমি কবিবর।
ঐছে দেবের বরে কেহ হয় শ্রুতিধর॥" (চৈঃ চঃ)

—মুক্ত-কণ্ঠে পণ্ডিত কেশব বলেন,—"তুমি নিশ্চয়ই শ্রুতিধর,— তোমার এ শক্তি বিস্ময়কর বৈ কি!"—এই বলে কেশব পরম-সন্তোষে শ্লোকটি ব্যাখ্যা করলেন।

"বড় তৃপ্তি পেলাম ব্যাখা শুনে"—বল্লে নিমাই,—"এবার শ্লোকের গুণ-দোষ কিছু আলোচনা কোরে শোনান!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশ্মীরি পণ্ডিতের মুখ কঠিন হয়ে উঠ্‌লো।—দিগ্বিজয়ীর কবিতায় দোষ?—তাও এক বালক পণ্ডিতের আলোচ্যের বিষয়?—নেহাৎ-ই অর্ব্বাচীন এই নিমাই পণ্ডিত!—হুঙ্কার দিয়ে কেশব বলেন,—"আমার শ্লোকে দোষের আভাসও নেই, বরং উপমালঙ্কার গুণ আর কিছু অনুপ্রাস আছে। কাব্যের দোষ-গুণ বিচার,—অলঙ্কার শাস্ত্রের কথা। সে-বিষয়ে তোমার জ্ঞান কতটুকু? তুমি তো ব্যাকরণ মাত্র পড়াও?"—কেশবের কণ্ঠে অবজ্ঞার সুর।

"ব্যাকরণীয়া তুমি নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার॥" (চৈঃ চঃ)

পরম বিনয়েই নিমাই বলে,—"ঠিকই বলেছেন আপনি,—অলঙ্কার-শাস্ত্র আমি পড়িনি, তবে শুনেছি। তাতে সামান্য যা জ্ঞান হয়েছে সেই সামান্য-জ্ঞানেই আপনার এই শ্লোকের কিছু দোষের কথা আলোচনা করছি, অসন্তুষ্ট হবেন না। বোঝবার ত্রুটি যদি আমার থাকে,—মহাপণ্ডিত আপনি, আমাকে বালক-জ্ঞানে আমার অজ্ঞতা খণ্ডন করে দেবেন!"

নিমাই এবার শ্লোকের দোষাংশ একে একে বলতে থাকেন--

"এই পয়ারটিতে পাঁচটি দোষ দেখা যায়।—দুইটি 'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ' দোষ, একটি 'বিরুদ্ধমতি' দোষ, একটি 'ভগ্নক্রম' দোষ এবং একটি 'পুনরাত্ত' দোষ। শ্লোকটিতে 'মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ ইদম্' এবং 'দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীঃ' এই দুই স্থলে 'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ' দোষ। 'ভবানীভর্ত্তুঃ' স্থলে 'বিরুদ্ধমতি' দোষ। 'যদেষা' ইত্যাদি স্থলে 'ভগ্নক্রম' দোষ এবং 'অদ্ভুতগুণা' এই স্থলে 'পুনরাত্ত' দোষ। এই শ্লোকে পাঁচটি অলঙ্কার আছে বটে, কিন্তু এই পঞ্চ-দোষ ঐ পঞ্চ-অলঙ্কারকে বিনষ্ট করেছে। বিচার না কোরে কবিতা রচনা করলে কবিতা দোষ-যুক্ত হয়। বিচার কোরে রচনা করলে কবিতা সুনির্ম্মল হয়, আর এরূপ কবিতা সালঙ্কার হলে মনোহর হয়, কবিতার অর্থও উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়।

"বিচারি কবিত্ব কৈলে হয় সুনির্ম্মল।
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল॥" (চৈঃ চঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ দোষের কথা উল্লেখ কোরে শেষে বলে নিমাই,—"আমার এ-আলোচনা যদি শাস্ত্র-সম্মত না হয়, দয়া কোরে ভুল সংশোধন কোরে দিন!"

কাশ্মীরি কেশবের মুখ সহসা ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ কোরে নিয়ে দৃপ্ত-কণ্ঠে স্বীয় পক্ষ সমর্থন করতে লাগলেন নানাভাবে,—নানা ব্যাখ্যায়,—বাক্‌চাতুর্য্যে।—মঝে মঝে হুঙ্কারও ছাড়তে থাকেন।

[কাশ্মীরি কেশবের স্বীয়পক্ষ সমর্থনে মূলগত কথাটি ছিল এই,—কবিতায় নিমাই যে-দোষ দেখিয়েছিলেন সে শব্দ-গত দোষ মাত্র। অর্থাৎ, দেহের মধ্যে যেমন আছে শরীর ও আত্মা, তেমনি কাব্যের মধ্যেও আছে শব্দ ও রস। শরীরের ব্যাধি যেমন আত্মাকে স্পর্শ করে না, তেমনি শব্দ দোষযুক্ত হলেও সে-দোষ কাব্যের রসকে স্পর্শ করে না।]

কিন্তু কোনও ফলই হল না, নিমাইয়ের কাছে কেশবের যুক্তি সব খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। নিমাই বলে,—"বিচারে শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রতো আপনার যুক্তি সমর্থন করেন না। রসশাস্ত্রকর্ত্তা ভরত-মুনির বচন হল,—

"রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্‌বিভূষিতং।
স্যাদ্‌বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেনৈকেন দুর্ভগং॥"

অর্থাৎ,—সুন্দর শরীর ভূষণে ভূষিত হলেও যদি ধবলকুষ্ঠযুক্ত হয়, তাহলে সে-শরীর ঘৃণিত হয়। তেমনি রস এবং অলঙ্কারযুক্ত কাব্যও দোষযুক্ত হলে নিন্দনীয় হয়।

"দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়॥
সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত॥" (চৈঃ চঃ)

(বিগীত = নিন্দনীয়; কুৎসিত)

[নিমাইয়ের মূল বক্তব্যটি হল,—শরীর যদি ব্যাধিগ্রস্থ হয়, পরোক্ষভাবে আত্মার ওপর তার প্রতিক্রিয়া হয়,—তাই 'দুর্ভগং'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(অবজ্ঞাস্পদ) কথাটির অবতারণা শাস্ত্র করেছেন। অর্থাৎ আত্মা দোষহীন হলেও ধবলযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কোনো কোনো বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মে অধিকার নেই,—এ-কথা শাস্ত্র বলেছেন।]

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এবার কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেলেন,—আর কোনও সিদ্ধান্ত তাঁর মনে আসছে না,—তাঁর সমস্ত প্রতিভা আজ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। নির্ব্বাক হয়ে কেশব বিহ্বল-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন নিমাইয়ের পানে।

দিগ্বিজয়ীর এই বিমূঢ় ভাব দেখে নিমাইয়ের ছাত্রদের কেউ কেউ হাসতে থাকে,—উচ্ছ্বাসের উল্লাসে কেউ-বা ছোট-খাটো বিদ্রূপও সুরু করে। নিমাই চোখ তুলে শুধু একবার তাকাল ছাত্রদের দিকে,—ছাত্ররা সব চুপ্। কিছুটা লজ্জা অনুভব করলো তারা নিজেদের এই আচরণে,—এরূপ অশিষ্ট-আচরণ নিমাই-পণ্ডিতের ছাত্রের পক্ষে যে অনুপযুক্ত!

দিগ্বিজয়ীকে মধুর কণ্ঠে বলে নিমাই—"পণ্ডিতপ্রবর! আজ শ্রান্ত আপনি, রাতও অনেক হয়েছে, কাল আবার আমরা শাস্ত্রালাপ করবো। আপনার কবি-প্রতিভায় মুগ্ধ আমি। মহাকবি আপনি, তাই কাব্য-বাণীও আপনার অপরূপ। তবে দু'-একটি সামান্য দোষের কথা যা উল্লেখ করেছি, তাতে দুঃখিত হবেন না। তটস্থ হয়ে বিচার করলে অনুরূপ দোষ,—কালিদাস, ভবভূতি ও জয়দেবেরও দেখান যায়। আপনার শিষ্যের যোগ্যও আমি নই,—শিশু-সুলভ আমার চপলতা আপনি মার্জ্জনা করবেন!"

"ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের আভাস॥" (চৈঃ চঃ)

নিমাইয়ের নম্র-মধুর ব্যবহারে পরাজয়ের তীব্র-দহন অনুভব করলেন না কেশব, যদিও কিছুটা ক্ষোভ নিয়ে ও আপন পাণ্ডিত্যের ধিক্কার নিয়ে নতমস্তকে তিনি ফিরে গেলেন আপন আবাসে,—ধীরে ধীরে,—ক্লান্তিভরে। এই মতোই মহিমা শ্রীগৌরাঙ্গের,—"যাহারে জিনে সেহ দুঃখ নাহি পায়।" (চৈঃ চঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রে কেশবকে স্বপ্নে দেখা দিলেন দেবী সরস্বতী,—বুঝি-বা ভক্তের মনোবেদনা নিরসন করতেই। কেশবকে বলেন দেবী,—"এ তোমার পরাজয় নয়,—এ তোমার 'জয়টীকা'। আজিকার এই পরাজয় তোমার দিগ্বিজয়ের মহিমাকে চিরস্মরণীয় কোরে রাখবে। তোমার বিদ্যার তোমার সাধনার পরিপূর্ণ সার্থকতা হয়েছে আজ। এ অধ্যাপককে তুমি চিন্‌তে পারোনি। ইনিই সেই আদি পুরুষ যাঁর জ্যোতিতে চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতিস্মান, যাঁ হতে হয় সকল অবতার,—বেদ যাঁর কথাই শুধু বলেন,—স্বয়ং পঞ্চানন যাঁর নাম-কীর্ত্তন কোরে ভোলানাথ হয়েছেন। আমি তোমার ইষ্ট,—ইনি আমার ইষ্ট। আমার মন্ত্র-জপের পূর্ণ-সিদ্ধিস্বরূপ আজ দর্শন পেয়েছো অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডনাথকে,—দ্বিজরূপে। এঁর কাছে পরাজয়ে তোমার লজ্জা নেই। তুমি এঁর চরণে আত্মসমর্পণ কর,—তোমার জীবন সার্থক হবে।"

অতি প্রত্যুষে কেশব জেগে উঠলেন। আজ তাঁর সকল দম্ভের অবসান হয়েছে,—কোন্ এক পরম সত্যের আলোকে তাঁর হৃদয় উদ্ভাসিত হয়েছে,—সরে গেছে অন্তর হতে যত 'তমঃ' অন্ধকার। গঙ্গায় স্নান সেরে ঊর্দ্ধশ্বাসে কেশব ছুটে গেলেন নিমাইয়ের গৃহে। নিমাই তখন দ্বার দেশে দাঁড়িয়ে, যেন কেশবের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। কেশবকে দেখে নিমাই 'স্বাগতম্' জানালো,—তৎক্ষণে কেশব নিমাইয়ের চরণে লুটিয়ে পড়ে হৃদয় উজাড় কোরে বলতে থাকেন,—"প্রভু! জ্ঞান-সুরায় উন্মত্ত হয়ে অহঙ্কারের উচ্চ শিখরে আমি বসেছিলাম। বিশ্বজয় করলাম,—তোমার নিকট পরাজয় হল আমার। কিন্তু কী অদ্ভুত তোমার বিনয় যে, পরাজয়ের গ্লানি তুমি আমায় লাগতে দাওনি, লোক-সমাজে আমার গৌরব ম্লান হতে দাওনি,—এ-মহিমা প্রভু তোমারই। তুমিই শ্রীভগবান,—এ-কথা দেবী সরস্বতী স্বয়ং আমায় জানিয়েছেন। বহুভাগ্যের ফলে নবদ্বীপে এসেছি, তোমার দর্শন পেয়েছি, সার্থক হয়েছে আমার নবদ্বীপ অভিযান। অবিদ্যার মোহ আমার কেটেছে, বুঝেছি প্রভু—তুমিই শরেণ্য, বরেণ্য, সদা-কীর্তনীয়।"—এইরূপে অনেক স্তুতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

কোরে শেষে বলেন কেশব,—"প্রভু! এই প্রার্থনা করি, কৃপা কোরে আমার সকল বন্ধন মোচন করে দাও!"

নিমাই সাদরে কেশবকে হাতে ধরে উঠিয়ে বলে,—"পণ্ডিত! আমার স্বরূপের কথা আর কারও কাছে প্রকাশ কোরনা। বেদ-গুহ্য-তত্ত্ব-প্রকাশে আয়ু ক্ষয় হয়। তুমি সত্যই ভাগ্যবান তাই সরস্বতীর বর-পুত্র হয়েছো। জেনো, বিদ্যার প্রকৃত অর্থ দিগ্বিজয় নয়,—কৃষ্ণ-ভক্তি অর্জ্জনই বিদ্যার চরম ও পরম সার্থকতা। ভেবে দেখ, এই নশ্বর দেহ যখন ত্যাগ করে যাবে তখন ধন বা পৌরুষ কিছুই সঙ্গে যাবে না। এই কারণেই,—

"......মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি।
করেন ঈশ্বর-সেবা দৃঢ়-চিত্ত করি॥" (চৈঃ ভাঃ)

—পণ্ডিত! সকল দম্ভ ছেড়ে সকল ঐশ্বর্য্য ছেড়ে একমনে 'কৃষ্ণ' ভজনা কর আর সর্ব্বজীবে দয়া কর।"

"প্রভু বোলে "বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্ব্ব-ভূতে দয়া করি॥" (চৈঃ ভাঃ)

—এই বলে নিমাই সস্নেহে কেশবকে আলিঙ্গন দিয়ে জড়িয়ে ধরলো বুকে, আর—

"পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
বিপ্রের হইল সর্ব্ববন্ধ-বিমোচন॥" (চৈঃ ভাঃ)

দিগ্বিজয়ীর জন্ম সফল হল।—তিনি আপন আবাসে ফিরে গেলেন—তাঁর সকল ধন-বৈভব সঙ্গের লোকজনদের বিলিয়ে দিলেন,—তারপর অসঙ্গ হয়ে পরিধানে কৌপীন নিয়ে, দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে নিয়ে, 'তৃণাদপি সুনীচেন' ভাবে 'কৃষ্ণ'-নাম জপ্‌তে জপ্‌তে নবদ্বীপ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন শ্রীশ্রীনিমাইসুন্দরের উদ্দিষ্ট পথে, যে-পথ,—'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবৃন্দাবন দাস্ ঠাকুর বলেছেন,—

"চলিলেন দিগ্বিজয়ী হইয়া অসঙ্গ।
হেন মত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রঙ্গ॥
তাহান্ কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।
রাজ্য-পদ ছাড়ি করে ভিক্ষুকের কর্ম্ম॥" (চৈঃ ভাঃ)

প্রাসঙ্গিকী—

(১) কিন্তু যে-দিগ্বিজয়ীর জিহ্বাগ্রে স্বয়ং 'দেবী সরস্বতী' অধিষ্ঠিতা, তাঁর কবিতায় দোষ কেমন করে সম্ভব হল?

এ,—দেবী সরস্বতীর কৃপা। জয়ের পর জয় কোরে দিগ্বিজয়ীর মন পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল,—বিশুদ্ধ-জ্ঞানের পরম লক্ষ্য যে ভগবদ্ভক্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে রতি-মতি, তাহতে দেবীর ভক্ত বিচ্যুত হয়েছিলেন। আপন ভক্তকে মহিমময় স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল দেবীর অভিপ্রায়,—কবিতায় তাই এ-দোষ। যেখানে অহঙ্কার,—জ্ঞান সেখানে অজ্ঞানরূপে, বিদ্যা সেখানে অবিদ্যারূপেই পরিগণ্য হয়,—শাস্ত্র এই কথাই বলেন।

(২) শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে আছে (৭ম মালা):—

"প্রহ্লাদ কহেন পিতা সকলি অনর্থ।
বিদ্যা তপ জ্ঞান সব কৃষ্ণ বিনা ব্যর্থ॥
সেই বিদ্যা হয় সর্ব্ববিদ্যামধ্যে শ্রেষ্ঠ।
যাতে কৃষ্ণে মতি জন্মে সেই সে উৎকৃষ্ট॥
অতএব কৃষ্ণনাম বিদ্যাচূড়ামণি।
ইহা বিনে আর যত অর্থে না বাখানি॥"

ভক্ত-প্রহ্লাদকে তাঁর সাথী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, "ভাই প্রহ্লাদ!—বৃদ্ধাবস্থায় 'কৃষ্ণ'-নাম আশ্রয় করলে কোনও ফল লাভ হয়, না হানি কিছু হয়?"

এর উত্তরে প্রহ্লাদ বলেছিলেন, যথা ভক্তমাল গ্রন্থে (৭ম-মালা)

"স্পর্শমণি পাইয়া কি কহে কোন জন।
আজি নহে কালি লব থাকুক এখন॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেই মূর্খ কহে কৃষ্ণ পশ্চাতে ভজিব।
এখন কি হৈল কত দিবস বাঁচিব॥
সেই মূঢ় রজগুণস্বভাবে কহয়ে।
বায়ুগ্রস্ত লোক যেন প্রলাপ করয়ে॥

* * *

শরীর যে ক্ষণধ্বংসি কোন্ ক্ষণে যায়।
তাহার নিশ্চয় নাহি ভরসা কি তায়॥
পশ্চাতে ভজিব বলি নিশ্চিন্ত রহিল।
দেহপাত হইল যদি বঞ্চিত হইল॥
কিংবা নানা বিঘ্ন হয়ে বিষয়কুসঙ্গে।
স্ত্রীসঙ্গে হয় মোহ যাতে সর্ব্ব ভঙ্গে॥
অতএব কৃষ্ণভক্তি যখনি পাইবে।
তখনি ভজিবে ভাই গউন না করিবে।”

দিগ্বিজয়ী কাশ্মীরী কেশবও শ্রীশ্রীনিমাইসুন্দরের কৃপায় যখনই ‘কৃষ্ণ-ভক্তি’ পেলেন, সেই সম্বল কোরে তিনি তখনই বেরিয়ে পড়লেন সচ্চিদানন্দময়ের ভজনোদ্দেশে,—এক মূহুর্ত্তও আর বিলম্ব করলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(কৌতুহলী পাঠকের জন্য)

দিগ্বিজয়ীর শ্লোকে আলঙ্কারিক দোষ সমুহের ব্যাখ্যা ।

১। (ক)—'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ' দোষ—যে স্থলে 'বিধেয়' প্রধানরূপে নির্দ্দিষ্ট না হয়, তাকে বলে 'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ' দোষ। যে বস্তু জ্ঞাত তাকে বলে 'অনুবাদ' এবং অজ্ঞাত বস্তুকে বলে 'বিধেয়'। অলঙ্কার শাস্ত্রমতে প্রথমে 'অনুবাদ' অর্থাৎ জ্ঞাত-বস্তু এবং তারপর 'বিধেয়' অর্থাৎ তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত-বস্তুটি প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু 'বিধেয়' যদি 'অনুবাদের' পূর্ব্বে বসে, তাহলে 'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ' দোষ হয়।

শ্লোকে 'মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ' বলতে গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু শ্লোকের মর্ম্ম জ্ঞাত না হলে মাহাত্ম্য জানা যায় না। সুতরাং প্রারম্ভেই 'মাহাত্ম্য' অজ্ঞাত থেকে যায়। এখানে প্রথমেই 'মহত্ত্বং' শব্দটি প্রয়োগ হয়েছে। কিন্তু 'মহত্ত্ব' তো জানা নেই। সুতরাং 'মহত্ত্বং' শব্দটি অজ্ঞাত-জ্ঞাপক অর্থাৎ 'বিধেয়', ব্যবহৃত হয়েছে 'ইদং' শব্দের পূর্ব্বে। 'ইদং' অর্থাৎ এই যে সামনে রয়েছে অর্থাৎ জ্ঞাত-বস্তু 'অনুবাদ'। সুতরাং 'বিধেয়' রয়েছে 'অনুবাদের' পূর্ব্বে, —তাই দোষ। প্রয়োগ-বিধি অনুযায়ী 'ইদং' এই অনুবাদ বলে পরে 'মহত্ত্বং' এই বিধেয় বলা উচিত ছিল। কারণ যে বস্তুর আশ্রয় ঠিক হয়নি, তার অবস্থিতি কোথায় ?

(খ)—'দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মী'—'দ্বিতীয়' ও 'শ্রীলক্ষ্মী' এই দুই শব্দের সমাস কোরে 'দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মী' শব্দটি হয়েছে। কিন্তু 'দ্বিতীয়' শব্দটি 'বিধেয়' (অর্থাৎ অজ্ঞাত-বস্তু জ্ঞাপক), ব্যবহৃত হয়েছে জ্ঞাত বস্তু 'শ্রীলক্ষ্মী' শব্দের পূর্ব্বে,—সুতরাং দোষ। এ ছাড়া,—

"সমাসে দ্বিতীয়া শব্দ বিধেয়ের পাত"

...অর্থাৎ 'দ্বিতীয়া' শব্দের অপ্রাধান্য হওয়ায় 'লক্ষ্মীর' তুল্যতা অর্থও বিনষ্ট হল, অর্থাৎ দ্বিতীয়-লক্ষ্মী যাহা নাই তাহারই সমতা বুঝালো। 'দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব' শব্দের অর্থ হল,—দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীর তুল্য। কেশব পণ্ডিতের বর্ণনার অভিপ্রায় ছিল,— "সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা" অর্থাৎ দেব ও নর কর্ত্তৃক অর্চ্চনীয়ত্ব বিষয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঙ্গাদেবী শ্রীলক্ষ্মীদেবীর তুল্যা। পণ্ডিত কেশব যদি 'শ্রীলক্ষ্মীঃ দ্বিতীয়া ইব' এই বাক্য বলতেন তাহ্লেই তাঁর বক্তব্যের অভিপ্রায় সিদ্ধ হোত আর গঙ্গা যে লক্ষ্মীর সমান তাও প্রকাশ পেতো,—এতে 'অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ' দোষও হোত না। কিন্তু 'দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব' বলতে মনে হয় গঙ্গা যেন দ্বিতীয় লক্ষ্মীর তুল্যা অর্থাৎ লক্ষ্মীর কতকগুলি গুণবিশিষ্ট আর এক লক্ষ্মীকে বুঝায়। কিন্তু দ্বিতীয় বস্তু, মূল-বস্তুর সঙ্গে ঠিক সমান হয় না। সুতরাং লক্ষ্মী অপেক্ষা দ্বিতীয় লক্ষ্মী ন্যূন বা খর্ব্ব বুঝায়।

২। 'বিরুদ্ধমতি দোষ'—বিরুদ্ধমতি অর্থাৎ বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল অর্থ উৎপাদক শব্দ। অর্থাৎ, যে শব্দ শ্রবণে প্রকৃত অর্থ মনে না হয়ে প্রতিকূল অর্থ মনে উদয় হয়, অর্থাৎ যে শব্দ প্রয়োগে রস-বিরুদ্ধ অর্থ হয়ে যায়।

শ্লোকে 'ভবানী' অর্থ,—ভব বা মহাদেবের স্ত্রী। 'ভবানীভর্ত্তা' বল্‌লে মনে হয় মহাদেব ব্যতীত ভবানীর দ্বিতীয় এক ভর্ত্তা বা স্বামী আছেন। 'ভবানীভর্ত্তু' শব্দটিতে প্রকাশ হয় 'শিবপত্নীর' ভর্ত্তা। সুতরাং 'ভবানীভর্ত্তু' শব্দটি প্রতিকুল অর্থ উৎপাদক শব্দ—সুতরাং 'বিরুদ্ধমতি' দোষ। এ যেন—

"ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দেহ দান।
শব্দ শুনিতেই হয় দ্বিতীয়-ভর্ত্তা জ্ঞান॥" (চৈঃ চঃ)

—শব্দ-শাস্ত্রে এইরূপ প্রয়োগ অশুদ্ধ। "বিরুদ্ধমতিকৃৎ শব্দ-শাস্ত্রে নহে শুদ্ধ।" (চৈঃ চঃ)

৩। 'ভগ্নক্রম' দোষ,—অর্থাৎ যাহার 'ক্রম' ভগ্ন হয়েছে। প্রতি শ্লোকে চারিটি 'পাদ' বা 'খণ্ড' থাকে। এই শ্লোকে 'মহত্ত্বং গঙ্গায়া' থেকে 'নিতরাং' পর্যন্ত প্রথম পাদ,—এইরূপ শ্লোকের প্রতিছত্রটি একটি পাদ বা চরণ এবং এই শ্লোকে চারিটি চরণ আছে।

কোনও বাক্যে যদি কোনও অক্ষর পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা হয় তাকে 'অনুপ্রাস' বলে। এই শ্লোকে প্রথম চরণে 'ত' অক্ষরের অনুপ্রাস আছে, দ্বিতীয় চরণে কোনও 'অনুপ্রাস' নেই,—তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে যথাক্রমে 'র' এবং 'ভ' এর অনুপ্রাস আছে। যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় চরণে কোনও অনুপ্রাস থাকতো তাহলে অনুপ্রাসের 'ক্রম' ভগ্ন হোত না।

"তিনপাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
একপাদে নাহি এই দোষ ভগ্নক্রম॥" (চৈঃ চঃ)

—কিংবা যদি কোনও চরণে কোনও অনুপ্রাস না থাকতো, তাহলেও 'ভগ্নক্রম' দোষ হোত না।

৪। 'পুনরাত্ত' দোষ—কোন ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য সমাপ্তির পর যদি পুনরায় বিশেষণের প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তাকে 'পুনরাত্ত' দোষ বলে,—"সমাপিতং-বচনানন্তর-কথনং পুনরাত্তম্।"

এই শ্লোকে "যা ভবানীভর্ত্তুঃ শিরসি বিভবতি" অর্থ হল,—যিনি মহাদেবের মস্তকে বিরাজিত আছেন। এখানে স্পষ্টই দেখা যায় 'বিভবতি' ক্রিয়ার উল্লেখেই বাক্য সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এরপরও 'অদ্ভুতগুণা' এই বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে,—সুতরাং 'পুনরাত্ত' দোষ।

"বিভবতি ক্রিয়ার বাক্য সাঙ্গ পুনর্বিশেষণ॥
অদ্ভুত গুণ এই পুনরুক্ত-দূষণ॥" (চৈঃ চঃ)

এ-সকল ছাড়াও,—এই শ্লোকে 'বিরোধ-আভাস' দোষ দেখা যায়ঃ—

জল হতে পদ্ম উৎপন্ন হয়,—পদ্ম হতে জল কখনও উৎপন্ন হয় না। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুতে বিপরীত বর্ণিত হয়েছে, বলা হয়েছে শ্রীবিষ্ণুর পাদ-পদ্ম হতে জলময়ী গঙ্গা জন্মগ্রহণ করেছেন। অবশ্য শ্রীভগবানের অলৌকিক শক্তি-প্রভাবেই তাঁর চরণ-কমল হতে গঙ্গার উৎপত্তি তাই এ-স্থলে বিরোধ কিছু হতে পারে না,—বিরোধের আভাস বা ছায়ামাত্র আছে।

"গঙ্গাতে কমল জন্মে সবার সুবোধ।
কমলে গঙ্গার জন্ম অত্যন্ত বিরোধ॥
ইহাঁ বিষ্ণু-পাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি।
বিরোধালঙ্কার ইহা মহাচমৎকৃতি॥
ঈশ্বর-অচিন্ত্যশক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ॥
ইহাতে বিরোধ নাহি বিরোধ-আভাস॥" (চৈঃ চঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই শ্লোকে আরও দেখা যায়, যাকে বলে—"পুনরুক্তবদাভাস" দোষ। এখানে 'শ্রীলক্ষ্মী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু শ্রী ও লক্ষ্মী একই বস্তু,—সুতরাং শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী বল্‌লে অর্থের বিভেদ হয়।

"শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী অর্থে অর্থের বিভেদ।
পুনরুক্তবদাভাস শব্দালঙ্কার ভেদ॥" (চৈঃ চঃ)

নিমাই ব্যাকরণের এক নবীন অধ্যাপক মাত্র,—তার মুখে অলঙ্কার শাস্ত্রের এই নিপুণ বিচার শুনে দিগ্বিজয়ী বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়েছিলেন।

"শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভা স্তম্ভিত॥" (চৈঃ চঃ)

ভেল্কো

সশিষ্য নিমাই-পণ্ডিত বেরিয়েছে নবদ্বীপের পথে।

দিগ্বিজয়ীকে জয় করার পর নবদ্বীপে নিমাইয়ের নাম নিয়ে সকলে খুব হৈ চৈ করছে,—পথে-ঘাটে, টোলে, সভা-সমিতিতে সকলের মুখেই এক কথা,—"দিগ্বিজয়ীকে হারিয়ে দিয়ে নিমাই-পণ্ডিত নবদ্বীপের খুব মান রেখেছে।" কেউ বলে,—"ওকে 'বাদসিংহ' উপাধি দেওয়া উচিৎ,"—কেউ বলে,—"তর্ককেশরী।"

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এখানে বলছেন,—"সরস্বতীর বর-পুত্র যাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করে সেই দিগ্বিজয়ী-জয়ী প্রভুকে দেখেও বড় বড় ভট্টাচার্য্য ও অধ্যাপকগণ তাঁকে শ্রীভগবান বলে চিন্‌তে পারলেন না,—প্রভুর মায়া-শক্তির এতই প্রভাব।"

"হেন সে তাহার অতি মায়ার বড়াই।
এত দেখিয়াও জানিবারে শক্তি নাই॥" (চৈঃ ভাঃ)

পথে যত পণ্ডিতের সঙ্গে নিমাইয়ের দেখা হয় প্রত্যেকেই নিমাইকে আশীর্ব্বাদ করেন আর বলেন,—"নিমাই!—দিগ্বিজয়ীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হারিয়ে দিয়ে সারা বাংলা দেশের মান রেখেছো। হ্যাঁ, স্বীকার করতেই হবে, নবদ্বীপে তুমি একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হয়ে উঠেছ।”

নিমাই রঙ্গ-ভরে সদম্ভে উত্তর দেয়,—“একজন শ্রেষ্ঠ নয়, বলুন,—‘অদ্বিতীয়’।”

পণ্ডিতেরা নিমাইয়ের মুখে এই ঔদ্ধত্যের কথা শোনে কিন্তু প্রতিবাদ কিছু করার সাহস করেন না, বরং মনে মনে ভাবেন,—“সার্থক করেন গর্ব্ব নিমাঞি-পণ্ডিত” (চৈঃ ভাঃ)। নিমাইয়ের আপন-ঔদ্ধতের প্রকাশভঙ্গী এইরূপই,—অধ্যাপক-শিরোমণি, এইরূপই উদ্ধতের শিরোমণি।

“বিদ্যৌদ্ধত্যে কাহাকেহো না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন॥” (চৈঃ চঃ)

বৈষ্ণবেরা কিন্তু নিমাইকে দেখেন আর ভাবেন,—‘নিমাইয়ের এমন রূপ, এমন পাণ্ডিত্য, এমন ব্যক্তিত্ব,—যদি সে একটু কৃষ্ণানুরাগী হোত, যদি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যোগ দিত, তাহলে বৈষ্ণব-বিদ্বেষীদের মুখে বিদ্রূপ আর ফুট্‌তো না,—লোকও কৃষ্ণ-মুখী হয়ে মনুষ্য-জন্ম সফল করতো’—এই ভেবে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলেন তাঁরা, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রার্থনা জানান,—“নিমাইয়ের অন্তরে কৃষ্ণ-প্রেম স্ফূর্ত্তি হোক।”—ভাগবতগণ নিমাইকে নিত্য আশীর্ব্বাদ করেন,—

“হেন কর কৃষ্ণ! জগন্নাথের নন্দন।
তোর রসে মত্ত হউ ছাড়ি অন্য-মন॥
নিরবধি প্রেমভাবে ভজুক তোমারে।
হেন সঙ্গ কৃষ্ণ দেহ আমা সবাকারে॥” (চৈঃ ভাঃ)

এ-প্রসঙ্গে বৈষ্ণবদের মনের তখনকার ভাব-ধারাটি হল এই :—

“হরিভক্তি শূন্য হৈল সকল সংসার।
অসৎ সঙ্গ অসৎ পথ বহি নাহি আর॥
নানারূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে।
দেহ গেহ ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুরে॥
মিথ্যা সুখে দেখি সব লোকের আদর।
বৈষ্ণবের গণ দুঃখ ভাবেন অন্তর॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'কৃষ্ণ' বলি সর্ব্বগণে করেন ক্রন্দন।
"এ সব জীবেরে কৃপা কর নারায়ণ॥ শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
হেন দেহ পাইয়া কৃষ্ণে নাহি রতি।
কতকাল গিয়া আর ভুঞ্জিব দুর্গতি॥
যে নর-শরীর লাগি দেবে কাম্য করে।
তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা সুখেতে বিহরে॥
কৃষ্ণ যাত্রা মহোৎসব পর্ব্ব নাহি করে।
বিবাহাদি কর্ম্মে সে আনন্দ করি মরে॥
তোমার সে জীব প্রভু তুমিত রক্ষিতা।
কি বলিব আমরা তুমি সে সর্ব্ব-পিতা॥"
এইমত ভক্তগণ সভার কুশল।
চিন্তেন গায়েন কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গল॥"

এদিকে নিমাই-পণ্ডিত শিষ্যদের নিয়ে রঙ্গ করতে করতে পথে এগিয়ে চলেছে,—দিগ্বিজয়ীকে জয় করার গৌরব তার স্মরণেই যেন নেই! পথে নিমাইয়ের হাস্য-কৌতুকভরা চাপল্য দেখলে কে বল্‌বে এ সেই লোক,—দিগ্বিজয়ীকে জয় করেছে যে। আসল কথা নিমাই যখন অধ্যাপকের আসনে বসে তখন সে পরম গম্ভীর, এ-ছাড়া অন্য সময়ে—চঞ্চলের শিরোমণি সে। কিন্তু চঞ্চল যতই হোক, পথে সহসা কোন স্ত্রীলোক দেখলে সেই মুহূর্ত্তে নিমাই ধীর ও সংযত হয়ে ওঠে, শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে পাশ কেটে দাঁড়ায়।—"স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ॥" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

"স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
"গৌরাঙ্গ নাগর" হেন স্তব নাহি বলে॥
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাঁহানে।
তথাপিও স্বভাবে সে গায় বুধগণে॥" (চৈঃ ভাঃ)

ঘুরতে ঘুরতে সশিষ্য নিমাই ঢোকে তাঁতীপাড়ায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তিপুরের এক তাঁতীর ঘরে গিয়ে বলে,—"ভাল কাপড় কি আছে আনো দেখি।"

তাঁতী সসম্ভ্রমে নিমাইকে প্রণাম কোরে বস্‌তে আসন দেয়,—তারপর এক জোড়া মিহি কাপড় এনে নিমাইয়ের সামনে রেখে বলে,—"তাঁতে এবার এই সুন্দর কাপড় উঠেছে,—এই জোড়া নাও।"

"দাম কতো?"—জিজ্ঞাসা করে নিমাই,—কাপড়-জোড়া নেড়ে-চেড়ে।

"ঠাকুর!"—বলে তাঁতী,—"দামের কথা তোমায় আর বলবো কি,—যা ইচ্ছে দাও।"

তাঁতীর কথা শুনে নিমাই হো হো কোরে হেসে ট্যাঁক দেখিয়ে বলে,—"কাণাকড়ি তো সঙ্গে নেই,—দাম এখন দেবো কেমন কোরে?—না হয় কাপড় জোড়া এখন থাক"—এই বলে নিমাই উঠে পড়ে,—ঘর থেকে বেরিয়ে পা দেয় রাস্তায়।

তাঁতী তাড়াতাড়ি হাঁক দিয়ে ডেকে বলে,—"ঠাকুর! চলে যাও কেন?—আমার পাপের বোঝা আর বাড়িয়ো না। কাপড়-জোড়া নিয়ে যাও, যবে ইচ্ছা দাম দিয়ো। এ-কাপড়-জোড়া তোমার ও-অঙ্গে কত সুন্দরই না মানাবে!"—এই বলে তাঁতী কাপড় জোড়া কাগজে মুড়ে পথে নেমে এসে নিমাইয়ের হাতে গুঁজে দেয় জোর কোরে।

নিমাই বলে,—"আমার লাভ হল,—তোমার কি?"

কপালে ভক্তিভরে দু'হাত ঠেকিয়ে তাঁতী বলে,—"ওই আমার লাভ,—আখেরে জমা থাক।"

নিমাই আসে গোপ-পল্লীতে।

এক গোপের বাড়ীর সামনে গিয়ে হাঁক দেয়,—"আরে ব্যাটা! দধি দুগ্ধ আন্।"

চেনা-গলার আওয়াজ পেয়ে গোপ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে, সসম্ভ্রমে আসন পেতে দেয়,—তারপর এক-গাল খুসীর-হাসি হেসে বলে,—"মামা!—এত দিনে মনে পড়লো বুঝি? বলি ব্রজের খেলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষ কোরে তো ন'দেয় এসেছো, তা এধারে কি আসতে নেই?"
—গোপেরা নিমাইকে মনে করতো—সাক্ষাৎ মদনমোহন।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য!—দেখতে দেখতে পল্লীর যত গোপ "মামা, মামা" বলে ডাক্‌তে ডাক্‌তে সেখানে এসে হাজির হল,—তারা খবর পেল যে কোথা থেকে, কে জানে! কেউ বলে,—"চল মামা, ভাত খাই গে।"—কেউ বলে,—"কি মামা!—গত জন্মে আমার ঘরে ভাত খেয়েছিলে, এখন মনে নেই বুঝি?"—আর এক গোপ আনন্দের উচ্ছ্বাসে নিমাইকে তো কাঁধেই তুলে নিয়ে ছুট্‌লো নিজের বাড়ীর দিকে,—বাড়ীতে এনে কাঁধ থেকে নামিয়ে নিমাইকে বসালো আসনে,—তারপর প্রচুর দুধ, ঘী, দই, সর, মাখন ইত্যাদি এনে নিমাইয়ের সামনে রেখে দিয়ে বলে,—"মামা! মাথা খাও,—সব খেতে হবে।"—নিমাইও পরম ঔদরিকের মতো সেই সব উপাদেয় বস্তু শিষ্যদের সঙ্গে বসে পরমানন্দে সদ্ব্যবহার করতে থাকে।

এখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—"এ-সকল গুহ্য সত্য-বাক্য গোপদের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন দেবী সরস্বতী,—গোপেরা তা বুঝতে পারে না, আর তাই প্রভু গৌরচন্দ্র সে-সব শুনে হাসে আর কৌতুক উপভোগ করে পরম আনন্দে।"

"সরস্বতী সত্য কহে গোপ নাহি জানে।
হাসে মহাপ্রভু গোপগণের বচনে॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাই যায় গন্ধ-বণিকের পাড়ায়,—এক গন্ধ-বণিকের ঘরে।

সসম্ভ্রমে আসন পেতে দেয় গন্ধ-বণিক,—নিমাইকে বসিয়ে প্রণাম করে ভক্তি-ভরে, বলে—"ঠাকুর! সেবার হুকুম দাও।"

"সেবা?"—হো হো কোরে হাসে নিমাই, বলে—"ভালো ভালো গন্ধ কি আছে আনতো দেখি!"

কৃতার্থ বণিক,—তৎক্ষণাৎ যত দিব্য-গন্ধ বাহির কোরে এনে রাখে নিমাইয়ের সামনে।

"বলি, দাম কতো?"—জিজ্ঞাসা করে নিমাই।

বণিক বলে,—"ঠাকুর!—তোমায় কবো দামের কথা? এ-গন্ধ দ্রব্য আজ নিয়ে যাও, অঙ্গে মাখো,—কাল স্নান করার পরও যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঙ্গে তোমার এ-গন্ধ থাকে তখন না হয় দাম দিও যা তোমার ইচ্ছে”—এই বলে বণিক শিশি খুলে খানিকটা গন্ধ ছড়িয়ে দেয় নিমাইয়ের ও শিষ্যদের অঙ্গে,—আর কিছু গন্ধ-দ্রব্য ঠোঙ্গায় পুরে, দিয়ে দেয় নিমাইয়ের সঙ্গে।

নিমাই যায় মালাকারের ঘরে,—মালাকার অমনি সুন্দর ফুলের মালা এনে নিমাইয়ের গলায় পরিয়ে দিয়ে প্রণাম করে নিমাইয়ের চরণে। এবার নিমাই যায় তাম্বুলী-পাড়ায়,—তাম্বুলীরা মহা-আনন্দে সুপারী পান কর্পূর-চূর্ণ প্রভৃতি পুঁটলী কোরে এনে নিমাইকে দেয়,—প্রণাম করে ভক্তিভরে। নিমাই বলে,—“পয়সা দিলাম না, তাম্বুলী দাও কেন? তাম্বুলীরা বলে,—“তাতো জানি না!—তোমায় দেওয়ার ইচ্ছা জাগে,–তাই দিই।” তাম্বুলীদের কথা শুনে মৃদু হেসে নিমাই সেখান থেকে উঠে পড়ে তাম্বুলী ইত্যাদি নিয়ে,—আসে শাঁখারী-পাড়ায় এক শঙ্খবণিকের ঘরে, বলে, “দিব্য শঙ্খ একটা আন দেখি”—এই বলে চটুল হেসে আবার বলে, “শঙ্খ নিই-বা কেমন কোরে,—পয়সা তো কাছে একটিও নেই!” নিমাইকে প্রণাম কোরে শঙ্খবণিক একটি দিব্য-শঙ্খ এনে নিমাইয়ের হাতে দিয়ে বলে,—“এই শঙ্খ নিয়ে যাও ঠাকুর! দাম না দিলেও চলবে।” পথে ফলওয়ালা নিমাইকে ডেকে ঝুড়ি ভরে ভাল কমলা, বড় বড় মর্ত্তমান কলা ইত্যাদি দেয়,—পানওয়ালা দেয় মিঠা পানের খিলি। এম্‌নি করে নিমাই যেখানে যায় সেখানেই যে যার ভাল জিনিষ নিমাইকে দেয়,—পরিবর্ত্তে নিমাই দেয় তার স্বভাব-সিদ্ধ মিষ্টি হাসি।

বিনি-কপর্দ্দকে এত জিনিষ সওদা হওয়া দেখে নিমাইয়ের শিষ্যেরা ভাবে, “কি আছে এই পণ্ডিতের মুখে যে, বিনা মূল্যে এত জিনিষ খরিদ হয়ে যায়? এমন অপূর্ব্ব খরিদ্দারতো কখনও দেখিনি!”—শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,····

গৌরাঙ্গ প্রভু,—“সর্ব্বভূত-হৃদয় আকর্ষে সর্ব্ব-মন।”
আর প্রভুর,—“সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ নহে কোন্ জন?” (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এম্‌নি কোরে নিমাই শিষ্যগণ-সঙ্গে মধুপুরী-প্রায় নবদ্বীপ-পুরীতে,—"হাসিয়া হাসিয়া সর্ব্ব নগরে বেড়ায়" (চৈঃ ভাঃ)। এখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

"প্রভুর বিহার লাগি পূর্ব্বেই বিধাতা।
সকল সংপূর্ণ করি থুইলেন তথা॥
পূর্ব্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ।
সেই লীলা করে এবে শচীর নন্দন॥

* * *

এই মত নবদ্বীপে যত নাগরিয়া।
সভার মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্রমিয়া॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও নাগরিকগণ।
পায় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ॥" (চৈঃ ভাঃ)

অর্থাৎ—শ্রীভগবান অবতীর্ণ হবেন নবদ্বীপে,—তাই তাঁর আপ্তবর্গ অর্থাৎ আপনজনরা মানব-দেহ ধারণ করে আগে থেকে এসে নবদ্বীপের নাগরিক হয়ে রয়েছেন।

নিমাই আসে বাজারের পথে।

বাজারের রাস্তার কিনারে বোসে শ্রীধর পসারী বেচে কলার খোলা, থোড়, কলা-মূলা ইত্যাদি। শ্রীধর মানুষে ভাল, পরম বৈষ্ণব, আর বৈষ্ণব বলেই নিমাইয়ের যত উপদ্রব তার ওপর। শ্রীধরের সামনে এসেই নিমাই ছোঁ মেরে তুলে নেয় গোটা দুই খোলার পাত্‌ আর থোড়।

শ্রীধর বলে,—"ঠাকুর, কাড়াকাড়ি কর কেন? জিনিষ নেবে নাও কিন্তু ন্যায্য দাম চাই। দাম দাও না, জিনিস নাও এ কেমনতর কথা? বলি আমারও তো চলা চাই! বিনা মূল্যে রোজ আর তোমায় কতো যোগাই বল?"

"মূল্য নেই-বা নিলে শ্রীধর!" হাসতে হাসতে বলে নিমাই,—"আমি জানি, থোড়-কলা বেচে তুমি ধনী হয়েছো প্রচুর, লুকিয়েতুমি অনেক ভোজন কর,—তোমার হাঁড়ী একদিন ভাঙ্গবো এই হাটে সেদিন দেখো। আমার মতন ব্রাহ্মণ সজ্জনকে জিনিষ দেবে তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার মূল্য নেবে? যোগান্ তো রোজ দিতেই হবে,—জানতো যোগানীয়াকে আমি ছাড়ি না। আর কি জানো শ্রীধর!—তোমার দেওয়া থোড়-কলা খেতে আমার ভা—রী মিষ্টি লাগে"—শেষের কথাটিতে নিমাইয়ের কণ্ঠস্বরে যেন মধু ঝরে।

শ্রীধর তাকায় নিমাইসুন্দরের মুখের দিকে,—মুগ্ধ হয়ে ছ্যাখে নিমাইসুন্দরের সে-মদন-মোহন রূপ, সে-দুটি চঞ্চল-নয়ন, তিলক-চর্চ্চিত প্রশস্ত ললাটের সে-সুন্দর শোভা, তাম্বুল-রঞ্জিত সে-দুটি অধর। দ্যাখে,—

"শুভ্র যজ্ঞ-সূত্রে শোভে বেড়িয়া শরীরে
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে॥" (চৈঃ ভাঃ)

—দেখে আশ মেটে না শ্রীধরের,—মাত্র দুটি চোখে সে-রূপ কুলায় না। আহা! ভাল হোত যদি লক্ষ কোটি নয়ন তার থাকতো! নিমাইয়ের রূপ দেখে বুক কিন্তু জুড়িয়ে যায় শ্রীধরের। নয়ন-লোভা মন-চোরা জগৎ-শোভা সে-রূপমাধুরী চোখের সামনে আর খানিকক্ষণ ধরে-রাখার লোভ ছাড়তে পারে না শ্রীধর আর তাই নিমাইয়ের সঙ্গে কোঁদল করে। নিমাইও শ্রীধরের মন বুঝে কোঁদল বাড়ায়।

শ্রীধর বলে,—"আর কি পসারি নেই বাজারে? নাও না তার ঠাঁই যত পারো তোমার সাধের থোড় আর কলা মূলা?

সৎ ও সরল মানুষ শ্রীধর তাই নিমাই বড় ভালবাসে তাকে, —নানা ছুতায় আসে শ্রীধরের কাছে আর রঙ্গ করে। শ্রীধরের কথা শুনে নিমাইয়ের রঙ্গ গেল বেড়ে, বলে, "আচ্ছা শ্রীধর! —শ্রীহরি স্বয়ং লক্ষ্মী-কান্ত,—না? সেই শ্রীহরির নাম তুমি তো সর্ব্বদাই কর,—তবে কেন তোমার এই দারিদ্র্যের দশা?"

"হুঃ!—উপবাস তো আর করি না আর পরণে ছোট হোক বড় হোক কাপড়ও পরি"—বলে শ্রীধর।

নিমাই বলে—"যারা চণ্ডী বা বিষহরির পূজা করে তারাও খায়-পরে—বরং অনেক ভালোভাবে। 'হরি' ভজে তুমি আর এমন বেশী কি পাও?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দিন তো কাটে"—শ্রীধর বলে—"রাজপ্রাসাদে রাজা থাকে, গাছের ডালে থাকে পাখী,—দু'জনের পক্ষেই দিন কিন্তু সমান ভাবে চলে। তা ঠাকুর!—এই বিক্রী-বাটার সময়ে এমন কোরে জ্বালাও কেন বলতো? দাম দাও জিনিষ নাও—ঘরে যাও। —দোহাই ঠাকুর! জিনিষ আমায় বেচতে দাও।"

"আচ্ছা শ্রীধর"—এবার গম্ভীর হয়ে বলে নিমাই—"তুমি রোজ গঙ্গার পূজা দাও,—না? পূজার জিনিষ রোজই তো কেনো,—সেই রকম না হয় আমাকেও দামটা ছাড়লে?"

"সে যে দেব্‌তা"—বলে শ্রীধর যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে—চোখ-দুটি বুঁজে।

"আর আমি?—আমি যে তার বাবা!"—এই বলে হো হো কোরে নিমাই হেসে ওঠে,—রঙ্গভরে।

নিমাইয়ের কথা শুনে শ্রীধরের মুখ শুকিয়ে ওঠে আতঙ্কে, বলে, —"ছি ছি ঠাকুর!—তোমার মুখে কি কিছু বাঁধে না? বয়েস বাড়লে লোকে ধীর হয়, আর তুমি? তোমার ছেলেমানুষী দেখি দ্বিগুণ বাড়ছে। তুমি দেব-দেবতাও মানো না—দেব্‌তাকে নিয়ে হেনস্থা কর? দোহাই ঠাকুর এখন ঘরে যাও,—আমার সঙ্গে কোঁদল করা তোমার সাজে না!"

রঙ্গী-নিমাই বড় ভঙ্গী কোরেই এবার বলে,—"এম্‌নি তোমায় ছাড়বো শ্রীধর? আমি জানি তোমার পোঁতা-ধন অনেক আছে, এখন না হয় তা চাইবো না, পরেই নেবো—কিন্তু বিনামূল্যে নিত্য কি যোগান দেবে আগে বল আর কোঁদল করবো না।"

কি আর করে শ্রীধর, বলে,—"ঠাকুর! ব্রাহ্মণ তুমি,—বিষ্ণুর অংশ। আমার ভাগ্য ভাল, অধমের এই সামান্য জিনিষ তুমি জোর কোরে নাও। তোমার কথা রেখেই বল্‌ছি, এবার থেকে একখানা থোড়, কলার খোলা, কলা ও মূলা রোজ তোমায় দিয়ে আসবো, দাম নেবো না,—কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলে রাখছি ঠাকুর,—তোমার ওই শ্রীচরণে দিয়ে আসবো আমার যত দোষ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘাট”—বল্‌তে বল্‌তে আনন্দে শ্রীধরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—চোখ দুটি জলে ভরে আসে।

“এক খণ্ড খোলা দিমু এক খণ্ড থোড়।
এক খণ্ড কলা মূল আর দোষ মোর॥” (চৈঃ ভাঃ)

নিমাই খুসী হয়ে বলে,—“এই তো আমার শ্রীধরের কথা! আর তোমার সঙ্গে আমার কোঁদল নেই।”—রঙ্গী-নিমাইয়ের রঙ্গ কিন্তু এতেও থামে না, তাই বলে,—“আচ্ছা শ্রীধর!—তুমি ঠাওরালে আমাকে ব্রাহ্মণের ছাওয়াল,—বিষ্ণুর অংশ। কিন্তু আমি যে নিজেকে দেখি গোয়ালার ছাওয়াল,—গোপ-বংশ”—এই বলে নিমাই হো হো কোরে প্রাণখোলা হাসি হাসে,—আর নিমাইয়ের বচন-ভঙ্গীমায় শিষ্যদের সঙ্গে শ্রীধরও সে-হাসিতে যোগ দেয়।

এখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বল্‌ছেন,—

“হাসেন শ্রীধর শুনি প্রভুর বচন
না চিনিল নিজ-প্রভু মায়ার কারণ॥” (চৈঃ ভাঃ)

সেদিন থেকে শ্রীধরের দেওয়া থোড়, কলা, মূলা নিমাই নিত্য আহার করে শ্রীধরের দেওয়া খোলার পাতেই,—আর শ্রীধরের ঘরের চালে যখন লাউ ধরে, সে-লাউ নিমাই দুধের সঙ্গে খায় মরিচের ঝাল দিয়ে।

শ্রীধরের এই ভাগ্য দেখে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বল্‌ছেন,—“শ্রীধর ভক্ত কিনা, তাই—

“ভক্তের পদার্থ প্রভু হেন মতে খায়।
কোটি হৈলে অভক্তের উল্‌টি না চায়॥” (চৈঃ ভাঃ)

প্রাসঙ্গিকী—

কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর এ-কথা কেন বল্‌লেন,—

“অতএব যত মহামহিম সকলে।
“গৌরাঙ্গ-নাগর” হেন স্তব নাহি বলে॥” (চৈঃ ভাঃ)

বৃন্দাবনের নাগর-কৃষ্ণ, নাগরী-শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি আশ্রয় কোরে নিজ-প্রেম আস্বাদন করতে অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীগৌরাঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে গুপ্ত-বৃন্দাবনে, অর্থাৎ নবদ্বীপধামে। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ নাগরও বটে, নাগরীও বটে,—নাগর-নাগরী দুই-ই সমাশ্রিত শ্রীগৌরাঙ্গে। তবে কেন "গৌরাঙ্গ-নাগর" বল্‌বো না? তবে কি শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি আশ্রয় জনিত শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে 'নাগরী-' শ্রীরাধার ভাব ও দ্যুতি অতি প্রকট বোলে, 'নাগর'-গৌরাঙ্গ অপেক্ষা 'নাগরী' গৌরাঙ্গ বলাই বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অভিপ্রায়?—কে জানে!

অবশ্য নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণ বলেন যে, নবদ্বীপ-লীলায় 'নাগর-কৃষ্ণের' ভাব প্রকট,—গম্ভীরা-লীলায় 'নাগরী শ্রীরাধার' ভাব প্রকট শ্রীগৌরাঙ্গে।

চৌদ্দ

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আরও দু'বছর কেটে গেল।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর এবার বল্‌ছেন,—"শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ এতদিন নিজেকে গোপন কোরে রেখেছেন নবদ্বীপে অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাই-পণ্ডিতরূপে। কিন্তু আর বুঝি পারেন না নিজেকে গোপন রাখতে, কারণ তাঁর ভক্ত বৈষ্ণবগণের মন কাণায় কাণায় এখন ভরে উঠেছে দুঃখে, সংসারকে ভক্তিহীন দেখে। প্রভু তাই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা এবার বলবতী হয়ে উঠেছে,—কিন্তু তার পূর্ব্বে তিনি চান একবার গয়াধামে ঘুরে আসতে,—পিতৃপুরুষের পিণ্ড-দান কার্য্য সমাধা করতে।"

"চিত্তে ইচ্ছা হৈল আত্ম-প্রকাশ করিতে।
ভাবিলেন 'আগে আসি গিয়া গয়া হৈতে'॥" (চৈঃ ভাঃ)

মায়ের অনুমতি নিয়ে নিমাই সশিষ্য যাত্রা করলো গয়াধামের উদ্দেশ্যে,—পদব্রজে। ঠাকুর বৃন্দাবন বলেছেন,—"যে-সকল দেশ-গ্রাম দিয়ে প্রভু গেলেন সে-সকলই তাঁর পুণ্য-পাদস্পর্শে তীর্থে পরিণত হল।

"সর্ব্ব-দেশ-গ্রাম করি পুণ্য তীর্থময়।
শ্রীচরণ হৈল গয়া দেখিতে বিজয়॥" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথের মাঝে নিমাই-পণ্ডিতের দেহে সহসা জ্বর দেখা দিল। শ্রীবৃন্দাবন দাসঠাকুর বলেছেন,—

"প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
লোক-শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর॥" (চৈঃ ভাঃ)

—শিষ্যেরা জ্বর প্রতিকারের কত না চেষ্টা ও যত্ন করলেন, কিন্তু জ্বরের কোনও উপশমই হল না,—অধ্যাপকের চিন্তায় শিষ্যগণ বড় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নিমাই-পণ্ডিত তখন হেসে হেসে শিষ্যদের বলে,—"সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে বিপ্র-পাদোদক পানে" (চৈঃ ভাঃ),— তোমরা আমায় ব্রাহ্মণের পাদোদক এনে দাও, ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করলেই আমার জ্বরের বিরাম হবে।" শিষ্যেরা ব্রাহ্মণের পাদোদক সত্বর সংগ্রহ কোরে এনে দিলেন— নিমাই-ও সে-পাদোদক পান করলেন পরমতৃপ্তিতে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য!—পান-করা মাত্রই জ্বরের বিরাম ঘট্‌লো, আর নিমাই-পণ্ডিত-ও সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠ্‌লো একেবারে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষটি।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

"বিপ্র পাদোদকের মহিমা বুঝাইতে।
পান করিলেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে॥

* * *

ঈশ্বরে সে করে বিপ্র পাদোদক-পান
এ তান স্বভাব বেদ-পুরাণে প্রমাণ॥" (চৈঃ ভাঃ)

—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি আপন-বক্ষে ভৃগুমুনির পদ-চিহ্ন ধারণ করেছেন পরম গৌরবে, তিনি তাঁর সেবক ব্রাহ্মণের পাদোদকও পান করেন পরম তৃপ্তিতে। আপন দাসের দাসত্ব করাই শ্রীভগবানের স্বভাব, তাই তাঁর অপর নাম,—সেবক-বৎসল। শ্রীগীতায়ও আছে,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন—"হে অর্জ্জুন! আমাকে যে যে-ভাবে ভজনা করে তাকে আমি সেই ভাবে ভজনা কোরে থাকি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীনিমাইসুন্দর গীতায় উক্ত শ্রীভগবানের এই বাণীর সত্যতা আজ স্বয়ং আচরণ কোরে জগতকে দেখালেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছে,—

"যে তাহান দাস্য-পদ ভাবে নিরন্তর।
তাহারো অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর॥
অতএব নাম তাহান সেবক-বৎসল।
আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভৃত্য-বল॥"

প্রাসঙ্গিকী—

ব্রাহ্মণের পদোদকের এ-মহিমা কীর্ত্তন আপাত-দৃষ্টে মনে হয় যেন চিরাচরিত ব্রাহ্মণের স্বপক্ষে এ আর একটি বিজ্ঞাপন মাত্র। কিন্তু বিজ্ঞাপন এ নয়,—সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের বিজ্ঞানের মহিমময় এক উৎকর্ষ এ। বর্ত্তমান অধঃপতিত ব্রাহ্মণদের দেখে, ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে লোকের ভ্রান্ত ধারণা এসেছে স্বাভাবিক ভাবেই। কিন্তু শাস্ত্র যাঁকে 'ব্রাহ্মণ' বলে অভিহিত করেছেন, সে-ব্রাহ্মণ অসীম গুণসম্পন্ন,—যে-গুণরাশিতে সে-ব্রাহ্মণজাতি ছিল মানবজাতির শ্রেষ্ঠ।

ব্রাহ্মণের গুণ-সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেছেন,—"যিনি সর্ব্ব আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন, সর্ব্বভূতে সমান সৌহার্দ্দ্যযুক্ত, ষড়রিপুবিজয়ী, ভগবত্-ভক্তিযুক্ত ও জগৎ-কল্যাণে ব্রতী,—তিনিই ব্রাহ্মণ পদ-বাচ্য। ক্ষত্রিয়রাজা বিশ্বামিত্র যখন এ-সকল গুণ অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তখন তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি মহামুনি স্বয়ং বশিষ্ঠদেব।

পুরাকালে সত্যময় ও পরম জ্ঞানী মহাপুরুষগণ অতীন্দ্র যৌগিক শক্তি-বলে পরীক্ষা কোরে দেখেছিলেন,—শ্রেষ্ঠজনের পাদোদক-পানকারী ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয় শ্রেষ্ঠজনের গুণ। তাই, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পাদোদক-পাণের ব্যবস্থা তাঁরা দিয়েছেন আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণেই। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের যে দ্রুত উৎকর্ষ হচ্ছে, মনে হয় সেদিন সুদূর নয় যেদিন শ্রেষ্ঠ ও সাত্ত্বিক গুণবানজনের পাদোদক-পাণের মাধ্যমে গুণ-সংক্রমণের বিষয়টিও বিজ্ঞানগ্রাহ্য হবে।

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ ছাড়া, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায়, জীবনব্যাপী স্বীয়-আচরণের দ্বারা বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদারক্ষার শিক্ষা তিনি দিয়ে গেছেন। তাঁর পার্ষদগণের জীবনেও এই বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই মর্য্যাদামার্গ শিক্ষা দিতেই প্রভু লীলাচ্ছলে ব্রাহ্মণের পাদোদক গ্রহণ করলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পরেও ব্রাহ্মণের ঘরে প্রভু ভিক্ষা নির্ব্বাহন করেছেন। বর্ণাশ্রমাচার তিনি কখনও লঙ্ঘন করেন নি। তাঁর প্রিয়তম ভক্ত সনাতন গোস্বামীও যখন গৌড়ে ছিলেন, তখন তিনি (সনাতন) শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির উৎকণ্ঠায়—"বহু ধন দিয়া তুই বরিল ব্রাহ্মণ"।

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে,—শ্রীভগবান যদুকুমারদিগকে শাসন কোরে বল্‌ছেন,—"আমি যেমন সকল সময়ে একাগ্রচিত্ত হয়ে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করি, তোমরাও সেইরূপ সর্ব্বদা প্রণাম করবে, অন্যথায় তোমাদের দণ্ড দেবো।" (১০।৬৫।৫১ শ্লোক)

রাগাত্মিকাভক্তনিষ্ঠ ব্রজবাসিগণও এই মর্য্যাদামার্গের রক্ষার কারণে ব্রাহ্মণদের মর্য্যাদা দিয়েছেন,—যদিও তাঁরাই সর্ব্বজনের নমস্য।

মূল কথা,—বর্ণাশ্রমের আনুগত্যেই শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের যাজন শিক্ষা দেওয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায়।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বাস্তব উপকারীতার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন (সমাজ ভেদ প্রবন্ধে)—"বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মাধ্যমেই ভারতবর্ষ তার সমস্যার একটা কোনো সমাধানে এসে পৌঁছাইতে পারিয়াছিল এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বিচিত্র জাতির বিরোধকে সে এক রকম করিয়া মিটাইয়াছে, বিচিত্র শ্রেণীর বিরোধকে সে একরকম করিয়া ঠাণ্ডা করিয়াছে, বৃত্তিভেদের দ্বারা ভারতবর্ষের প্রতিযোগীতার দ্বন্দ্বযুদ্ধকে নিবৃত্ত করিয়াছে এবং ধন ও ক্ষমতার পার্থক্য যে-অভিমানকে সৃষ্টি করে, জাতিভেদের বেড়ার দ্বারা তাহার সংঘাতকে সে ঠেকাইয়াছে। এক দিক দিয়া যদিও ভারতবর্ষ সমাজের নেতা ব্রাহ্মণদের সহিত অন্য বর্ণের স্বাতন্ত্র্যকে সর্ব্বপ্রকার উপায়ে অভ্রভেদী করিয়া তুলিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত সুখসুবিধা-শিক্ষাদীক্ষাকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য নানাবিধ ছোটবড়ো প্রণালী বিস্তার করিয়া দিয়াছে। এই জন্য ভারতবর্ষে ধনী যাহা ভোগ করে, নানা উপলক্ষ্যে সর্ব্বসাধারণে তাহার অংশে পায় এবং জনসাধারণকে আশ্রয় দিয়া ও পরিতুষ্ট করিয়াই ক্ষমতাশালীর ক্ষমতা খ্যাতি লাভ করে। আমাদের দেশে ধনী দরিদ্রের প্রচণ্ড সংঘাতের কোনো কারণ নাই এবং অক্ষমকে আইনের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখারও বিশেষ প্রয়োজন ঘটে নাই।"

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতার দিকও একটি আছে। শাস্ত্র বলেছেন বর্ণাশ্রমাচার বৈকুণ্ঠেও আছে, আর তারই এক ক্ষীণ আভাস দেখা দিয়েছিল এ-পৃথিবীতে। এই কারনেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মাধ্যমে ভারত তার সমাজ-সমস্যা যেমন মিটিয়েছে, তেম্‌নি অধ্যাত্মমার্গে উন্নতির পথও সে পেয়েছে। মুনিরা তাঁদের অসাধারণ ধী ও তপস্যার বলে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের তপস্যা তখন ছিল সংসার হতে বহুদূরে,—পর্ব্বতে-কান্তারে। এর পরের ইতিবৃত্ত হল,—কতক মুনি সংসারী হলেন, আর এই সময় হতে তপস্যার দুইটি আশ্রম হল,—সংসার ও সন্ন্যাস। সংসার আশ্রমে মানুষ গুরু-গৃহে দ্বাদশ-বর্ষ অবস্থান কোরে ব্রহ্মচর্য্য পালন কোরে যেমন সর্ব্বাঙ্গীন সংসারোপযোগী শিক্ষা নিতেন তেমনি সেই সঙ্গে ব্রহ্ম-উপলব্ধিয় শক্তি সঞ্চয় কোরে, অধ্যাত্মমার্গের ভিত্তি হৃদয়ে প্রস্তুত কোরে ফিরে আসতেন,—সংসারে প্রবেশ কোরেও আধ্যাত্মি-কতার অনুশীলন করতেন—আর এই ভাবেই হোত জাগতীকের সঙ্গে অধ্যাত্মিকতার উন্নতি সাধন।

মানুষের গুণ-কর্ম্মের তারতম্যেই বর্ণাশ্রমে চারিটি বিভাগ হয়েছে,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র। প্রতি বর্ণের মানুষের স্বভাবজ কতকগুলি গুণ আছে, যা অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ব করা সুকঠিন। ব্রাহ্মণ তীর-ধনু নিয়ে ক্ষত্রিয় সাজতে পারে, কিন্তু রনাঙ্গনে ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক বল-বীর্য ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ ব্রাহ্মণের পক্ষে সম্ভব নয়। এম্‌নি কথা সকল বর্ণের পক্ষেই প্রযোজ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম মানুষের এই স্বভাবজ গুণকে অধ্যাত্ম-পথে চালিত করেছেন, তাই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম মানুষের আধ্যাত্মিকতার সোপান এবং এই সকল কারণেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে শাস্ত্র এত সম্মান দিয়েছেন।

পনেরো

সশিষ্য নিমাই এসেছে গয়াধামে,—গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে পিতৃপিণ্ড দিতে।

করণীয় কাজগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন কোরে, ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান সেরে নিমাই এল চক্রবেড়ে। এখানে বিষ্ণুমন্দিরে এক পাষাণ-ফলকের ওপর রয়েছে শ্রীভগবানের পদচিহ্ন। পুরাণে আছে, পরম-বিষ্ণুভক্ত গয়াসুর কর্ত্তৃক স্থাপিত এই ধাম, তাই এর নাম,—গয়াধাম।

একসময়ে গয়াসুর এই ধামে বৃহৎ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন,—সে-যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন যত দেবতাবৃন্দ। গয়াসুরের সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনায় ও পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবগণ বরদান করলেন,—"গয়াপুরী ব্রহ্মপুরীর তুল্য হবে এবং এ-ধামের মাহাত্ম্যে ধামবাসী সকলের সকল পাপ বিনষ্ট হবে,—মুক্তি পেয়ে দিব্যধামে তাঁদের গতি হবে।" এরপর হতে মুক্তিকামী সকল লোকই আসতে থাকেন গয়াধামে, দর্শন করেন গয়াসুরকে,—মুক্তি লাভ কোরে দিব্যধামে গমন করেন।

ফলে, যমরাজ্যে ঘটলো বিপর্য্যয়,—যমপুরী ক্রমশঃ জনবিরল হয়ে এল,—যমরাজের কর্ম্মেরও হল বিরতি। যমরাজ তখন গেলেন ব্রহ্মার সমীপে,—সকল ঘটনা জানিয়ে বলেন, "প্রভু! আমার রাজ্যের অবস্থা এখন তো এই, আমার আর প্রয়োজন কোথায়? এখন আজ্ঞা দিন, আপনার প্রদত্ত-অধিকার আপনাকে প্রত্যর্পণ করি।"

যমরাজকে প্রবোধ দিয়ে ব্রহ্মা গেলেন বিষ্ণুর নিকটে,—সকল সমাচার নিবেদন কোরে শেষে জানালেন যমরাজ্যের সঙ্কটের কথা। বিষ্ণু তখন ব্রহ্মাকে আদেশ দিলেন,—"ব্রহ্মা! তুমি সত্বর এক যজ্ঞের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED
অনুষ্ঠান কর, আর গয়াসুরকে জানাও তোমার এ-যজ্ঞে সে যেন তার দেহ দান করে,—তার দেহের ওপরে নির্ম্মিত হবে যজ্ঞের বেদী।” ব্রহ্মা গিয়ে জানালেন গয়াসুরকে বিষ্ণুর আদেশ।—কৃতার্থ হলেন গয়াসুর,—তদ্দণ্ডেই স্বীকার করলেন তাঁর আপন দেহ এ-যজ্ঞে উৎসর্গ করতে।

গয়াধামেই হল যজ্ঞের আয়োজন।—যজ্ঞ-অঙ্গনে শয়ন করলেন গয়াসুর,—সে-দেহের ওপর স্থাপিত হল যমরাজ্যের বিশাল এক প্রস্তর। অদ্ভুত গুণ সে-প্রস্তরের,—গয়াসুরের দেহের ওপর স্থাপন-মাত্রই দেহ পরিণত হল পাষাণে,—রচিত হল প্রস্তর-বেদী। বেদীতে এবার উপবেশন করলেন যত যাজ্ঞিক দেবগণ। —কিন্তু একি! প্রস্তরময় সে-বেদী মুহুর্মুহু আন্দোলিত হয় যে! অস্থির সে-বেদীতে স্থির হতে পারেন না যাজ্ঞিকগণ,—যজ্ঞ-কর্ম্ম এখন করেন তাঁরা কেমন করে?—বড় সমস্যায় পড়লেন দেবমণ্ডলী।

কিন্তু প্রস্তর-বেদীর এ-আন্দোলনের কারণ? এর কারণ হল ভক্ত গয়াসুরের অতৃপ্ত-হৃদয়ের চঞ্চলতা। শ্রীবিষ্ণুর চরণ-স্পর্শ-প্রয়াসী গয়াসুর তখনও শ্রীবিষ্ণুর চরণ-স্পর্শ হতে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন, তাই ব্যাকুল-গয়াসুর বারবার চঞ্চল হয়ে ওঠেন,—আর তাই প্রস্তর-বেদী বার বার কম্পিত হয়।

যজ্ঞের এ-বিঘ্নের সমাচার ব্রহ্মা পাঠালেন শ্রীবিষ্ণুর স্থানে। পরম প্রীত হলেন শ্রীবিষ্ণু তাঁর ভক্ত-গয়াসুরের এ-ভক্তিতে,—স্বয়ং এসে আপন শ্রীচরণ রাখলেন সে-প্রস্তরবেদীপরে,—পরিতৃপ্ত হলেন গয়াসুর।

এবার গয়াসুর বর প্রার্থনা করলেন,—“যতদিন এ-পৃথিবীর স্থিতি ততদিন পর্যন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং বিশেষ কোরে স্বয়ং গদাধর যেন তাঁর এই প্রস্তরময় দেহে অবস্থান করেন, আর এ-স্থানে পিণ্ডদান করলে বিদেহ-আত্মা যেন মুক্তি লাভ করে”—এই বলে গয়াসুর চির-স্থির হয়ে গেলেন।

শ্রীবিষ্ণুর বরে গয়ায় পিণ্ডদান দিলে পিতৃপুরুষের প্রেতাত্মার মুক্তি হয়, গয়াসুরের আত্মাও তৃপ্তি পান,—তাই গয়ায় পিণ্ডদান প্রশস্ত।
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই থেকে আজও শ্রীবিষ্ণুর চরণ-চিহ্ন সে-প্রস্তরে বিদ্যমান রয়েছেন।

নিমাই অনিমিষ নয়নে দেখতে থাকে পাষাণ-ফলকে চির-দীপ্যমান সে-চরণ চিহ্ন। পূজারীরা তখন চীৎকার করে বলছে,—"ঐ চরণ থেকেই উদ্ভব হয়েছে গঙ্গা,—তাই গঙ্গা পতিতপাবনী। দেখো দেখো এই পাদোদক-তীর্থ। পূর্ব্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এখানে এসেছিলেন তাঁর শ্রীচরণ তিনি ধৌত করেছিলেন এখানে, তাই এর নাম পাদোদক-তীর্থ। শ্রীকৃষ্ণের চরণ-মহিমায় পাদোদকের মাহাত্ম্য। এই কারণে শ্রীগঙ্গারও মহিমা। শ্রীগঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-রাসিনী হয়ে শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবাপরায়ণা, তাই দেবাদিদেব মহাদেব শ্রীগঙ্গাকে ধারণ করেছেন আপন মস্তকে,—সগৌরবে। আপন জটা হতে পূত জাহ্নবী বারি নিষ্কাষিত কোরে ব্রজদুলাল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম ধৌত কোরে সেই পাদোদক সহর্ষে পান করেন আর নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন, তাই দেবতা-মধ্যে দেবাদিদেব মহাদেব শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্ত। ঐ চরণের জন্যেই বক্ষ-বিলাসিনী মহামায়াকে নিয়েও মহেশ্বর হয়েছেন মহাযোগী,—কুবেরকে উপহাস কোরে হয়েছেন ছাই-ভস্মমাখা সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর। ঐ চরণই—লক্ষ্মীর জীবন। বলিরাজা আজও ঐ চরণ বহন করেন আপন মস্তকে পরম তৃপ্তিতে।"

নিমাই সেই চরণ-চিহ্নপ্রদক্ষিণ করতে করতে দেখে,—শিব ও ব্রহ্মাদি কত দেবতা পান করছেন ও পাদ পঙ্কজ-মধু।—দেখতে দেখতে ভাবাবেশে ক্রমশঃ স্থির-নিশ্চল হয়ে এল নিমাই-পণ্ডিত,—কার পাগল-করা বাঁশীর সুর বুঝি তার কানে এসে তখন বাজতে থাকে, বুঝি-বা মর্ম্মের গভীরে পৌঁছে তাকে ব্যস্ত মথিত কোরে তোলে। দেখতে দেখতে মুছে যায় পাষাণ, পাষাণে চরণ-চিহ্ন,—মুছে যায় সম্মুখের দেবালয়, চারিপাশের লোকজন,—শুধু ভেসে ওঠে নিমাইয়ের চক্ষের সম্মুখে সেই মুরলীধারী শ্যামসুন্দরের মধুর কিশোর মুরতি, যিনি ঐ পূত-চরণের অধিকারী। নিমাইয়ের দু'চোখ দিয়ে নামে শ্রাবণ-ধারায় অশ্রুধারা,—সে-ধারায় সর্ব্ব অঙ্গ তার ভেসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়,—এক অপার্থিব ভাব-হিল্লোলে তার সর্ব্বাঙ্গে ওঠে থরথর পুলক-কম্পন। নিমাইয়ের চৈতন্য,—বিলুপ্তপ্রায়।

এই সময়ে মন্দিরের এক-প্রান্তে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ-প্রেমিক শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী লক্ষ্য করছেন নিমাইকে। প্রেমিক বোঝেন প্রেমের আবেগ,—ব্যগ্রভাবে এগিয়ে এসে নিমাইয়ের এলিয়ে-পড়া দেহখানি সযত্নে তিনি বুকে ধরে নিলেন। কৃষ্ণভক্তের পুণ্য-স্পর্শে নিমাইয়ের সহজ-অবস্থা ফিরে এল। প্রেমিক-নিমাইকে বুকে ধরে ঈশ্বরপুরীও কৃতার্থ হলেন,—তাঁর অঙ্গ প্রেম-তরঙ্গে বারেক লীলায়িত হয়ে উঠলো। তুজনের চোখ দিয়েই ঝরঝর ধারায় প্রেমাশ্রু ঝরতে থাকে,—সে-ধারায় তুজনায় সিঞ্চিত হয়ে গেল।

"দোঁহার বিগ্রহ দোঁহাকার প্রেমজলে।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমানন্দ-কুতুহলে॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাই কাতর-কণ্ঠে ঈশ্বরপুরীকে বলে,—"কৃষ্ণ প্রেম পাবার জন্যে চিত্ত আমার আকুল হয়ে উঠেছে,—সংসার-সমুদ্র হতে আমায় উদ্ধার করুন!—আমার এ-দেহ আপনাকেই সমর্পণ করলাম,—উপায় কোরে দিন যেন কৃষ্ণ-প্রেম আমি পাই, যেন সে-প্রেমসাগরে আমি ভাস্‌তে পারি।

"হেন শুভ-দৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ-প্রেমের সাগরে॥" (চৈঃ ভাঃ)

শুভদিনে,—শুভক্ষণে,—ঈশ্বরপুরী নিমাইকে মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। মন্ত্র দশাক্ষরী,—গোপীজনবল্লভের। এবার তুজনে তু'জনকে দেখছেন,—তু'জনের চোখেই প্রেম-ধারা,—তু'জনেই প্রেমাবেগে অস্থির হয়ে উঠলেন।

"দোঁহার নয়ন জলে দোঁহার শরীর।
সিঞ্চিত হইয়া গেল কেহ নহে স্থির॥" (চৈঃ ভাঃ)

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের নিকটে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তাঁর ভয়,—নিমাই এখন তাঁর শিষ্য, যদি প্রণাম করে ফেলে? শিষ্যকে প্রণামে বাধা দেওয়া অনুচিত, কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরপুরীর ধারণা,—নিমাই স্বয়ং শ্রীভগবান। শুধু লৌকিক-গুরুর অধিকারে নর-লীল ভগবান শ্রীশ্রীনিমাইসুন্দরের প্রণাম তিনি গ্রহণ করবেন কেমন কোরে? এরপর,—ঈশ্বরপুরী আর কখনও নিমাইয়ের সম্মুখে আসেন নি।

গয়াধামে থেকে গেল নিমাই,—নিত্য সে নিজ-ইষ্টমন্ত্র জপ করে, আর দিন দিন তার প্রেম-ভক্তি বাড়ে,—চিত্তে সোয়াস্থি পায় না। বড় আর্ত্তিতে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে কখনও বলে,—

"কৃষ্ণরে বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥" (চৈঃ ভাঃ)

—কখনও-বা বলে,—

"কৃষ্ণরে বাপরে মোর পাইমু কোথায়॥" (চৈঃ ভাঃ)

—এই বলে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, আর তার শ্রীঅঙ্গ ধূলায় ধূসর হয়ে ওঠে—শিষ্যেরা অনেক কষ্টে তাকে সুস্থ করে। এখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—নিমাই এখন "ভাসিলেন নিজ-ভক্তি বিরহ-সাগরে" (চৈঃ ভাঃ)।

নিমাই একদিন শিষ্যদের বলে,—"তোমরা গৃহে ফিরে যাও। আমি যাবো মথুরা নগরে আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখতে" —এই বলে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো মথুরার পথে। কিছুদূর যেতেই নিমাইয়ের কাণে এল এক দৈব-বাণী, সে-বাণী নিমাইকে মথুরায় যেতে নিষেধ কোরে বল্‌ছে,—"হে গোলোকপতি!—জগৎ উদ্ধার করতে সপার্ষদ তুমি অবতীর্ণ হয়েছ,—এখন মথুরায় যেও না, নবদ্বীপে নিজ-গৃহে ফিরে যাও।

"এখন মথুরায় না যাইবা দ্বিজমণি।
*   *   *
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় করিবা কীর্ত্তন।
জগতেরে বিলাইবা প্রেম-ভক্তি ধন॥
*   *   *
তাহা তুমি জগতেরে দিবার কারণ।
অবতীর্ণ হইয়াছ জানহ আপন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবক আমরা তভু চাহি কহিবার। (তভু=তবু)
অতএব কহিলাম চরণে তোমার॥
অতএব মহাপ্রভু চল তুমি ঘর।
বিলম্বে দেখিবা আসি মথুরা নগর॥" (চৈঃ ভাঃ)

—সে-দৈববাণী শুনে নিমাই মথুরা-গমন হতে নিবৃত্ত হল, —ফিরলো নবদ্বীপে শিষ্যদের সঙ্গে।

ষোল

নিমাই যেদিন গয়া-যাত্রা করলো, সেদিন থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া বড় কাতর হয়ে উঠলেন,—বিচ্ছেদ-বিরহে। পরিণয়ের পর নিমাইয়ের সাথে বিষ্ণুপ্রিয়ার এই প্রথম বিচ্ছেদ।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বয়স এখন ভরা তের। শৈশব ও যৌবনের সন্ধিস্থলে বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গে অঙ্গে এখন নব-যৌবনের অঙ্কুর উদ্গম হয়েছে, তাই তাঁর সৌন্দর্য্যও শতগুণে বেড়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়া এখন পরমা-সুন্দরী, পরম-লাবণ্যময়ী কিশোরী-বালা,—এর ওপর নারীজনোচিত লজ্জা ও নম্রতা সে-লাবণ্যকে সুষমামণ্ডিত করেছে। শচীদেবীর মতন শ্বাশুড়ী পেয়ে, নিমাইয়ের মতন স্বামী পেয়ে, সাংসারিক স্বচ্ছলতায় বড় সুখেই বিষ্ণুপ্রিয়া দিন কাটাচ্ছিলেন,—তার ওপর নিজ-কর্ম্মকুশলতায়, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায়, গৃহ-দেবতার অর্চ্চনায়, অতিথির পরিচর্য্যায় বিষ্ণুপ্রিয়া এখন শচীদেবীর অপরিহার্য্য সাথী হয়ে উঠেছেন,—নিমাইও তাই মনে মনে খুসী। গয়ায় যাত্রাকালীন জননীর সেবার ভার নিমাই দিয়ে গেছে বিষ্ণুপ্রিয়াকে। অবশ্য কর্ম্মে ও কর্ত্তব্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার তখনও যেমন অবহেলা ছিল না, আজও নেই,—তবে তাঁর চাঁদবদনখানি বিরহে কিছু ম্লান। এখন নিত্য তিনি গৃহদেবতাকে দেন অশ্রু-অর্ঘ, আর কামনা করেন আপন স্বামীদেবতার মঙ্গল।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রিয়তমা এক সখী এখন নিত্য আসেন বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে। সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী এই সখীকে জড়িয়ে ধরে বিরহ-বিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়া বড় কান্নাই কাঁদেন,—সমব্যথী হয়ে সখীও সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কান্নায় যোগ দেন, আর উভয়ের এই উছল অশ্রুধারায় বিরহ-ব্যথার উপশম হয়। এমনি কিছুক্ষণ কান্নার পর সখি আপন-বস্ত্রাঞ্চলে বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে আপন চোখের জল মোছেন,—তারপর দু'জনায় নিমাইসুন্দরের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন,—স্বামীর কথা বল্‌তে বল্‌তে বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্ঠস্বর গদগদ হয়ে ওঠে।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলেন,—"জানো সখি! তখন আমার বয়স প্রায় এগারো। গঙ্গার তীরে একদিন সহসা দেখলাম ঐ রূপ। এক শুভ-মুহুর্ত্তে আমাদের নয়নে নয়নে মিলন হল, লজ্জায় আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু তারপর থেকেই সখি কি যে হল আমার,—অনুক্ষণ ও-গোরারূপই দেখি। গোরারূপখানি আমার অন্তরে দেখি, বাহিরে দেখি, স্বপ্নে দেখি, জাগরণে দেখি,—ক্ষণে ক্ষণে ও-গোরারূপ আমায় যেন পাগল কোরে তুল্‌লো। পাছে কেউ জানতে পারে, তাই কত না সশঙ্কিত ও ত্রস্ত হয়ে তখন আমায় থাকতে হোত। এমন পাগল-করা আশ্চর্য্য রূপ,—দ্বিতীয় নেই। যে দেখে সে মজে,—না সখি?"

বিষ্ণুপ্রিয়ার চিবুকটি সস্নেহে তুলে ধরে সোহাগ-ভরে সখী বলেন,—"এ আর এমন আশ্চর্য্য কি! এর চেয়ে আশ্চর্য্য রূপ আছে সখি—আছে। বলি শোন,—মন দিয়ে শোন। সেদিন সেই সুরধুনীর তীরে সেই ভুবনভোলানো গোরাচাঁদ নিজেই মজেছিল আমার এই সখীর রূপে, তাই নিলাজ হয়ে সিঁধ কাট্‌লো এই দেবীর হৃদয়ে। অধ্যাপক হল মনচোর,—চুরী করলো আমার এইসখীর মন-প্রাণ। কিন্তু কী অদ্ভুত না এ চোর!—চুরী কোরে চোর আবার সখীর হৃদয়েরই রাজা হয়ে বস্‌লো,—সেই চোরা গোরা হল কিনা সখীর হৃদয়েশ্বর। এমন চোর ত্রিভুবনে আর কি কেউ দেখেছে?"

সখীর এম্‌নি মধুর বচনে বিষ্ণুপ্রিয়ার চাঁদবদনে হাসির জ্যোছনা ফুট্‌লো,—কিছুটা শান্ত হলেন তিনি। তখন সখি বলেন,—"সখি! ধর্ম্মপ্রাণ স্বামী তোমার গেছেন ধর্ম্ম-কার্য্যে। সহধর্ম্মিণী তুমি,—তুমি যদি চোখের জল ফেল, তাঁর ধর্ম্ম-কর্ম্মে ব্যাঘাত ঘট্‌বে যে! এর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেয়ে চল সখি আমরা ফুল তুলি, মালা গাঁথি,—লক্ষ্মী-নারায়ণকে মনের মতন সাজাই।”—এবার প্রকৃতিস্থ হলেন বিষ্ণুপ্রিয়া,—দুজনায় পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হলেন।

নিমাইয়ের গয়ায় যাওয়ার পর হতে শচীদেবী-ও টিঁকতে পারেন না ঘরে। কিন্তু গৃহ-কর্ত্রী তিনি তার ওপর গৃহে রয়েছেন কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়া,—তাই ধৈর্য্য তাঁকে ধরতেই হয়। শচীদেবী লক্ষ্য করেন পুত্র-বধূর ম্লান-মুখখানি, তাই পুত্র-বিরহে আপন-দুঃখ মনে চেপে রাখেন সবলে, আর আদরে, স্নেহ-চুম্বনে দরদী-বন্ধুর মতোই তিনি ভোলাতে চান বিষ্ণুপ্রিয়াকে,—হয়তো-বা কিছুটা নিজেও ভোলেন শ্রীমতীর মুখখানি দেখে। শ্বাশুড়ী ও পুত্র-বধুতে এখন এক-প্রাণ,—দেব-সেবা, অতিথি-সেবা প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্মে লিপ্ত থেকে কোনও রকমে এখন দুজনে দিন কাটাচ্ছেন।

শচীদেবীর গৃহ যখন এমনি বিরহে ভাস্‌ছে, নিমাই এসে ডাক দিল,—“মা!” আঃ!—কী প্রাণারাম সে ডাক্,—শচীদেবীর কানে কে যেন সুধার কলস উজাড় কোরে ঢেলে দিয়েছে!—পড়ি কি মরি কোরে ছুটে এলেন শচীদেবী,—তাঁর ব্যগ্র দু’বাহু সম্মুখে প্রসারিত কোরে মাতৃ-স্নেহোচ্ছাসে ডাকলেন,—“কে এলি, কে এলি, আমার নিমাইচাঁদ এলি!—আয়রে আয়,—বুকে আয়!”—এই বলে নিমাইকে জড়িয়ে ধরে শিরে শত শত চুম্বন দিয়ে অজস্র আদর করতে থাকেন,—তাঁর দু’চোখ দিয়ে বাৎসল্য-স্নেহের শ্রীধারা ঝরতে থাকে অজস্র ধারায়।—সে-বাৎসল্য প্রেমসিন্ধুতে নিমাইচাঁদ ডোবে,—ভাসে।

“পুত্র কোলে করি শচী আনন্দিত মনে।
হরিষে প্রেমার নীর ঝরে দু’নয়নে॥” (চৈঃ মঃ)

বিষ্ণুপ্রিয়াও তাঁর প্রাণবল্লভের কণ্ঠস্বর শুনলেন।—তাঁর হৃদয়-বীণার সকল তন্ত্রী একসাথে আনন্দের ঝঙ্কার তুল্‌লো,—সে-আনন্দের তরঙ্গে নিজেকে আর বুঝি স্থির রাখতে পারেন না,—তাই দেহ তাঁর দুল্‌তে থাকে আনন্দের আবেগে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বিষ্ণুপ্রিয়া হিয়া মাঝে আনন্দ-হিল্লোল ।
ধরিতে না পারে অঙ্গ সুখে নাহি ওর ॥" (চৈঃ মঃ)

নিমাইয়ের ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে সনাতন মিশ্রের গোষ্ঠীতেও আনন্দের পরিসীমা রইল না,—"লক্ষ্মীর জনক-কুলে আনন্দ উঠিল" (চৈঃ ভাঃ)।

আত্মীয়, কুটুম্ব, পরিজন, পড়সী প্রভৃতি সকলেই নিমাইচাঁদকে দেখে মহা উল্লসিত হয়ে উঠলেন,—নিমাই বিনয়-নম্র বচনে সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করতে থাকে। প্রাচীনারা নিমাইয়ের অঙ্গে, বুকে সস্নেহে হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করেন,—"গোবিন্দ শীতলানন্দ করুণ প্রসাদ" (চৈঃ ভাঃ)।

গঙ্গার তীরে নিমাইসুন্দরকে প্রথম দর্শনে বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে নবানুরাগ উদয়ের কথা উল্লেখ আছে,—গোলোকগত প্রভুপাদ নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামীর 'বৈষ্ণবাচার' পুস্তকে ।

সন্ত্রো

এক দিব্য-উন্মাদনার ভাব নিয়ে নিমাই কিন্তু ফিরেছেন নবদ্বীপে, —গয়াধাম হতে। সবল যুবক,—কিন্তু স্ববশে আর নেই। চোখে তাঁর অশ্রু-প্লাবন, মুখে ঘন ঘন 'কৃষ্ণ নাম', আর "তুই প্রাণ প্রিয় মোর আমি প্রাণ প্রিয় তোর" এম্‌নি এক ভাব নিয়ে ব্যগ্র দুই বাহু প্রসারিত কোরে কাকে যেন ধরতে যান,—পরক্ষণেই "এই যে ছিল আমার কৃষ্ণ, কোথায় লুকালো !—হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ !"—এই বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকেন অঝোর ধারায়।

শ্রীমান পণ্ডিত, গদাধর, মুরারী প্রভৃতি প্রেম-সেবক বৈষ্ণবগণ সবিস্ময়ে দেখেন 'কৃষ্ণ-প্রেমের' সে-অপূর্ব্ব ক্রন্দন,—নিমাইয়ের প্রাণ যেন গলে ঝরে পড়ছে চোখ দিয়ে।

"শ্রীমান পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ ।
দেখেন অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন ॥
চতুর্দ্দিকে নয়নে বহয়ে প্রেমধার ।
গঙ্গা যেন আসিয়া করিল অবতার ॥" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তরা ভাবেন,—'এত জল চোখে আসে কোথা হতে?—চোখে যেন স্বয়ং গঙ্গারই আবির্ভাব হয়েছে।—আহা! গয়ায় গিয়ে ঈশ্বর-পুরীর সঙ্গ পেয়ে কৃষ্ণের কি প্রকাশ বা দেখলো নিমাই,—কে জানে!'

নিমাইয়ের বাহ্যজ্ঞান ঘন ঘন লুপ্ত হয়,—ভক্তরা অনেক কষ্টে চৈতন্য-সম্পাদন করেন। চৈতন্য পেয়েই নিমাই আবার উদ্‌ভ্রান্ত হন, কেঁদে বলেন,—"কই কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, কোথায় আমার প্রাণধন?"—আবার কখনও বলেন,—"ভজ ভাই কৃষ্ণ ভজ, সকলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বল,—তাঁর 'প্রেম' ছাড়া জগতে সকলই অসার। হায়! কৃষ্ণপ্রেম আমার হল না,—এমন মনুষ্য-জন্ম আমার বৃথা গেল।

"আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা রসে।
পাইয়া অমূল্য নিধি গেল দিন দোষে॥" (চৈঃ ভাঃ)

—ভাই, এমন দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম বৃথা নষ্ট কোরো না,—বল মুরারী, বল শ্রীমান, বল সদাশিব, বল ভাই সকলে মিলে প্রাণ খুলে বল,—

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥"

—মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সকলে সংকীর্ত্তন সুরু করেন,—দুবাহু তুলে নিমাইয়ের সাথে সাথে নৃত্য করেন,—লজ্জা নেই, সংকোচ নেই,—প্রেমানন্দে সকলেই মাতোয়ারা। এই বুঝি প্রভুর,—'আদি-সংকীর্ত্তন'।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—"এবার সূচনা হল মহাপ্রভুর 'প্রকাশ'।

"আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় হইল উল্লাস॥
প্রেম-বৃষ্টি করিতে প্রভুর শুভারম্ভ।" (চৈঃ ভাঃ)

সংবাদটা পৌঁছল পরম-বৈষ্ণব শ্রীবাসের কানে—শ্রীবাসের আনন্দ আর ধরে না তাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবাস,—নিমাইয়ের পিতৃবন্ধু। শ্রীবাস ও তাঁর পত্নী মালিনী দেবী বড় স্নেহ করেন নিমাইকে। পরম পণ্ডিত ও কৃষ্ণপ্রেমানুরাগী শ্রীবাস,—কিন্তু পাণ্ডিত্যের বহিঃপ্রকাশ বৈষ্ণব-আচার-বিরুদ্ধ। তাই, নিমাইয়ের বৈষ্ণববিদ্বেষী আচরণ ও পাণ্ডিত্যের ঔদ্ধত্য শ্রীবাসকে ক্ষুব্ধ করলেও কোনও প্রতিবাদ তিনি করতেন না,—বরং স্নেহের আবরণে ঢেকে রাখতেন।

এই শ্রীবাসের বাড়ীর আঙ্গিনাতে আছেন এক 'কুন্দ' (সাদা ফুল বিশেষ) বৃক্ষ,—সকল ঋতুতে সকল সময়ে এ বৃক্ষে থরে থরে ফুল ধরে। এ-বৃক্ষকে তাই সকলে বলেন,—"কল্পতরু"। বৈষ্ণবগণ এসে এ-বৃক্ষ হতে নিত্য চয়ন করেন পূজার ফুল,—এ-বৃক্ষতলেই করেন 'কৃষ্ণ'-প্রসঙ্গ। শ্রীমান পণ্ডিত সেদিন এখানে এসে প্রথম ব্যক্ত করলেন নিমাইয়ের অপূর্ব্ব ভাব-প্রকাশের কথা,—তাই সংবাদটা পেলেন শ্রীবাস।

এই তো!—এই 'পরম-ক্ষণটির' জন্যেই না শ্রীবাস এতদিন অপেক্ষা করছিলেন তাঁর সকল অন্তর দিয়ে!—আজ 'কৃষ্ণ' কৃপা করেছেন,—কী আনন্দ!—কী আনন্দ!—শ্রীবাসের এতটুকু বুকে এত আনন্দ বুঝি ধরে না,—উপ্‌ছে আনন্দাশ্রু হয়ে চোখ বেয়ে তাঁর গণ্ডস্থল সিক্ত কোরে দেয়। মনে পড়লো শ্রীবাসের, একদিন রহস্য-ভরে নিমাই হাসতে হাসতে বলেছিল,—"আমি এমন বৈষ্ণব হব যে, অজ ভব পর্য্যন্ত আমার দুয়ারে এসে দাঁড়াবে।" তাই ভাবেন শ্রীবাস,—'এ-বুঝি নিমাইয়ের দেহে বৈষ্ণবী-ভক্তি নিয়ে স্বয়ং শ্রীভগবানের আবির্ভাবই হবে"—এই ভেবে সোল্লাসে শ্রীবাস বলে ওঠেন সোচ্ছ্বাসে,—"গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্" অর্থাৎ কৃষ্ণ আমাদের (বৈষ্ণবদের) গোত্র (কুল) বৃদ্ধি করুন।" অপর বৈষ্ণবগণ আশীর্ব্বাদ করেন,—"হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ" (চৈঃ ভাঃ)।

তাই বুঝি হবে। এখন হতে নিমাই গঙ্গার ঘাটে কোনও বৈষ্ণবের ভিজা কাপড় নিঙ্‌ড়ে দেন, কারো হাতে এগিয়ে দেন শুষ্ক বস্ত্র, কাউকে-বা গঙ্গা হতে জল বয়ে এনে দেন,—আবার কারো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঝারি নিয়ে তাঁর ঘরে বয়ে দিয়ে আসেন। সসম্ভ্রমে বৈষ্ণবরা বারণ করেন নিমাইকে, কিন্তু সে বারণ নিমাই শোনেন না, বলেন—"কৃষ্ণদাস আপনারা,—আপনারাই পারেন কৃষ্ণ-ভজনে রতি-মতি দিতে,—আপনাদের সেবাতেই লাভ হয় কৃষ্ণের কৃপা"—এই বলে বড় দৈন্যে নিমাই তাঁদের চরণ ধরেন।

"তোমরা সে পার কৃষ্ণভজন দিবারে।
দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥
* * *
তোমা সভা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
এত বলি কারো পায়ে ধরে সেই ঠাঞি॥" (চৈঃ ভাঃ)

পথে বৈষ্ণব দেখলে নিমাই এখন ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করেন, দীনভাবে প্রার্থনা করেন আশীর্ব্বাদ, আকুলকণ্ঠে ভিক্ষা করেন—"কৃষ্ণ-প্রেম"।

বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, কূট-তার্কিক, অদ্ভূত শাস্ত্রজ্ঞ, চরম উদ্ধত নিমাই আজ পরম বিনয়ী,—কৃষ্ণের সেবক বৈষ্ণবগণের সেবা করছেন,—ভক্তি-রসে ভাসছেন। এ কী অদ্ভূত পরিবর্ত্তন নিমাইয়ের!

নিমাইয়ের এই বৈষ্ণব-সেবা দর্শন কোরে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের সেবক-বৎসল মহিমা প্রকাশ কোরে বল্‌ছেন—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন সেবক-বৎসল,—তাই আপন সেবকের তিনি সেবা করেন। ভক্তের সেবা করা,—কৃষ্ণের স্বভাব।

"আপন দাসের হয় আপনে কিঙ্কর॥
কোন্ কর্ম্ম সেবকের প্রভু নাহি করে?
সেবকের লাগি নিজ ধর্ম্ম পরিহরে॥" (চৈঃ ভাঃ)

—তারপর ভক্তি-যোগে দিব্য-দৃষ্টিতে দর্শন কোরে সকলকে অবহিত করার জন্যেই তিনি বলেছেন,—"এই গৌরাঙ্গ শ্রীশ্রীনিমাই-সুন্দরই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ,—স্বয়ং বৈষ্ণবের সেবা কোরে লোকশিক্ষা দিচ্ছেন।

"সেই প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর বিশ্বম্ভর।
গূঢ়রূপে আছে নবদ্বীপের ভিতর॥
* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সভারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে ॥
সাজি বহে ধুতি বহে লজ্জা নাহি করে।" (চৈঃ ভাঃ)

—এরপরই 'কৃষ্ণ'-দাস ভক্তগণের মহিমা কীর্ত্তন কোরে তিনি বলেছেন,—"কৃষ্ণের সেবা করা ভক্তের স্বভাব।"

"কৃষ্ণের করয়ে সেবা ভক্তের স্বভাব।
ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সকল অনুভাব॥" (চৈঃ ভাঃ)
(অনুভাব = প্রভাব, মহিমা, স্বভাব)

—এরপরই 'ভক্তির' জয়গানে সোচ্ছ্বাসে, যেন উর্দ্ধবাহু হয়ে, অকুণ্ঠিত চিত্তে মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা কোরে বল্ছেন,—

"কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তিরসে।" চৈঃ ভাঃ)

—ওরে শোন্ !—যদি কৃষ্ণ-ভজনার আশা থাকে, তবে কৃষ্ণ-দাসের ভজনা আগে কর্,—আগে কর্ !"

"কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস॥" (চৈঃ ভঃ)

বৈষ্ণবগণ নিমাইয়ের এই বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও বিনয় দেখে নিমাইকে অকৈতবে (কোনও প্রতারণা না রেখে) আশীর্ব্বাদ কোরে বলেন,—

"ভজ কৃষ্ণ স্মর কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ সভার জীবন ধন প্রাণ॥ (সভার = সকলের)
বোলহ বোলহ কৃষ্ণ হও কৃষ্ণ-দাস।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ হউন প্রকাশ॥
কৃষ্ণ বহি আন নাহি স্ফুরুক তোমার। (আন = অন্য কিছু)
তোমা হৈতে দুঃখ যাউ আমা সভাকার॥
যে অধম লোক সব কীর্ত্তনেতে হাসে।
তোমা হৈতে তাহারা ডুবুক কৃষ্ণ-রসে॥
* * *
তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল।
সুখে কৃষ্ণ গাই নাচি হইয়া বিহ্বল॥" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—বাপ্ নিমাই !—তুমি চিরজীবী হও, কৃষ্ণনাম লও,—তোমা হতে যেন কৃষ্ণগুণগ্রাম ব্যক্ত হয়। তুমি যেমন শাস্ত্রাগ্রগণ্য হয়েছ, —তেমন বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হও। 'কৃষ্ণ' তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হোন,—তোমার প্রভাবে লোক 'কৃষ্ণনাম' গ্রহণ করুক, আর আমরাও তোমার প্রভাবে নিশ্চিন্তে মনের সুখে 'কৃষ্ণনাম' কীর্ত্তন করি"—এই বলে বৈষ্ণবগণ নিজেদের অন্তরের দুঃখ নিমাইকে জানিয়ে শেষে বলেন,—'নিমাই !—

"এই নবদ্বীপে বাপ্ যত অধ্যাপক।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সবে হয় বক॥
* * *
কেহ না বাখানে বাপ্ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
না করুক ব্যাখ্যা, আরো নিন্দে সর্ব্বক্ষণ॥
* * *
সন্তাপে পোড়য়ে বাপ্ দেহ সভাকার।
কোথাও না শুনি কৃষ্ণ-কীর্ত্তন সঞ্চার॥
এখন প্রসন্ন কৃষ্ণ হইল সভারে।
এ পথে প্রবিষ্ট করি দিলেন তোমারে॥
তোমা হৈতে হইবেক পাষণ্ডীর ক্ষয়।
মনেতে আমরা ইহা বুঝিনু নিশ্চয়॥" (চৈঃ ভাঃ)

বৈষ্ণবদের দুঃখ দেখে নিমাই বলেন,—"পাষণ্ডীদের কথায় আপনারা দুঃখিত হবেন না,—সুখে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করুন। ভক্ত আপনারা,—আর ভক্তের কারণেই ভগবান অবতীর্ণ হন। আপনারা কৃষ্ণের দয়িত, আপনারাই 'কৃষ্ণকে' অবতীর্ণ করাবেন,—তবে তো জগৎ উদ্ধার হবে। শুধু এই প্রার্থনা জানাই, আমাকে আপনাদের সেবক বোলে জানবেন"—এই বোলে বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ নিমাই পরম-শ্রদ্ধায় মাথা-পেতে নেন।

"ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে পাতি লয়।
ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥" (চৈঃ ভাঃ)

এখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

"শুনিয়া ভক্তের দুঃখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রকাশ হইতে চিত্ত হইল সত্বর॥" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাসঙ্গিকী :—

আপ্ত বাক্য,—"বিদ্যা বিনয়ং দদাতি"।—নিমাই কিন্তু এতদিন ছিলেন উদ্ধতের শিরোমণি। সেই উদ্ধত আজ আবার পরম বিনয়ী,—বিনয়ের অবতার।—"পূর্ব্ব-বিদ্যা ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাই-পণ্ডিত তাঁর উদ্ধত আচরণে দেখালেন, বিদ্যার অহঙ্কারে মানুষ কত গগন-চুম্বী উদ্ধত হতে পারে,—দেখালেন অহঙ্কার বিদ্যার কলঙ্ক-মাত্র। আবার পরম বিনয়ী হয়ে দেখালেন, বিনয় বিদ্যার ভূষণ,—বিদ্বানের-মহিমা প্রকাশক।

"ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাহার স্বভাবে অনুক্ষণ॥" (চৈঃ ভাঃ)

এরপরই নিমাই দেখাচ্ছেন,—'তত্ত্ব'-বস্তুর জ্ঞানার্জ্জনই বিদ্যানুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'তত্ত্ব'-বস্তু হল শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়-ভক্তি অর্জ্জনই বিদ্যার্জ্জনের চরম ও পরম লক্ষ্য, জীবনে একমাত্র প্রয়োজন। বিনয়ী হয়ে বৈষ্ণবের সেবা ও সঙ্গ করলে তবে কৃষ্ণ-ভক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়,—প্রভু তাই বিদ্যার অহঙ্কার ত্যাগ কোরে, স্বয়ং পরম বিনয়ী হয়ে বৈষ্ণব-সেবা করছেন, বৈষ্ণব-সঙ্গ করছেন, বড় দৈন্যে ভিক্ষা করছেন,—বৈষ্ণবের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ। ভক্তের কৃপা ও আশীর্ব্বাদই ভক্তি-লাভের উপায়। জীবনের পরম-লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথ, প্রভু স্বয়ং আচরণ কোরে দেখাচ্ছেন।

বিদ্যা শুদ্ধা হলে,—বিদ্বান বিনয়ী হয়। বিদ্যা যেখানে শুদ্ধা নয় সেখানে বিদ্যার শুভঙ্করী-রূপ ভয়ঙ্করী-রূপে দেখা দেয়, বিদ্যা অবিদ্যায় পরিণত হয়,—শাস্ত্র এই কথাই বলেছেন। ভারতে তখনকার পণ্ডিত-সমাজে অবিদ্যার ভয়ঙ্করী 'রূপ' প্রকট হয়ে উঠেছিল।—আজ আবার এই বিংশ-শতাব্দীতে অবিদ্যার ভয়ঙ্করী-রূপ সারা বিশ্বে ধ্বংসের এক তাণ্ডব-লীলা সূচনা করেছে,—জগৎ আজ তাই আতঙ্কে পরিপূর্ণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যার্জ্জনে ঋষিগণের অনুমোদিত পদ্ধতি ছিল,—নিত্য-পাঠারম্ভে দেবী সরস্বতীর আরাধনা, ঈশ্বরজ্ঞানে গুরুর নিকট বিদ্যা আহরণ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও আলাপন, পাঠান্তে ভক্তিভরে গুরুপ্রণাম ও পুস্তকাদি-প্রণাম, কায়-মন-বাক্যের সংযম, এবং জগৎকল্যাণে বিদ্যার অনুশীলন।

পূর্ব্বকালে গুরু-আশ্রমে এই ছিল বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের উপায়। গুরুও হতেন আদর্শবাদী,—তাঁদের জীবনীই ছিল তাঁদের বাণী,—ছাত্রের উপর ছিল তাঁদের অপত্য-স্নেহ। সেকালে গুরু-আশ্রম বর্ত্তমান বিদ্যালয়ের মতো শুধু বিদ্যার আলয়-মাত্র ছিল না,—ছিল বিদ্যা-মন্দির। সে মন্দিরের আরাধ্যা দেবী ছিলেন,—"সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী।"

সরস্বতী-আরাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য হল,—

"মেধা প্রজ্ঞা প্রভা বিদ্যা।
ধীর্ধৃতি স্মৃতি বুদ্ধয়ঃ।
বিদ্যেশ্বরীতি সংপ্রোক্তা।
সরস্বত্যা নবশক্তয়ঃ॥"

[অর্থাৎ,—মেধা (=স্মৃতিশক্তি), প্রজ্ঞা (বুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞান), প্রভা, বিদ্যা, ধী (=বুদ্ধির অষ্টবিধ গুণ বা উপায়, যথা—শুশ্রূষা (জানিবার ইচ্ছা), শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহ (=তর্ক), অপোহ (=তর্কখণ্ডন), অর্থজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান), ধৃতি (=ধারণা, ধৈর্য্য), স্মৃতি এবং বুদ্ধির জগৎ-কল্যাণে অনুশীলন।]

পূর্ব্বকালে গুরুর আশ্রমে সাধকের মতোই শিক্ষার্থী শুদ্ধাচারে ও গভীর নিষ্ঠায় সাধনা করতো এই সর্ব্বশুক্লা বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতীর,—শিক্ষার্থীর মনও তাই হোত যেমন শুভ্র, সর্ব্বপ্রকার ক্লেদ-মুক্ত, তেমনি তারা অর্জ্জন করতো শুদ্ধা-বিদ্যা,—সার্থক হোত তাদের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা।

হায়! বিদ্যার্জ্জনের এই লক্ষ্য আর কি অনুশীলন হবে না,—গুরুর আদর্শ কি আবার উদ্‌বুদ্ধ হবে না?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আভাষো

নিমাইচাঁদের প্রেম-বিহ্বলতা দিনের দিন বেড়েই চলেছে, সংসারের সকল বিষয়ে এখন তাঁর বৈরাগ্য,—তাই শচীমাতার মনে সুখ নেই,—বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে হাসি নেই। ছেলের রীতি কিছু বুঝতে পারেন না শচীদেবী, করণীয় কি তাও বুঝে উঠ্‌তে পারেন না,—বুঝি কৌশলীর কৌশলজালে সকলেই মোহাচ্ছন্ন।—"পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে" (চৈঃ ভাঃ)।

পুত্র-অন্ত-প্রাণা শচীদেবী পুত্রের কল্যাণ-কামনায় নিত্য গঙ্গা ও বিষ্ণুর পূজা করেন, আর চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানান,—

"স্বামী নিল কৃষ্ণচন্দ্র নিল পুত্রগণ
অবশিষ্ট সবে মাত্র আছে একজন॥
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ দেহ এই বর।
সুস্থ চিত্তে মোর গৃহে রহু বিশ্বম্ভর॥" (চৈঃ ভাঃ)

স্বামী-অন্ত-প্রাণা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রার্থনা করেন,—"হে সর্ব্বমঙ্গলময়!—আমার প্রাণবল্লভের মতি স্থির করে দাও!"

কৃষ্ণ-অন্ত-প্রাণ নিমাইচাঁদ প্রার্থনা করেন,—"হে রাধাবল্লভ! হে শ্রীকৃষ্ণ! হে ব্রজেন্দ্রনন্দন!—আমায় একবার দেখা দাও!—তোমার বিরহ-জ্বালা আর সহ্য করতে পারি না,—আর কতোদিন প্রতীক্ষা করবো প্রভু!"

নিমাই গৃহে এলেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে নানাভাবে সাজিয়ে শচীদেবী তাঁকে পাঠিয়ে দেন নিমাইয়ের কাছে,—নিমাই কিন্তু সেদিকে দৃক্‌পাতও করেন না,—নিরবধি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলেন আর মনের ভাব অনুযায়ী নানা শ্লোক আবৃত্তি করেন। শ্লোক বল্‌তে বল্‌তে কখনও এমন হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন যে, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ভীত হয়ে পলায়ন করেন,—শচীদেবীও শঙ্কিতা হন। রাতেও নিমাইয়ের নিদ্রা নেই,—কখনও ওঠেন, কখনও বসেন, কখনও ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়ে "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" বলে ক্রন্দন করেন,—যেন এক মহা-উৎকণ্ঠায় তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়ে এক অশান্তির স্রোত নিরন্তর বইছে। নিমাইয়ের মতন একজন পুরুষ রাতে না ঘুমিয়ে কাঁদছেন,—তাঁকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে যোগাবে কি করে?—তাই অশ্রুভরা দু'নয়নে বিষ্ণুপ্রিয়া চেয়ে থাকেন স্বামীর পানে,—নীরবে।

"নিরবধি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন।
কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! বোলে অনুক্ষণ॥
কখন কখন যেবা হুঙ্কার করয়।
ভয়ে পলায়েন লক্ষ্মী শচী পায় ভয়॥
রাত্রে নিদ্রা নাহি প্রভুর কৃষ্ণানন্দ-রসে।
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য উঠে পড়ে বৈসে॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাই অবশ্য তাঁর দৈনন্দিন কর্ম্ম আজও কোনও রকমে বজায় কোরে চলেছেন।—পূর্ব্বের মতোই ভোরে গঙ্গাস্নান ও আহ্নিক সেরে তিনি টোলে যান,—শিষ্যেরা আসে অধ্যয়ন করতে। নিমাইয়ের গয়াধামে যাওয়া অবধি ছাত্রদের অধ্যয়ন অনেকদিন বন্ধ ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য!—শিষ্যেরা টোলে এসে এখন 'হরি' বলে পুস্তক খোলে,—আর 'হরিনাম' শুনেই নিমাই আনন্দে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে এক 'মহা-ভাবে' ভাস্‌তে থাকেন। ভাবাবিষ্ট হয়ে ব্যাখ্যায় বলেন নিমাই,—"সূত্র, বৃত্তি, টীকা এ-সব অন্য কিছু নয়,—মূলে সকলই 'হরি'ময়।" ছাত্রেরা অবাক হয়ে শোনে অধ্যাপক-শিরোমণির এই অপূর্ব্ব নূতন ভাষ্য,—নূতন রকমের অধ্যাপনা।

"বাহ্য নাহি প্রভুর শুনিয়া হরিধ্বনি।
শুভদৃষ্টি সভারে করিলা দ্বিজমনি॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
সূত্র বৃত্তি টীকায় সকল হরিণাম॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাই বলেন,—"সর্ব্বকালে 'কৃষ্ণ'-নামই সত্য,—সকল শাস্ত্র ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 'কৃষ্ণ'-কথাই বলেন। কৃষ্ণই সকল ব্রহ্মাণ্ডের হর্ত্তা, কর্ত্তা, পালয়িতা,—কৃষ্ণই সকল লোকের ঈশ্বর। অজ ভব আদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেই কৃষ্ণের কিঙ্কর। আগম বেদান্ত আদি সকল দর্শনের, সকল শাস্ত্রের,—এই একটিই মর্ম্মকথা। কিন্তু হায়রে!—

"মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥" (চৈঃ ভাঃ)

— পরক্ষণেই আবার দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন,—

"কৃষ্ণের ভজনা ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র-মর্ম্ম নাহি জানে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে॥" (চৈঃ ভাঃ)

—এর পরই আবার গর্জ্জে উঠে বলেন,—

"দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাইয়ের এই ব্যাখ্যা শুনে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বল্‌ছেন,—

"পরং ব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দ মূর্ত্তিময়।
যে শব্দে যে বাখানেন সেই সত্য হয়॥

* * *

সহজেই শব্দ মাত্র কৃষ্ণ সত্য কহে।
ঈশ্বর যে বাখানিব কিছু চিত্র নহে॥" (চৈঃ ভাঃ)
(চিত্র = আশ্চর্য্য)

শাস্ত্রও বলেছেন,—"শব্দ ব্রহ্ম।"

সহসা নিমাইয়ের বাহ্য-চেতনা ফিরে আসে, কিছুটা লজ্জিত হয়েই ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেন,—"সূত্র যা ব্যাখ্যা করলাম,—সব বুঝেছো তো?"

"আজ্ঞে না"—শিষ্যেরা বলে সসঙ্কোচে।

মৃদু হেসে নিমাই বলেন,—"আজ থাক,—এখন চল গঙ্গায় যাই" —এই বলে নিমাই শিষ্যদের নিয়ে গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন,— মত্ত হন জল-ক্রীড়ায়,—শ্রীগঙ্গায় তরঙ্গ ওঠে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগঙ্গার এই তরঙ্গ সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

"প্রভুর পরশে গঙ্গার বাড়িল উল্লাস।
আনন্দ করেন দেবী তরঙ্গে প্রকাশ॥
তরঙ্গের ছলে নৃত্য করেন জাহ্নবী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর পদযুগ সেবি॥
চতুর্দ্দিকে প্রভুরে বেড়িয়া জহ্নুসুতা।
তরঙ্গের ছলে জল দেই অলক্ষিতা॥
বেদে মাত্র এ সব লীলার মর্ম্ম জানে।
কিছু শেষে ব্যক্ত হইব সকল ভুবনে॥" (চৈঃ ভাঃ)

—অর্থাৎ,—জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে প্রভু জল-ক্রীড়া করেন।—এ-সৌভাগ্যে জাহ্নবীদেবী প্রভুকে ঘিরে তরঙ্গ-ভঙ্গীতে জানান আপন আনন্দের উল্লাস,—ভক্তি-রঙ্গে সকলের অলক্ষিতে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে জল-সিঞ্চন করেন। প্রভুর জল-ক্রীড়ায় শ্রীগঙ্গায় তাই ওঠে এতো মনোহর ঢেউ,—সে-ঢেউ মণ্ডলাকার হয়ে কখনও প্রভুকে বেষ্টন করে, কখনও-বা সফেনিল উচ্ছাসে উর্দ্ধে উঠে তরঙ্গ-ভঙ্গে সিঞ্চিত করে প্রভুর নয়ান-বয়ান।

শ্রীনিমাইচাঁদ ভাসছেন গঙ্গার মাঝে,—এ-শোভার তুলনা দিয়েছেন শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর,—

"গঙ্গাজলে কেলি করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সমুদ্রের মাঝে যেন পূর্ণ শশধর॥" (চৈঃ ভাঃ)

এ-তুলনা দিয়ে তিনি আবার বলেছেন,—

"ব্রহ্মাদির অভিলাষ যে রূপ দেখিতে।
হেন প্রভু বিপ্র রূপে খেলে পৃথিবীতে॥" (চৈঃ ভাঃ)

গঙ্গায় জলক্রীড়া শেষ কোরে নিমাইচাঁদ গৃহে এসে বসেন পিঁড়িতে, আর শচীদেবী "তুলসী মঞ্জরী সহিত দিব্য অন্ন" এনে নিমাইকে ধরে দেন। আহারের সময় নিত্য তিনি বসে থাকেন নিমাইয়ের সামনে, আর প্রিয়াজী (অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া) গৃহের অভ্যন্তর হতে দেখেন পতি-দেবতার অন্ন-সেবা। শ্রীভগবানকে অন্ন নিবেদন কোরে নিমাই ভোজনে বসেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বিশ্বকসেনেরে তবে করি নিবেদন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ করয়ে ভোজন॥
সম্মুখে বসিলা শচী জগতের মাতা।
ঘরের ভিতরে দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা॥" (চৈঃ ভাঃ)

(বিশ্বকসেন=শ্রীবিষ্ণুর নির্ম্মাল্যের ও ভোগের অগ্রাধিকারী বিষ্ণু-পার্ষদের নাম।)

এমনি একদিন ভোজনের সময় নিমাইকে কিছুটা প্রকৃতিস্থ দেখে শচীদেবী জিজ্ঞাসা করলেন,—"আজ ছাত্রদের কি পড়ালে বাবা, আর কার সঙ্গেই বা আজ শাস্ত্রের কোন্ বিচার করলে ?"

"কৃষ্ণনাম"—উত্তর দিলেন নিমাই,—তারপরেই সুরু করলেন 'কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ'—

"প্রভু বোলে আজ পড়িলাম কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ-চরণ-কমল-গুণধাম॥
সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন॥
সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥
চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎপথে চলে॥" (চৈঃ ভাঃ)

এখানে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেছেন,—

"কপিলের ভাবে প্রভু জননীর স্থানে।
যে কহিল, প্রভু তাহা কহয়ে এখানে॥" (চৈঃ ভাঃ)

—অর্থাৎ, কপিলদেব যেমন আপন জননী দেবহুতির নিকটে ভক্তি-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন, ভগবান শ্রীগৌরচন্দ্রও আপন জননীর নিকটে তেমনি কৃষ্ণ-তত্ত্ব ব্যাখ্যা কোরে শোনাচ্ছেন।

কি মহিমময় সে সন্ধিক্ষণ!—কৃষ্ণ-প্রেমিক অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাই-পণ্ডিত হয়েছেন বক্তা,—জননী-ঘরণী হয়েছেন শ্রোতা,—আর আলোচনার বিষয়-বস্তু হল 'কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্ব'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমাইচাঁদ এবার একটি শ্লোক বল্‌লেন,—

"যস্মিন্‌ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি র্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎশাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥"
(জৈমিনি ভারতে অশ্বমেধ পর্ব্ব)

[শ্লোকের অর্থ :—যে শাস্ত্রে বা পুরাণে হরিভক্তির প্রসঙ্গ নেই, সেই শাস্ত্র এমন কি স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি কীর্ত্তন করেন, তথাপি সে-শাস্ত্র শ্রবণ করা উচিৎ নয়।]

এই শ্লোকটি মাকে বুঝিয়ে বল্‌লেন নিমাই,—তারপর কৃষ্ণ-ভক্তির-প্রভাব সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা কোরে বল্‌তে থাকেন। চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনাটি এই :—

"শুন শুন মাতা কৃষ্ণভক্তির প্রভাব।
সর্ব্ব ভাবে কর মাতা কৃষ্ণে অনুরাগ ॥
কৃষ্ণ সেবকের মাতা কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস।
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাতা কিছুই না জানে ॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥"

—নিমাইয়ের মুখে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ শচীদেবী শোনেন তন্ময় হয়ে,—আর আড়াল থেকে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও শোনেন এক মনে,—শ্রদ্ধাভরে।

নিমাই এবার কৃষ্ণে-ভজনহীন জীবের দুর্গতি সম্বন্ধে বল্‌তে থাকেন। চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনাটি এই :—

"চিত্ত দিয়া শুন মাতা জীবের যে গতি।
না ভজিলে কৃষ্ণ, পায় যতেক দুর্গতি ॥
মরিয়া মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস।
সর্ব্ব অঙ্গে হয় পূর্ব্ব পাপের প্রকাশ ॥
কটু অম্ল লবণ জননী যত খায়।
অঙ্গে গিয়া লাগে তার মহামোহ পায় ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাংসময় অঙ্গ কৃমিকুলে বেড়ি খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি মরয়ে জ্বালায়॥
নড়িতে না পারে তপ্ত পঞ্জরের মাঝে।
তবে প্রাণ রহে তার ভবিতব্য কাজে॥
কোন অতি পাতকীর জন্ম নাহি হয়।
গর্ভে গর্ভে হয় পুনঃ উৎপত্তি প্রলয়॥”

এবার নিমাই ‘জীবতত্ত্বের সংস্থান’ সম্বন্ধে বলতে থাকেন। চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনাটি এই :—

“শুন শুন মাতা জীবতত্ত্বের সংস্থান।
সাত মাসে জীবের গর্ভেতে হয় জ্ঞান॥
(সংস্থান=দেহে অর্থাৎ গর্ভে অবস্থান)
তখন সে সঙরিয়া করে অনুতাপ।
স্তুতি করে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ঘনশ্বাস॥
(সঙরিয়া=স্মরণ কোরে)
“রক্ষ কৃষ্ণ জগতজীবের প্রাণনাথ।
তোমা বই জীবের দুঃখ নিবেদিব কাত॥
(কাত=কোথায়)
যে করয়ে বন্দী প্রভু ছাড়ায় সেই সে।
সহজ মৃতেরে প্রভু মায়া কর কিসে॥
মিথ্যা ধন-পুত্র-রসে গোঙাইল জনম।
না ভজিলাম তোমার দুই অমূল্য চরণ॥
(গোঙাইল=অতিবাহিত হল)
যে পুত্র কৈলাম পোষণ অশেষ বিধর্ম্মে।
কোথা বা সে সব গেল মোর এই কর্ম্মে॥
(কৈলাম=করিলাম)
এখন এ দুঃখে মোরে কে করিবে পার।
তুমি সে এখন বন্ধু করিবা উদ্ধার॥
এতেকে জানিলুঁ সত্য তোমার চরণ।
রক্ষ প্রভু কৃষ্ণ তোর লইলুঁ শরণ॥
তুমি হেন কল্পতরু ঠাকুর ছাড়িয়া।
ভুলিলাম অসৎপথে প্রমত্ত হইয়া॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচিৎ তাহার এই যোগ্য শাস্তি হয়।
করিলাত এবে কৃপা কর মহাশয়॥
(করিলাত=শাস্তি দিলে তো)
এই কৃপা কর যেন তোমা না পাসরি। (পাসরি=ভুলি)
যেখানে সেখানে কেনে জন্মিয়া না মরি॥

* * *

গর্ভবাস-দুঃখ প্রভু এই মোর ভাল॥
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্বকাল॥

* * *

হেন কর এবে কৃষ্ণ-দাস্য পদ দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া॥
বারেক করহ যদি এ দুঃখেতে পার।
তবে তোমা বই প্রভু না গাইমু আর॥
এই মত গর্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ।
তাহা ভালবাসে কৃষ্ণ-স্মৃতির কারণ॥
স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায়।
কালে পড়ে পৃথিবীতে আপন ইচ্ছায়॥

—গর্ভস্থ জীব স্তব করে শ্রীভগবানের,—এ-কথা শুনে শচীদেবী চমৎকৃতা হলেন। এ-বিষয়ে শ্রীজীব গোস্বামী বলেছেন,—"পূর্ব্বজীবনে যাঁর ভক্তি-সংস্কার ছিল অথবা যাঁর ওপর কোনও সাধুর বা ভগবৎ-কৃপা পড়েছে, সেই জীবেরই গর্ভবাসাবস্থায় ভগবৎ-স্মৃতি জেগে ওঠে,—সাধারণ জীবের নয়।"

এবার নিমাই 'জীবতত্ত্বের সংস্থাপন' সম্বন্ধে বলতে থাকেন। চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনাটি এই:—

"শুন শুন মাতা জীবতত্ত্বের সংস্থাপন।
(সংস্থাপন=গর্ভের বাহিরে জীবের সম্যকরূপে স্থাপন বা প্রতিষ্ঠা)
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় অগেয়ান॥
(অগেয়ান=অজ্ঞান; চৈতন্যহীন)
মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে ক্ষণে কান্দে হাসে।
কহিতে না পারে দুঃখসাগরেতে ভাসে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায়।
কৃষ্ণ না ভজিলে এই মত দুঃখ পায়॥
কত দিনে কালবশে হয় বুদ্ধি জ্ঞান।
ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ সেই ভাগ্যবান॥
অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ দুষ্টসঙ্গ করে।
পুনঃ সেই মত গর্ভাবাসে ডুবি মরে॥
অনায়াসে মরণ জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণেরে ভজিলে হয় কৃষ্ণের স্মরণে॥"

উপসংহারে নিমাই বলেন,—

"এতেকে ভজহ 'কৃষ্ণ' সাধু-সঙ্গ করি।
মনে চিন্ত 'কৃষ্ণ', মাতা মুখে বল 'হরি'॥
ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন পরহিংসা যায়॥" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—

"ন যত্র বৈকুণ্ঠ-কথা-সুধাপগা।
ন সাধবো ভাগবতপদাশ্রয়াঃ॥
ন যত্র যজ্ঞেশ-মহামহোৎসবাঃ।
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাং॥

[শ্লোকের অর্থ ঃ—যে স্থানে বৈকুণ্ঠের কথা-রূপ সুধানদী নেই, অর্থাৎ যেখানে 'হরি' কথা আলোচনা হয় না, যেখানে ভগবৎপরায়ণ সাধুগণ বাস করেন না, কিংবা যেখানে যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মহোৎসবপূর্ণ যজ্ঞ ও অর্চ্চনা নেই, সে-লোক সুরপতি-লোক হলেও সে-লোকের সেবা করা উচিৎ নয়।]

একে নিমাই পরম পণ্ডিত, পরম জ্ঞানী, তায় তার অন্তর ভরে উঠেছে কৃষ্ণ-প্রেমের মাধুর্য্য,—নিমাইয়ের সে-প্রেম-বিহ্বল-কণ্ঠে কৃষ্ণ-তত্ত্বের বর্ণনা শুনে শচীদেবীর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে প্রবাহিত হতে থাকে এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দের তরঙ্গ,—সর্ব্ব শোক সর্ব্ব ক্ষোভ তাঁদের অন্তর হতে তখন অন্তর্হিত,—নিমাইয়ের সাথে তাঁদের চিত্তও তখন এক হয়ে যেন মিশে গেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমাইও বুঝি-বা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন,—জননীকে উদ্দেশ্য কোরে কিশোরী শ্রীমতীকে সময়োপযোগী তত্ত্বশিক্ষা দিলেন। প্রভুর নিকটে শ্রীমতী এই প্রথম 'কৃষ্ণ'-কথা শুনলেন।

ভোজনান্তে নিমাই ঘরে গিয়ে শয়ন করলেন, তাঁর পদ-সেবায় রত হলেন শ্রীমতী,—যোগনিদ্রায় মগ্ন হলেন নিমাই।

"ভোজন করিয়া সর্ব্ব ভুবনের নাথ।
যোগ-নিদ্রা প্রতি করিলেন দৃষ্টিপাত॥" (চৈঃ ভাঃ)

প্রাসঙ্গিকী ঃ—

শ্রীনিমাইচাঁদ আজ কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়াকে 'তত্ত্ব' শিক্ষা দিলেন প্রথম। এর অর্থ হল,—কিশোর-বয়সই 'তত্ত্ব'-শিক্ষার প্রকৃষ্ট সময়। মানুষের চিত্ত-ক্ষেত্রে ধর্ম্ম-বীজ রোপণের প্রকৃষ্ট সময় হল,—বাল্য ও পৌগণ্ডের সঙ্গম-কালে। পৌগণ্ড অর্থ,—পাঁচ হতে দশ বৎসর। এই সময়ে ধর্ম্মের বীজ রোপণ হলে ধর্ম্ম সংস্কাররূপে দেখা দেয়। ধর্ম্ম সংস্কারে পরিণত হলে,—ধর্ম্ম-পালনও সহজ হয়ে আসে। চিত্তে ধর্ম্মের বীজ রোপনের পর সযত্ন-অনুশীলনে দেখা দেয় ধর্ম্মের অঙ্কুর। তারপর কিশোর বয়স হতে তত্ত্ব-শিক্ষা করলে আধ্যাত্মিক মার্গে মানুষ দ্রুত উন্নতি করে।

উনিশ

"আমাকে ডেকেছেন?"—এই বলে গঙ্গাদাসের পদধূলি নিয়ে নিমাই তাকালেন এক করুণ দৃষ্টিতে তাঁর অধ্যাপকের মুখের পানে।

"হ্যাঁ, ডেকেছি।—বসো ওখানে। তারপর!—এ সব কি শুন্‌ছি নিমাই!"—সস্নেহে মৃদু তিরস্কারের সুরে বল্লেন গঙ্গাদাস,—"তুমি নাকি আজকাল টোলে অধ্যাপনা কর না, কেবল কৃষ্ণনাম কর? কিন্তু কেন?—তোমার মতি-গতির অকস্মাৎ এ পরিবর্ত্তনের অর্থ তো বুঝলাম না! অধ্যাপকের অধ্যাপনায় অবহেলা,—নিন্দার্হ। ব্রাহ্মণ তুমি,—বিদ্যার্জ্জন, শাস্ত্রচর্চ্চা, অধ্যাপনা, এই তো ব্রাহ্মণের প্রাণ,—বৃত্তিও বটে। তুমি নিজে বিখ্যাত টীকাকার,—শাস্ত্রজ্ঞানে, পাণ্ডিত্যে, অধ্যাপনায় নবদ্বীপের শিরোমণি। বল তো দেখি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—অধ্যাপনা ছাড়লেই বুঝি ভক্ত হওয়া যায়, আর নইলে নয়? বলি, তোমার পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,—এঁরা কি ভক্ত ছিলেন না? নিমাই!—তোমার মতন একজন কৃতীর পক্ষে এই কি উচিত হচ্ছে? বেশ তো, 'কৃষ্ণ' বল, কে বারণ করছে?—কিন্তু সেই সঙ্গে অধ্যাপনাও কর! আমি তোমার অধ্যাপক, তুমি আমার ছাত্র,—তুমি পণ্ডিতাগ্রগণ্য হলেও তোমাকে উপদেশ দেবার অধিকার আমার আছে।"

আজকের এ-প্রসঙ্গের পূর্ব্ব বৃত্তান্তটি এই,—

নিমাইয়ের ছাত্ররা একদিন এসেছিল গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে,—নিমাইয়ের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে নয়, তাদের প্রাণের আশঙ্কা ও ব্যথা জানাতে। নিমাই-পণ্ডিত এখন টোলে আর অধ্যাপনা করেন না,—কৃষ্ণনাম করেন।—ছাত্রদের মনে তাই বড় আশঙ্কা হয়েছে নিমাই বুঝি অধ্যাপনা ছেড়েই-বা দেন,—নিমাইয়ের মতন অধ্যাপকের অধ্যাপনা হতে এবার তারা বঞ্চিতই বা হয়। ছাত্ররা এসেছিল এই আশায়,—গঙ্গাদাস নিমাইয়ের অধ্যাপক, যদি তিনি এর বিহিত কিছু করতে পারেন। নিমাইয়ের ব্যাপার শুনে গঙ্গাদাস ছাত্রদের বলেছিলেন, নিমাইকে যেন তাঁর নাম কোরে ডেকে আনে। অধ্যাপক ডেকেছেন, তাই নিমাই আজ এসেছেন অপরাহ্নে ছাত্রদের সঙ্গে।—নিমাইয়ের সাথে গদাধরও এসেছেন।

টোলে বসে নিমাইয়ের এ আচরণ গঙ্গাদাসের পক্ষে বেদনাদায়ক বৈকি! গঙ্গাদাস নিজে একজন অগাধ-শাস্ত্রদর্শী নিষ্ঠাবান অধ্যাপক,—আর তাঁরই শ্রেষ্ঠ ছাত্র নিমাই কিনা শেষে 'হরি-বোলা' হয়ে শাস্ত্রের প্রতি উপেক্ষা দেখাচ্ছে, অধ্যাপনায় অবহেলা করছে? এ যে, গঙ্গাদাসকে মর্ম্মপীড়া দেবে,—আশ্চর্য্য কি?

আপন অধ্যাপকের কথা শুনে নিমাই লজ্জিত হয়েই বল্লেন, —"ক্ষমা করুন,—সত্যই আমার ত্রুটি হচ্ছে। এবার থেকে টোলে গিয়ে আগের মতই ছাত্রদের পড়াবো। আমার যা কিছু শাস্ত্রজ্ঞান হয়েছে সে আপনারই চরণ-প্রসাদে,—আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমাইয়ের অন্তরেও বুঝি বেদনা ছিল। অধ্যাপকের দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন, কত ছাত্র কত দূর দেশ থেকে কত আশা নিয়ে তাঁর টোলে আসে অধ্যয়ন করতে,—কিন্তু সে-দায়িত্ব তিনি ঠিকভাবে এখন পালন করতে যে পারেন না, একথা মনে মনে তিনিও বোঝেন, বোঝেন যে ছাত্রদের প্রতি অবিচারই তিনি করছেন,—তাই রোজই তিনি সঙ্কল্প নিয়ে টোলে আসেন যে, আজ তিনি পূর্ব্বের মতোই ছাত্রদের পড়াবেন। কিন্তু অধ্যাপকের আসনে বসলেই কি যে তাঁর হয়,—সকল ভুলে 'কৃষ্ণ-তত্ত্বই' তিনি ব্যাখ্যা করতে থাকেন। নিমাই স্থির হতে চান,—কিন্তু কে যেন তাঁকে অস্থির কোরে তোলে।

গঙ্গাদাস বড় খুসী হলেন,—বড় তৃপ্তি পেলেন আজ মনে। তাঁর নিমাই অগাধ-শাস্ত্রদর্শী ও প্রতিষ্ঠাবান অধ্যাপক হয়েও আদর্শ ছাত্রের মতোই পূর্ব্ব-অধ্যাপকের নিকটে শ্রদ্ধানত হয়ে নম্র-বচনে আপন অপরাধ স্বীকার করেছে,—আনন্দ হবার কথাই তো!

বান ডাক্‌লো গঙ্গাদাসের বুকে,—বিপুল হর্ষে বুক তাঁর দুলে দুলে ওঠে,—আনন্দের আধিক্যে তাঁর অধ্যাপকীয় সকল ভাষা ফল্গু-নদীর মতো তাঁর বুকে ফিরতে থাকে,—মুখ দিয়ে ফোটে না একটিও। প্রগাঢ় অপত্য-স্নেহে তাঁর মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এল মামুলী আশীর্ব্বচন,—"নিমাই! তোমার কল্যাণ হোক, যশ বৃদ্ধি হোক"—স্নেহ যেন গলে ঝরে পড়ে তাঁর সুরে আর চোখের ধারায়।

ভাব যেখানে প্রবল, ভাষা সেখানে এম্‌নি ব্যাহতই হয়,—ভাবের প্রকাশ হয় অশ্রুতে।

নিমাইয়ের ছাত্রদের বুক থেকেও এক ভারী বোঝা যেন নাম্‌লো আজ,—সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে তারা বাঁচলো,—আনন্দে কল-গুঞ্জন করতে থাকে।

এখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

"গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চরণে নমস্কার।
বেদপতি সরস্বতী-পতি শিষ্য যার॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কিবা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সাধ্য।

(সাধ্য = সাধনার যোগ্য)

যার শিষ্য চতুর্দ্দশ-ভুবন-আরাধ্য ॥" (চৈঃ ভাঃ)

—গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বুঝি জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা ছিল তাই এজন্মে তিনি পেলেন শ্রেষ্ঠ-সাধ্যকে, – চতুর্দ্দশ-ভূবনপতি, বেদপতি, সরস্বতীপতি ভগবান শ্রীশ্রীনিমাইসুন্দরকে,—ছাত্ররূপে।

অপরাধ স্বীকার কোরে, অধ্যাপনার স্বীকৃতি দিয়ে, বিদায় নিয়ে নিমাই বেরিয়ে এলেন গঙ্গাদাসের বাড়ী হতে,—সঙ্গে চললো ছাত্রের দল ও গদাধর।

পথে,—নিমাইয়ের কিন্তু আবার সেই গদগদ ভাব, চোখে সেই শ্রাবণের ধারা,—দীর্ঘ সবল দেহ হলেও মনে হচ্ছে চলবার মতো শক্তি তাঁর নেই,—পা-দুটি ক্ষণে ক্ষণে কাঁপছে—মন তাঁর এ পৃথিবীতে না কোনও এক অতীন্দ্রিয়লোকে,—নিমাইকে দেখে তা বোঝবার জো নেই। কোনও রকমে নিমাই তাঁর দেহটাকে টেনে নিয়ে চলেছেন।

পথের মাঝে রত্নগর্ভ আচার্য্যের বাড়ী।—বিখ্যাত লোক তিনি, —জগন্নাথ মিশ্রের সমসাময়িক, এক গাঁয়ের লোক,—ব্রাহ্মণ।

ভাগ্যবান রত্নগর্ভ, সার্থক নাম তাঁর,—কারণ—

"তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণপদ-মকরন্দ। (মকরন্দ = ফুলের মধু)

কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ-কবিচন্দ্র ॥" (চৈঃ ভাঃ)

ভাগবত বড় ভালবাসেন রত্নগর্ভ,—পরম প্রীতি ও নিষ্ঠাভরে তিনি নিত্য পাঠ করেন ভাগবত। এদিনও নিমাই যখন ভাবের ঘোরে রত্নগর্ভের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, রত্নগর্ভ তখন পড়ছেন ভাগবতের শ্লোক,—

"শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে ॥
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং।
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্ ॥"

[শ্লোকের অর্থ :—যজ্ঞপত্নীগণ বনে এসে দেখলেন শ্রীকৃষ্ণের শ্যামলবরণ সে-অঙ্গশোভা,—দেখলেন পরিধানে সুবর্ণবর্ণ পীতাম্বর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গলে বনমালা, প্রবালাদিরত্নভূষিত সে নাটুয়ারূপ। তাঁর এক হস্ত ন্যস্ত রয়েছে অনুগত এক সখার স্কন্ধে,—অপর হস্তে একটি লীলাকমল নিয়ে মৃদু-মধুর আন্দোলন করছেন। তাঁর দুই কর্ণে দুইটি নীল পদ্ম বড় শোভা ধারণ করেছে, তাঁর কপোল চূর্ণকুন্তলে মনোহর,—মিষ্টি মৃদু-হাস্যময় সে বদনখানি বড়ই সুন্দর।]

ভক্তকণ্ঠে ভাগবতের এই শ্লোক নিমাইয়ের কাণে আসতেই, ভাবাবেগে বেতস-লতার মতো কাঁপতে কাঁপতে নিমাই মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ছাত্ররা হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকেন মূর্চ্ছিত ভূলুণ্ঠিত অধ্যাপকের দিকে,—ভয়ে তাদের মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে নিমাইয়ের বাহ্য-চেতনা ফিরে এল,—মাটিতে শুয়েই রত্নগর্ভের দিকে তাকিয়ে বলেন,—"বোল্ বোল্ রত্নগর্ভ,—শ্লোক বোল্"—এই বোলে মাটিতে গড়াগড়ি দেন, তাঁর নয়ন-ধারায় পৃথিবী সিঞ্চিত হয়, তাঁর অঙ্গে ফুটে ওঠে প্রেমের বিবিধ তরঙ্গ,—সে তরঙ্গের প্রকাশ হয় অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি বিবিধ লক্ষণে।

"লোচনের জলে হৈল পৃথিবী সিঞ্চিত।
অশ্রু কম্প পুলক সকল সুবিদিত॥" (চৈঃ ভাঃ)

—নিমাইয়ের এই ভাব প্রকাশ দেখে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—"উঠিল সমুদ্র-কৃষ্ণ-সুখ মনোহর" (চৈঃ ভাঃ)।

নিমাইয়ের দেহে ভক্তির এই স্ফুরণ দেখে রত্নগর্ভের ভক্তিও সঙ্গে সঙ্গে যেন উথলে উঠ্‌লো,—ভক্তি-তরঙ্গে রঙ্গে রঙ্গে শ্লোকটি তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন। সহসা নিমাই উঠে রত্নগর্ভকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বুকে ধরলেন, আর অমনি,—

"পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গন॥
প্রেমে পূর্ণ রত্নগর্ভ হইল তখন॥" (চৈঃ ভাঃ)

প্রেমে-গরগর রত্নগর্ভ তখন বড় ভক্তিতে নিমাইয়ের চরণ দুটি জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন, আর এই দেখে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বল্‌ছেন,—"রত্নগর্ভ এবার,—

"বন্দী হইলেন দ্বিজ চৈতন্যের ফান্দে।" (চৈঃ ভাঃ)

৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলিঙ্গন শিথিল কোরে নিমাই আবার বলেন,—"রত্নগর্ভ! থেমোনা,—পড় পড় শ্লোক পড়।"

রত্নগর্ভ আবার শ্লোক বললেন, আর এমনি কোরেই রত্নগর্ভ বার বার শ্লোক পড়েন,—নিমাইও ভাবের প্রাবল্যে বারবার মাটিতে আছাড় খান, ওঠেন,—আনন্দে নৃত্য করেন। অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ প্রভৃতি প্রেমের যত লক্ষণ তাঁর দেহে ক্ষণে ক্ষণে খেলতে থাকে,—মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা যান,—বাহ্যজ্ঞান পেয়েই আবার হুঙ্কার দিয়ে বলেন,—"বোল্ বোল্ রত্নগর্ভ!—শ্লোক বোল্।" শ্লোক-পাঠে রত্নগর্ভও তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন তাই নিমাইয়ের দিকে লক্ষ্য নেই,—শ্লোক বারবার বলতেই থাকেন আর সেই সঙ্গে উন্মাদের মতন নাচতে থাকেন।

নিমাইয়ের অবস্থা দেখে গদাধর তখন আকুলকণ্ঠে বলেন,—"আচার্য্য! বন্ধ করুন, শ্লোক পড়া বন্ধ করুন,—দেখছেন না নিমাই-পণ্ডিতের অবস্থা!"

এতক্ষণে হুঁস হল রত্নগর্ভের, বন্ধ করলেন শ্লোক পাঠ।—নিমাই তখন মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন উত্তাল তরঙ্গের মতন।

কিছুক্ষণ পরে নিমাইয়ের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল।

ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বলেন,—"কি যেন আমি বলছিলাম, —না?—তা আমি কি কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ করেছি?"

ছাত্ররা মুখে বলে,—"না", কিন্তু মনে মনে ভাবে,—'কে এই নিমাই-পণ্ডিত!—একি অপরূপ 'ভাব' অধ্যাপকের!'

কোনও রকমে নিমাই বাড়ী এসে পৌঁছলেন,—ছাত্ররাও বিদায় নিয়ে ফিরলো একে একে।

কুড়ি

টোল রাখা কিন্তু নিমাইয়ের পক্ষে আর সম্ভব হল না। কোনো শাস্ত্রই এখন আর তাঁকে আকর্ষণ করে না,—অন্তরে তাঁর কেবলই বাজতে থাকে সকল শাস্ত্রের মর্ম্মবাণী, মাত্র একটি ধ্বনি, —"কৃষ্ণ কৃষ্ণ"। অধ্যাপনার শক্তি কিংবা প্রবৃত্তি আর রইল না নিমাইয়ের।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যে প্রভু আছিলা ভোলা মহাবিদ্যারসে।
এবে কৃষ্ণ বিনা আর কিছু নাহি বাসে ॥" (চৈঃ ভাঃ)

পরের দিন,—যথারীতি নিমাই টোলে এলেন,—ছাত্ররাও এল। অধ্যাপকের আসনে বসলেন নিমাই,—কিন্তু বসেই দেখেন তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে,—"ফুল্লেন্দীবরকান্তিইন্দুবদনং পীতাম্বরং সুন্দরম্ কলবেনুবাদনপরং" ত্রিভঙ্গঠাম এক কিশোর।—পাঠের এক বর্ণও আর মনে পড়লো না নিমাইয়ের—সকলই তখন 'কৃষ্ণ'-ময় হয়ে গেল। নিমাই সেই একই ব্যাখ্যা করতে লাগলেন,—মূলে সেই 'কৃষ্ণ'।

'ধাতু' পড়াতে গিয়ে নিমাই বলেন,—"কৃষ্ণ-শক্তিই ধাতুরূপে সকল দেহে অবস্থান করেন তাই দেহের ওপর লোকের এত মমতা,—এত ভক্তি। এই 'ধাতু' যখন দেহকে ত্যাগ করেন,—কোথায় থাকে তখন দেহের সৌন্দর্য্য?—সে দেহকে কেউ তখন দাহ করে,—কেউ বা কবর দেয়। আজ ভক্তির পাত্র যে, প্রণম্য যে, তাঁর দেহ হতে এ ধাতুর যেদিন বিচ্ছেদ হয়, সেদিন সে-দেহ স্পর্শে মানুষ নিজেকে অশুচি মনে করে,—তাই স্নান কোরে শুদ্ধ হয়। জন্ম হোতে যে পুত্র বড় স্নেহে, যত্নে ও আদরে পিতার কোলে মানুষ হয়, সেই পুত্রই পিতার মুখে অগ্নি দেয় যখন পিতার দেহ হোতে এই ধাতুর বিচ্ছেদ হয়। জেনো,—ধাতুসংজ্ঞা 'কৃষ্ণ' শক্তিই সকলের বল্লভ, আর এ সত্য উক্তি খণ্ডনের শক্তি কারোও নেই।"

"ধাতুসংজ্ঞা কৃষ্ণশক্তি বল্লভ সভার।
দেখি ইহা দুষুক আছয়ে শক্তি কার ॥" (চৈঃ ভাঃ)

এমনি কোরেই নিমাই সকল পাঠের ব্যাখ্যা দেন,—'কৃষ্ণ'। কৃষ্ণই ধাতু,—কৃষ্ণই প্রত্যয়,—কৃষ্ণই অলঙ্কার। সূত্র, বৃত্তি, টীকা,—সবই 'কৃষ্ণ'ময়। বেদ 'কৃষ্ণ'-কথাই বলেন,—জগৎ 'কৃষ্ণ'-ময়,—কৃষ্ণ জগতের প্রভু,—জগতের চৈতন্য। নিমাইয়ের অবস্থা এখন,—

"বৈষ্ণব আবেশে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণময় জগৎ দেখেন নিরন্তর ॥" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা করতে করতে দুই প্রহর অতীত হয়ে গেল।

ছাত্ররা একাগ্রচিত্তে মোহিত হয়ে আজ শোনে তাঁদের অধ্যাপকের এই অপূর্ব্ব ভাষ্য।—দ্বিরুক্তি আজ কারোও মুখে নেই, সংশয় নেই কারো মনে,—আছে প্রতিটি শব্দের গভীর উপলব্ধি,—আর তাই, শোনার আগ্রহে আজ সকলেই উন্মুখ। বরং কাল যারা গিয়েছিল গঙ্গাদাসের কাছে নিমাইয়ের সম্বন্ধে বলতে, আজ তাদের চিত্তে অনুতাপই জাগলো,—নিজেদের মন ও বুদ্ধির দৈন্যে তারা লজ্জা অনুভবই করলো।

সহসা নিমাইয়ের যেন চমক ভাঙ্গলো, কিছুটা লজ্জিত হয়ে ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন,—"ধাতু সূত্রের ব্যাখ্যা আজ কেমন হল ?"

শিষ্যেরা বলে,—"সত্য অর্থ আজ পেলাম। শব্দের অশেষ অর্থ আপনিই জ্ঞাত আছেন।—আপনার প্রসাদে আজ শিখলাম, প্রতি শব্দই মূলে একটি অর্থই প্রকাশ করে, আর সে অর্থ হল,—কৃষ্ণে ভক্তি,—'কৃষ্ণ'-নাম।

"সর্ব্ব শব্দে কৃষ্ণ-ভক্তি আর কৃষ্ণ-নাম।" (চৈঃ ভাঃ)

—আজ বুঝলাম শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রকৃত অর্থ কি,—কৃষ্ণে ভক্তি-অর্জ্জনই বিদ্যার্জ্জনের মূল অভিপ্রায়। আজ উপলব্ধি করলাম সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম কথা এই-ই,—শুধু কর্ম্ম দোষে আমরা তা বুঝি না।"

খুসী হলেন নিমাই—ছাত্রদের কথা শুনে ভারী খুসী হলেন, সোৎসাহে সুরু করলেন কৃষ্ণ-মহিমার কীর্ত্তন—উপসংহারে ছাত্রদের উপদেশ দিলেন,—

"বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ কর ধ্যান॥
যাঁহার চরণে দুর্ব্বা জল দিলে মাত্র।
কভু নহে যম তার অধিকার পাত্র॥
অঘ বক পূতনারে যে কৈল মোচন।
ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন চরণ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্রবুদ্ধ্যে অজামিল যাঁহার স্মরণে।
চলিল বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণচরণে॥
যাঁহার চরণ সেবি শিব দিগম্বর।
যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥
যে চরণ মহিমা অনন্ত গুণ গায়।
দন্তে তৃণ করি ভজ হেন কৃষ্ণপায়॥
যাবৎ আছয়ে জীব দেহেতে আসক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণ-পাদ-পদ্মে ভক্তি॥
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণধন।
চরণে ধরিয়া বলি কৃষ্ণে দেহ মন॥" (চৈঃ ভাঃ)

—এই বলে থামলেন নিমাই।

শ্রীশ্রীনিমাইসুন্দরকে 'কৃষ্ণ'-মহিমা কীর্ত্তন করতে দেখে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—"দাস্য-ভক্তিতে প্রভু নিজ-মহিমা নিজেই কীর্ত্তন করছেন।"—"দাস্যভাবে কহে প্রভু আপন মহিমা"।
(চৈঃ ভাঃ)

কয়েক মুহূর্ত্ত থেমে নিমাই বল্লেন ছাত্রদের,—"আজ বলবো তোমাদের আমার অধ্যাপনার এ দশা কেন। সু-সত্য এ-কথা তোমাদেরই বলবো,—অন্যত্র একথা বলার নয়।

অধ্যপকের আসনে বস্‌লেই আমি দেখি আমার সম্মুখে,—"কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়" (চৈঃ ভাঃ)—আর অমনি কি যে হয় আমার!—আমি শ্রবণে শুনি কৃষ্ণনাম, সকল ভুবন দেখি গোলক-ধাম—আমার দেহ মন চিত্ত সকলই তখন 'কৃষ্ণ'-ময় হয়ে যায়।—অধ্যাপনায় তাই বদন আমার 'কৃষ্ণ'-কথাই বলে—'কৃষ্ণ' স্মৃতি ছাড়া অন্য কোনও কথা আমার স্মরণে আসে না,—অধ্যাপনা করি কেমন করে?

তোমাদের কাছে আমি মুক্তি ভিক্ষা চাইছি, তোমাদের আর পড়াতে অক্ষম আমি। নবদ্বীপে অধ্যাপকের অভাব নেই,—তোমরা তাঁদের কাছে যাও, পাঠ নাও,—আর আমার এই অক্ষমতার জন্যে আমাকে ক্ষমা কর। শুধু এইটুকু জেনে যাও,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—কৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থ,—জীবনে পরম প্রয়োজন। তাঁর নাম নাও, তাঁর ভজনা কর,—জীবন সফল হবে, সার্থক হবে, ধন্য হবে" —এই বলতে বলতে নিমাইয়ের চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় অশ্রুধারা নামলো,—এক প্রেম-মধুর কাতর দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন ছাত্রদের পানে,—অপার দীনতায় ভুলে গেলেন যে, তিনি অধ্যাপক।

একে নিমাই পরম শাস্ত্রজ্ঞানী, তায় তাঁর অন্তরে তখন কৃষ্ণ-প্রেমের বাণ ডেকেছে,—অভিভূত হয়ে ছাত্ররা শোনে নিমাইয়ের শ্রীমুখে কৃষ্ণ-মহিমার কীর্ত্তন। ছাত্রের দল আজ বুঝলো, নিত্যানন্দের রস-পানে যে বিভোর,—বৃথা তাঁকে শুষ্ক-শাস্ত্রে টেনে আনার চেষ্টা। নারদ, শুক ও প্রহ্লাদের প্রেম-বিহ্বলতা তারা শাস্ত্রেই পড়েছে,—আজ চোখে দেখ্‌লে। নিমাইয়ের সে-কাতর মুখখানি দেখে ছাত্রদের চোখও ছলছলিয়ে ওঠে।

সাশ্রুনয়নে ছাত্ররা বলে,—"যে-মাথা আপনার চরণে নুইয়েছি, সে-মাথা আর অন্য কোথাও নোয়াতে পারবো না। যে-পাঠ আপনার কাছে শুনেছি,—নদীয়ার আর কোন্ অধ্যাপকের কাছে সে-পাঠ শুন্‌বো! আপনি আমাদের সর্ব্বস্ব,—আপনাকে ছেড়ে আমরা অন্য কোথাও যেতে পারবো না। এমন বুক-ঢালা স্নেহ,—আর কোথায় পাবো! যে-জ্ঞান আপনার প্রসাদে পেয়েছি, আশীর্ব্বাদ করুন,—সেই-ই আমাদের যথেষ্ট হোক"—এই বলে ছাত্ররা 'হরি হরি' বলে পুঁথি বন্ধ করলো।

"এত বলি প্রভুরে করিয়া হাত যোড়।
পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর॥" (চৈঃ ভাঃ)

(দিলেন ডোর=সুতা দিয়া বাঁধিলেন, অর্থাৎ বন্ধ করিলেন)

বড় আনন্দেই নিমাই তখন প্রতি শিষ্যকে নিবীড়-স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন,—শিষ্যেরাও পরানন্দসুখে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করেন ঝর-ধারায়। আলিঙ্গন দেওয়া শেষ হলে গদগদ-কণ্ঠে বলেন নিমাই,—"আমার চিত্তে যদি কোনো দিন কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হয়ে থাকে, আমি আশীর্ব্বাদ করছি,—"কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সভার"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(চৈঃ ভাঃ)। এখন এসো, আমরা সংকীর্ত্তন করি”,—এই বলে নিমাই সোল্লাসে করতালি দিয়ে নেচে নেচে গাইতে লাগলেন,—

“হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

—সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররাও তাঁদের অধ্যাপককে অনুসরণ ও অনুকরণ কোরে, তাঁকে ঘিরে, আত্মহারা হয়ে, তালে তালে করতালি দিয়ে গাইতে লাগলো,—

“হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥”

—অধ্যাপকের ভাবে ছাত্ররা তখন অন্তরে অন্তরে বিভাবিত হয়ে পড়েছে,—তাই কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখ দিয়েও ঝরে আনন্দের শ্রীধারা। এখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,— “কীর্ত্তননাথ শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং নিজ-নামরসে বিবশ হয়ে কীর্ত্তন করছেন।

“আপনে কীর্ত্তননাথ করেন কীর্ত্তন।
চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব শিষ্যগণ॥
আবিষ্ট হইলা প্রভু নিজ নাম-রসে।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধুলায় আবেশে॥” (চৈঃ ভাঃ)

কীর্ত্তন করতে করতে নিমাই মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়েন সজোরে ও সশব্দে,—মনে হয় মেদিনী বিদীর্ণই বা হয়। —উত্তাল তরঙ্গের মতন মাটিতে গড়াগড়ি দেন, আর ঘন ঘন হুঙ্কার দিয়ে বলেন,—“বোল্ বোল্ বোল্”। ছাত্ররাও দ্বিগুণ উৎসাহে নেচে নেচে করতালি দিয়ে গাইতে থাকে,—“হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ.... ।” অল্পক্ষণ পরে নিমাই ওঠেন, আবার নাচেন, কীর্ত্তন করেন,—মাটিতে আবার সজোরে আছাড় খেয়ে পড়েন।

সহসা এই সংকীর্ত্তনের রব শুনে বহুলোক সেখানে এসে জমায়েত হল। কয়েকজন বৈষ্ণব-ও এসে পড়েছেন।—তাঁরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমাইয়ের 'ভাব' দেখেন আর প্রাণ তাঁদের আনন্দে নেচে ওঠে। ভাবেন বৈষ্ণবগণ,—'তবে "এবে সংকীর্ত্তন হৈলা নদীয়া-নগরে" (চৈঃ ভাঃ)। ধন্য আমাদের জীবন, সার্থক আমাদের নয়ন, তাই আজ দর্শন করলাম,—এমন দুর্লভ ভক্তি। নিমাই-হেন উদ্ধতের যদি এখনই এত প্রেম,—কে জানে, কৃষ্ণের ইচ্ছায় নিমাইয়ের আরো কতো না প্রকাশ দেখবো!'—বড় সুখেই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চরণে জানান তাঁদের ভক্তি-প্রণতি।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—"মহাপ্রভু এবার নিজের প্রকাশ সুরু করলেন।"

"আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।
সকল ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ ॥" (চৈঃ ভঃ)

ধন্য নিমাইসুন্দরের ছাত্রের দল,—ধন্য তাঁদের গুরুভক্তি। জন্ম জন্ম এঁরা কৃষ্ণ-পরিকর,—তাই ত্রিলোকের গুরু শ্রীগৌরাঙ্গরূপী কৃষ্ণকে ছেড়ে এঁরা যাবেন কেমন করে?

"সে সব কৃষ্ণের দাস জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যারে পড়ায়েন সে কি অন্য হয় ॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাইসুন্দরের বিদ্যার বিলাস—এখানেই সমাপ্তি।

"এই মতো পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস।
সংকীর্ত্তন আরম্ভে সে করিলা প্রকাশ ॥" (চৈঃ ভাঃ)

একুশ

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কানেও এল নিমাইয়ের 'ভাব'-প্রকাশের কথাটা। পৌঁছে দিলেন কয়েকজন বৈষ্ণব,—শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ীতে এসে,—নবদ্বীপেই।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পূর্ব্বনাম,—কমলাক্ষ মিশ্র। জন্ম,—মাঘ মাস, শুক্লা সপ্তমী। পিতার নাম—'কুবের'। মাতা—'নাভাদেবী'। অদ্বৈতের নিবাস শান্তিপুরে, তবে নবদ্বীপেও তাঁর একখানি বাড়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। অদ্বৈতের দুই পত্নী,—শ্রীসীতাঠাকুরাণী ও শ্রীশ্রীদেবী। অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানী শ্রীঅদ্বৈত,—কিন্তু গভীর কৃষ্ণপ্রেমানুরাগী। স্বল্প-সংখ্যক বৈষ্ণব নিয়ে নবদ্বীপের বাড়ীতে তিনি একটি বৈষ্ণব-সভা স্থাপন করেছেন,—তাই অধিকাংশ সময়ে নবদ্বীপেই থাকেন তাঁর সহধর্ম্মিণী সীতাঠাকুরাণীকে নিয়ে।

কৃষ্ণভক্ত মাধবেন্দ্রপুরীর নিকটে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন। গুরু-দত্ত মন্ত্রে, কঠোর সাধনায়, নিত্য তিনি আহ্বান জানান পাপতাপহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ধরণীর বুকে নেমে আসতে। দেশ তখন নাস্তিকতায় ভরে উঠেছে, ধর্ম্মের গ্লানিতে ধরণীর বুকে তখন বড় ব্যথা,—তাই ভক্তিপ্লুত-কণ্ঠে আবক্ষ গঙ্গায় দাঁড়িয়ে তুলসী-মঞ্জরী হাতে নিয়ে বড় কাতর হয়েই নিত্য তিনি ডাকেন,—"প্রভু এসো!—তোমার আসার যে প্রয়োজন হয়েছে দয়াময়!"—নিত্য তিনি কৃষ্ণ-আবেশের তেজে হুঙ্কার তোলেন,—সে-হুঙ্কার ব্রহ্মাণ্ড ভেদ কোরে বুঝি বেজেছিল বৈকুণ্ঠে, তাই আচার্য্যের ভক্তিবশে এসেছিলেন নেমে বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীকৃষ্ণ,—এ ধরণীতে,—কলিতে।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—"যাঁর কারণে এ-ধরণীতে কলিযুগে অবতীর্ণ হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ,—ধন্য সেই অদ্বৈত, তিনিই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য,—নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ধন্য তাঁর ভক্তি-যোগ।"

"অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব অগ্রগণ্য।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যান ভক্তিযোগ ধন্য॥" (চৈঃ ভাঃ)

বৈষ্ণদের মুখে নিমাইয়ের 'ভাব'-প্রকাশের কথা শুনে শ্রীঅদ্বৈত বল্লেন,—"এ তো উত্তম সংবাদ,—বড় খুসী হলাম। আমিও এই রকম একটা ব্যাপার গত রাত্রে স্বপ্নে দেখেছি। গীতার এক শ্লোকের ভক্তিগত অর্থ বুঝতে না পেরে গতকাল উপবাস দিয়েছিলাম,—শয়ন করা মাত্র গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলাম।

রাত ক্রমে গভীর হয়ে এল।—স্বপ্নে দেখি এক ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়ালেন আমার শিয়রে,—বুঝিয়ে দিলেন আমাকে গীতার সে-শ্লোকের ভক্তি-মর্ম্ম। তারপর কি বল্লেন জানো?—বল্লেন,—"আর কেন আচার্য্য,—এবার ভোজনে বোস। যাঁর জন্যে তোমার এত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপবাস আরাধনা, 'কৃষ্ণ' বোলে আকুল-ক্রন্দন, দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলে সঙ্কল্পের আস্ফালন, ঘন ঘন হুঙ্কার গর্জ্জন, সে-সাধনা তোমার সিদ্ধ হয়েছে,—আমি এসেছি। এবার দেখবে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে অনুক্ষণ—কৃষ্ণ-কীর্ত্তন চলেছে।—তোমার সাধনার অনুগ্রহে বৈষ্ণবগণ এবার দেখবে,—ব্রহ্মাদির দুর্লভ ভক্তি।" আর কি বল্লেন জানো?—বল্লেন,—"সে ভক্তি প্রকাশ হবে শ্রীবাসের ঘরে"—এই বলে বিদায় নিয়ে ব্রাহ্মণ অন্তর্দ্ধান হলেন।

"সর্ব্ব দেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে অনুক্ষণ॥

*　　*　　*

এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব।
ব্রহ্মাদি দুর্লভ দেখিবেক অনুভব॥" (চৈঃ ভাঃ)

আমি জেগে উঠ্‌লাম। চোখ চেয়ে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আছে জগন্নাথ মিশ্রের ব্যাটা—বিশ্বম্ভর। কিন্তু কি আশ্চর্য!—মুহূর্ত্তে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল সে। চারিদিক ভাল করে তাকালাম, কিন্তু নাঃ,—কোথাও আর দেখতে পেলাম না। বুঝলাম না,—জেগে স্বপ্ন দেখলাম কি না। কি জানো!—কৃষ্ণের চরিত্র বড় রহস্যময়। কখন কি রূপে, কার মধ্যে, কি ভাবে প্রকাশ হন,—বুঝা সুকঠিন।

আজ মনে পড়ে,—বিশ্বম্ভর তখন শিশু।—আস্‌তো আমার এখানে তার অগ্রজ বিশ্বরূপকে ডাকতে,—কিন্তু আমার মন-প্রাণ কেড়ে নিত সে। আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করতাম যেন কৃষ্ণে তার ভক্তি হয়। আর হবে নাই-বা কেন!—বড় বংশের ছেলে সে, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, তার ওপর নিজে পরম পণ্ডিত,—ভক্তি তার হওয়াই তো উচিত। তোমরাও তাকে আশীর্ব্বাদ কর,—কৃষ্ণে যেন তার মতি-রতি হয়। আহা!—কৃষ্ণ সকলকে কৃপা করুন,—এ সংসার কৃষ্ণ-নামের ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হোক,—তাহলেই সংসারে মঙ্গল হোল!"—এই বলে শ্রীঅদ্বৈত একটু থামলেন,—চোখ দুটি তাঁর বারেক দীপ্ত হয়ে উঠ্‌লো,—তারপর দৃপ্ত-কণ্ঠে বল্লেন—"তবে এইটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জেনো,—সত্যিই যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসে থাকেন, তবে এই ব্রাহ্মণ অদ্বৈতের ঘরে তাঁকে আসতে হবে, আর আসবেন—সপার্ষদে”—এই বলে এক পরম হুঙ্কার দিলেন আচার্য্য,—বৈষ্ণবগণ ‘হরি বোল, হরি বোল’ ধ্বনি দিলেন পরম উল্লাসে, আর এমনি করেই সেদিন অদ্বৈত-ভবনে,—“উঠিল কীর্ত্তনরূপ কৃষ্ণ-অবতার” (চৈঃ ভাঃ)।

“যদি সত্য বস্তু হয় তবে এইখানে।
সভে আসিবেন এই ব্রাহ্মণের স্থানে॥” (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের রহস্যময় চরিত্র উদ্‌ঘাটন করতে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর এখানে বলেছেন,—“শ্রীঅদ্বৈত তাঁর ভক্তি-যোগে বহু পূর্ব্বেই জেনেছেন, তাঁর ইষ্ট কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন ধরাধামে। কিন্তু অদ্বৈত-তত্ত্ব বুঝা সুকঠিন, রহস্যঘন তাঁর বচন,—ক্ষণে প্রকাশ করেন, ক্ষণে লুকান।

“ভক্তিযোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
অবতারিয়াছে প্রভু, জানেন সকল॥
তথাপি অদ্বৈত-তত্ত্ব বুঝানে না যায়।
সেইক্ষণে প্রকাশিয়া তখনই লুকায়॥” (চৈঃ ভাঃ)

শিশু-বিশ্বম্ভর যে অদ্বৈতের মন-প্রাণ কেড়ে নিত, এ-সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—“ভক্তের স্বভাবই হল, তিনি আপন প্রভুকে দর্শন কোরে, এমন কি প্রভু বোলে চিন্তে না পারলেও, তাঁর মনে দাস্যভাবের উদয় হয়, আর তাই তিনি মোহ প্রাপ্ত হন।—প্রভুরও স্বভাব হল, তিনি আপন ভক্তের চিত্ত-বৃত্তি হরণ করেন।”

শ্রীঅদ্বৈতের প্রভু হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ, তাই শিশু বিশ্বম্ভরকে দেখে আপন প্রভু বলে চিন্তে না পারলেও দাস্য-ভক্তি তাঁর মনে উদয় হোত আর তাই তিনি মোহ প্রাপ্ত হতেন। প্রভু গৌরাঙ্গও আপন ভক্তের চিত্ত-বৃত্তি হরণ করতেন ভগবত্তার স্বভাবেই।

“প্রভু দেখি ভক্ত মোহ স্বভাবেই পায়।
বিনি অনুভবেও দাসের চিত্ত লয়॥
প্রভু সে আপন ভক্তের চিত্তবৃত্তি হরে।
এ কথা বুঝিতে অন্য জনে নাহি পারে॥” (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাইশ

নিমাই-পণ্ডিতের জীবনে এবার এল এক উন্মাদনাকর পরিবর্ত্তন। ক্ষণে তিনি হাসেন, ক্ষণে কাঁদেন, ক্ষণে মূর্চ্ছা যান,—কখনও 'সংহার করবো, সংহার করবো' বলে পরম হুঙ্কার দেন,—কখনও 'আমিই সেই, আমিই সেই' বলে বিশাল গর্জ্জন করেন,—আবার কখনও-বা 'ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাষণ্ডীর মুণ্ড' এই বোলে মহা আস্ফালন করেন।

শচীদেবীর নিমাই-অন্ত প্রাণ, তাই—"প্রেম বিনা শচী কিছু নাহি জানে আন" (চৈঃ ভাঃ)। নিমাইয়ের উন্মাদের মতো আচরণ দেখে শচীদেবী বুঝতে পারেন না তাঁর ছেলেকে কোন্ ব্যাধিতে-বা ধরেছে।—"শচী না বুঝয়ে কোন্ ব্যাধি বা বিশেষ" (চৈঃ ভাঃ)।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর দিব্য-দৃষ্টি দিয়ে নিমাইয়ের ব্যাধি কিন্তু নির্ণয় করেছেন,—জগতকে অবহিত করার জন্যেই বলেছেন,—"এ হল,—ভক্তের দুঃখ দেখে বৈষ্ণব-বিদ্বেষীদের ওপর প্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধ।"

"আপন ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর ॥" (চৈঃ ভাঃ)

শচীদেবীর বুকে কিন্তু সজোরে যেন হাতুড়ীর ঘা পড়ে, যখন নিমাইয়ের এই অবস্থা দেখে প্রতিবেশী বর্ষীয়সীরা এসে মন্তব্য কোরে যান,—"নিমাইয়ের বায়ু আবার কুপিত হয়েছে, সে পাগল হয়ে গেছে, ওকে বেঁধে রাখ,—মাথায় ঠাণ্ডা তেল দাও,—ডাবের জল ইত্যাদি ঠাণ্ডা জিনিষ খাওয়াও।" মন্তব্য অবশ্য তাঁরা করেন নিমাইয়ের সামনেই, কারণ পাগল যে, তার আর সামনে আড়াল কি। কৃষ্ণপ্রেমে পাগল নিমাই নিরুত্তর থাকেন,—এঁদের মন্তব্য কানে যায় কি না কে জানে।

হাহাকারে ভরে ওঠে শচীদেবীর বুক। তাঁর ছেলে নদীয়ার গৌরব,—রূপে-কুলে-শীলে বিদ্যায় অতুলনীয়। লক্ষ্য তারার এক চাঁদ,—নিমাইচাঁদ।—হায়!—সেই একমাত্র অবশিষ্ট তাঁর সন্তানের আজ একি হল।—তবে কি,—তবে কি তাঁর নিমাই সত্যই পাগল হয়ে গেছে?—হায় হায়! তাই যদি হয় তবে আর কি সুখে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারে থাকবেন, আর কি সান্ত্বনাই-বা দেবেন তাঁর সরলা পতিপ্রেমমুগ্ধা কিশোরী বধূমাতাকে!—এক সুতীব্র বেদনা এখন নিরন্তর ওঠে শচীদেবীর অন্তরের গভীর হতে।

ভেবে ভেবে শচীদেবী কুল-কিনারা পান না,—যে যা বলেন সেই মতো নিমাইয়ের আহার-ঔষধের ব্যবস্থা তিনি করেন, কিন্তু রোগের উপশম কিছু দেখেন না,—রোগ নির্ণয় কোরে উঠ্‌তেও পারেন না। উপায়ন্তর না পেয়ে শেষে শ্রীবাসের কাছে সংবাদ পাঠালেন।

শ্রীবাস এলেন। কাঁদতে কাঁদতে শচীদেবী তাঁকে বল্‌লেন নিমাইয়ের অবস্থার কথা,—জানালেন বর্ষীয়সীদের মন্তব্য,—শেষে বলেন,—"আমার নিমাই নাকি উন্—উন্—উন্—মা—দ হয়ে গেছে?"—উন্মাদ কথাটি উচ্চারণ করতে শচীদেবীর কণ্ঠ কেঁপে ওঠে বুক বুঝি ফেটে যায়,—হু হু শব্দে কেঁদে ওঠেন,—দুঃখের তাপে হৃদয়ের স্তুপীকৃত বেদনা গলে অশ্রুপ্রবাহ হয়ে নামে তাঁর শীর্ণ দুই গণ্ড বেয়ে। শচীদেবীর শীর্ণ গণ্ডে সে-অশ্রুপ্রবাহ কত না করুণ,—কত না মর্ম্মবিদারী!

শচীদেবীর সঙ্গে শ্রীবাস গেলেন নিমাইয়ের কাছে। নিমাই তখন তুলসী প্রদক্ষিণ করছেন। একবার চোখ তুলে চায়লেন শ্রীবাসের পানে, তারপর আবার প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন আপন মনে। শ্রীবাস-ও দেখলেন নিমাইকে,—কিছুক্ষণ ধরে দেখলেন নিমাইয়ের তুলসী প্রদক্ষিণ, শুনলেন নিমাইয়ের শ্রীমুখে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ধ্বনি,—তারপর পরম নিরীক্ষায় দেখতে থাকেন নিমাইয়ের লোম-হর্ষ অশ্রুপাত ও দেহের মহা-কম্প।—শেষে দেখলেন নিমাই লুণ্ঠিত হলেন তুলসীতলায়,—মূর্চ্ছাহত হয়ে।

নিমাইয়ের এই 'ভাব' ও মূর্চ্ছা দেখে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—"শ্রীবাস ভক্ত কিনা, তাই,—

"ভক্ত দেখে প্রভুর বাড়িল ভক্তি-ভাব।
লোম-হর্ষ অশ্রুপাত কম্প অনুরাগ॥

* * *

ভক্ত দেখি প্রভু মূর্চ্ছা পাইল তখন।" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমাইয়ের 'ভাব' দেখে শ্রীবাসের প্রাণ আনন্দে নেচে উঠ্‌লো, দেহও নাচ্‌তে চায়,—কিন্তু সামনে রয়েছেন শচীদেবী, তাই বহু কষ্টে সে-ইচ্ছা দমন কোরে বলেন,—"আপনার ছেলের এ ভক্তি-যোগ—বায়ু রোগ নয়। এ ভক্তি,—ব্রহ্মা শিব সনক প্রভৃতিরও চির-কাম্য,—চির-সাধনা। যার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম,—তার রোগ কোথা? জ্ঞান-হীন যারা তারাই বলে বায়ু-রোগ হয়েছে। এ যদি পাগল হবে তবে সত্যই পাগল যারা,—তাদের চৈতন্য আনবে কে?—এর ওপর কৃষ্ণের কৃপা হয়েছে। এরই নাম 'কৃষ্ণ'-প্রেম,—'মহাভাব'। এ 'ভাব' চেনার শক্তি অপরের নেই। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, লোকের কথায় ভয় পাবেন না,—আর এ-কথা অপর কাউকে বলবেনও না। এই তো সবে সুরু—কৃষ্ণের রহস্য এরপর আরও দেখবেন।"

শ্রীবাসের কথায় নিমাইয়ের বায়ু-রোগ সম্বন্ধে শচীদেবী নিরুদ্বেগ হলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বিষয়ে উদ্বেগও তাঁর বাড়লো,—নিমাইয়ের সংসার-ত্যাগের বিষয়ে। ভাবেন শচীদেবী—'কি জানি, এম্‌নি 'ভাবের' উন্মত্ততায় নিমাই-ও যদি আবার সংসার ছেড়ে চলে যায়!'

মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলে নিমাই উঠে শ্রীবাসের পানে এক বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্লেন,—"কি পণ্ডিত!—কি রকম দেখছো আমায়?—সকলে বলে আমার 'বাই' হয়েছে, আমি পাগল হয়ে গেছি,—বলে বাঁধবে আমাকে। কিন্তু তোমার কি মনে হয় পণ্ডিত!—বল তো,—বল তো কি হয়েছে আমার?"

"বাই-ই বটে!—তা ভাল 'বাই' হয়েছে তোমার" হাসতে হাসতে বলেন শ্রীবাস,—"ভাগ্য মানি এমন 'বাই' যদি অল্পও পাই। এ তোমার মহা-ভক্তিযোগ,—তোমার ওপরে কৃষ্ণের অশেষ কৃপা হয়েছে।"

"আঃ,—বাঁচালে পণ্ডিত, বাঁচালে!"—বল্‌লেন নিমাই একটা গভীর দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে,—"তুমিও যদি বল্‌তে আমার বায়ু-রোগ হয়েছে, আমি এখনই গিয়ে গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতাম।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তা নিমাই !—এক কাজ করা যাক না কেন!—সকলে মিলে আমার বাড়ীতে রোজ একটু কীর্ত্তন করার ব্যবস্থা করি, আর তুমিও সে-কীর্ত্তনে যোগ দাও,—কেমন? পাষণ্ডীরা এতে আমাদের উপহাস অবশ্য করবে,—কিন্তু কি আসে যায় তাতে?—রাজী তো?" —উত্তরের আশায় শ্রীবাস সাগ্রহে তাকালেন নিমাইয়ের পানে।—রাজী হলেন নিমাই,—খুসীতে শ্রীবাসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো।

শচীদেবীর নিকটে বিদায় নিয়ে শ্রীবাস ফিরলেন আপন গৃহে। আজ তার মনে বড় আনন্দ,—নিমাই-পণ্ডিত তবে ভক্তি-পথে এসেছে, কৃষ্ণ তবে কৃপা করেছেন, সংকীর্ত্তন তবে সুরু হবে এবার,—আর হবে তাঁরই বাড়ীতে। আনন্দে শ্রীবাস আপন-মনেই বলে উঠ্‌লেন—"গোত্রং নো বর্দ্ধতাং",—স্মরণ করলেন শ্রীকৃষ্ণের চরণ,—সে-চরণে প্রণাম জানালেন পরম ভক্তিতে।

তেইশ

পরের দিন।

নিমাইয়ের মনে সহসা কি যে উদয় হল, গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে সোজা গেলেন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ীতে,—বসলেন গিয়ে আচার্য্যের তুলসী-তলায়। আচার্য্য তখন কার্য্যান্তরে বাহিরে ছিলেন,—নিমাইয়ের আসার সংবাদ শুনে সত্বর গৃহে ফিরে এলেন।

তুলসী-তলায় গিয়ে আচার্য্য দেখেন,—সে-এক রহস্যময় অপূর্ব্ব দৃশ্য।

—থমকে দাঁড়ালেন।

—একি দেখছেন!—দৃষ্টিভ্রম নয় তো?

তু'হাত দিয়ে আচার্য্য চক্ষু মার্জ্জনা করলেন,—কিন্তু নাঃ!—এ তো দৃষ্টিভ্রম নয়, এ যে স্পষ্ট, —দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট!

দেখছেন আচার্য্য,—সেখানে তু'জন রয়েছেন। একজন কৃষ্ণ-বরণ, আর একজন গৌর-বরণ।—কৃষ্ণ-বরণ যে, সে তাঁর ধ্যানের বিগ্রহ ব্রজের তুলাল 'কানাই',—আর গৌর-বরণ যে, সে তাঁর পরম স্নেহাস্পদ নদের তুলাল 'নিমাই'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্য্য দেখ্‌ছেন, এঁরা দু'জনেই তাঁর পূজা-করা গঙ্গাজল ও তুলসী পরমানন্দে সেবন করছেন,—দু'জনেই ঊর্দ্ধ-বাহু হয়ে 'হরি হরি' বল্‌ছেন,—দু'জনেই প্রেমানন্দে কখনও অঝোর ধারায় কাঁদছেন, কখনও অট্ট অট্ট হাসছেন,—আবার কখনও দুই জনেই মহারুদ্র-প্রায় সিংহ-নিনাদ করছেন।

সহসা এ-দৃশ্যের পট পরিবর্ত্তন হল।

আচার্য্য দেখ্‌লেন,—সেথায় পড়ে আছেন একা নিমাই,

—মূর্চ্ছিত হয়ে,

—ধরণীর বুকে।

নিমাইয়ের এই মূর্চ্ছার সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,— "পরম-ভক্ত অদ্বৈতের ভক্তি-ময় কলেবর দর্শন কোরে নিমাই আনন্দে মূর্চ্ছা গেছেন।"

"অদ্বৈত দেখিল গিয়া প্রভু-দুই-জন।
বসিয়া করেন জল-তুলসী সেবন ॥
* * *
অদ্বৈত দেখিবা মাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর।
পড়িল মূর্চ্ছিত হই পৃথিবী উপর ॥" (চৈঃ ভাঃ)

এক পরম হুঙ্কার দিলেন আচার্য্য।

বড় আনন্দ, আজ তাঁর বড় আনন্দ,—তাঁর ডাক শুনেছেন তাঁর ইষ্ট।

এসেছেন, তবে এসেছেন নেমে,—ধরণীর বুকে,—তাঁর প্রাণনাথ গোলকপতি শ্রীকৃষ্ণ!—দরদর ধারায় অদ্বৈতের চোখ দিয়ে নাম্‌লো আনন্দের শ্রীধারা।

বড় করুণা, বড় করুণা তাঁর ইষ্টের, তাই করুণাভরে আজ দেখিয়েছেন,—যে 'কৃষ্ণ', সেই 'গৌর',—'কৃষ্ণ' এবার 'গৌর' হয়ে এসেছেন।

'কৃষ্ণ' ও 'গৌর',—এ দুই বিগ্রহই তাই আচার্য্যের প্রভু,

—প্রাণনাথ,

—ধ্যানের বস্তু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিঃসংশয়ে এ-তত্ত্ব বুঝে নিয়ে মনে মনে বলেন আচার্য্য,—

"আরে আরে চোরা!—আর যাবি কোথা? এতদিন নিজেকে গোপন কোরে ভাঁড়িয়েছিস তোর অদ্বৈতকে।—দাঁড়া রে দাঁড়া!—চোরের ধন চুরী করতে অদ্বৈত জানে। তোর সম্পদ আজ চুরী করবো, লুণ্ঠন করবো,—এখনই,—এখানেই।"

অদ্বৈত সত্বর নিয়ে এলেন পাদ্য, অর্ঘ, আচমনি প্রভৃতি পূজার যত সজ্জ—মূর্চ্ছিত নিমাইসুন্দরের চরণ-প্রান্তে বসে সে-রাঙ্গাচরণ দু'খানি পূজা করলেন আত্মহারা হয়ে,—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ দিয়ে সে-চরণে আরতি করলেন,—

—প্রণাম করলেন ভক্তিভরে,
—উদাত্ত-কণ্ঠে প্রণাম-মন্ত্র বললেন,

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"
(প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব)

—শেষে প্রাণের আকুতি সে-চরণে নিবেদন করলেন অজস্র প্রেমাশ্রুতে।

মরি মরি!—ভগবানের শ্রীপদ,—ভক্তের সম্পদ। এই সম্পদের অধিকারী হয়ে,—জগতের শ্রেষ্ঠ ধনী সে।

অদ্বৈতের কাণ্ড দেখে গদাধর কিন্তু আর থাকতে পারলেন না, বল্‌লেন,—"একি আচার্য্য! বর্ষীয়ান আপনি, করছেন কি? নিমাই-পণ্ডিত যে আপনার পুত্রের সমান?—তাঁর চরণ-পূজা কি আপনার সাজে?"

"হাঃ হাঃ হাঃ"—উচ্চ-হাস্যে হেসে উঠ্‌লেন অদ্বৈত, বল্‌লেন,—"হাঁ হাঁ, পুত্রই বটে! কে পুত্র, কে পিতা,—আর দিনকতক পরেই বুঝবে।"

অদ্বৈতের কথা শুনে বড় বিস্মিত হলেন গদাধর, ভাবেন,—"তবে সত্যই কি শ্রীভগবান নিমাইসুন্দর-রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন!"

৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতক্ষণে নিমাই-পণ্ডিতের চেতনা ফিরলো।—চেয়ে দেখেন তাঁর পদ-প্রান্তে বসে আছেন আচার্য্য,—ভাবাবেশে।

ধড়মড় কোরে উঠে বসলেন নিমাই,—প্রণাম করলেন আচার্য্যকে। তারপর দুই হাত জোড় কোরে বল্‌লেন,—"আচার্য্য! মহাভাগ্য আমার আজ আপনার দর্শন পেলাম। আহা! আপনার হৃদয়ে নিরন্তর প্রকাশ হয় শ্রীকৃষ্ণের, তাই আপনার কৃপা হলে জিহ্বা কৃষ্ণনামে স্বতঃই নৃত্য করে। আপনি ইচ্ছা করলে ভব-পাশ হোতে মুক্তি দিতে পারেন। আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থী। আমাকে আপনার একান্ত আপনজন বলে জানবেন।"

নিমাইয়ের কথা শুনে অদ্বৈত বলেন মনে মনে,—

"আরে আরে চোরা! এত ভারিভুরি এখনও করিস কিসের? তোর চোরাইয়ের ওপর বাটপাড়ী তোর অদ্বৈত পূর্ব্বেই কোরে রেখেছে যে!"

প্রকাশ্যে বললেন,—

"বটেই তো, বটেই তো বিশ্বম্ভর,—তুমি আপন-জনই তো! তোমার সঙ্গ আর কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ এই তো আমার নিরন্তর কামনা-বাসনা। হ্যাঁ, তা বল্‌ছিলাম কি, বৈষ্ণবদের বড় ইচ্ছা তারা তোমাকে নিয়ে কীর্ত্তন করে,—আর আমার ইচ্ছাও তাই। কি বল, —রাজী তো?"

নিমাই রাজী হলেন সানন্দে,—বিদায় নিয়ে ফিরলেন গদাধরের সঙ্গে।

কিন্তু একি!—এত গম্ভীর হয়ে পড়লেন কেন আচার্য্য!—কি এক গভীর চিন্তায় যেন সহসা তিনি নিমগ্ন হলেন।

চিন্তার কারণ?

দ্বিধা জেগেছে।

কিসের দ্বিধা?

নিমাইয়ের দৈন্য-ভাব অদ্বৈতের মনে সংশয় এনেছে। ভাবছেন তিনি,—"নিমাইয়ের এত দীন-ভাব কেন? যিনি এসেছেন জীব তরাতে তিনি নিজের উদ্ধারের জন্যে এত কাতর কেন? তবে কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান আত্মপ্রকাশ করতে চাইছেন না ? অথবা ভক্ত-অদ্বৈতকে তিনি ছলনা করছেন ?”

অনেক ভেবে-চিন্তে, মনের দ্বন্দ্ব ঘোচাতে অদ্বৈত এক উপায় স্থির করলেন। এখন নবদ্বীপে তিনি থাকবেন না, শান্তিপুরে যাবেন,—দেখবেন, তাঁর প্রভু নিজেকে ধরা দেন কিনা। নিমাই যদি সত্যই তাঁর আরাধ্য ইষ্ট হন, সেবক অদ্বৈতকে অবশ্যই শান্তিপুর হতে নিজের পাশে টেনে আনবেন। ভক্তকে অনুগ্রহ,—ভগবানকে করতেই হবে যে! ভক্তের কাছে,—ভগবানকে ধরা দিতেই হবে যে!

এই ভেবে অদ্বৈত শান্তিপুরে চলে গেলেন নবদ্বীপ ছেড়ে,
নিমাইয়ের ভগবত্তা পরীক্ষা করতে,
মনের সংশয় মেটাতে।

প্রাসঙ্গিকী :—

(১) কিন্তু পরম-জ্ঞানী, পরম-ভক্ত অদ্বৈতের মনে এ-দ্বিধা কেন ?

অদ্বৈতের সম্বন্ধে কোনও লঘু-চিন্তা হতে জগতকে সাবধান করতে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

“অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবারে শক্তি কার।
যার শক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার॥
এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
অদ্বৈতের সেবা তার নিষ্ফল নিশ্চিত॥” (চৈঃ ভাঃ)

(২) কিন্তু শ্রীভগবানকেই তো সকলে প্রণাম করে,—ভগবানের আবার প্রণম্য কে ?

শ্রীনিমাইসুন্দর যদি ভগবান, তবে তাঁর ভক্ত অদ্বৈতকে তিনি প্রণাম করলেন,—এ কেমন কথা ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—
ভগবানও প্রণাম করেন বৈ কি !
তিনি প্রণাম করেন তাঁর ভক্তকে,
প্রণাম করেন ভক্তকে গৌরব দিতে।

ভক্ত যেরূপ আচরণ করে,—প্রভুও অনুরূপ আচরণ ভক্তকে যে দেখিয়ে থাকেন !

"ভক্তে বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করেন আপনে ॥" (চৈঃ ভাঃ)

ভক্ত ভগবানকে প্রণাম করেন, ভগবান ভক্তকে প্রণাম করেন,—প্রণামের এ অপরূপ আদান-প্রদান লীলার মহিমা অপার।

এ-লীলা শ্রীভগবানের ভগবত্তার মহিমময় মধুর প্রকাশ,
এ-লীলা ঘোষণা করে ভক্তের জয়,
এ-লীলা প্রমাণ করে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চব্বিশ

শ্রীঅদ্বৈতের আবির্ভাব বৃত্তান্ত :—

"শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ" পুস্তকের ছায়াবলম্বনে গ্রথিত শ্রীঅদ্বৈতের আবির্ভাব বৃত্তান্তটি এই :—

শ্রীমহাদেব,—সদানন্দময় যিনি, তাঁর শ্রীবদনে আজ বিষণ্ণতার ছাপ কেন?—তাঁর অন্তর হতে সকল আনন্দ যেন মুছে গেছে। বড় গম্ভীর তিনি,—কি এক গভীর চিন্তায় এখন নিরন্তর নিমগ্ন হয়ে রয়েছেন।

তবে কি সঙ্কটে পড়েছেন দেব-মণ্ডলী, হয়েছে কি স্বর্গ-রাজ্যে কোনও যোগী-অসুরের অভিযান যা হতে দেববৃন্দকে পরিত্রাণ করতে এত চিন্তিত তিনি?—কিন্তু ত্রিশূলধারী সংহার-কর্ত্তা যিনি রুদ্র শঙ্কর,—তাঁর পক্ষে অসুর-দলন কোনও সমস্যার কথা নয়। তবে কি আপন-ভোলা মহাদেব কোনও ভক্তকে অবাঞ্ছিত এক 'বর'-দান কোরে নিজেই বিব্রত হয়ে সমস্যার সমাধানে মগ্ন হয়েছেন?

না, না,—এ-সব কিছু নয়। মহাদেবের হৃদয় কেঁদেছে,—পাপময় কলিযুগে পৃথিবীর মানুষের দুঃখের সমবেদনায় তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত হয়েছে,—কলিহত জীবের উদ্ধারের চিন্তায় বিভোর তিনি। মায়াবৃত হয়ে মানুষ তার জীবনের লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, তুচ্ছ বাহ্যেন্দ্রিয় সুখে প্রমত্ত হয়ে পড়েছে,—রোগীর কুপথ্যে আসক্তির মতই সংসারে এদের দৃঢ় আসক্তি জন্মেছে,—বেদপথ ত্যাগ কোরে কতকলোক আবার বৌদ্ধাচারানুগত ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখসর্ব্বস্ব তন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পঞ্চ'ম'কারে লিপ্ত হয়েছে,—আর এ সকল কারণে কর্ম্ম বদ্ধ হয়ে জন্মে জন্মে মানুষ ভোগ করছে নরক যন্ত্রণা। পৃথিবীতে আজ সর্ব্বত্র অশান্তি,—প্রতি হৃদয়ে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। চারিদিকে পাপ, হিংসা, আর শঠতা, প্রায়শঃ মানুষের বুকে পাপের ছবি, মুখে সব বক-ধার্ম্মিক,—অধিকাংশের বুদ্ধি মলিন, ওপরে নকল চাকৃচিক্য,—এ সকলই অশান্তির বহ্নি-শিখার ইন্ধন-স্বরূপ, তাই সে-বহ্নির লেলিহান শিখা চারিদিকে বিস্তৃত হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়েছে। পাণ্ডিত্যের গভীরতা যেখানে আছে,—মানবিকতা সেখানে নেই। কৃত্রিমতা,—জীবনকে সমাদর করেছে। ধর্ম্মরূপী বৃষের ত্রিপাদ একেবারে নেই, অবশিষ্ট একপাদ যা আছে তাও ভগ্ন,—তাই ধর্ম্ম চলচ্ছক্তিহীন। সদাচার কুসংস্কাররূপে গণ্য হয়েছে তাই পরিত্যক্ত,—শাস্ত্র দেশের অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই অনাদৃত,—ধর্ম্মে বিদ্বেষ প্রগতি খ্যাতিতে সমাদৃত,—বিধি-নিষেধের গণ্ডী লঙ্ঘনই পৌরুষত্বের প্রকাশ,—প্রাণহীন শুষ্ক আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম, ধর্ম্মের অভিব্যক্তি হয়েছে।

শ্রীভগবানের প্রকাশস্থলী যে-ভারতভূমি, যে-ভারতভূমির গৌরবের ধন হল সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, সেই ভারতভূমি হতে ধর্ম্ম এখন নিরুদ্দেশ-প্রায়। ধর্ম্মের কথা কোথাও যদি-বা হয় সেখানে ধর্ম্মের উপদেশ্য কপট—উপদেষ্টা শঠ। যোগমার্গের প্রথম সোপান ব্রহ্মচর্য্য অভিধান গত এক শব্দ মাত্র হয়েছে,—অষ্টাঙ্গ সাধন বহু দূরের কথা। ভক্তি,-আকাশ কুসুম। শ্রীভগবানে বিশ্বাস,—অলীক কল্পনার বিলাস মাত্র। শ্রীভগবানের নামোচ্চারণ,—বিপর্য্যয় সাপেক্ষ। ধ্যান-ধারণা,—সুদূর পরাহত। জীবনে জীবন যোগ কোথাও নেই,—সর্ব্বত্র বিয়োগের রাজত্ব চলেছে।

ক্ষীণপুণ্য মানুষের এ-দুর্দ্দশা দেখে বড় দুঃখে মহাদেবের চোখে তাই জল, মুখ গম্ভীর ও বিষাদময়,—এ-পঙ্ক হতে মানুষের উদ্ধারের চিন্তায় নিমগ্ন তিনি। ভেবে কুল-কিনারা না পেয়ে, শেষে মহাদেব গেলেন যোগমায়ার কাছে,—উদ্ধারের বিষয়ে আলোচনা করতে। আলোচনার ফলে তিনি বুঝলেন,—শ্রীভগবান ছাড়া জীব উদ্ধারের শক্তি অন্য কারোও নেই।—"হরি বিনু জীব নিস্তারিতে নাহি কেহ।"

জীব-নিস্তারে এই নিশ্চিত উপায় পেয়ে মহাদেব গেলেন—'কারণ' সমুদ্রের তীরে। মহাযোগী তিনি, সমুদ্র-তটে যোগাসনে বসে জীবের মঙ্গলের জন্যে সুরু করলেন তপস্যা। সাতশত বৎসর অতীত হয়ে গেল,—একাসনে তপস্যায় মগ্ন শ্রীশঙ্কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতদিনে তুষ্ট হলেন মহাবিষ্ণু,—দর্শন দিলেন মহাদেবকে। মহাদেব তখন প্রাণভরে স্তব করলেন শ্রীনারায়ণের, অর্থাৎ মহাবিষ্ণুর। বড় প্রীত হয়ে নারায়ণ তখন বল্লেন,—

"মহাবিষ্ণু কহে "তুহু" নহ আর কেহ।
তোর মোর এক আত্মা ভিন্ন মাত্র দেহ॥"

—এই বলে তিনি নিবীড় আলিঙ্গনে মহাদেবকে আপন বক্ষে দৃঢ়-ভাবে জড়িয়ে ধরলেন। সে-আলিঙ্গনের দৃঢ়-নিষ্পেষনে দুই দেহ লীন হয়ে একটি বিগ্রহ হল,—'হরিহর' বিগ্রহ।

"এত কহি পঞ্চাননে কৈলা আলিঙ্গন।
দুই দেহ এক হৈল কে জানে তার মন॥"

সেই মুহূর্তে ঘট্‌লো এক অচিন্ত্য ঘটনা,—অপূর্ব্ব,—অদ্ভুত।

কে যেন এক "শুদ্ধ স্বর্ণবর্ণ অঙ্গ উজ্জ্বল বরণ" পুরুষ সেখানে উদয় হলেন,—আর স্বর্ণকান্তি সেই পুরুষকে দর্শন কোরে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলে হুঙ্কার দিতে থাকেন এই যুগলিত মূর্ত্তি,—শ্রীহরিহর।

এই সময়ে এক দৈববণী হল,—

"শুন মহাবিষ্ণু তুমি এ হেন মূর্ত্তিতে।
অবতীর্ণ হও আগে লাভার গর্ভেতে॥
পাছে মুই অবতীর্ণ হইমু নদীয়ায়।
শচী জগন্নাথ ঘরে দেখিবে আমায়॥"

—এই দৈববাণী শুনে মহাবিষ্ণু শিবাভিন্ন হয়েই অর্থাৎ 'হরিহর' মূর্ত্তিতেই স্থিত হলেন লাভাদেবীরগর্ভেতে,—শান্তিপুরে।—গর্ভবতী হলেন লাভাঠাকুরাণী।

গর্ভাবস্থায় লাভাঠাকুরাণী একদিন একটি স্বপ্ন দেখলেন—অদ্ভুত সে স্বপ্ন কাহিনী।

স্বপ্নে দেখেন তিনি—

"তাঁর হৃদয় কমলে উদয় হয়েছেন দিব্যপ্রভাময় 'হরিহর' মূর্ত্তি। সে-মূর্ত্তি দু'বাহু উর্দ্ধে তুলে নেচে নেচে 'হরেকৃষ্ণ' সংকীর্ত্তন করছেন। সে সুর কী মিষ্টি-মধুর!—ভক্তির মন্দাকিনী-ধারা যেন ঝরে ঝরে পড়ছে। সে নৃত্যের কী মাধুরি!—'আনন্দ' যেন স্বরূপ মূর্ত্তি ধরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাচছেন। তাঁর চোখের শ্রীধারা কী অবিশ্রান্ত!—যেন সেই অধরাকে ধরার জন্যে হৃদয়ের ভক্তি-রস নিঙড়ে নিঙড়ে অর্ঘ দিচ্ছেন। সে-ধারা—প্রেমধারা। প্রেমধারার অবিশ্রান্ত ধারা,—ঝরে শ্রাবণ-ধারায়।

'হরে কৃষ্ণ' সংকীর্ত্তন শুনে সেখানে এলেন সূর্য-তনয় শ্রীযমরাজ। হরিহর বিগ্রহকে প্রণাম কোরে তিনি বল্‌লেন,—"প্রভু!—এই তামস কলিযুগে আপনার আবির্ভাবের কারণ তো বুঝলাম না?—এ যে অচিন্তনীয়,—অত্যাশ্চর্য! কিন্তু একবার ভেবে দেখেছেন কি, আপনার আবির্ভাব হলে আমার অধিকার বিলুপ্ত হবে? আপনার দর্শনেই লোকে মুক্তি পাবে আর আমার অধিকারেরও তখন সমাপ্তি ঘটবে। তাই নিবেদন জানাই প্রভু, আপনি অপ্রকট হোন,—আপনার এ-দাসের সঙ্কট মোচন করুন।"

যমরাজের কথা শুনে মৃদু হাসলেন শ্রীহরিহর,বললেন,—"ধর্ম্মরাজ এত ভ্রম কেন তোমার? পাপীর পাপের মূল কারণ অনুসন্ধান না কোরে তাকে শাস্তি দেবার জন্যে এত ব্যাগ্র কেন? সাধু-জ্ঞান যার পর-দুঃখে সে দুঃখ বোধ করে। আর যদি বল জীব তার কর্ম্মফলে দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করে, তবে জেনো, এবার আমি দেবো তাদের এক মহামন্ত্র,—যে মন্ত্রের সাধনে কর্ম্মফল হতে তারা অব্যাহতি পাবে, উদয় হবে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি—আর এই আমার পণ জেনো। সে মহামন্ত্র হল,—'হরিনাম'। এই চিন্ময় 'নাম' কলিহত জীবকে এবার শেখাবো,—পাপ-পঙ্ক হতে তাদের উদ্ধার করবো। কলিযুগে আমার আবির্ভাবের এই হল কারণ, আর এই কারণেই সাধুগণ কলিযুগকে ধন্য বল্‌বে। এ-ছাড়া আর একটি সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমি করেছি,—শোন—মন দিয়ে শোন। সে প্রতিজ্ঞা হল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর সঙ্গোপাঙ্গে আমি অবতীর্ণ করাবো পৃথিবীতে,—এই কলিযুগে। এবার তিনি আসবেন প্রেমাবতার হয়ে,—তাঁর প্রেম-বন্যায় জগত ভাসবে,—উদ্ধার হবে জীব। আর এই কারণে কলিযুগ,—শ্রেষ্ঠ যুগ বলে কীর্ত্তিত হবে।" —এই বলে একটু থেমে শ্রীহরিহর মৃদু হেসে বললেন,—"কিন্তু ভয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেয়োনা। ধর্ম্মরাজ !—এতেও তোমার অধিকার কিন্তু ক্ষুণ্ণ হবে না,—কারণ নিন্দুক-পাষণ্ডী যারা, জেনো,—তাদের উদ্ধার নেই। তাদের উপর তোমার অধিকার চিরদিনই থাকবে।"

"আর এক সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা মোর হয়।
স্বয়ং ভগবানে প্রকট করিমু নিশ্চয় ॥
সাঙ্গোপাঙ্গে মহাপ্রভু হৈব অবতীর্ণ।
শুদ্ধ প্রেমবন্যায় দেশ হৈব পরিপূর্ণ ॥
ইথেহ না ঘুচিবেক তুয়া অধিকার।
নিন্দুক পাষণ্ডীগণ না হৈবে উদ্ধার ॥"

এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন যমরাজ,—হরিহরের পদধূলি নিয়ে বিদায় নিলেন।—স্বপ্ন ভঙ্গ হল লাভাদেবির।

সাধ্বী লাভাদেবীর দশমাস গর্ভাধানের পর,—"মাঘী সপ্তমীতে প্রভু প্রকট হৈলা,"—অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈতের আবির্ভাব হল পৃথিবীতে,—শান্তিপুরে।

সুতরাং 'হরি' ও 'হর' অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ বা মহাবিষ্ণু এবং মহাদেব,—এই দুই মিলিত বিগ্রহ হলেন শ্রীঅদ্বৈত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঁচিশ

কিন্তু কমলাক্ষ মিশ্রের নাম,—শ্রীঅদ্বৈত হল কেমন করে ?

শ্রীকমলাক্ষ তখন যৌবনোত্তীর্ণ হয়েছেন যখন এই অবতারণা সংঘটিত হয়।

অবতারণাটি এই ঃ—

শ্যামাদাস দেবশর্ম্মা গেছেন কাশীধামে বিদ্যার্থী হয়ে,—অধ্যয়নে বিদ্যার্জ্জন করতে নয়, তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট কোরে শাস্ত্রে সিদ্ধাই হোতে।

জ্ঞানের আকর,—কাশীশ্বর শ্রীবিশ্বনাথ। মনের কামনা পূর্ণ করতে শ্যামাদাস নিত্য যান পতিতপাবনী সুরধুনীতে ব্রাহ্মমুহূর্তে,—স্নান সেরে গঙ্গাজল ও বিল্বদলে নিত্য তিনি ভক্তিভরে পূজা করেন আশুতোষকে।

তুষ্ট হলেন আশুতোষ।—একদিন শেষরাতে শ্যামাদাসকে দেখা দিয়ে আজ্ঞা দিলেন 'বর' প্রার্থনা করতে। আপন কামনা মতো শ্যামাদাস চাইলেন 'শাস্ত্রে দিগ্বিজয়ী' হবার বর।

"তথাস্তু"—বর দিলেন শঙ্কর,—"শুধু আমি ছাড়া অন্য সকল পণ্ডিতকেই তুমি পরাজিত করবে,—পাবে 'দ্বিগ্বিজয়ী' খ্যাতি"—এই বলে শ্রীশঙ্কর অন্তর্দ্ধান হলেন।

> "দ্বিজ তোর তপোবৃক্ষ হৈল ফলবান।
> তব জিহ্বায় সরস্বতী কৈলা অধিষ্ঠান॥
> আমা বিনে সুধীগণে হঞা সত্যজয়ী।
> ভূভারতে নাম তোর হবে দিগ্বিজয়ী॥"

শিব-বরে শ্যামাদাস শ্রীবিশ্বনাথের 'জয়' দিয়ে কাশী হতে বাহির হলেন দিগ্বিজয়-অভিযানে। একে একে ভারতের সকল দেশ তিনি পর্যটন করতে থাকেন, আহ্বান করেন প্রতি দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে শাস্ত্রসমরে,—মুহূর্তে তাঁদের নিরুত্তর করিয়ে লিখিয়ে নেন 'জয়-পত্র'। এমনি কোরে শ্যামাদাস অদায় করেন যশ,—প্রদান করেন সকল দেশের পণ্ডিতবর্গকে তাঁদের পাণ্ডিত্যের অপযশ। দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়লো শ্যামাদাসের পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তি—শেষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন হল কোনও দেশে তিনি পৌঁছবার পূর্ব্বে সেখানে পৌঁছায় তাঁর কীর্ত্তি,—ঘোষিত হয় লোকের মুখে মুখে।

এ-প্রসঙ্গে, শ্রুত এক পৌরাণিক কাহিনী এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কাহিনীটি এই ঃ—

"ত্রেতায় হরধনু ভঙ্গের সময়ে সীতাদেবী, লজ্জাদেবি ও কীর্ত্তিদেবী তিন জনেই শ্রীরামচন্দ্রের প্রণয় প্রার্থিনী হয়েছিলেন। শৈবধনু ভঙ্গ কোরে শ্রীরামচন্দ্র গ্রহণ করলেন সীতাদেবীকে। লজ্জাদেবি তখন বরণ করলেন সভাস্থ পরাজিত রাজন্যবর্গকে। নিরুপায়া হলেন কীর্ত্তিদেবী, কারণ সে সভায় তখন অন্য গ্রাহক আর ছিল না। কীর্ত্তিদেবী তখন সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রকেই মনে মনে বরণ করলেন, কিন্তু সঙ্গিনী হতে না পেরে উন্মাদিনীর মতন ভারতের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে ভ্রমন করতে লাগলেন,—ঘোষণা করতে লাগলেন তাঁর মানসপতি শ্রীরামচন্দ্রের যশ।"

শিব-বরে শাস্ত্রে-গরীয়ান শ্যামাদাসের অবস্থাও—অনুরূপই। শাস্ত্র-যুদ্ধের পর বিজয়লক্ষ্মী সঙ্গিনী হন শ্যামাদাসের,—লজ্জাদেবী আশ্রয় করেন পরাজিত পণ্ডিতবর্গকে,—আর কীর্ত্তিদেবী সর্ব্বত্র প্রচার কোরে বেড়ান শ্যামাদাসের 'জয়' ও পণ্ডিতবর্গের 'পরাজয়'-বার্ত্তা।

'জয়ের' ওপর কিন্তু শ্যামাদাসের ক্রমশঃ এল বিতৃষ্ণা। সহজেই তিনি জয়লাভ করেন,—পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ মীমাংসা হয়ে যায় কয়েক মুহূর্ত্তেই,—বিচারে তাই তিনি তৃপ্তি পান না। বড় অতৃপ্তি এখন তাঁর মনে, ভাবেন,—"হায়! বিদ্যা-প্রসবিণী প্রাচ্যভূমি তবে কি এখন পণ্ডিত-শূণ্যা! এ-অতৃপ্তির অসহ্য জ্বালা হোতে তবে মুক্তি পাবো কেমন করে?—কে সেই পণ্ডিতপ্রবর যাঁর কাছে এ-জ্বালা জুড়াবো,—হায় কোথায় মিলবে তাঁর দর্শন?"

ভ্রমণ করতে করতে শ্যামাদাস এবার এসেছেন নবদ্বীপে।

নবদ্বীপ!—বাক্‌দেবীর পীঠস্থান। শ্যামাদাসের জ্বালা এখানে জুড়োতেও-বা পারে,—তাঁর বিচার-কণ্ডুয়ণের অসহ্য-জ্বালার প্রলেপ এখানে মিলতেও বা পারে,—লাভ করতেও-বা পারেন পরম-তৃপ্তি—পেতে পারেন এখানে শান্তি যা মানুষের একান্ত কামনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্যামাদাস শুনলেন নবদ্বীপের অপর পারে শান্তিপুরে আছেন সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, কুশাগ্রবুদ্ধি এক পণ্ডিত,—নাম তাঁর কমলাক্ষ মিশ্র, —উপাধি বেদপঞ্চানন।

নেচে উঠলো শ্যামাদাসের মন,—সেই ক্ষণে সোৎসাহে তিনি যাত্রা করলেন শান্তিপুরে, সত্বর এসে পেঁছিলেন শ্রীকমলাক্ষের ভবনে। কমলাক্ষ তখন জপে মগ্ন,—তুলসী-বেদীর সম্মুখে তিনি অষ্টদশাক্ষর-যুক্ত শ্রীগোপালমন্ত্র জপ্ করছেন।

"প্রভুপাদ শ্রীতুলসী দেবীর সমীপে।
যোগাসনে বসি শ্রীগোপালমন্ত্র জপে॥"

—শ্যামাদাসের আগমন তিনি টেরও পেলেন না।

শ্যামাদাস দেখলেন কমলাক্ষ ধ্যানে মগ্ন রয়েছেন, কিন্তু বিচার কণ্ডুয়নের অসহ্য জ্বালায় শিষ্ঠাচারের কোনও অপেক্ষা তিনি রাখতে পারলেন না,—উচ্চকণ্ঠে সুরু করলেন তুলসীর মাহাত্ম্য বর্ণনা যার ভাবার্থ হল,—

'পুস্কর প্রভাস কুরুক্ষেত্র আদি তীর্থ।
শ্রীযমুনা গঙ্গা আদি পুণ্যতোয়া যত॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি দেবতা সকলে।
বসতি করয়ে সদা তুলসীর দলে॥
দর্শিতা তুলসীদেবী পাপসংঘমর্দ্দিনী।
স্পর্শিতা তুলসীরাণী সর্ব্বদেহপাবনী॥ (পাবন=শোধন)
বন্দিতা তুলসীদেবী রোগবৃন্দনাশিনী।
স্নাপিতা তুলসীকৃষ্ণ অন্তক ত্রাসিনী॥ (অন্তক=যম)
রোপিতা তুলসীদেবী কৃষ্ণ-অঙ্গ অর্পিনী।
অর্পিতা তুলসী কৃষ্ণে জীবন্মুক্ত দায়িনী॥
এই তুলসী পদে মোর নমস্কার।
অতুলসী দ্রব্য বিষ্ণু না করে আহার॥"

এবার ধ্যান ভঙ্গ হল কমলাক্ষের,—চোখ চেয়ে তিনি দেখলেন শ্যামাদাসকে। এতে শ্যামাদাস বড় উৎসাহিত হলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসাহের সঙ্গে এবার বলতে সুরু করলেন গঙ্গার মাহাত্ম্য-সূচক শ্লোক,—মুখে মুখে রচনা কোরে বলে গেলেন—বললেন ঝটিত বেগে। এ-শ্লোকের ভাবার্থ হল :—

"দিগ্বিজয়ী কহে গঙ্গার মহিমা অপার।
বিষ্ণুপদে জন্মি বিষ্ণুপদী নাম তার॥
মহাদেবের জটায় যাঁর সর্ব্বদা বিহার।
ব্রহ্মা যাঁরে পূজে দিয়া নানা উপহার॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে করিয়া নিস্তার।
মন্দাকিনী হৈলা ধরার কণ্ঠ-মনি-হার॥
জহ্নুমুনি ধ্যানে জানি গঙ্গাতত্ত্বসার।
আচমন ছলে গঙ্গায় করিল আহার॥
জীবের হিত লাগি পরে করিয়া বিচার।
গঙ্গা দিল নিজ জানু করিয়া বিদার॥
গঙ্গা বিষ্ণুভক্তসমা ধরি জলাকার।
জীব উদ্ধারিতে কৈল শক্তির সঞ্চার॥
শ্রীজাহ্নবী মাতা দয়াগুণের আধার।
স্নাতজন মাত্রের করে ত্রিতাপ সংহার॥
জীবে যদি পান করে গঙ্গা একধার।
নিশ্চয় দেহ অন্ত্যে দিব্য গতি হয় তার॥"

এমনি কোরে বিদ্যা-ভারাক্রান্ত শ্যামাদাস তাঁর বিদ্যার স্ফীতি কিছু লাঘব কোরে ধন্যবাদের আশায় তাকালেন কমলাক্ষের মুখ-পানে,—গর্বিত কটাক্ষে।

অমানী-মানদ কমলাক্ষও বঞ্চিত করলেন না তাঁকে,—কবিতার ভূয়সী প্রশংসা কোরে বললেন,—"হে দিগ্বিজয়ী! স্বর্গস্পর্শী আপনার যশ-তরু চূড়া। শ্রীতুলসী ও গঙ্গার দিব্য মহিমা শুনে প্রীতিরসে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়েছে। দেব-কৃপা ছাড়া এমন পাণ্ডিত্য মানুষে সম্ভব হয় না। কিন্তু কিছু নিবেদন আছে আমার,—শ্রীসুরধুনীর (গঙ্গার) বস্তু-তত্ত্ব বিষয়ে আপনার কবিতায় কিছু ভ্রান্তি দেখা যায়। আপনার কবিতায় সেই মহীয়সীর মহিমা খর্ব্ব হয়েছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গঙ্গার বস্তু-তত্ত্ব সম্বন্ধে বলতে থাকেন, যার ভাবার্থ হল,—

"কিন্তু গঙ্গার বস্তুতত্ত্বে হৈল তুয়া ভ্রম।
দ্রব ব্রহ্মে বল তুমি বিষ্ণুভক্ত সম॥
স্বয়ং ভগবান জীব উদ্ধার কারনে।
দ্রব হঞা গঙ্গানাম করিলা ধারণে॥
একদিন নারায়ণ পঞ্চাননের গানে।
দ্রব হঞা ছিল তাহা পুরাণে বাখানে॥
সুর-তরঙ্গিনী গঙ্গা সাক্ষাৎ দ্রব-ব্রহ্ম।
যার নাম স্মৃতি মাত্রে জীবের নাহি জন্ম॥
ভগবৎ-স্বরূপা শক্তি গঙ্গারূপ ধরে।
শিব মৃত্যুঞ্জয় হৈলা গঙ্গা ধরি শিরে॥
গঙ্গা বিনু কোন কার্য্য না হয় সফল।
ব্রহ্মা যারে পূজি পায় নিজাভীষ্ট ফল॥
সর্ব্বজলে গঙ্গাজ্ঞান করি আবেদন।
অপো নারায়নঃ স্বয়ং কহে শ্রুতিগণ॥
একবর্ষ পরে গঙ্গাজল জীর্ণ পায়।
তাহে মৈলে জীবমাত্র শ্রীবৈকুণ্ঠে যায়॥
গঙ্গায় তুলসীর জল দেয় কৃষ্ণোদ্দেশে।
শ্রীকৃষ্ণ বিক্রীত হয় সে জনের পাশে॥"

শ্রীসুরধুনীর এতত্ত্ব শুনে লজ্জিত হলেন শ্যামাদাস।

ভাবেন তিনি,—"তাই তো!—এ সরল-তত্ত্বে আমার ভ্রান্তি এল কেন? এ তত্ত্ব জটিলও নয়, আমার অজ্ঞাতও নয়,—তবে? কার সে শক্তি আমার সিদ্ধাই-জিহ্বা দিয়ে যে অসিদ্ধান্ত বলায়? হায় হায়!—দিগ্বিজয়ী হয়ে শেষে গৌড়দেশের এক পল্লীগ্রামের পণ্ডিতের কাছে আমার পরাজয় হল! এ লজ্জা এখন ঢাকি কেমন কোরে?"

এম্‌নি চিন্তায় যখন বিভোর শ্যামাদাস, আশা কুহকিনী তাঁর কানে কানে তখন বলে,—"নিরাশ কেন পণ্ডিত? একবার পরাজয় ঘটেছে, পুণরায় জয়ের চেষ্টা কর,—তোমার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার হবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন শ্যামাদাস।

নূতন উদ্যমে সুরু করলেন ব্রহ্মেশ্বর নিরূপন,—স্থাপন করতে চাইলেন ব্রহ্মের নিরাকার-তত্ত্ব—এবার দেখবেন কোন্ শাস্ত্র-যুক্তিতে ব্রহ্মের আকারত্ব নির্ণয় করেন অদ্বৈত। শ্যামাদাস বলেন,—

·········শুন বেদ পঞ্চানন।
সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্ম ইহা বেদের লিখন॥
অতীন্দ্রিয় বস্তু সেই নির্গুন নিরাকার।
নিষ্ক্রিয় পরম ব্রহ্মে নাহিক বিকার॥
তারে তুঁহু সাকার কল্পনা কৈছে কর।
সাকার পদার্থ হয় ইন্দ্রিয় গোচর॥

এর উত্তরে কমলাক্ষ বল্লেন,—

"প্রভু কহে পরং ব্রহ্ম নহে নিরাকার।
শ্রীসচ্চিদানন্দময় অনাদি সাকার॥
সর্ব্বশক্তিমান তিঁহ পরিপূর্ণতম্।
সৃষ্ট্যাদির সেই সর্ব্বকারণ-কারণ॥
অপ্রাকৃত দেহ তাঁর অপ্রাকৃত মন।
অপ্রাকৃত নেত্র তাঁর অপ্রাকৃত গুণ॥
প্রাকৃত গুণের তাহে নাহিক সম্বন্ধ।
তেঁঞি তারে নির্গুন কহয়ে শাস্ত্রবৃন্দ॥
অতীন্দ্রিয় বস্তু সেই নাহিক সংশয়।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয় বেদ্য কভু তিঁহো নয়॥
যৈছে ফল সাকার তার রস নিরাকার।
তৈছে ব্রহ্মের অঙ্গকান্তির নাহিক আকার॥
অপ্রাকৃত ব্রহ্ম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
নিত্য বৃন্দাবনে সদা তাঁর অবস্থান॥
নব কৈশোর নিত্য সর্ব্ব-রসামৃত মূর্ত্তি।
মহাভাব অন্তরঙ্গা শক্তির বশবর্ত্তী॥
অপ্রাকৃত জীব হয় কৃষ্ণভক্তগণ।
ভক্তি-নেত্রে ঐছে রূপ করয়ে দর্শন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম দয়ালু হরি ভক্ত তান প্রাণ।
তেঁই ভক্তজনে করে শুদ্ধ ভক্তিদান॥
শুষ্ক জ্ঞান-পথে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি সুদুর্লভ।
ভক্তিপথে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি অতীব সুলভ॥

ব্রহ্মের সাকারত্বের এই সুসিদ্ধান্ত শুনে, অপার বিস্ময়ে শ্যামাদাস হতবাক্ হয়ে গেলেন, —কমলাক্ষের শ্রীমুখের পানে চোখ তুলে তাকাতেও তাঁর সাহসে আর কুলায় না। অবনত মস্তকে ভাবেন 'একি পরাজয় আমার! শিব বরে শাস্ত্রে সিদ্ধাই আমি, আমি দিগ্বিজয়ী—তবে, তবে কেন এ পরাজয়! ব্যর্থ কি হল তবে শ্রীবিশ্বনাথের বচন!—কিংবা—কিংবা এই বেদপঞ্চাননই স্বয়ং পঞ্চানন!'

এমন সময়ে দৈব-বাণী শুনলেন শ্যামাদাস,—

"হেন কালে আকাশে হৈল দৈব বাণী।
অহে দ্বিজ শুনহ বিচারে ক্ষান্ত মানি॥
সাক্ষাৎ হরিহর এই কমলাক্ষাচার্য্য।
তেঁই ইহার শ্রীঅদ্বৈত নাম হৈল ধার্য্য॥
শিবের নিকটে তোমার হৈল পরাজয়।
অব্যর্থ শিবের বাক্য কভু মিথ্যা নয়॥"

দৈববাণী শুনে উর্দ্ধে তাকালেন তিনি, কিন্তু—"উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করি নাহি দেখেন রূপ" প্রতীত হল শ্যামাদাসের,—

"......ইহো সত্য স্বয়ং হরিহর।
ইহার সহিত তর্ক মহাপাপকর॥"

অতি শ্রদ্ধায় এবার শ্যামাদাস বলেন,—"হে অদ্বৈত প্রভু! দয়া কর মোরে।"

কৃপাময় শ্রীঅদ্বৈত তখন আপন,—"সিদ্ধমূর্ত্তি দেখাইলা অতি চমৎকার।"

আর সে মূর্ত্তি—

"দেখি শ্যামাদাস হৈলা প্রেমে কম্পমান।
কান্দে হাসে নাচে গায় হরেকৃষ্ণ নাম॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন হতে শ্রীকমলাক্ষ পরিচিত হলেন,—শ্রীঅদ্বৈত নামে।

এরপর শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নিকটে দীক্ষা নিলেন শ্যামাদাস।

অদ্বৈত তাকে 'কৃষ্ণমন্ত্রে' দীক্ষিত করলেন,—কৃষ্ণার্চ্চনের প্রণালী বলে দিলেন,—আর সেই হতে শ্যামাদাস "শ্রীমদ্ভাগবত পড়ি প্রেম-মগ্ন হৈলা।"

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ভাগবত-প্রেমিক শ্যামাদাসকে 'ভাগবতাচার্য্য' উপাধিতে বিভূষিত করলেন। শ্রীঅদ্বৈতের কৃপা-পাত্র হয়ে 'শ্যামাদাস' এম্‌নি কোরে পরিণত হলেন,—'শ্যাম-দাস'-এ।

এম্‌নি করেই 'জড়'-আকার লুপ্ত হয়ে বুঝি পরিণত হয়,—'চিৎ'-আকারে। এমনি করেই বুঝি "দীক্ষাকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।"

(উক্ত কাহিনীটি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য শ্রীঈশান নাগর বিরচিত 'শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ' পুস্তক অনুসারে সংগ্রথিত।)

'অদ্বৈত' নাম-করণ সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন,—

"মহাবিষ্ণুর মহাংশ অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরের অভেদ হইতে অদ্বৈত পূর্ণকাম॥" (চৈঃ চঃ)

অদ্বৈতের 'আচার্য্য' উপাধির সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,—

"জীব নিস্তারিল কৃষ্ণ-ভক্তি করি দান।
গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান॥
ভক্তি উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।
অতএব নাম তাঁর হইল আচার্য্য॥
বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য্য।
দুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত-আচার্য্য॥" (চৈঃ চঃ)

অর্থাৎ, অদ্বৈত হলেন মহাবিষ্ণু বা নারায়ণের প্রধান অংশ, ঈশ্বরের সঙ্গে দ্বৈত বা ভেদ রহিত, তাই তিনি 'অদ্বৈত'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অদ্বৈত-প্রভু গীতা ও ভাগবতে 'ভক্তি' ব্যাখ্যা করেন, ভক্তি উপদেশ ব্যতীত এঁর অন্য কার্য্য নেই,—তাই ইনি 'আচার্য্য'। অদ্বৈতাচার্য্য তাই বৈষ্ণবের গতি ও জগতের শ্রেষ্ঠ।

শ্রীরূপ গোস্বামীর কড়চায় আছে,—

"অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥"

[শ্লোকের অর্থ :—শ্রীহরির সহিত অভেদ, তাই 'অদ্বৈত' এবং 'ভক্তি' উপদেশ দেন, তাই তিনি 'আচার্য্য'। এমন ভক্তাবতার ঈশ্বর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে আশ্রয় করি।]

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ আরও বলেছেন,—

"অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরের অঙ্গবর্য্য।
তাঁর তত্ত্ব নাম গুণ সকল আশ্চর্য্য॥
যাঁহার তুলসী জলে যাঁহার হুঙ্কারে।
সগণ সহিত শ্রীচৈতন্য অবতরে॥" (চৈঃ চঃ)

অর্থাৎ, অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, তাই তাঁর তত্ত্ব, নাম, গুণ সকলই আশ্চর্য্য। জল ও তুলসী হস্তে নিয়ে আচার্য্যের ভক্তিময় হুঙ্কারের কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 'গণ'-সহ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

অদ্বৈতের 'কমলাক্ষ' নাম সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন,—

"কমল নয়নের তেঁহো যাতে অঙ্গ অংশ।
কমলাক্ষ করি ধরে নাম অবতংস॥" (চৈঃ চঃ)
(অবতংস = ভূষণ,
কিরীট হার)

অর্থাৎ, উনি (আচার্য্য) যখন ভগবান কমল-নয়নের অঙ্গ অর্থাৎ অংশ, তখন 'কমলাক্ষ' এই শ্রেষ্ঠ নাম তাঁর যোগ্য ভূষণই হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাব্বিশ

শ্রীবাস আঙ্গিনায় ঃ—

নিত্য কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করেছেন শ্রীবাস। তিনি নিজে এবং মুকুন্দদত্ত, মুরারী, সদাশিব, গদাধর প্রভৃতি ভক্তরা এসে যোগ দিয়েছেন কীর্ত্তনে। শ্রীবাস অঙ্গন এখন হয়েছে—ভক্তদের 'হরি বাসর'।

সন্ধ্যা হতে না হতেই ধূপ-দীপ জ্বলে ওঠে, মৃদঙ্গ ও কাঁসরের ধ্বনি কীর্ত্তনের সূচনা জানিয়ে দেয়, সুরু হয় সুমঙ্গল,—"হরি-সঙ্কীর্ত্তন"। ভক্ত-সঙ্গে নিমাই সুরু করেন মন-প্রাণ-মাতানো 'হরিনাম'।—নামের সাথে সাথে খোল-করতাল ও মন্দিরা-মৃদঙ্গের তালে তালে নিমাইকে ঘিরে সকলে নাচ্‌তে থাকেন কীর্ত্তনের আরোহে ও অবরোহে। এতে নিমাইয়ের নিরুদ্ধ ভাবাবেগ,—পথ পেল প্রকাশের। বাহ্যতঃ নিমাই কিছুটা শান্ত হয়ে উঠ্‌লেন। শচীদেবী ভাব্‌লেন,—'এ মন্দের ভাল'।

কীর্ত্তনের সময়ে নিমাইয়ের চোখ দিয়ে ঝরে শ্রাবণ-ধারায় অশ্রুধারা।—কখনও তিনি খল-খল হাসেন, কখনও বা অট্ট অট্ট। আনন্দের আবেগে কখনও মাটিতে লুটিয়ে পড়েন, গড়াগড়ি দেন ধূলায়,—আবার ওঠেন,—দু'বাহু তুলে নাচ্‌তে থাকেন।—কখনও-বা পুলকের প্রাবল্যে মূর্চ্ছাহত হয়ে সজোরে সশব্দে তিনি মাটিতে পড়েন,—তখন তাঁর দেহ কখনও স্তম্ভাকৃতি ধারণ করে, কখনও বা নবনীর চেয়ে কোমল হয়। আছাড়ের আঘাত সে কোমল অঙ্গে হয় লাগে, না-হয় লাগে না,—নিমাইয়ের সেদিকে হুঁস নেই, ভক্তদের কিন্তু মনে হয়,—'হায় হায়! নিমাই পণ্ডিত বুঝি-বা আছাড় খেয়েই মারা যান।' মূর্চ্ছা-ভঙ্গের পরও নিমাইয়ের চোখ দিয়ে যে প্রবল জলধারা বয়,—তা বর্ণনা করার শক্তি কারোও নেই।

নিমাইয়ের এই অপূর্ব্ব 'ভাব' যাঁরা দেখেন তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে যান,—কেউ আর তখন নিমাইকে মানুষ বলে ভাবতে পারেন না। আপন আপন ভাব ও জ্ঞান অনুযায়ী কেউ বলেন "শুকদেব এসেছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমাই হয়ে," কেউ বলেন "না, না, প্রহ্লাদ এসেছেন," কেউ বলেন "নারদ এসেছেন,"—আবার কেউ বা বলেন "নিমাই হচ্ছেন শ্রীভগবানের অংশ-অবতার"। ভাগবতবর্গের গৃহিণীরা কিন্তু সরল-বিশ্বাসে বলেন,—"স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই জন্মেছেন শচীদেবীর গর্ভে।"

সরলতাই হৃদ্‌মুকুরের স্বচ্ছতা,—এই মুকুরেই তাই প্রতিভাত হয় শ্রীভগবানের রূপ। সরল-প্রাণা ভাগবতবর্গের গৃহিণীরা তাই প্রথমেই জেনেছিলেন,—নিমাইসুন্দরই স্বয়ং শ্রীভগবান। ভক্তি-পথে, —সরল বিশ্বাসই দৃঢ়-ভিত্তি। তাই বচন হয়েছে,—"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর"।

নিমাই এখন সকলকার গলাধরে কাঁদেন আর জিজ্ঞাসা করেন, —"বল্‌তে পারো! কোথায় পাবো আমার মুরলীধর কৃষ্ণকে?" এই এক-প্রশ্নই তিনি শুধান তাঁর সকল আপ্ত স্থানে। আপন জনকে নিমাই জানান তাঁর দুঃখের কথা, বলেন,—"হায় হায়! আমার 'কানাইকে' পেয়েও হারালাম! "—কি বেদনাহত, কি মর্ম্মস্পর্শীই না সে-কণ্ঠস্বর। প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকান নিমাইয়ের পানে, শুনতে চান সে-রহস্যময় কথা,—কোথায় এবং কখন নিমাই পেয়েছিলেন তাঁর প্রাণ 'কানাইকে'।

নিমাই তখন বল্‌তে থাকেন,—"গয়া হতে ফেরার পথে 'কানাইয়ের নাটশালা' নাম গ্রামে পেয়েছিলাম সে কিশোর কানাইকে। আহা!—ভুবন-ভোলানো মধুর হাসি হেসে হেসে, সে এসে আমাকে আলিঙ্গন দিয়েছিল। কিন্তু হায় হায়!—পরমুহূর্ত্তেই কোথায় যে পালালো সে-চিতচোর,—আর পেলাম না খুঁজে।"

সে-কিশোরের বর্ণনা দেন,—

"তমাল বালক এক শ্যামল সুন্দর।
নবগুঞ্জা সহিত কুণ্ডল মনোহর॥ (গুঞ্জা = কুঁচ)
বিচিত্র ময়ূর পুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ লখিতে না পারি॥ (লখিতে = দেখিতে)
হাতেতে মোহন বাঁশী পরম সুন্দর।
চরণে নুপূর শোভে অতি মনোহর॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীলস্তম্ভ জিনি ভুজ রত্ন অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার॥ (শ্রীবৎস = বিষ্ণু)
(কৌস্তুভ = মণিবিশেষ)
কি কহিব সে পীত-ধটির পরিধান। (ধটি = ধুতি ; কটিবসন)
মকরকুণ্ডল শোভে কমল নয়ান॥" (চৈঃ ভাঃ)

—কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করতে করতে 'হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!' বলে নিমাই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন,—তখন যত বৈষ্ণগণ সেখানে থাকেন তাঁরা সকলে মিলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বল্‌তে থাকেন,—আর 'কৃষ্ণ' নামে নিমাইয়ের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়।

নিমাইয়ের মুখে কৃষ্ণের আলিঙ্গন দেওয়ার কথা শুনে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মধুর-রঙ্গে বলেছেন,—'কৃষ্ণ কি শুধু আলিঙ্গনই দিলেন,—কথা কিছু বলেন নি?—নিশ্চয়ই বলেছেন, কিন্তু,—

"কি রূপে কহেন কথা শ্রীগৌরসুন্দরে।
তাঁর কৃপা বিনা কেহ বুঝিতে না পারে॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাইয়ের বাহ্য-জ্ঞান ফিরে এলে বৈষ্ণবগণ বলেন—"ধন্য আমরা,—তোমার পুণ্য সঙ্গ পেয়েছি। নিমাই!—তোমার এই অল্প-সঙ্গে আমরা যে-আনন্দ পাই, ভক্তির যে-তরঙ্গে ভাসি,—সে তুলনায় বৈকুণ্ঠ-ও নগণ্য মনে হয়। আমাদের পালক তুমি, এই নিবেদন জানাই,—কীর্ত্তনে আমাদের নায়ক হয়ে তুমি বিহার কর। পাষণ্ডীদের ব্যাঙ্গ বিদ্রূপে আমাদের অঙ্গে বড় জ্বালা,—তোমার নয়নের ঐ স্নিগ্ধ বারিতে এ-জ্বালা আমাদের জুড়িয়ে দাও!" নিমাই সকলকে আশ্বাস দিয়ে প্রস্থান করেন,—সিংহের মতোই তখন তাঁর গমন ভঙ্গী।

গৃহে এসেও নিমাই থাকেন একই ভাবের ঘোরে। শ্রীনয়নে তাঁর প্রেমের সেই প্রস্রবন, বদনে তাঁর সেই 'কৃষ্ণ'-নাম, আর যাকে দেখেন তাকেই জিজ্ঞাসা করেন,—"বলতে পারো, আমার কৃষ্ণ কোথায়?"—এই বলে "কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ" বলে কাতর করুণ বিলাপ করতে থাকেন। বড় মর্ম্ম-বিদারী সে-বিলাপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কত বা আনন্দ ধারা বহে শ্রীনয়নে।
চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে॥
'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' মাত্র প্রভু বোলে।" (চৈঃ ভাঃ)

—যে যেমন পারে একটা উত্তর দিয়ে নিমাইকে শান্ত করতে চেষ্টা করে,—নিমাই কিন্তু সে-উত্তরে শান্তি পান না,—তাই জিজ্ঞাসাও তাঁর থামে না।

একদিন গদাধর এলেন নিমাইয়ের কাছে,—তাম্বুল নিয়ে। গদাধরকে দেখেই নিমাই সেই এক প্রশ্নই করলেন,—"বলতে পারো, বলতে পারো গদাধর! সেই শ্যামলবরণ পীতবাস কৃষ্ণ আমার আছেন কোথায়?"

নিমাইয়ের আর্ত্তি দেখে গদাধর তখন একপ্রকার স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। —কি বল্‌বেন ভেবে পান না,—হঠাৎ বলে ফেল্লেন,— "তোমার বুক জুড়েই তো আছেন!"

"তাই নাকি, তাই নাকি গদাধর!—ঠিক বল্‌ছো?—আমার বুকের মধ্যে কৃষ্ণ আছেন?"—সোল্লাসে এই কথা বলে নিমাই সেইক্ষণেই নখরাঘাতে আপন বক্ষ বিদীর্ণ করতে থাকেন।—আজ বুক থেকে তিনি বার কোরে আনবেন তাঁর বুকের ধনকে,—নয়ন ভরে আজ দেখবেন তাঁর ব্রজ-রমণ কৃষ্ণ-কিশোরের সে-মধুর মুরলী-বদন।

নিমাইকে বুক-চিরতে দেখে গদাধর তাড়াতাড়ি নিমাইয়ের হাত-দুটী ধরে ফেলে বলেন,—"কর কি, কর কি পণ্ডিত! —ধৈর্য্য ধর, আর একটু ধৈর্য্য ধর,—তোমার কৃষ্ণ এই এলেন বলে।"

"সত্যি গদাধর! —আমার কিশোর কৃষ্ণ আসছেন?—তবে দেখা পাবো তার? —আঃ! —জুড়িয়ে গেল, বুক আমার জুড়িয়ে গেল"—এই বলে শান্ত হয়ে নিমাই গিয়ে বসলেন দ্বারদেশে,— বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে থাকেন সম্মুখপানে ব্যাকুল-ভরা দৃষ্টি নিয়ে,— প্রতি মুহূর্ত্ত যাপন করেন আকুল-উৎকণ্ঠায়,—কৃষ্ণের প্রতিক্ষায়।

অদূরে বসে শচীদেবী দেখ্‌ছেন এ-দৃশ্য, শুন্‌ছেন এ-দুজনার আলাপন। মনে মনে ভাবেন তিনি,—"বাঃ! বালক গদাধরের কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থির-বুদ্ধি! নিমাইয়ের এ-অবস্থায় তার সামনে যেতে আমারই শঙ্কা হয়,—আর বালক হয়ে গদাধর ওকে কেমন সান্ত্বনা দিল!"—গদাধরের ওপর বড় খুসী হলেন শচীদেবী,—মনে মনে তাকে আশীর্ব্বাদ করলেন,—ডেকে ভার দিলেন সে যেন সকল সময়ে নিমাইকে আগ্‌লে রাখে। গদাধর-ও সেই থেকে নিমাইকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন,—কিবা কীর্ত্তনে,—কিবা পর্য্যটনে।

"আই বোলে "বাপ তুমি সর্ব্বদা থাকিবা।
ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোথা না যাইবা॥" (চৈঃ ভাঃ)

কোনো কোনো দিন নিমাইয়ের বাড়ীতে সমবেত হতেন ভক্তগণ। মুকুন্দ হয়তো সেদিন পাঠ করছেন ভাগবত, আর মুকুন্দের ভক্তি-নির্ঝরিনী-কণ্ঠের ভাগবত-শ্লোক শুনে নিমাইয়ের'ভাব'উথ্‌লে উঠতো,—'হরিবোল হরিবোল' বলে নিমাই তখন হুঙ্কার করতে থাকেন। কোনও দিন সন্ধ্যায় নিমাইয়ের বাড়ীতেই কীর্ত্তন বসে। কীর্ত্তন করতে করতে নিমাইয়ের দেহে সুন্দররূপে একই ভাবে প্রকাশিত হয় পুলক, কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ প্রভৃতি প্রেমের যত লক্ষণ, প্রেমে আত্মহারা নিমাই সেই একই প্রবল ধারায় প্রেমাশ্রু-বর্ষণ করেন,—প্রেমোন্মত্ততায় নৃত্য করতে করতে বার বার সশব্দে সেই একই ভাবে আছাড় খান, ওঠেন, আবার নৃত্য করেন,—কখনও মূর্চ্ছা-ভঙ্গে উঠে তেম্‌নি কোরেই আবার কীর্ত্তন ও নৃত্য করেন। কীর্ত্তন করতে করতে কোনো কোনো দিন সারারাতই হয়তো কেটে যায়,—খাওয়ারও হুঁস থাকে না। নিমাইয়ের সঙ্গে যাঁরা কীর্ত্তন করেন তাঁদেরও সেই একই দশা হয়। প্রভাত হলে,—নিমাইয়ের কীর্ত্তনোন্মত্ততা থামে।

এম্‌নি কোরেই নিমাইয়ের কীর্ত্তন চলে শ্রীবাসের আঙ্গিনায় ও শচীর অঙ্গনে।

এখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—"কীর্ত্তনে ভক্তদের দুঃখ নাশ হয়, তাই ভক্তবৎসল প্রভু এবার সুরু করলেন,—'কীর্ত্তন প্রকাশ'।

"আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন প্রকাশ।
সকল ভক্তের দুঃখ হয় দেখি নাশ॥" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাভাশ

নিমাইয়ের ভাবাধীরতা ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে এবং ভাবগুলিই তাঁর অধীন হয়। নিমাইয়ের ঢলঢল অঙ্গ-লাবণি থেকে এখন এক পবিত্র স্নিগ্ধ জ্যোতি যেন ঠিক্‌রে আসে যাকে বলে 'ভক্তি-দ্যুতি', সে-অঙ্গ হতে ভেসে আসে চন্দনের সৌরভ। তাঁর পূত-স্পর্শে ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের সঞ্চার হয়,—তাঁর কীর্ত্তন-শ্রবনে হৃদয়ে বাজতে থাকে কীর্ত্তনের মর্ম্মগত সুর,—তাঁর দর্শনে উদয় হয় ভক্তি। ক্রমশঃ নিমাইয়ের ভক্ত-সংখ্যা বাড়তে থাকে।

কীর্ত্তন নিয়ে কিন্তু নবদ্বীপে এবার আলোচনা সুরু হল।

কেউ বলে,—"কীর্ত্তনের জ্বালায় রাতে ঘুমবারও জো নেই।"

উত্তরে বৈষ্ণবগণ বলেন,—"সময়ের অপব্যয় হতে রক্ষা পাওয়া যায়।"

কেউ বলে,—"দেখছি কীর্ত্তনই দেশের সর্ব্বনাশ করবে।"

বৈষ্ণবগণ উত্তর দেন,—"ভব-বন্ধন নাশ করবে।"

শাস্ত্র-সর্ব্বস্ব পণ্ডিতেরা বলেন,—"এ তো কীর্ত্তন নয়, এ হল শাস্ত্রকে উপেক্ষা দেখিয়ে চিরকেলে উদ্ধত-নিমাইয়ের ঔদ্ধত্য দেখানোর এক নূতন ভঙ্গী। নইলে, ব্রাহ্মণ হয়ে 'জ্ঞান-যোগ' ছেড়ে ধেই ধেই কোরে নাচে? ভাবছে, এতেই বুঝি চতুর্ভুজ দেব্‌তা ওর দুই ভুজের মুঠোয় আস্‌বে,—হুঃ!"

নিমাইয়ের বলে বলীয়ান এখন বৈষ্ণবগন, তাই সাহস-ভরে উত্তর দেন,—"এমন প্রেমমুগ্ধতা, এমন দীনাতিদীন ভাব,—বিদ্যার পরম পরিণতি। আর কীর্ত্তন হল ভগদ্ভক্তি ও কৃষ্ণ-প্রেমানুরাগ প্রকাশের প্রকৃষ্ট উপায়,—এক মধুর সাধনা—শ্রেষ্ট ফলদ। প্রেমের গাঢ়তা অনুসারে,—অভিব্যক্তির বিচিত্র-গভীরতা।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই সব পণ্ডিতেরা যখন নিমাইকে স্বচক্ষে দেখতেন, মুগ্ধ হয়ে যেতেন তাঁর দীনাতিদীন মধুর-স্বভাবে—তাঁদের বিদ্রূপের বাণী তখন রুদ্ধ হয়ে যেতো। ভাব্‌তেন তাঁরা—তবে কি নিমাই পণ্ডিতকে চিন্তে তাঁরা ভুল করছেন? নিমাই পণ্ডিত কি সত্যই অলোকীক সত্বার অধিকারী?—এ ভাব কিন্তু অধিকক্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁদের থাকতো না, বাড়ী ফিরেই ভাবতেন এ সব নিমাইয়ের লোক দেখানি।—এঁদের এই ভাবান্তর বুঝে নিমাই হাসতেন মনে মনে—করুণাভরে।

কীর্ত্তন বিদ্বেষীরা ক্রমশঃ কিন্তু বড় অধৈর্য্য হয়ে উঠলো। সহসা নবদ্বীপে কেমন কোরে যেন রটনা হল,—'মুসলমান রাজা কীর্ত্তনের কথা শুনে বেজায় চটেছেন, দুই নৌকা ভর্ত্তি সৈন্য পাঠাচ্ছেন,—নবদ্বীপের লোকদের শাস্তি দেবেন আর কীর্ত্তনীয়া বৈষ্ণবগুলোকে বেঁধে নিয়ে যাবেন।" এ-কথা শুনে নাগরীকরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, ভয়ে ভয়ে বলে,—"তা আমাদের দোষ কি? যত দোষ তো ওই ব্যাটা শ্রীবাসিয়ার,—এই ব্যাটার চক্রান্তেই তো 'কেত্তন' চলেছে, নইলে এ-ব্যামো নিমাইয়ের কোনও দিন ছিল না। এই বৈষ্ণবগুলোর সঙ্গ-দোষেই নিগাইয়ের আজ এ অবস্থা। দাঁড়াও না, সৈন্যরা এলে এ ব্যাটাকে বেঁধে আমরাই দিয়ে আসবো তাদের হাতে, তখন ব্যাটা বুঝবে বাড়ীতে 'কেত্তন' বসানর ফল।"

"এই মত কথা হৈল নগরে নগরে।
রাজসৈন্য আসিব বৈষ্ণব ধরিবারে॥" (চৈঃ ভাঃ)

রটনাটা ক্রমশঃ জোরালো হল,—পাড়ায় পাড়ায় জটলা পাকিয়ে ঘোরালো কোরে তুললো,—অনেকেই সে কথা বিশ্বাস করলো। বৈষ্ণবগণও এ গুজবে ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন,—নিরন্তর 'গোবিন্দ' নাম স্মরণ করেন আর নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করেন, "উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তনের প্রয়োজনই বা কি? কৃষ্ণের যা ইচ্ছা তাই হবে,—আমরা আর মিছে হৈ চৈ করি কেন?"

রটনাটা নিমাইয়ের কানেও এল। নিমাই কিন্তু নির্ব্বিকার,—মনোহর সাজ সেজে নবদ্বীপের রাজপথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন,—বুঝি-বা ভক্তদের আশ্বাস দিতেই।

"নির্ভয়ে বেড়ায় প্রভু বিশ্বম্ভর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদনসুন্দর॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন।
অরুণ অধর, শোভে কমল নয়ন॥
চাঁচর-চিকুর শোভে পূর্ণ চন্দ্র-মুখ।
স্কন্ধে উপবীত শোভে মনোহর রূপ॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান, অধরে তাম্বুল।" (চৈঃ ভাঃ)

—এম্‌নি সাজে গঙ্গার তীরেও তিনি নিত্য যান,—প্রাণভরে দর্শন করেন ভাগীরথীর সুন্দর স্রোত।

নিমাইয়ের এই বেপরোয়া ভাব দেখে ভয়ে সকলে আঁৎকে ওঠে,—বিদ্বেষীরা করে আলোচনা। কেউ বলে,—"ও বাবা! এ যে দেখি রাজকুমারের মতই বেড়ায় নিমাই!"—কেউ বলে,—"সৈন্যদের আসার কথাটা বোধ হয় ও শোনেনি এখনও,"—কেউ বলে,—"বুঝছো না, বাহাদুরী দেখাচ্ছে!" আর একজন বলে,—"রাজার সৈন্য তো এল বলে,—তখন বুঝবো বাছাধনের সাহস কতো!"

বিদ্বেষীদের মধ্যে একজন পণ্ডিত তো নিমাইকে বলেই ফেল্লেন,—"বলি শুনেছ কি রাজা সৈন্য পাঠাচ্ছেন তোমাদের ধরতে? তোমাদের সকলকে বেঁধে নিয়ে যাবে। এ কিন্তু মিথ্যা নয়,—একেবারে প্রত্যক্ষ সংবাদ।"

"হতে পারে" বল্লেন নিমাই,"—"রাজাকে দেখার ইচ্ছা আমারও আছে। নবদ্বীপে কেই বা আমার খোঁজ করে বলুন! যে আমায় খোঁজে আমিও তাকে চাই। দেখুন না কেন, এত যে শাস্ত্র পড়লাম তা নবদ্বীপের কোনও পণ্ডিত শাস্ত্রের কথাই কি আমায় জিজ্ঞাসা করে? তারা আমায় বালক জ্ঞান করে। রাজা যদি নিয়ে যায়, রাজ সভাটা অন্ততঃ দেখা হবে,—ভালই তো!"

"বলি রাজসভায় গিয়ে হবে কি শুনি?" বলেন পণ্ডিত টিকি নেড়ে—"সেখানে গিয়ে তোমার সম্মান হবে না লাঞ্ছনা জুটবে, সেটা ভেবে দেখেছো কি? সে হল যবন রাজা,—তোমার শাস্ত্র চর্চ্চাও বুঝবে না, কীর্ত্তনও সইবে না। নিমাই! তুমি আমার বন্ধুলোক তাই তোমার ভালর জন্যেই এতগুলো কথা বল্লাম, এখন যা ইচ্ছে কর"—এই বলে রাগে গরগর করতে করতে তিনি চলে গেলেন। নিমাই মৃদু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেসে গঙ্গার তীরে বসলেন—তারপর কান পেতে শোনেন শ্রীগঙ্গার কলকল ধ্বনি,—সে-ধ্বনির মর্ম্মবাণী।

কুশাগ্রবুদ্ধি অধ্যাপক নিমাইয়ের পক্ষে বিদ্বেষীদলের পণ্ডিতকে মুখের মতন জবাব দেওয়া সহজই ছিল, কিন্তু প্রেমিক নিমাইয়ের এতই দীনাতিদীন মধুর স্বভাব যে, বিদ্বেষীদেরও তিনি হেয় মনে করেন না।

"তৃণ জ্ঞান পাষণ্ডীরে ঠাকুর না করে (চৈঃ ভাঃ)।

সহসা নিমাইয়ের মুখ ম্লান হয়ে গেল।

"হায়! একি হল?"—ভাবেন নিমাই—"সুরধুনীর তীরে বসেও আজ প্রেম অনুভব করি না কেন? তবে কি পাষণ্ডীর সঙ্গে সম্ভাষণ করেছি তাই কৃষ্ণ আমায় প্রেম হতে বঞ্চিত করলেন?"

এম্‌নি এক চিন্তায় যখন আকুল হয়ে উঠেছেন সেই সময়ে এক দল গাভী পুলিনে (তটে) বিচরণ করতে করতে নিমাইয়ের সামনে এসে 'হাম্বা হাম্বা' রব করতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে নিমাইয়ের স্মৃতিপথে উদয় হল বৃন্দাবনের যমুনা-পুলিন ও শ্রীকৃষ্ণের গোচারণের কথা,—নিমাই হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। তারপর এক ভাবের ঘোরে "মুঞি সেই মুঞি সেই" বল্‌তে বল্‌তে সেখান হতে সোজা চলে এলেন শ্রীবাসের বাড়ীতে।

শ্রীবাস তখন পূজার ঘরে, আপন আরাধ্য শ্রীনৃসিংহদেবের ধ্যানে মগ্ন। (নৃসিংহ=শ্রীবিষ্ণুর চতুর্থ অবতার)

দ্বার ভিতর থেকে অর্গল-বদ্ধ।

নিমাই এসে সেই রুদ্ধ-দ্বারে বার বার পদাঘাত করতে করতে বলেন,—"আরে শ্রীবাসিয়া!—

"কাহারে পূজিস করিস কার ধ্যান?
যাহারে পূজহ তারে দেখ বিদ্যমান॥" (চৈঃ ভাঃ)

ছাখ্ ছাখ্ সামনে চেয়ে ছাখ্!—তুই যার পূজা করিস ধ্যান করিস,—সেই তোর ইষ্ট আমি এসেছি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজনীয় শ্রীবাস পণ্ডিতের নাম ধরে এই সুরে নিমাই ডাকলেন এই প্রথম। নিমাইয়ের সে ডাকে শ্রীবাসের ধ্যান ভঙ্গ হল,—চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেন তাঁর সম্মুখে রয়েছেন বিশ্বম্ভর, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ মূরতি,—

—সে মুরতি মত্ত সিংহের মতন গর্জ্জন করছেন, আর আপন বাম কক্ষে ঘন ঘন প্রচণ্ড তালি দিচ্ছেন।

> "হইল সমাধি ভঙ্গ, চাহে চারি ভিত ॥
> দেখে বীরাসনে বসিয়াছে বিশ্বম্ভর।
> চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর ॥" (চৈঃ ভাঃ)

জ্বলন্ত অনলের মতো তেজস্বী শ্রীবাস পণ্ডিত, কিন্তু সে মূর্ত্তি দর্শন কোরে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, মুখ দিয়ে তাঁর একটি কথাও ফুটলো না,—তাঁর সারা দেহ শুধু থরথর কোরে কাঁপতে লাগলো।

এই তো! এইতো শাস্ত্রে বর্ণিত "উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্ নৃসিংহং ভীষণং" বিগ্রহকে দেখছেন শ্রীবাস!—এই তো বিগ্রহের সেই দীপ্ত দংষ্ট্র, অগ্নি-নেত্র!

এই তো সেই,—

> "কটি-অধে নরাকৃতি, শ্যামলসুন্দর ভাতি।
> পীতাম্বর মণি অভরণে। (ভাতি=শোভা)

এই তো সেই,—

> ঊর্দ্ধে হরি ভয়ঙ্কর, রূপ কিন্তু মনোহর,
> ভক্তগনের আনন্দজনক।
> (ভক্তমাল-গ্রন্থ, ৭ম মালা)

আহা! এই তো সেই হিরণ্যকশিপুসংহারকারী, ভক্ত প্রহ্লাদ ত্রাণকারী তাঁর আরাধ্য শ্রীনৃসিংহদেব!

ভাবেন শ্রীবাস,—'তবে কি, নিমাই-ই……

"রে শ্রীনিবাস!" গর্জ্জে ওঠেন নিমাই,—"এত দিন আমার প্রকাশ তুই জানতে পারিস নি। তোর উচ্চ সংকীর্ত্তনে আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাড়ার হুঙ্কারে বৈকুণ্ঠ ছেড়ে সপরিকর আমি অবতীর্ণ হলাম, আর সেই তুই কিনা রইলি নিশ্চন্তে বসে আর নাড়া আমাকে এড়িয়ে গেল কিনা শান্তিপুরে ? মুসলমান রাজার সৈন্য আসছে শুনে বড় ভীতি জেগেছে তোর,—না ? কিন্তু কোনো ভয় নেই। জেনে রাখ্,—সাধুদের আমি উদ্ধার করবো, নাশ করবো দুষ্টদের। এখন পড়্,—শীঘ্র পড়্ আমার স্তব।"

নিমাইয়ের সে প্রকাশ দেখে, তাঁর অভয় বাণী শুনে শ্রীবাসের হৃদয়ের সকল তন্ত্রী একসাথে নেচে উঠলো আনন্দে।

এসেছেন!—

এসেছেন তবে নিমাইরূপে তাঁর সাধনার দেবতা শ্রীনৃসিংহদেব!

মুহূর্ত্তে—

শ্রীবাসের মন হতে লুপ্ত হয়ে গেল সকল ভীতি,

চিত্তে এল অটল বিশ্বাস,—

শ্রীশ্রীনিমাইসুন্দরই শ্রীভগবান স্বয়ং।

এবার কথা ফুটলো শ্রীবাসের,—

স্তব সুরু করলেন ভগবান শ্রীশ্রীনিমাইসুন্দরের।

মহাভাগবত শ্রীবাস,

তাই স্তব করতে তিনি শরণ নিলেন শ্রীমদ্ভাগবতের।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার মোহ অপনোদনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার যে স্তব আছে, সেই স্তব অনুসরণ কোরে তিনি স্তুতি করলেন এই বলে,—

"বিশ্বম্ভর চরণে আমার নমস্কার।
নবঘন জিনিবর্ণ, পীতবাস যার॥
শচীর নন্দন পায়ে মোর নমস্কার।
নব-গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাহার॥
গঙ্গাদাস-শিষ্যপদে মোর নমস্কার।
কোটিচন্দ্র জিনিরূপ বদন যাহার॥
বনমালা করে দধি ওজন যাহার। (ওজন = সিদ্ধান্ন, ভাত)
জগন্নাথ পুত্র পায়ে মোর নমস্কার॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৃঙ্গ বেত্র বেণু চিহ্ন ভূষণ যাহার।
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার॥
চারি বেদে যারে ঘোষে নন্দের কুমার।
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার॥
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদকে গঙ্গা তীর্থবর॥ (তীর্থবর = তীর্থশ্রেষ্ঠ)
জানকী জীবন তুমি তুমি নরসিংহ।
অজ-ভব-আদি তব চরণের ভৃঙ্গ॥ (ভৃঙ্গ = ভ্রমর)
তুমি সে বেদান্ত-বেদ্য তুমি নারায়ণ।
তুমি সে ছলিলা বলি—হইয়া বামন॥
তুমি হয়গ্রীব, তুমি জগত জীবন।
তুমি নীলাচল চন্দ্র—সভার তারণ॥
মিথ্যা-গৃহবাসে মোরে পাড়িয়াছ ভোলে।
(পাড়িয়াছ ভোলে = ভুলিয়ে রেখেছো)
তোমা না জানিয়ে মোর জন্ম গেল হেলে।" (চৈঃ ভাঃ)
(হেলে = গরুর ঘানি-টানার মতন সংসারের ঘানি টেনে)

এই ভাবে স্তব শেষ কোরে শ্রীবাস বলেন,—"হায় প্রভু! একি করেছো তুমি! স্বয়ং শ্রীভগবান হয়ে তুমি কতদিন না বয়েছ আমার ধুতি সাজি, গঙ্গা হতে দিয়েছ তুলে কলসে কলসে গঙ্গাজল। কত পাপই না তখন হয়েছিল আমার! কিন্তু এখন সে ভয় আমার নেই, আজ তোমার দর্শনে সর্ব্ব পাপ আমার বিমোচন হয়েছে। আজ আমার জন্ম সফল, কর্ম্ম সফল, সকল সুমঙ্গল"—এই বলে শ্রীবাস মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে থাকেন প্রেমানন্দে।

শ্রীবাস আজ ডুব্‌লেন, আনন্দ সাগরে ডুব্‌লেন, উচ্ছ্বসিত সে-আনন্দধারা তাঁর চোখ বেয়ে প্রবাহিত হতে থাকে অবিরাম গতিতে।

"কি অদ্ভুত সুখ হৈল শ্রীবাস-শরীরে।
ডুবিলেন বিপ্রবর আনন্দ-সাগরে॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাইয়ের ওপর শ্রীবাসেরও এই জনমে এই প্রথম দাস্যভাব। জন্ম-জন্মান্তরের সেবককেই প্রভু দর্শন দেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবাসের স্তবে তুষ্ট হয়ে বলেন নিমাই,—"শ্রীবাস! এবার সস্ত্রীকে তুমি পূজা কর আমার, বর প্রার্থনা কর, আজ তোমার মনোমত বর আমি তোমায় দান করবো। তোমার গৃহে আশ্রিত যারা তারাও পুণ্যবান, তাদেরও ডাকো, আজ তারাও দেখুক—দেখুক আমার 'প্রকাশ'।"

প্রভুকে প্রণাম কোরে, রুদ্ধ কপাট খুলে বেরিয়ে এলেন শ্রীবাস, অন্দরে গিয়ে সকলকে ডেকে নিয়ে এলেন। নিমাইয়ের সে ভাস্বর মূর্ত্তি দর্শন করে সকলের অন্তরে ভক্তি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। বিষ্ণুপূজার জন্যে রাখা গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ নিয়ে এবার শ্রীবাস ও মালিনীদেবী সকলের সম্মুখে পূজা করলেন ভগবান শ্রীশ্রীনিমাইসুন্দরের চরণ, প্রণাম করলেন ভক্তিভরে,—প্রেমানন্দের ধারা তখন বইছে উভয়ের নয়ন দিয়ে গণ্ডস্থল প্লাবিত কোরে। অন্য সকলেও সে চরণে প্রণাম করলেন একে একে,—সকলের নয়নেই আনন্দের শ্রীধারা। নিমাই প্রত্যেকের মস্তকে আপন শ্রীচরণ রাখলেন, আশীর্ব্বাদ করলেন,—"তোমার মন আমাতে নিবিষ্ট হোক।"

"বিষ্ণু পূজা-নিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল।
সকল প্রভুর পায়ে সাক্ষাতেই দিল॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে পূজে শ্রীচরণ।
* * *
শ্রীনিবাস-প্রিয়কারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ দিলেন সর্ব্ব-শিরের উপর॥" (চৈঃ ভাঃ)

আশীর্ব্বাদ করা শেষ হলে এবার হেসে হেসে বলেন নিমাই, "শ্রীবাস! ভয় পেয়োনা। হোক না কেন মুসলমান রাজা সে, জেনো,—

"অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত জীব বৈসে।
সবার প্রেরক আমি আপনার বশে॥" (চৈঃ ভাঃ)

যবন রাজাকে যদি আমি প্রবৃত্তি দিই তবেই তোমাদের ধরবার উদ্যোগ করবে সে,—নইলে ধরবে কেন? কিন্তু থাক্ এ-কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজা যদি সৈন্য পাঠায় সকলের আগে আমি নিজে গিয়ে তার নৌকায় উঠ্‌বো, যাবো রাজার কাছে, দেখবো তার কতো শক্তি যে, আমায় দেখে বিহ্বল হয়ে রাজাসন থেকে নেমে এসে আমার চরণে না লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু এ-কথাও যাক্। রাজাকে দেখাবো সত্য কি আর মিথ্যা কি। বল্‌বো তাকে আনতে তার রাজ্যের যত হস্তী, অশ্ব, পশু পক্ষী, আর সেই সাথে তার মোল্লার দলকে। বল্‌বো মল্লাদের তাদের শাস্ত্র বাক্য দিয়ে কাঁদাতে সে-সব প্রাণীদের। যদি না পারে আমি কাঁদাবো,—দেখাবো সঙ্কীর্ত্তনের রঙ্গ ও শক্তি। তারপর তাদের দেখাবো আমার দেহের শক্তি, আনবো টেনে মত্ত হস্তীকে। তারপর দেখাবো, 'কৃষ্ণ'-নামের প্রভাব। এক 'কৃষ্ণ'-নামে পাগল কোরে তুলবো সেখানকার যত প্রাণী, লোকজন, মোল্লা ও সভাসদকে,—পাগল করবো যবন রাজাকে। শ্রীবাস! মনে সংশয় এনো না, 'কৃষ্ণ-নামের' প্রভাব তোমায় এখনই দেখাবো"—এই বলে নিমাই ডাকলেন শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী,—'নারায়ণী'কে।

নারায়ণীর বয়স তখন মাত্র চার বছর, পরম চঞ্চল, খেলায় মত্ত হয়ে রয়েছে।

"নারায়ণী! 'কৃষ্ণ' বলে কাঁদতো!" অমিয়-সুধা কণ্ঠে বল্‌লেন নিমাই।

কি আশ্চর্য! সেই চার বছরের বালিকা অম্‌নি 'হা কৃষ্ণ হা-কৃষ্ণ' বল্‌তে বল্‌তে আত্মহারা হয়ে নাচতে লাগলো,—রাশি রাশি অশ্রু নাম্‌লো তার ছোট্ট দুটি চোখ বেয়ে, আর সে অশ্রু,—

"অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে॥"

"কেমন শ্রীবাস!"—বল্লেন নিমাই মৃদু-হেসে,—"কৃষ্ণনামের প্রভাব দেখ্‌লে তো?—ভয় তোমার গেল তো?—যবন রাজার কাছে যদি যাই, এই দশা তারও হবে।"

সর্ব্ব-তত্ত্বজ্ঞানী শ্রীবাস,—মহা-বক্তা। তাঁর দুই ভুজ এবার উর্দ্ধে তুলে বড় আস্ফালন কোরে বলেন,—"প্রভু! সংহার কালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি সৃষ্টি কর 'মহাকালের' রূপ,—কিন্তু সে-রূপ দেখে ভয় পায় না তোমার নামের বলে 'বলী' যে। সেই তুমি স্বয়ং আজ তোমার এ-দাসের সম্মুখে,—আর আমি পাবো ভয়?"—বল্‌তে বল্‌তে ভাবাবেশে শ্রীবাস মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

এরপরে শ্রীবাসকে নিমাই নিষেধ করে দিলেন, "যেন তাঁর এ-প্রকাশ এখন প্রকাশ না হয়।

"শ্রীবাসেরে আজ্ঞা কৈল প্রভু বিশ্বম্ভর।
না কহ এ সব কথা কাহার গোচর।" (চৈঃ ভাঃ)

নিমাইয়ের ভাবের ঘোর সহসা কেটে গেল, বাহ্যজ্ঞান তাঁর ফিরে এল,—সদ্য ঘুম থেকে যেন জাগলেন এমনি একটা ভাব তাঁর চোখে-মুখে। নিমাই এদিক ওদিক তাকান,—সহসা তাঁর দৃষ্টি পড়লো শ্রীবাসের ওপরে।

"শ্রীবাস!"—ডাকলেন নিমাই, বল্লেন—"আমি এখানে এলাম কেমন কোরে? তা কোন চঞ্চলতা প্রকাশ করিনি তো?"—কণ্ঠে উদ্বেগের সুর।

"কই প্রভু,—না তো?" সসম্ভ্রমে ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন শ্রীবাস।

বিদায় নিয়ে নিমাই ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন, ফিরলেন বাড়ীতে।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এখনে বলেছেন,—"কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন বাসুদেবের ঘরে, কিন্তু বিহার করেছিলেন নন্দের ঘরে। সেই কৃষ্ণই কলিযুগে অবতীর্ণ হলেন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে—বিহার করলেন শ্রীবাস-ভবনে।

শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী 'নারায়ণী' বৈষ্ণব-জগতে আজও পরম শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত,—"চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী" এই তাঁর বিশেষ খ্যাতি ও পরিচিতি। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর ভুক্তাবশেষ নারায়ণীকে দিয়েছিলেন, তাই নারায়ণী,—'অবশেষ পাত্র'। এই নারায়ণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর। সত্য-বতীর পুত্র বেদব্যাস যেমন কৃষ্ণ-লীলাগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবতের রচয়িতা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেমনি নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন দাস, চৈতন্যলীলাগ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতের রচয়িতা।

শ্রীবাসের ঘরে ভগবান শ্রীনিমাইসুন্দরকে অত্মপ্রকাশ করতে দেখে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—"প্রভু যে স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন এ-কথা ভক্তরা এখনও বুঝতে পারেনি,—তাই রাজসৈন্য আগমনের রটনাতে তাঁরা ভীত হয়েছিলেন। ভক্তদের অভয় দিতে ও কৃপা করতে প্রভু এবার সুরু করলেন,—'আত্মপ্রকাশ'।

"প্রভু অবতীর্ণ নাহি জানে ভক্তগণ।
জানাইতে আরম্ভিলা শ্রীশচীনন্দন॥" (চৈঃ ভাঃ)

এরপর নিমাই নিজের ভগবত্তা প্রকাশ করেছিলেন মুরারীগুপ্তের বিষ্ণু-গৃহে।

মুরারীকে বড় প্রীতি করেন নিমাই, আর সে-প্রীতির উপমা দিয়েছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর,—

"হনুমান প্রতি প্রভু রামচন্দ্র যেন" (চৈঃ ভাঃ)।

মুরারীর নিকটে প্রভু যেদিন আত্মপ্রকাশ করেন, সেদিন 'বরাহ ভাবের' এক শ্লোক শুনে তিনি ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন, আর সেই ভাবাবিষ্ট অবস্থাতেই তিনি গেলেন মুরারীর গৃহে। সসম্ভ্রমে মুরারী নিমাইয়ের চরণ বন্দনা করলেন। ভাবাবিষ্ট অবস্থাতেই গর্জ্জন করতে করতে সহসা নিমাই "শূকর শূকর" বলে উচ্চ নিনাদ তুলে ঝটিত-বেগে গেলেন মুরারীর পূজা-গৃহে। পূজা-গৃহে প্রবেশ কোরে দেখেন, সম্মুখে রয়েছেন এক সুন্দর জলভাজন (বরাহ) বিগ্রহ,—আর অম্নি,—

"বরাহ আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে॥ (দশন=দাঁত)
গর্জে যজ্ঞ-বরাহ, প্রকাশে খুর চারি।" (চৈঃ ভাঃ)

(বরাহ=শ্রীবিষ্ণুর তৃতীয় অবতার)

—নিজেকে এইরূপে প্রকাশ কোরে নিমাই জলদ্‌গম্ভীর স্বরে মুরারীকে আজ্ঞা দিলেন,—"মুরারী!—আমার স্তব কর।"

কিন্তু কে করবে স্তব!—নিমাইয়ের সে-অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুরারী তখন স্তম্ভিত হয়ে গেছেন,—তাঁর স্মৃতি হোতে সকল স্তব তখন অপসৃত,—বাণী মূক,— থর থর করে কাঁপছেন মুরারী।

মুরারীর অবস্থা দেখে বরাহ-ঈশ্বর শ্রীশ্রীনিমাইসুন্দর তখন মুরারীকে অভয় দিয়ে বল্লেন,—"মুরারী!—ভয় কি?—স্তব কর। —এতদিনেও তুই জানতে পারিস নি, তোর এই বিষ্ণু-গৃহে আমিই অধিষ্ঠান করি। ভয় পেয়ো না মুরারী,—আমার স্তব কর।"

অভয় পেয়ে মুরারীর কণ্ঠে এবার বাণী ফুটলো। বড় মিনতি কোরেই বল্‌লেন,—

"প্রভু! কি স্তুতি করবো আমি! তোমার স্তুতি জানে,—এমন জ্ঞানী কে! তোমার সকল 'তত্ত্ব'—বেদ-ই কি জানে? তোমার 'তত্ত্ব', তোমার 'স্তুতি',—জ্ঞাত মাত্র তুমি। আর জ্ঞাত আছেন তোমার সেই কৃপা-পাত্র,—যাঁকে কৃপা কোরে তুমি জানাও। প্রভু! ছার আমি,—তোমার স্তুতিতে আমার অধিকারই-বা কি?"—এই বলে কাঁদতে কাঁদতে মুরারী প্রণাম করলেন শ্রীশ্রীনিমাইসুন্দরের শ্রীচরণে।

"মুরারী!"—আবার সেই জলদ্‌গম্ভীর স্বর,—থরথর কোরে মুরারী আবার কেঁপে উঠলেন।

"সকল মতের সার যে-কথা,—শোনো তোমায় বলি। এ-কথা, বেদ-গুহ্য। জেনো, আমিই যজ্ঞ-বরাহ, আমিই করেছি পূর্ব্বে পৃথিবী-উদ্ধার, আর এবার,—

"সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে মোহর অবতার।
ভক্তজন লাগি দুষ্ট করিমু সংহার॥" (চৈঃ ভাঃ)

—জেনো, ভক্তের প্রতি কোনও দ্রোহ আমি সহ্য করি না। সে-দ্রোহী যদি আমার আপন পুত্রও হয়, তাহলেও না,—তাকেও সংহার করি। এ সুসত্য কথা, আজ শোন। পূর্ব্বে যখন পৃথিবীকে আমি উদ্ধার করলাম, আমার স্পর্শে ক্ষিতির গর্ভ সঞ্চার হল,—জাত হল আমার পুত্র মহাবল 'নরক'। তাকে ধর্ম্মের সকল কথাই বলেছিলাম। বয়ঃকালে আমার সে-নন্দন হল মহারাজা,—বড় নিষ্ঠায় সে প্রতিপালন করতে লাগ্‌লো দেব-দ্বিজ-গুরুভক্তি। কিন্তু দৈব-বিড়ম্বনা তার ঘট্‌লো,— হল দুষ্ট-সঙ্গ। পাপী 'বাণের' সংসর্গে পড়ে সে ভক্ত-দ্রোহী হয়ে উঠ্‌লো,—সুরু করলো আমার সেবকদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিংসা করতে। আপন নন্দনের ভক্ত-দ্রোহী এ-রঙ্গ সহ্য হলনা আমার, সংহার করলাম তাকে,—অঙ্গ তার খণ্ড খণ্ড কোরে ফেলে দিলাম। এম্‌নি কোরে রক্ষা করেছিলাম ভক্তদের। মুরারী! জন্মজন্মান্তরের সেবক তুমি আমার, তাই এ-সকল 'তত্ত্ব' আজ তোমার কাছে প্রকাশ করলাম"।

আপন প্রভুর কথা শুনে কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল হয়ে ক্রন্দন করতে লাগ্‌লেন মুরারী, আর ভক্তি-নেত্রে মুরারীর ক্রন্দন দেখে সোল্লাসে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর জয় দিয়েছেন,—

"মুরারী সহিত গৌরচন্দ্র জয় জয়।
জয় যজ্ঞ-বরাহ সেবক-রক্ষাময়॥" (চৈঃ ভাঃ)

এম্‌নি করেই ভগবান শ্রীশ্রীনিমাইসুন্দর সকল ভক্তের ঘরে ঘরে গিয়ে তাঁদের কৃপা করেছেন,—আপনাকে জানিয়েছেন। আপন প্রভুকে চিন্তে পেরে ভক্তদের প্রাণ পরানন্দে ভরে গেছে, চিত্তে তাঁদের ভয়ের স্থান আর রইলোনা। এরপর থেকে হাটে-বাটে, মাঠে-ঘাটে, ভক্তরা 'কৃষ্ণ' বলে উচ্চ-ধ্বনি তুলেছেন, আর সে-ধ্বনি শুনে পাষণ্ডীরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে এদের সাহস চেয়ে চেয়ে দেখেছেন,—কিন্তু সাহসের মূল-উৎসটির সন্ধান তারা পায়নি। বস্তুটি পূর্ব্বেও যেমন তাদের কাছে অজ্ঞাত ও রহস্যাবৃত ছিল,—আজও তেমনি রইল। শাস্ত্র-ও বলেছেন,—ঈশ্বরকে জানা কিংবা চেনা —ঈশ্বরের কৃপা-সাপেক্ষ।"

ভক্তদের কাছে নিমাই এমন আর নিমাই নন্, তাঁদের প্রিয় হতে প্রিয়তম,—হৃদয়-দেবতা। প্রীতি ও ভক্তিভরে তাঁরা নিমাইয়ের কাঁচা-সোনা অঙ্গের দিকে ভাবাকুল-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, বুঝি-বা দেখেন সে-অঙ্গে গৌরাঙ্গী শ্রীরাধারাণীর দ্যুতি, দেখেন শ্রীরাধারাণীর ভাবে-ভোরা সে-গোরা,—বুঝি-বা তাই শ্রীনিমাই চাঁদকে তাঁরা অভিহিত করেন,—"শ্রীগৌরাঙ্গ" নামে

ভক্তদের অন্তরের মাধুর্য্য-মন্থন-করা নাম 'শ্রীগৌরাঙ্গ',—তাই বুঝি মায়ের বাৎসল্য-রসে পরিপুষ্ট, সাধ্বী সীতাঠাকুরাণীর দেওয়া 'নিমাই' নামেরপরে,—এই নামই সবচেয়েও মধুর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আটাশ

হরিদাস,—মুসলমান, কিংবা হিন্দুর অস্পৃশ্য এক জাতি। 'নাম'-নিষ্ঠায় সেই হরিদাস হয়েছিলেন—'ঠাকুর হরিদাস,' 'ভক্ত হরিদাস', সর্ব্বলোকের পূজনীয় হরিদাস।

'নাম' বড় ভালবাসেন তিনি, তাই—

> "নিরবধি হরিদাস গঙ্গার তীরে-তীরে।
> ভ্রমেণ কৌতুকে 'কৃষ্ণ' বলি উচ্চৈস্বরে॥
> বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
> কৃষ্ণ-নামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥
> ক্ষণেকো গোবিন্দ নামে নাহিক বিরক্তি। (চৈঃ ভাঃ)

খুলনা জেলার সাতক্ষীরা সহরের কাছে বুঢ়ন পরগণায় ভাট-কলাগাছি পল্লীতে ঠাকুর হরিদাসের জন্মস্থান, আর "সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ" (চৈঃ ভাঃ)।

বাপ-মার মৃত্যুর পর হরিদাস আশ্রয়হীন হয়ে লালিত-পালিত হচ্ছিল সম্ভবতঃ গাঁয়ের মুসলমান এক কাজীর ঘরে। কিন্তু হরিদাসের বাল্যকাল হতেই অদ্ভুত মতি-গতি দেখে সেদিনের হিন্দু-মুসলমান, কোনো সমাজই সইতে পারলো না হরিদাসকে। হিন্দুরা বললে মুসলমান সে,—তাই অস্পৃশ্য। মুসলমানরা বললে হিঁদুর ঠাকুর পূজা করে তাই বিধর্মী সে,—কাফের।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে অবহেলিত হয়ে মনের দুঃখে হরিদাস গাঁ ছেড়ে একদিন বেরিয়ে পড়লেন 'কৃষ্ণনাম' সম্বল কোরে,—এলেন যশোহর জেলার 'বেনাপোল' গ্রামে। এখানে বনের মধ্যে কুটির তৈরী কোরে তিনি স্থাপন করলেন একটি তুলসী-মঞ্চ। নিশ্চিন্ত এবার হরিদাস,—নির্জনে, শান্তিতে, মনের সাধে সুরু করলেন তুলসী-সেবা ও 'নাম'-কীর্ত্তন।

'নাম'-সংখ্যা,—প্রতিদিন তিন লক্ষ।

> "নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী-সেবন।
> রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥" (চৈঃ চঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থানীয় জমীদার রামচন্দ্র খান কিন্তু ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এই হরিভক্ত নাম-জপকারী উচ্চ-কণ্ঠে সংকীর্ত্তনকারী অস্পৃশ্য জাতি হরিদাসের কাণ্ড দেখে। খবর নিয়ে তিনি জেনেছেন, হরিদাস নিত্য তিনলক্ষ নাম কীর্ত্তন করেন, ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহন করেন, আর তাঁর ভজনে নিষ্ঠা ও অপূর্ব্ব রীতি দেখে প্রজাদের অনেকেই তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করছে, গাঁয়ের জমীদার হয়ে সে যা পায় না। প্রাসাদের বাতায়নে দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে তিনি দেখেন, ভোর হতে না হতেই দূরে বাগানের পথ ধরে পিল্ পিল্ কোরে চলেছে তাঁরই প্রজারা হরিদাসের ওই চালা-কুটীরের দিকে, দর্শন ও প্রণাম করতে হরিদাসকে ও তুলসী-মঞ্চকে। চালা-ঘর যেন মন্দির হয়ে উঠেছে, হরিদাস সে-মন্দিরের যেন বিগ্রহ —আর তুলসী-মঞ্চ যেন তীর্থ-স্থান।

এই সব দেখে শুনে অহংকারী ভূস্বামী রামচন্দ্র খান ভাবেন,—'প্রজারা সব পাগল হল নাকি? নইলে অট্টালিকার চেয়ে চালা-ঘরে তাদের এত আকর্ষণ, বাগানের চেয়ে তুলসী-মঞ্চ, ধনীর চেয়ে কপর্দ্দকহীনের চরণ-ধূলি? আচ্ছা! দেখে নেবো, ধন-দৌলতের প্রভাব বড় না জপমালার প্রভাব বড়,—অট্টালিকার না চালা-ঘরের,—ভূমিরাজের না ভক্তরাজের।

না, না, পরাভব মানবো না। গাঁয়ের জমীদার আমি তায় অর্থবান, আছে লোকবল। উড়ে এসে জুড়ে বসা এক গরীব বৈরাগীর কাছে মাথা হেঁট করবো? অসম্ভব! কখনই না।'

ঈর্ষা ক্রমশঃ প্রবল হয়ে দেখা দিল পাষণ্ডী রামচন্দ্রের মনে স্বাভাবিক ভাবেই। দিনে রাতে সোয়াস্তি নেই, এক চিন্তা এখন পেয়ে বসেছে তাঁকে,—কেমন কোরে এই বৈরাগীটাকে এখান হতে উচ্ছেদ করা যায়।

তুলসী-মঞ্চ ভেঙ্গে দিলে হয় না? তুলসী-বেদীর পরে ওই প্রদীপ-শিখা নিভিয়ে দিলে হয় না? ও-শিখা বড় উপহাস করছে অট্টালিকার রোশনায়কে।

উহুঁ, প্রজারা তাহলে বিদ্রোহ করবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেঠেল পাঠিয়ে বৈরাগীটাকে ভয় দেখালে কি হয়?

উহুঁ, রোজ তিন লক্ষ 'নাম' করে যে, তাঁকে ভয় দেখানো বৃথা।

তবে! প্রতিকারের উপায়!........

এম্‌নি ভাবনা-চিন্তায় রামচন্দ্র খান যখন নিশীথে বিভোর হয়ে থাকেন, তখন তুলসী-মঞ্চে জ্বলে প্রদীপ-শিখা। রামচন্দ্র খান বুঝতেও পারেন না সে-শিখা সামান্য প্রদীপ-শিখা নয়,—সে-শিখা ভক্তের ভক্তি-শিখা।

ধনাভিমানী রামচন্দ্রের পক্ষে এ-কথা বুঝার শক্তিই বা কোথায়? অসৎ চিন্তায় মতি যার ভগবৎ-কৃপা হতে বঞ্চিত সে, —সৎ-উপলব্ধি তার হবে কেমন কোরে? কেমন করে বুঝবে সে, ভক্ত-সম্মান-রক্ষাকারী বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন স্বয়ং তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন,—ভক্তের সকল দায় যে তাঁর!

অনেক ভেবে-চিন্তে ক্রূরমতি রামচন্দ্র খান এবার এক ক্রূর কৌশলের আশ্রয় নিলেন। এক পরমাসুন্দরী যুবতী রূপোপজীবী-নীকে পাঠিয়ে দিলেন রাতে এই তরুণ সাধকের কুটীরে,—সাধনা ব্যর্থ করতে আর লোক-চক্ষে হেয় করতে। সুন্দরীর হাতে কয়েক টুক্‌রা সোনার টাকা ফেলে দিলেন, আর কবুল করলেন কাজ ফয়স্‌লায়—আরও কিছু।

মনোহর সাজে সুন্দরী আসে হরিদাসের কুটীরে, বলে,— —"ঠাকুর! একে তোমার প্রথম যৌবন তায় পরম সুন্দর তুমি,— আমার লুব্ধ চিত্ত তোমার সঙ্গ কামনা করে।"

হরিদাস বলেন, "হে সুন্দরী! তোমার কামনা অবশ্য পূর্ণ হবে। কিন্তু যে-পর্য্যন্ত 'নাম-সংখ্যা' আমার পূরণ না হয় তুমি এখানে বসে নাম-সঙ্কীর্ত্তন শোন, তারপর আমার সঙ্গ তুমি পাবে,— তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে"।

সুন্দরীর মুখে এক ঝলক হাসি খেলে গেল বিদ্যুতের মতো, হরিদাসের পানে চটুল চাহনী হেনে বসলো হরিদাসের সামনে। কটাক্ষ ও ভ্রূভঙ্গীতে সে আজ ছিন্ন করবে হরিদাসের জপের মালা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয় দেবে আপন রূপ-যৌবনের। হুঃ! ব্রহ্মা টলেছে নারীর রূপে, আর এ তো মানুষ,—অসঙ্গ এক বৈরাগী!

হায়রে! নামে যার রতি-মতি, অখিল মধুর রসের অধিপতি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে তার সঙ্গী, এ-কথা রূপোপজীবীনী নারী বুঝবে কেমন কোরে!

ঘরে ঘরে প্রদীপ নিভেছে, ঘুমিয়ে পড়েছে গ্রাম। সেই ঘুমিয়ে-পড়া গ্রামে শুধু একটি কুটীরের অভ্যন্তরে দেখা যায় একটি স্নিগ্ধ প্রদীপ-শিখা। সে-কুটীরের অধিকারী হরিদাসের হাতে তখন ঘুরছে জপের মালা, মুখে চলেছে নামের মালা তাই ঠোঁটদুটি তাঁর অবিরত নড়ছে,—কণ্ঠে ফিরছে সুর, সুরে ঝরছে ভক্তির নির্ঝরিণী ধারা,—চোখে বইছে জল, সে-জল প্রেম-পূত তাই বড় স্নিগ্ধ। হরিদাস শান্ত,—সমাহিত।

আর একটি ঘরেও আলো দেখা যায়, বড় জোরালো, ঠিক্‌রে আসছে রামচন্দ্র খানের শয়ন কক্ষ হতে। তাঁর চোখে ঘুম নেই, মনে সোয়াস্তি নেই। তিনি কখনও শয়ন করছেন কখনও বসছেন, কখনও ঘরের ভিতরে পায়চারী করছেন, এক পৈশাচীক আনন্দের তাণ্ডব-নৃত্য তখন চলেছে তাঁর মনে। হরিদাসের তিলক-চর্চ্চিত কপালে কলঙ্কের-কালি লেপন করতে এবার মোক্ষম অস্ত্র তিনি প্রয়োগ করেছেন,—এতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙ্গবে না,—হাঃ হাঃ হাঃ! নিজের শয়তানী-বুদ্ধির তারিফে নিজেই মাঝে মাঝে হাসছেন। আর কি! সুন্দরীর সাফল্যের সংবাদ এখন কানে শোনার শুধু অপেক্ষা মাত্র। এম্‌নি অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে ঊষার আলোর প্রতীক্ষায় নিশার প্রতি মুহূর্ত্ত এখন তিনি যাপন করছেন এক পৈশাচীক আনন্দ-উৎকণ্ঠায়।

আর একজনও বিনিদ্র রজনী যাপন করছে,—তুলসা-মঞ্চের কাছে বসা সেই সুন্দরী। সে আজ হরিদাসের সাধনা ব্যর্থ করবে, সফল করবে রামচন্দ্র খানের চক্রান্ত,—বড় গোছের একটা ইনামের আশা রাখে সে, অন্ততঃ একছড়া সোনার হার তার মরাল গ্রীবায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'নাম' সমাপ্ত হতে কিন্তু সারা রাত কেটে গেল, দেখা দিল ভোরের আলো,—কিছুটা হতাশার বেদনা নিয়ে ফিরে গেল সুন্দরী।

আবার রাত এল,—সুন্দরীও এল। হরিদাস বলেন,—"কাল অনেক দুঃখ পেয়ে ফিরে গেছো আমার অপরাধ নিয়োনা,—'নাম' সংখ্যা সমাপ্ত না হলে অন্য কোনও কাজে অসমর্থ আমি।"

যুবতী আজ তুলসী তলায় প্রণাম করে বসলো হরিদাসের সামনে। হরিদাসের হাতে ফেরে জপের মালা,—মুখে হরিনাম,—চোখে প্রেমাশ্রুর ধারা। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! হরিদাসের সঙ্গে সঙ্গে আজ যুবতী বলতে থাকে 'হরি হরি'। এ-রাতও হায়, কাট্‌লো একই ভাবে,—এল ভোর। তখন হরিদাস বলেন,—আমি একমাসে কোটি নাম-যজ্ঞ সমাপ্ত করবার সঙ্কল্প নিয়েছি,—ভেবেছিলাম গতরাতে এ-যজ্ঞ সমাপ্ত হবে,—তোমার অভিলাষও পূর্ণ হবে। কিন্তু হল না। তবে আজ রাতে 'নাম'-যজ্ঞ নিশ্চই সমাপ্ত করবো।"

রাত আসে—সুন্দরীও আসে। বেশের কিন্তু আজ চাক্‌চিক্য নেই।

তুলসীতলায় প্রণাম কোরে বসে সুন্দরী,
হরিদাসের সঙ্গে বলতে থাকে 'হরি হরি'।
রাত পোয়ালো,

দেখা দিল ভোরের আলো।—আজ কিন্তু সুন্দরীর ফিরে যাবার কোনো গা দেখা যায় না,—শুধু দেখা যায় তার কজ্জল-লিপ্ত লাস্যময়ী চোখে পুঞ্জীভূত অশ্রুরাশি।—কিসের বেদনা ?

সহসা সেই সুন্দরী নিজেকে হরিদাসের চরণে বিলুণ্ঠিত করে বলে,—"ঠাকুর বড় পাপী আমি বড় অধম,—ক্ষমা কর, ক্ষমা কর আমায়। জীবনভোর পাপের জয়যাত্রায় এতই বিভ্রান্ত আমি যে, তোমার সাধনা ব্যর্থ করতেও আমার কুণ্ঠা বা ভীতি জাগেনি। ঠাকুর ! করুণা কোরে এ-পাপ পঙ্ক হতে আমায় উদ্ধার কর"—বল্‌তে বল্‌তে সুন্দরীর চোখের বাঁধ ভেঙ্গে পড়লো,—পুঞ্জীভূত অশ্রু, বন্যা হয়ে নাম্‌লো তার কপোল বেয়ে।

সুন্দরীর অনুতাপ-ভরা মুখের পানে করুণা-মাখানো দৃষ্টি রেখে বড় স্নেহে বল্‌লেন হরিদাস,—"তোমার জন্যেই আমি এখানে তিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিন রইলাম। রামচন্দ্রের অভিপ্রায় আমার অজ্ঞাত নয়,—কিন্তু মূর্খ সে তাই তার ওপর কোনো ক্ষোভ আমার নেই। 'নাম-যজ্ঞ' আজ সার্থক আমার—'নামের' প্রভাবে তোমার চিত্ত-শুদ্ধি হয়েছে। এই 'নাম'-সঙ্গ তোমায় দেবার অভিপ্রায়ই আমার ছিল। এখন এক কাজ কর,—তোমার সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণদের দান করে দাও, তারপর আমার এই কুটীরে বসে নিরন্তর 'নাম'-কীর্ত্তন আর তুলসী-সেবা কর, শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্মসেবা অচিরাৎ লাভ করবে"—এই বলে ঠাকুর হরিদাস 'হরি হরি' বলে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

"এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি॥" (চৈঃ চঃ)

হরিদাসের উপদেশ মতো সুন্দরী তার গৃহ-বিত্ত সকলই দান করে দিলেন ব্রাহ্মণদের, তারপর—

"মাথা মুড়ি একবস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রি দিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥
তুলসী সেবন করি চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ॥

—এই কৃচ্ছ্র সাধন কোরে সুন্দরী এবার নিল ইনাম,
—সোনার হার নয়, গলায় কণ্ঠি,—
—হলেন পরমা-বৈষ্ণবী। অবিরত নাম-তরঙ্গে প্রেমের রঙ্গে রঙ্গে তাঁর চোখ দিয়ে কখনও ঝরে প্রেম-ধারা, কখনও অঙ্গে ছোটে স্বেদ-ধারা, কখনও-বা বৈবর্ণ, পুলক-কম্পন প্রভৃতি প্রেমের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায় তাঁর ভক্তি-ময় দেহে।

"প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি॥" (চৈঃ চঃ)

—এমনি কোরেই সাধুর প্রভাবে বেশ্যা হল নমস্যা,
—জয়ধ্বনি উঠলো সাধু হরিদাসের।

"বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমনি কোরেই শ্রীভগবানের অধিষ্ঠানস্থলী সে তুলসীমঞ্চের প্রদীপ শিখার সাত্ত্বিক প্রভায় অট্টালিকার উদ্ধত জৌলুষ বড় ম্রিয়মান হয়ে গেল, ধনীভূস্বামীর অভিমানের গর্ব্ব ধূলিসাৎ হল ভক্তের মাধুর্য্যময় দৈন্যের নিকটে।

সাধু-সঙ্গের প্রভাব এইরূপই,—তাই শাস্ত্র বলেছেন,—

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ২২শ পরিচ্ছেদ)

শ্রীমদ্ভাগবতেও (প্রথম স্কন্ধে, অষ্টাদশ অধ্যায়ে) "তুলয়াম লবেনাপি" ইত্যাদি শ্লোকে বলেছেন,—"ভাগবতগণের অত্যল্প সঙ্গেও যেরূপ ফলদান করে, তার সঙ্গে স্বর্গ ও মোক্ষের তুলনাই হয় না।"

ঠাকুর হরিদাসের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কোরে রামচন্দ খান তাঁর মনে অপরাধের যে বীজ সেদিন রোপন করলেন,—সে বীজ মহীরুহ হয়ে একদিন দেখা দিল। রামচন্দ্রের মনে বৈষ্ণবদের ওপর বিদ্বেষ ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠ্‌লো,—সুযোগ খুঁজে খুঁজে বৈষ্ণবদের অপমান করতে সুরু করলেন। এমন কি, উত্তরকালে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যখন গৌড়ে প্রেম-প্রচার করতে তাঁর দুর্গামণ্ডপে এসে বসেছিলেন, সেদিন রামচন্দ্র তাঁর সামান্য এক সেবক-মারফৎ নিত্যানন্দকে বলে পাঠালেন,—দুর্গা-মণ্ডপ নিত্যানন্দের উপযুক্ত স্থান নয়, গোশালাই তাঁর পক্ষে উত্তম। উত্তরে নিতানন্দ সেদিন অট্ট হেসে বলেছিলেন,

"সত্য কহে এই ঘর মোর যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গো-বধ করে, তার যোগ্য হয়॥" (চৈঃ চঃ)

মনের এম্‌নি বিকার-গতিতে রামচন্দ্র খান ক্রমে অসুর ভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন, দস্যু বৃত্তি আশ্রয় করলেন,—শেষে রাজাকে রাজস্ব হতে বঞ্চনা করতে লাগলেন। বিষ-বৃক্ষে এবার ফল ধরলো। দস্যু বৃত্তির অপরাধে ও রাজস্ব না দেওয়ার অপরাধে একদিন ম্লেচ্ছ উজীর এসে রামচন্দ্র খানের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলো, তাঁর দুর্গামণ্ডপেই অবধ্য বধ কোরে মাংস রান্না করলো,—শেষে স্ত্রী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্র সহ তাঁকে বন্দী কোরে নিক্ষেপ করলো কারাগারে। মুসলমানের ভয়ে সে গাঁয়ে লোক বসতি আর রইল না,—গ্রাম উজাড় হয়ে গেল। মহান্তের অপমানের ফল,—এইরূপই হয়।

"মহান্তের অপমানে যে দেশ-গ্রামে হয়।
একজনার দোষে সব দেশ উজাড়য়॥" (চৈঃ চঃ)

—পাপের ফল ফলে, হয়তো কিছুকাল পরে। তাইতো পদ হয়েছে,—

"বৃক্ষ রোপন যেই দিবে, সেই দিবে কি ফল দিবে, (দিবে = দিনে)
কালে ফল ফলিবে নিশ্চয়।

* * * *

যেদিনে কাটে নাড়ী, সেইদিনে কি ওঠে দাঁড়ি,
যৌবনে দাঁড়ি উঠিবে নিশ্চয়।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে,—

উত্তরকালে স্বয়ং 'মায়া' পরীক্ষা করেছিলেন হরিদাসের 'নামের বল'। এক মনমোহিনী রূপ-ধরে এসে হরিদাসের মন-টলাতে তিনি অনেক ছলা-কলা প্রয়োগ করেছিলেন,—কিন্তু 'নাম-বলে বলী' হরিদাস অটল, নির্ব্বিকার,—নামানন্দে 'নামের' সাধনা করেই যান। 'মায়া' তখন আপন স্বরূপ প্রকাশ কোরে হরিদাসকে বলেন, —"ব্রহ্মাদির চিত্ত-ও আমি টলিয়েছি,—কিন্তু ঠাকুর, আজ ব্যর্থ হলাম তোমার কাছে। 'নাম'-সাধনায় সিদ্ধ তুমি, মহাভাগবতোত্তম,—তোমাকে দর্শন কোরে, তোমার শ্রীবদনে 'কৃষ্ণ'-নাম শ্রবণ কোরে,—'কৃষ্ণ-নাম' পাবার জন্যে বড় ব্যাকুল হয়েছি। আমায় উপদেশ দাও, —যাতে 'কৃষ্ণ-প্রেম' পাই। আঃ!—কত না মধুর এই চৈতন্য-অবতার,—মরি মরি, কৃষ্ণ-প্রেমের যেন বান ডেকেছে। এ-প্রেম-বন্যায় যে না ভাসলো, পরম দুর্ভাগ্য তার,—কোটি কল্পেও তার নিস্তার নেই। ধন্য ধন্য কলিযুগ,—ধন্য এ পৃথিবী। ঠাকুর!—পূর্ব্বে মহাদেব আমায় দান করেছেন 'রাম' নাম, কিন্তু তোমার সঙ্গ-প্রভাবে 'কৃষ্ণ-নামে' বড় লোভ হয়েছে,—এবার কৃষ্ণনাম দান কোরে তুমি আমায় ধন্য কর!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা॥
এ বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব ছার।
কোটী-কল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার॥" (চৈঃ চঃ)

হরিদাস 'মায়াকে' দান করলেন 'কৃষ্ণ'-নাম। হরিদাসের চরণ বন্দনা কোরে 'মায়া' অন্তর্দ্ধান হলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন,—

'মায়া' হলেন কৃষ্ণদাসী। কৃষ্ণ-প্রেম পাবার জন্যে ব্যাকুলা হয়ে তিনি যে 'কৃষ্ণ-নাম' প্রার্থনা করলেন,—এতে আশ্চর্য্যের কি আছে? হরিদাসের মতন সাধুর সঙ্গ যে পাবে, তাঁর মতন সাধুর মুখে মধুর 'নাম'-সঙ্কীর্ত্তন যে শুনবে,—কৃষ্ণ-প্রেম পাবার জন্যে উৎকণ্ঠা তার আপনিই জাগবে,—কৃষ্ণ-প্রেম সে পাবে। সাধুর কৃপা ছাড়া, 'নাম' আশ্রয় ছাড়া,—'প্রেম' লাভ হয় না। তাই সাধু-সঙ্গ ও 'নাম'-আশ্রয়ের অপার মহিমা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হয়েছে।

"মায়া দাসী প্রেম মাগে ইথে কি বিস্ময়।
সাধু কৃপা, নাম বিনা, প্রেম নাহি হয়॥" (চৈঃ চঃ)

প্রাসঙ্গিকী :—

(১) হরিদাস ও মায়ার প্রসঙ্গ অনেকে বিশ্বাস না করতে পারেন। কিন্তু বিশ্বাস করার কারণ আছে। কারণটি দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ,—

"চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া॥
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে, প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে॥
লক্ষ্মী আদি সবে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
নাম-প্রেম আস্বাদয়ে মনুষ্যে জন্মিয়া॥
অন্যের কা কথা আপনি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি করে প্রেম রস আস্বাদন॥" (চৈঃ চঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—এ কারণে মায়াও সেই প্রেম প্রার্থনা করলেন, বিস্ময়ের কিছু নেই। শ্রীচৈতন্যলীলার স্ব-ভাবই এখানে 'কারণ' হয়েছেন।

'রাম'-নাম ও 'কৃষ্ণ'-নামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,—'রাম'-নামে মুক্তি লাভ হয়,—'কৃষ্ণ'-নামে লাভ হয় 'প্রেম'। 'মায়া' তাই রাম-নাম পাবার পরেও 'কৃষ্ণ'-নাম প্রার্থনা করেছেন।

"মুক্তি হেতু 'তারক 'হয়েন রামনাম। (তারক উদ্ধার কর্ত্তা)
কৃষ্ণনাম 'পারক' করেন প্রেমদান॥ (চৈঃ চঃ) (পারক = সমর্থ হন)
(রামনাম = শ্রীরামচন্দ্রের ষড়ক্ষরাদি মন্ত্র ও নাম)
(কৃষ্ণনাম = শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্র ও নাম)

(২) কিন্তু মুসলমান হয়ে নামটি 'হরিদাস' কেন? এর সঠিক সংবাদ জানা নেই। 'হরি' নামের প্রতি সহজাত আকর্ষণ ছিল বলেই বোধ হয় তাঁর নাম হয়েছিল,—হরি-দাস। কারও মতে হরিদাস ব্রাহ্মণের ছেলে,—শৈশবে মা-বাপ্ হারিয়ে, হিন্দু-সমাজে আশ্রয় না পেয়ে যবনের ঘরে প্রতিপালিত হয়েছিলেন—হরিদাস তাই হিন্দু-সমাজচ্যুত যবন বলেই পরিগণ্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে, হরিদাস স্বয়ং বলেছেন,—"হীন জাতিতে জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—"হরিদাস কেমন নীচ জাতি জানো?—যেমন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ,—বানরকুলে হনুমান।"

তিনি আরও বলেছেন,—

"জাতি কুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচ কুলে প্রভুর আজ্ঞাতে।" (চৈঃ ভাঃ)

তিনি আবার এ-কথাও বলেছেন,—

"সত্য সত্য হরিদাস পূর্ব্ব বিপ্রবর।
চৈতন্য চন্দ্রের মহা মুখ্য অনুচর॥" (চৈঃ ভাঃ)

—'পূর্ব্ব বিপ্রবর' অর্থ সম্ভবতঃ এই :—পূর্ব্ব-স্বরূপে হরিদাস ছিলেন শ্রীঋচিক মুনির পুত্র, সুতরাং ব্রাহ্মণ। এই ঋচিক মুনির পুত্র অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য ব্রহ্মার অন্যতম এক ব্রহ্মা। পিতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিশাপে পুত্র যবন কুলে হরিদাস হয়ে জন্মেছিলেন, যথা শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে (৩য় মালা) ঃ—

"ঋচিক মুনির পুত্র ব্রহ্মনাম যেহ।
প্রহ্লাদ তাহার সহ মিশ্র একদেহ॥

('মিশ্র' পাঠান্তরে 'মিলি')

হরিদাসরূপ যেঁহো নামের মহিমা।
বাহু তুলি কহিলেন করিয়া গরিমা॥

*　　*　　*　　*

যবনের কুলে জন্ম হৈল যে কারণ।
পিতৃ অভিশাপ শুন তার বিবরণ॥
পিতা শ্রীঋচিক মুনি তাঁহার আজ্ঞাতে॥
তুলসী আনিয়া দেন নিতি নিতি প্রাতে॥
একদিন অধৌত তুলসী আনি দিলা।
বালুকা আছিল দেখি শাপান্ত করিলা॥

—সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে হরিদাস যবন কুলেই জন্মেছিলেন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঊনত্রিংশ

বেনাপোল ছেড়ে হরিদাস ঠাকুর এলেন চাঁদপুরে।

চাঁদপুরের জমীদার তখন হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার দুই ভাই, মহাপণ্ডিত অর্থবান ও প্রতিষ্ঠাবান এঁরা—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সজ্জনের প্রতিপালক। এঁদের পুরোহিত ছিলেন বলরাম আচার্য্য—বড় ভক্তিমান তিনি তায় আবার হরিদাসের কৃপা-পাত্র। এই বলরাম আচার্য্যের নিকটেই এসে উঠলেন হরিদাস। বড় যত্নে ও সম্মানে বলরাম রাখলেন হরিদাসকে নিজের বাড়ীর কাছে একটি পর্ণকুটীরে যাতে শান্তিতে ও নির্জ্জনে হরিদাস নাম কীর্ত্তন করতে পারেন। মহানন্দে হরিদাস নিত্য নাম কীর্ত্তন করেন আর ভিক্ষা নির্ব্বাহন করেন বলরামের গৃহে। এই জমীদারবংশের একমাত্র বংশধর রঘুনাথ তখন বালক, অধ্যয়ন করতে নিত্য আসে বলরামের কাছে—বড় ভক্তিতে নিত্য দর্শন করে হরিদাসকে—হরিদাসও বালক রঘুনাথের ওপর নিত্য বর্ষণ করেন 'কৃপা'। ভক্ত হরিদাসের আশীষ-ধারায়-পূত এই রঘুনাথই উত্তরকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামীর অন্যতম হয়েছিলেন।

পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের অনুরোধে হরিদাস একদিন এলেন মজুমদার সভায়। ঠাকুর হরিদাসকে দেখেই হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভাই তাঁর চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন, সসম্ভ্রমে এগিয়ে দিলেন বহুমূল্য একটি আসন। হরিদাস কিন্তু এতে সংকুচিত হয়ে উঠলেন—নিজেকে তিনি কোনও সম্মানের অধিকারী বলে মনে করেন না, এতই মহিমময় তাঁর চরিত্র।

দৈন্যের সাধক—সম্মানের প্রত্যাশী নন, সম্মান বরং এড়িয়েই চলেন—কারণ সম্মান মনে জাগায় অভিমান।

কিন্তু সভাস্থ সকলের অনুরোধে সে-আসনে তাঁকে বসতেই হল,—নইলে এঁদের মনে বড় ব্যাথা লাগবে যে! হরিদাস, যিনি বনের তৃণলতাকেও কখনো ব্যথা দেন না,—মানুষের মনে ব্যথা কি তিনি দিতে পারেন! তাই মূল্যবান আসনেই বসলেন তিনি—অনুগৃহীত হল আসন,—মূল্যবান আসন আজ পেল তার সত্যিকারের মূল্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবার সভাস্থ সকলে হরিদাসের গুণ-কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন, করযোড়ে হরিদাস তাঁদের নিবৃত্ত করলেন কারণ আত্ম-প্রশংসা শোনাও আত্মঘাতীর সমান যে! তখন সভায় উঠলো হরিদাসের নিত্য তিন লক্ষ নাম কীর্ত্তনের প্রসঙ্গ, শেষ পর্য্যন্ত এ প্রসঙ্গ পর্য্যবসতি হল বিচারে,—নাম মহিমার বিচার,—প্রবৃত্ত হলেন পণ্ডিতগণ। কেউ বল্লেন,—"নাম হতে পাপক্ষয় হয়।" কেউ বল্লেন,—"নাম হতে জীবের মোক্ষ লাভ হয়।" হরিদাস তখন বলেন,—"নামের কিন্তু এ-দুই ফল নয়। নামের ফল হল,—কৃষ্ণ-পদে প্রেমোদয়। মুক্তি বা পাপক্ষয়, সে তো নামের আনুসঙ্গিক ফল-মাত্র!

"হরিদাস কহে—"নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥
আনুসঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ।" (চৈঃ চঃ)

—তিনি উদাহরণ দিলেন,—"যেন সূর্য্যের প্রকাশ। সূর্য্যোদয়ের প্রারম্ভেই যেমন সুরু হয় অন্ধকারের ক্ষয়, নাশ হয় চোর, প্রেত ও রাক্ষসাদির ভয়—তেমনি 'নামোদয়ের' প্রারম্ভেই অর্থাৎ নামাভাসেই পাপাদির ক্ষয় হতে থাকে। সূর্য্য উদয় হলে যেমন ধর্ম্মাদির কর্ম্মানুষ্ঠান সুরু হয়,—'নামোদয়ে' তেমনি সুরু হয় কৃষ্ণপদে প্রেম। নামীর নিকটে মুক্তি,—নগণ্য, অনায়াসলব্ধ,—নামোদয়ের প্রারম্ভেই লভ্য।

"মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।" (চৈঃ চঃ)

—ভক্ত মুক্তি চান না, এমনকি কৃষ্ণ দিতে চাইলেও গ্রহণ করেননা।"

সেদিন সে-সভায় ছিলেন গোপাল চক্রবর্ত্তী নামে পরম সুন্দর পণ্ডিত এক অরিন্দা-ব্রাহ্মণ। অরিন্দা অর্থ—শত্রুদমনকারী। গৌড়ের বাদশাহের ইনি অরিন্দাগিরী করেন তাই অরিন্দা-ব্রাহ্মণ নামেই এঁর পরিচিতি।—বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা ইনি আদায় কোরে বাদশাহকে দেন,—আস্তানা নিয়েছেন মজুমদার-গৃহে। হরিদাসের মুখে 'নামাভাসে মুক্তির' কথা শুনে সভাসদকে সম্বোধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোরে রোষভরে তিনি বলেন,—"হে পণ্ডিতমণ্ডলী! নামের প্রভাব সম্বন্ধে এতক্ষণ এই সাধুর মুখে যা শুনলেন,—সে-সকলই ভাবুকের সিদ্ধান্ত মাত্র। মুক্তি,—যা কোটিজন্মের ব্রহ্মজ্ঞানেও লভ্য হয় না, সেই 'মুক্তি' প্রাপ্য কি না নামাভাসে?—অশ্রদ্ধেয় এ-সব কথা।"

"মহাশয়! এ-বিষয়ে সংশয় রাখবেন না"—বল্‌লেন হরিদাস পরম বিনয়ে—"নামাভাসে মুক্তি" শাস্ত্র বলেছেন। ভক্তগণ অবশ্য মুক্তি চান না, কারণ ভক্তি-সুখের কাছে মুক্তি অতি তুচ্ছ। ভক্তগণ ভক্তিকামী,—মুক্তিকামী নন্‌।"

"তাই নাকি?" প্রচণ্ড ক্রোধে বললেন সেই অরিন্দা ব্রাহ্মণ —"বলি ওহে সাধু!—নামাভাসেই যদি মুক্তি হয় তোমার নাকটি কেটে তার প্রমাণ দাও দেখি —বুঝি তোমার 'নামের' বল!"

অবিচলিত কণ্ঠে হরিদাস উত্তর দিলেন —"বেশ!—তাই হবে। নামাভাসে যদি মুক্তি লভ্য না হয় তবে আমার নাসিকা কর্ত্তনই করবো"—এক গভীর বিশ্বাসের সুর ফুটে ওঠে হরিদাসের কণ্ঠে —বাণী দৃঢ়।

হরিদাসের কথা শুনে সভাস্থ সকলে হাহাকার কোরে উঠলেন, —মজুমদার দুই ভাই ধিক্কার দিলেন সেই অরিন্দা-ব্রাহ্মণকে,— বলরাম পুরোহিত তাঁকে ভর্ৎসনা কোরে বল্লেন,—"ওরে মূর্খ! যাঁকে আজ তুই অপমান করলি, সেই পাপে তোর সর্ব্বনাশ হবে।"

সভায় হৈ চৈ দেখে হরিদাস সে সভা ছেড়ে চলে এলেন। মজুমদার তাঁর বাড়ী হতে সেই অরিন্দা ব্রাহ্মণকে বার কোরে দিলেন, তারপর সভাস্থ লোকের সঙ্গে হরিদাসের কাছে এসে হরিদাসের চরণে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। হরিদাস মধুর বচনে বল্‌লেন— "না, না, তোমাদের দোষ কি! সে-ব্রাহ্মণেরও দোষ নেই কারণ অজ্ঞ সে জানেনা যে, নামের মহত্ব তর্কের গোচর নয়। তোমরা ঘরে ফিরে যাও, কৃষ্ণ সকলের কুশল করুন,—আমার জন্যে তোমরা যেন দুঃখিত হয়ো না!"

এরপর তিন দিন কেটে গেল।—কি আশ্চর্য্য!—সেই পরম-সুন্দর অরিন্দা-ব্রাহ্মণের হল কুষ্ঠ-ব্যাধি, আর এই ব্যাধিতে,—"অতি উত্তম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাসা তার গলিয়া পড়িল" (চৈঃ চঃ)। এতে হরিদাসের মন দুঃখে ভরে গেল,—বলাই পুরোহিতের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন গাঁ ছেড়ে।

অরিন্দা-ব্রাহ্মণের কোনও অপরাধ ভক্ত হরিদাস গ্রহণ করলেন না বটে, কিন্তু ভক্তের এ অপমান শ্রীভগবান সহ্য করলেন না,—তাই বিধান করলেন শাস্তি।

ভক্তের স্বভাবই এই—"অজ্ঞদোষ ক্ষমা করে।"
কৃষ্ণের স্বভাব হল—"ভক্ত-নিন্দা সহিতে না পারে॥"
(চৈঃ চঃ, অন্ত্য, ৩য় পঃ)

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিশ

"ধর্ম্মাবতার! বিচার চাই,—কোরানের অপমান হচ্ছে"—বল্‌লেন কাজী সে-মুলুকের অধিপতিকে।

"কোরানের অপমান!—কার স্পর্দ্ধা"—গর্জ্জে উঠ্‌লেন মুলুকপতি।

"তার নাম হরিদাস"—জানালেন কাজী,—"মুসলমান সে, পীর না হয়ে হিঁদুর সাধু হয়েছে। হিঁদুর মতো গঙ্গায় গোসল (স্নান) করে, গলা-ফাটিয়ে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে হিঁদুর দেব্‌তার নাম গান করে। আমাদের মহান্ ইসলাম ধর্ম্মের ইজ্জৎ এতে খুন্ন হচ্ছে, মুসলমান ভাইদের মনে বড় চোট লেগেছে তাই এই কাফের যুবকের নামে এ-অভিযোগ করেছে,—এখন হুজুরের মর্জ্জি ও হুকুম।"

"যুবককে বন্দী কোরে কারাগারে পাঠাও,—বিচার হবে"—হুকুম দিলেন মুলুকের অধিপতি।

নদীয়া জেলার শান্তিপুরের ঘটনা এ। হরিদাস ঠাকুর চাঁদপুর ছেড়ে এসে এখন রয়েছেন শান্তিপুরের ফুলিয়া গ্রামে। এখানকার মুসলমানরাও সহ্য করতে পারলেন না হরিদাসের হিঁদুয়ানী আচরন, নিত্য গঙ্গাস্নান আর উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন। তাই হরিদাসের বিরুদ্ধে তাঁরা অভিযোগ কোরলেন কাজীর কাছে।—ফলে,—কারাগারে বন্দী হলেন হরিদাস।

মুসলমান রাজত্বের আমলে অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুরাও তখন কারাগারে বন্দী হয়ে রয়েছেন,—তাঁরাও শুনলেন সাধু হরিদাস বন্দী হয়ে কারাগারে এসেছেন। বন্দীদের অনেকেই শুনেছেন সাধু হরিদাসের অদ্ভুত ভজনের কথা, কিন্তু চোখে দেখেন নি,—তাই এই সুযোগে এমন অদ্ভুত ভজন-নিষ্ঠ সাধুকে দেখার প্রবল কৌতুহল জাগ্‌লো তাঁদের মনে।—বুঝি-বা সংসারের আবিলতা হতে দীর্ঘদীন বিচ্ছিন্নতার ফলে বন্দীদের মনের এ-পরিবর্ত্তন।—কৌতুহল শেষ পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠায় পরিণত হল,—বুঝি-বা সাধুর স্থিতি প্রভাবে কারাগার ধর্ম্ম-ক্ষেত্র হয়ে উঠ্‌লো। কারাগারের রক্ষীদের অনেক সাধ্য-সাধনা করার পরে তারা দর্শন পেলেন সাধু হরিদাসের।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিমুগ্ধ হয়ে সকলে দেখেন ভক্ত হরিদাসের সে,—

"আজানুলম্বিত ভুজ কমল-নয়ন।
সর্ব্ব মনোহর মুখচন্দ্র অনুপম॥" (চৈঃ ভাঃ)

—ভক্তি-ভরে তাঁরা হরিদাসের চরণে প্রণাম করলেন একে একে,—আর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের দেহে প্রকাশ হতে থাকে রোমহর্ষ, পুলকাশ্রু প্রভৃতি কৃষ্ণ-ভক্তির বিকার। ভক্তের দর্শন ও চরণ-স্পর্শের প্রভাব এ।

বন্দীদের দেহে-মনে ভক্তির স্ফুরণ দেখে বড় খুসী হলেন হরিদাস,—মৃদু হেসে বল্লেন,—"আহা! তোমরা এখন যেমন আছো, তেম্‌নি থাকো।"

বড় বিস্মিত হলেন বন্দীগণ,—মনে আঘাতও পেলেন হরিদাসের কথায়। শুনেছেন তাঁরা, এ-সাধু কখনও কারোও মনে ব্যাথা দেন না,—শুধু কি তাঁদের ভাগ্য-দোষেই আজ সাধুর মুখে এ অভিসম্পাত! হায়রে! ঠাকুর হরিদাসের সে-বচনে কি মহান্ আশীর্ব্বাদ যে প্রচ্ছন্ন ছিল বন্দীরা তা বুঝতে পারলেন না তাই দুঃখিত হলেন তাঁরা।

বন্দীদের মন বুঝে হরিদাস তখন বলেন,—"আমার কথায় বড় দুঃখ পেয়েছো তোমরা,—না? কিন্তু দুঃখ কোরনা। আমার কথার মর্ম্ম তোমরা বুঝতে পারোনি,— বুঝিয়ে বলি, শোন :—

এখানে এসে দেখলাম তোমাদের মন কৃষ্ণ-প্রীতিতে ভরে আছে। তোমাদের মনে এখন কোনও হিংসা নেই, প্রজাদের ওপর এখন কোনো পীড়নও করতে পারছো না, নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে শ্রীভগবানের নাম নিচ্ছো,—তাই তোমাদের দেহ-মন আর কলুষিত হচ্ছে না। কিন্তু এখান হতে মুক্তি পেয়ে যখন তোমরা ঘরে ফিরবে তখন আবার বিষয়ে লিপ্ত হবে,—বিষয়-বিষে তোমাদের এ-মন তখন আর থাকবে না,—বিষয়ীর প্রবৃত্তিতে আবার অপরাধ করতে সুরু করবে। কারাগারে তোমরা বন্দী হয়ে থাকো,—এ-বলা আমার অভিপ্রায় নয়। তোমাদের মনের এ-ভক্তিভাব তোমাদের হৃদয়ে বন্দী হোক,—এই কথাই বলেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তি পেয়ে তোমরা ঘরে ফিরে যাও, কিন্তু বিষয়ে আর আসক্তি কোরনা। এখানকার এই মন নিয়ে দিবানিশি তোমরা হরিনাম কর আর জীবে দয়া কর,—এই আশীর্ব্বাদই তোমাদের করেছি। জেনো, জীবে দয়াই,—জীবন-দর্শন। দৃঢ় চিত্ত রাখো,—দুই তিন দিনের মধ্যেই তোমরা এখান হতে মুক্তি পাবে। ফিরে গিয়ে বিষয়েই থাকো বা যে-অবস্থাতেই থাকো, অনুরোধ আমার,—কৃষ্ণভক্তি স্মরণে রেখো।

ভক্ত হরিদাসের মুখে এই ভক্তিময় জ্ঞানের কথা শুনে দুঃখ আর কারো মনে রইলো না,—সকলের হৃদয় কানায় কানায় ভরে উঠ্‌লো আনন্দে,—সকলের চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়লো গণ্ডস্থল বেয়ে।

পরদিন বিচার সভায়,—

হরিদাসকে এনে দাঁড় করানো হল আসামীর কাঠগড়ায়।

বিচারাসনে বসে আছেন মুলুকপতি,—চারিধারে রয়েছেন কাজীর দল ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণ। হরিদাসের মনোহর তেজোময় কলেবর দেখে মুলুকপতি সসম্ভ্রমে হরিদাসকে বস্‌তে আসন দিলেন, তারপর মিষ্ট-ভাসেই বল্লেন,—"ভাই! কত ভাগ্যে যবন-কুলে তুমি এসেছো, তবে কেন হিঁদুর আচারে দেহ-মন দিয়েছো! আপন জাতধর্ম্ম খোয়ালে পরকালে যে নিস্তার পাবে না ভাই! তুমি 'কল্‌মা' পড়,—না-বুঝে যত অনাচার করেছো তার সকল পাপ তোমার ক্ষয় হয়ে যাবে"—এই বলে প্রীতিভরে বিচারক তাকিয়ে থাকেন হরিদাসের ভক্তি-দীপ্ত মুখের পানে। (কল্‌মা=মুসলমান ধর্ম্মের ইষ্ট মন্ত্র)

"অহো বিষ্ণুমায়া"—স্বগতোচ্চারণ করলেন হরিদাস,—মনে মনে নিঃসংশয়ে বুঝলেন যে, মুলুকপতি বিচারাসনে বসেও মায়া-মুগ্ধ হয়ে কথা বলছেন। তাই, মধুর উত্তর তিনি দিলেন,—

"শুন বাপ সভারই একই ঈশ্বর॥
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দু ও যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরানে পুরাণে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হইয়া বৈসে সভার হৃদয়॥ (চৈঃ ভাঃ)
(অব্যয় = অক্ষয়; অপরিবর্ত্তী)

—ভেবে দেখো বাপ্!—সেই এক ভগবানই সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করছেন, সেই এক ভগবানের নাম-যশে জগৎ ভরে আছে,—তবে কেন কোরান-পুরাণ দিয়ে তাঁকে ভেদ দেখো! সর্ব্বভূতে যখন ভগবান, সর্ব্বকর্তৃত্বময় ভগবানের ইচ্ছায় যখন 'নাম' গ্রহণ, তখন এ-নিয়ে বৃথা বাদ-বিচার কেন,—হিংসা কেন? এরূপ হিংসায়,—শ্রীভগবানকেই হিংসা করা হয়। ভগবান আমায় যে 'নাম' গ্রহণ করিয়েছেন,—আমি সেই 'নামই' বলি। জেনো বাপ্!—সাম্প্রদায়িক কোনো ধর্ম্ম মানুষকে স্বর্গে ওঠায় না, নরকে ডোবায় না। মানুষ ভোগ করে আপন কর্ম্মফল, নইলে হিন্দুর ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেও কেউ কেউ যবনও তো হয়! ধর্ম্মের বিভিন্নতায় কিছু আসে যায় না ভাই, কিছু আসে যায় না। বিচার কোরে বাপ্ আমার কথা বোঝ, তারপর দোষ যদি পাও,—শাস্তি দাও।"

সভা নীরব।—যুক্তিপূর্ণ হরিদাসের কথা, তায় আবার মধুর ভঙ্গীতে বলা,—মর্ম্মে মর্ম্মে সে-কথা উপলব্ধি করেন সকলে। কিন্তু সহসা এক পাপ-কাজী বিবেকের সকল বাধা ঠেলে ফেলে দিয়ে বলেন—"এই দুষ্ট আসামী হয় কল্‌মা পড়ুক, নয় শাস্তি পাক,—নইলে পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের মহিমা এই দুষ্টের দ্বারাই খর্ব্ব হবে।"

বিচারক মুলুকপতি তখন হরিদাসকে অনুরোধ কোরে বল্লেন,—"ভাই!—পড়, আপন ধর্ম্মের কলমা পড়!—নইলে কাজীরা যে তোমাকে শাস্তি দেবে—তোমার অপমান হবে যে!

উত্তরে, হরিদাস তাঁর দীর্ঘ দুই বাহু তুলে তবুও বলেন,—

"..............................যে করান ঈশ্বরে।
তাহা বহি আর কেহ করিতে না পারে॥
অপরাধ অনুরূপ যার যেই ফল।
ঈশ্বরে সে করে ইহা জানিহ সকল॥" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাচার বিচারক, তাকালেন কাজীদের পানে,—বল্লেন 'রায়' দিতে। এবার বড় চিন্তায় পড়লেন কাজীর দল,—আসামী হরিদাসের যুক্তি বড়ই প্রবল,—এর বিরুদ্ধে বলার কি আছে?

সহসা সেই পাপ কাজী উঠে বলেন,—"যবন হয়ে যে হিঁদুয়ানী করে,—কাফের সে। ইহকালে তার প্রাণদণ্ড হয়,—পরকালেও তার নিস্তার নেই। হরিদাস!—এখনও ভেবে তোমার উত্তর দাও।"

আবার নিস্তব্ধ হল সভা,—সূচী-পতনের শব্দও শোনা যায়।

'নামে' কঠোর নিষ্ঠা হরিদাসের,—উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা জানালেন,—

"খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥" (চৈঃ ভাঃ)

—বাণী দৃঢ়,—কণ্ঠ নির্ভীক,—নিষ্কম্প।

"বটে!"—গর্জ্জে উঠলেন সেই কাজী,—"দেখি হিঁদুর ঠাকুর 'হরি' তোকে রক্ষা করে কেমন কোরে?"—রায় দিলেন,—এই ধর্ম্মদ্রোহীকে একে একে বাইশটি বাজারে নিয়ে গিয়ে বেত্রাঘাতে এর প্রাণ নিতে হবে। 'রায়' দিয়ে আবার ব্যাঙ্গ কোরে বলেন, —"এর পরও এ-জ্ঞানী যদি বাঁচে,—বুঝবো সাঁচ্চা এর কথা"—এই বলে ক্রূর হাসি হেসে এক গর্ব্বিত সন্তোষে তিনি তাকালেন সভাসদের দিকে —ক্রূর কটাক্ষে।

'রায়' মেনে নিলেন বিচারক।

যমদূত-প্রায় যবন-প্রহরীরা এসে হরিদাসকে নিয়ে গেল সভা হতে,—হাতে শেকল পরিয়ে।

—সভাস্থ সকলে শুন্‌লো ধ্বনি,—"হরি হরি হরি",—ধ্বনিত হচ্ছে হরিদাসের কণ্ঠে,—উদাত্ত-সুরে, —বিচার-সভা হতে দূরে।

হায়! একি কঠোর, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর দণ্ডাদেশ! দু'তিন বাজারে বেত্রাঘাতই লোকে সহ্য করতে পারে না,—আবার বাইশ বাজার! —প্রাণে বাঁচবে কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিদাসকে প্রহরীরা এক একটি বাজারে নিয়ে যায় আর তার ওপরে নির্দ্দয় ভাবে বেত্রাঘাত চালায়।

—সপাং সপাং শব্দ ওঠে,

—চম্‌কে চম্‌কে ওঠে চারিপার্শ্বের দর্শক-মণ্ডলী,—প্রতি আঘাতের শব্দে।

আঘাতের দিকে কিন্তু হরিদাসের লক্ষ নেই, তেম্‌নি উচ্চৈঃস্বরে তিনি হরিনাম কোরে যান,—যেন কোনো আঘাতই তাঁর লাগছে না।—বুঝি-বা অলক্ষ্যে থেকে ভক্তের আঘাত শ্রীভগবান আপন অঙ্গে গ্রহণ করছেন, কিংবা তাঁর অমিয়-স্পর্শে ভক্তের সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে হরিদাস যুক্তকরে প্রার্থনা করছেন,—"প্রভু! আজ আমাকে যারা পীড়ন করছে তাদের কোনও অপরাধ নেই,—কৃপাময় তুমি, এদের মঙ্গল কর!"

> "এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
> মোর দ্রোহে নহুঁ এ সবার অপরাধ।" (চৈঃ ভাঃ)

একি অপূর্ব্ব অদ্ভুত 'নামীর' চরিত্র!—'নামী'-হরিদাসের একি অচিন্ত্যনীয় মধুর স্বভাব!—জগতে এমনটি বুঝি আর দেখা যায় না।

যিশুখৃষ্ট তাঁর পিতা ঈশ্বরকে জানিয়েছিলেন, যারা ক্রুশে তাঁকে বিদ্ধ করছে সেই পীড়নকারীদের অপরাধ ক্ষমা করতে। যিশু তাঁর পীড়নকারীদের অপরাধী বলে মনে করেছিলেন,—'ক্ষমা' করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।

আর হরিদাস?—হরিদাস তাঁর পীড়নকারীদের অপরাধী বলে গণ্য করলেন না, তাদের ক্ষমা কর এই বলে নিরস্ত হলেন না,—তাদের উদ্ধারের প্রার্থনা করলেন।

প্রকৃত বৈষ্ণবের এইরূপই মহিমময় লক্ষণ,—তরোরিব সহিষ্ণুতা।

প্রকৃত ভক্তের লক্ষণও এইরূপই মহিমময়,—অপরাধে অদর্শী।

বেত্রাঘাত সমান ভাবেই চল্‌তে থাকে। একে একে বাইশটি বাজার শেষ হয়ে গেল কিন্তু হরিদাসের প্রাণ তেম্‌নিই রইলো,—'নাম' তিনি তেম্‌নি উচ্চৈঃস্বরেই করতে থাকেন,—বাণী ও কণ্ঠে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিন্দুমাত্রও জড়তা নেই, মুখের দীপ্তি তেম্‌নিই ভাস্বর,—যেন কোনো এক অতীন্দ্রিয় মহাশক্তির সত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত তিনি।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন—শাস্ত্রে আছে, ভক্ত প্রহ্লাদের অঙ্গেও অসুররা আঘাত করেছিল, কিন্তু সে আঘাতের কোনও বেদনা অনুভব করেনি প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের মতোই ভক্ত হরিদাস আজ যবনের অশেষ আঘাতেও কোনো বেদনা অনুভব কর্‌লেন না।

"অসুর প্রহারে যেন প্রহ্লাদবিগ্রহে।
কোনো দুঃখ না পাইল সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥
এই মত যবনের অশেষ প্রহারে।
দুঃখ না জন্মায় হরিদাস ঠাকুরেরে॥" (চৈঃ ভাঃ)

বেত্রাঘাত শেষ হয়ে গেছে, যবন প্রহরীরাও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু তাদের মনে এখন দারুণ উৎকণ্ঠা,—বড় ভয় জেগেছে প্রাণে। একি হল!—বেত্রাঘাতে হরিদাসের প্রাণ তো গেল না, অথচ প্রাণ-নেবার হুকুম দিয়েছেন কাজী,—সে-হুকুম এখন তামিল করে কেমন করে? প্রাণদণ্ডের হুকুম এবার তাদের ওপরই না দিয়ে বসে কাজী। ভেবে ভেবে কোনও কুল-কিনারা পায় না, সশঙ্কিত চিত্তে অবসাদগ্রস্ত হয়ে তারা বসে থাকে অসহায়ের মতো। বড় করুণ, বড় বিষন্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে তাদের মুখে।

কিছুক্ষণ পরে, আর কোনও উপায় না দেখে যবন প্রহরীরা বলে হরিদাসকে,—"এত প্রহারেও তোমার প্রাণ গেল না, কিন্তু তোমার প্রাণ থাকতে আমরা যে মরি।"

"না, না, না! তোমরা মরবে কেন?" ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন হরিদাস,—"আমি বাঁচলে যদি তোমাদের অমঙ্গল হয়, কাজ কি আমার এ-দেহে,—এখনি লয় করবো তোমাদের সামনেই"—এই বলে হরিদাস নামানন্দে সমাধিস্থ হলেন,—তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস সকলই রুদ্ধ হল,—জীবনের লক্ষণ যত স্পন্দন সকলই রহিত হল।

কৃষ্ণানন্দ-সুধাসিন্ধু মধ্যে হরিদাস।
মগ্ন হৈয়াছেন বাহ্য নাহিক প্রকাশ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিবা অন্তরীক্ষে কিবা পৃথিবী গঙ্গায়।
না জানেন হরিদাস আছেন কোথায়॥
প্রহ্লাদের যে হেন কৃষ্ণ ভক্তি।
সেই মত হরিদাস ঠাকুরের শক্তি॥" (চৈঃ ভাঃ)

—হরিদাস এখন ডুবেছেন,—তাঁর অন্তরে কৃষ্ণানন্দের যে-সুধাসিন্ধু উঠেছে তাতে তিনি ডুব দিয়েছেন,—বাহ্য জগত হতে তাই এখন বিচ্ছিন্ন তিনি,—কোন্ লোকে আছেন কে জানে!

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেছেন,—

"এই মত হরিদাস যবন প্রহার।
জগতের শিক্ষা লাগি করিল স্বীকার॥
* * * *
অন্যথা গোবিন্দ হেন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে হরিদাসেরে লঙ্ঘিতে।" (চৈঃ ভাঃ)

হরিদাসের এই সমাধি অবস্থাকে যবন-প্রহরীরা মনে করলো,—মৃতাবস্থা। হাঁফ ছেড়ে এবার বাঁচলো তারা। হরিদাসের নিশ্চল নিস্পন্দ দেহ তুলে নিয়ে তারা ফেলে দিল গঙ্গায়,—কবর দিল না, পাছে কোরান-বিদ্রোহী এই পাপিষ্ঠ উদ্ধার হয়ে যায়,—বেহেস্তে যায়। তাছাড়া কাজীরও হুকুম ছিল হরিদাসের মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলতে, কারণ যবনদের বিশ্বাস,—

"মাটি দিলে পরকালে হইবেক ভাল॥
গাঙ্গে ফেল যেন দুঃখ পায় চিরকাল॥" (চৈঃ ভাঃ)

গঙ্গায় ভাসতে লাগলেন হরিদাস। কিছুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল,—তীরে উঠে এলেন তিনি,—সুরু করলেন আবার সেই উচ্চৈঃস্বরে 'হরিনাম'। উচ্চকণ্ঠে হরিনাম-কীর্ত্তন শুনে বহুলোক আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এল, অবাক হয়ে তারা দেখে হরিদাসকে, শোনে তাঁর মধুর কণ্ঠের অমিয়-মাখা হরিনাম। হিন্দুরা ভাবে ভক্তের প্রাণ নেয় কে? ভক্তের রক্ষক যে ভগবান স্বয়ং!—পরম শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে ও আনন্দে তারা জয় দিল,—"জয় হরিদাসের জয়"—"জয় ভক্তের জয়"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুসলমানরা অবাক হয়ে ভাবে,—'এ পীরই হবে।—নইলে বাইশ-বাজারে বেত্রাঘাতের পর শুধু প্রাণে বাঁচা নয়,—কীর্ত্তন করেন কেমন কোরে ?' —হরিদাসকে 'পীর'-জ্ঞানে সমবেত মুসলমান তাঁকে সেলাম জানায়,—শ্রদ্ধায়।

"পীর জ্ঞান করি সবে কৈল নমস্কার।
সকল যবনগণ পাইল নিস্তার॥" (চৈঃ ভাঃ)

হরিদাসের কথা মুখে মুখে ঘোষণা হয়ে গেল,—দলে দলে লোক আসতে থাকে হরিদাসকে দর্শন ও প্রণাম করতে। মুলুকপতিও শুনলেন এ সংবাদ,—তিনিও ছুটে এলেন হরিদাসের কাছে,—জনতার সামনেই করযোড়ে বল্লেন হরিদাসকে,—"আপনাকে আমি দণ্ড দিয়েছি,—আমায় ক্ষমা করুন,—আপনার মহিমা তখন বুঝতে পারিনি। এখন বুঝেছি 'পীর' আপনি, মহাধীর,—তাই ঈশ্বরে স্থির বুদ্ধি আপনার। কত যোগী-জ্ঞানী দেখলাম, তাঁরা মুখেই শুধু ঈশ্বরের কথা বলেন কিন্তু আপনার মতন সিদ্ধিলাভ তাঁরা করতে পারেননি। আপনাকে চিনতে পারে, এমন লোক বুঝি ত্রিভুবনে নেই,—শত্রু-মিত্রে আপনি অভেদ-দর্শী, তাই সম-ব্যবহার আপনার। যেখানে ইচ্ছা আপনি ঘুরে বেড়ান, নিশ্চিন্তে থাকুন,—আমি দেখবো কেউ যেন আপনাকে আর বিরক্ত না করে। আপনি নির্জ্জন স্থান পছন্দ করেন,—যদি ইচ্ছা হয়, গঙ্গার তীরে নির্জ্জন যে গোফা (গুহা) আছে সেখানে আপনি বাস করতে পারেন"—এই বলে তিনি প্রণাম করলেন হরিদাসের চরণে।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর এখানে বলেছেন,

"হরিদাস ঠাকুরের চরণ দেখিলে।
উত্তমের কি দায়, যবন দেখি ভুলে॥
এত ক্রোধে আনিলেক মারিবার তরে।
পীর জ্ঞান করি যার পায়ে পাছে ধরে॥ (চৈঃ ভাঃ)

হরিদাস এবার প্রবেশ করলেন ফুলিয়া নগরে,—মুখে তাঁর হরিনাম, কণ্ঠ উচ্চগ্রামে বাঁধা,—এইভাবে কীর্ত্তন করতে করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি এলেন ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ সভায়। হরিদাসকে দর্শন কোরে সেই সভার ও নগরের যত ব্রাহ্মণগণের অন্তরে এক অপূর্ব্ব ভাব জেগে উঠ্‌লো,—হরিদাসের সাথে সাথে তাঁরাও মেতে উঠ্‌লেন হরিনামে,—আর এই দেখে হরিদাস আনন্দে নাচতে লাগলেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে সকলে দেখেন—

"অদ্ভুত অনন্ত হরিদাসের বিকার।
অশ্রু কম্প হাস্য মূর্চ্ছা হুঙ্কার॥" (চৈঃ ভাঃ)

—প্রেমানন্দে হরিদাস কখনও অট্ট অট্ট হাসেন, কখনও পরম হুঙ্কার দেন, কখনও অঝোর ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, কখনও মূর্চ্ছিত হয়ে আছাড় খেয়ে পড়েন,—চেতনা পেয়ে উঠে আবার নৃত্য করেন,—তাঁকে ঘিরে ব্রাহ্মণগণ হরিনাম কীর্ত্তন করেন পরানন্দে।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেছেন,—কৃষ্ণভক্তির যত বিকার আছে,—

"প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকল আসিয়া তান শ্রীবিগ্রহে মিলে॥" (চৈঃ ভাঃ)

তিনি আরও বলেছেন,—

"হরিদাস নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় ও-নৃত্য দর্শনে॥" (চৈঃ ভাঃ)

কিছুক্ষণ পরে ভাব সম্বরণ কোরে হরিদাস এসে বসলেন ব্রাহ্মণ সভাতে। সভাতে এবার সুরু হল হরিদাসের ওপর নির্ম্মম বেত্রাঘাতের প্রসঙ্গ আলোচনা। হরিদাস কিন্তু বল্লেন,—"আমার ওপর পীড়ন হয়েছে বলে আপনারা দুঃখিত হবেন না। অপরাধ আমার হয়েছে বৈ কি! আমার এই কর্ণে শুনতে যে হয়েছিল আমার প্রভুর নিন্দা! আহা!—প্রভু আমার দীন-দয়াল, তাই আমা হেন দীনের এত বড় অপরাধ, অল্প শাস্তি দিয়ে খণ্ডন করলেন। আমাকে সাবধান করতেই তিনি শাস্তি দিয়েছেন, যাতে প্রভুর নিন্দা আর না শুনি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"প্রভু নিন্দা আমি যে শুনিল অপার।
তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার॥
কুম্ভীপাক হয় বিষ্ণুনিন্দার শ্রবণে।
তাহা আমি বিস্তর শুনিলা পাপ-কর্ণে।
যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বর তাহার।
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্ব্বার॥" (চৈঃ ভাঃ)

ব্রাহ্মণ-সভা থেকে ফিরে হরিদাস এবার গেলেন গঙ্গার তীরে নির্জ্জন সে গুহায় বসবাস করতে। গঙ্গার তীরে নির্জ্জন ও মুক্ত পরিবেশ পেয়ে হরিদাস বড় তৃপ্তি পেলেন,—পরম শান্তিতে ও আনন্দে তিনি নিত্য নাম-কীর্ত্তন করেন, নাম-সংখ্যা নিত্য পূরণ করেন,—তিন লক্ষ।

"তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোফা হৈল যেন বৈকুণ্ঠ ভুবন॥" (চৈঃ ভাঃ)

ঠাকুর হরিদাসের দর্শনার্থীরা প্রত্যহ সেই গুহায় আসে,—দলে দলে। কিন্তু সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর তাদের কেমন যেন গা-জ্বালা করে,—জ্বালা সহ্য করতে না পেরে গুহা থেকে বেরিয়ে আসে,—গঙ্গার জলে আর মুক্ত স্নিগ্ধ বায়ুতে কিছুক্ষণ থাকার পর তবে জুড়য় তাদের গা-জ্বালা। জ্বালার কারণ কিন্তু কেউ বুঝতে পারে না,—শেষে সকলে যুক্তি কোরে শান্তিপুরের যত বৈদ্য এনে বৈঠক বসালো জ্বালার কারণ নির্ণয় করতে। শান্তিপুরে তখন মহা মহাবৈদ্য বসবাস করেন,—তাঁরা এসে সব দেখে শুনে বল্লেন,—"এই গুহার তলে বাস করছে মহাবিষধর এক নাগ,—তারই নিঃশ্বাসে এ-জ্বালার উৎপত্তি।"

শিউরে উঠলেন সকলে বৈদ্যদের কথা শুনে,—এ তো "সসর্পে চ গৃহে বাসঃ মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।"—নাগের সঙ্গে মানুষ বাস করে? কবে বা জানি নাগের ছোবলে ঠাকুরের জীবনের অবসান হয়! কিন্তু কি আশ্চর্য!—ঠাকুর হরিদাসের কি গা-জ্বালা করে না? এমন নিশ্চিন্তে, নির্ব্বিকার-চিত্তে গুহায় বসে কীর্ত্তন তিনি করেন কেমন করে? না, না,—যেমন কোরেই হোক ঠাকুরকে এই বিপদ সঙ্কুল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয়ঙ্কর স্থান হতে সরিয়ে আনতেই হবে"—এই যুক্তি কোরে তাঁরা ঠাকুর হরিদাসকে জানালেন গুহায় বিষধর নাগের কথা ও তাদের গা-জ্বালার কথা,—আর সেই সঙ্গে গুহা ত্যাগ করার জন্যে আন্তরীক অনুরোধও করলেন।

সকল শুনে হরিদাস বলেন,—"এ-গুহায় এলে তোমরা যখন দুঃখ পাও, এখানে আর থাকি কেমন করে? বেশ! নাগ যদি কালই এ-স্থান ছেড়ে না যায়,—আমিই এখান থেকে চলে যাবো। এখন এসো, আমরা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করি।"—সকলে মিলে সুরু করলেন কীর্ত্তন।

সন্ধ্যা হয়ে এল,—কীর্ত্তন চল্‌ছে।—সহসা সকলে সভয়ে দেখেন এক,—

"পরম অদ্ভুত সর্প মহাভয়ঙ্কর।
পীত-নীল-শুভ্রবর্ণ পরম সুন্দর॥" (চৈঃ ভাঃ)

—তার মাথায় মণি,—জ্বল্‌জ্বল্ করছে।

ধীরে ধীরে সে-গুহা হতে বেরিয়ে আসে বিশাল সে-নাগ তার ফণা বিস্তার কোরে,—মন্থর গতিতে চলে যায়,—বারেক ফিরে তাকায়, মাথা হেলিয়ে দেয় নীচের দিকে,—যেন যাবার আগে ঠাকুরের চরণে জানালো প্রণাম। ঠাকুর হরিদাসের মধুর-সঙ্গ পেয়ে বিষধর সর্পও বুঝি মধুর হয়ে উঠেছিল,—তাই নিজেকে ধন্য করতে, 'নাম-প্রেমের' জীবন্ত-বিগ্রহ ঠাকুর হরিদাসকে আপন আবাস সেই গোফা উৎসর্গ কোরে চলে গেল। এ-অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সকলে ভক্তি-আপ্লুত কণ্ঠে হরিদাসের জয়-ধ্বনি দিলেন, তাঁর চরণে প্রণাম করলেন পরম শ্রদ্ধায়। হরিদাসের কণ্ঠে তখন ফিরছে হরিধ্বনি,—হাতে ফিরছে জপ-মালা,—নয়নে বইছে প্রেম-ধারা।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—নাগ যে গোফা ছেড়ে গেল, এ হরিদাসের প্রভাবের অলোকীক কোনও কথা নয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ লঙ্ঘন করেন না ঠাকুর হরিদাসের কথা।"

"হরিদাস ঠাকুরের এ কোন প্রভাব॥
যান বাক্য মাত্র, স্থান ছাড়িলেক নাগ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যান দৃষ্টি মাত্র, ছাড়ে অবিদ্যা বন্ধন।
কৃষ্ণ না লজ্ঘেন হরিদাসের বচন॥" (চৈঃ ভাঃ)

পৃথিবীতে একদল লোক থেকেই যায়,—চাঁদের কলঙ্কের মতো। এম্‌নি এক কলঙ্কিত দল আছে শান্তিপুরে—গঙ্গাতীরবর্ত্তী হরিনদী গ্রামে। অকারণেই এরা হরিদাসের বিদ্বেষী।

দল বেঁধে এরা একদিন এল হরিদাসের কাছে। তাদের মধ্যে এক দুর্জন ব্রাহ্মণ মুখপাত্র হয়ে বলে,—"ব্যাপার কি বল তো হরিদাস!—তোমার ভজন-সাধনের রকম-সকম তো কিছু বুঝিনা। এই যে হেঁকে-ডেকে গলা-ফাটিয়ে শ্রীভগবানের নাম নাও, এ-শিক্ষা পেলে কোথায়? ভগবানের নাম নেবে তো মনে মনে নাও!—নাম-জপ্‌ই তো ধর্ম্ম! তোমার সামনে এই তো রয়েছে পণ্ডিত-সমাজ,—হয় কি নয়, তোমার যুক্তিটা একবার বল তো দেখি!"

বিনয়ের খনি হরিদাস সবিনয়েই উত্তর দিলেন,—"পণ্ডিত তোমরা,—হরিনামের তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য তোমাদের অজানা নয়।—আমি আর কতটুকু জানি, কতটুকুই বা বল্‌তে পারবো। তোমাদের পাঁচজনের শ্রীমুখে শুনে শাস্ত্র যতটুকু জেনেছি, সেইটুকুই শুধু বলতে পারি। শাস্ত্র বলেছেন,—শ্রীভগবানের নাম নিলে পুণ্য হয়। উচ্চকণ্ঠে নাম-কীর্ত্তনের গুণ-বর্ণনা কোরে শাস্ত্র বলেছেন,—এই পুণ্য শতগুণে অধিক হয়। এখন মুস্কিল এই, শাস্ত্র গুণের কথাই বলেন,—দোষের কথা কিছু বলেন না।" —"দোষ না কহে শাস্ত্র গুণ সে বর্ণয়" (চৈঃ ভাঃ)।

"তাই নাকি?"—ভঙ্গী কোরে বলেন ব্রাহ্মণ,—"শতগুণে পুণ্য হয়?—কিন্তু এর হেতু?"

'নামী'-হরিদাসের মুখে সকল শাস্ত্রের স্বতঃস্ফূরণ হয়;—নামানন্দ সুখে এবার বলেন তিনি,—"নামের প্রভাব তবে বলি, শোন"—এই বলে শ্রীভগবানের 'নাম' ও 'শ্রীচরণের' মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-স্কন্ধের একটি শ্লোক তিনি আবৃত্তি করলেন। শ্লোকটি হল,—

"যন্নাম গৃণন্নখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে॥" (৩৪।১৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[শ্লোকের অর্থঃ—হে ভগবন্! তোমার যে-কোনও নাম উচ্চারণেই জীব যখন আপনাকে ও অখিল শ্রোতৃবর্গকে সদ্যই পবিত্র কোরে থাকেন, তখন তোমার পদস্পৃষ্ট হয়ে আমি যে নিশ্চয়ই অধিকতররূপে পবিত্র ও পাবনকারী হব,—এও কি আর বল্‌তে হবে ?]

এই শ্লোকটি বুঝিয়ে দিয়ে হরিদাস বল্লেন,—"জেনো,—প্রাণীমাত্রেরই 'হরিনাম' শ্রবণে উপকার হয়। কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণী 'হরিনাম' নিতে অক্ষম, এমন কি যে সকল প্রাণীর জিহ্বা আছে তারাও এ-নাম উচ্চারণে সমর্থ নয়। আর 'কৃষ্ণ'-নামের এতই প্রভাব যে, এ-নামধ্বনির তরঙ্গ-ও যদি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদির কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে তাহলেও শ্রীবৈকুণ্ঠ ধামে তাদের গতি হয়, এ-কথা বেদ ও ভাগবত বলেছেন। ব্যর্থ-জন্মা প্রাণীরা যা হতে নিস্তার পায়, সে-কাজ কখনও দোষণীয় হয় না। সুতরাং বোঝ বাপ্!—উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্ত্তন করলে নিজের ও পরের, উভয়েরই উপকার করা হয়, আর নাম-জপ্ করলে শুধু নিজের উপকারই করা হয় মাত্র। যে কর্ম্মে 'বহুর' উপকার হয়, সে-কর্ম্মের ফলও তাই বহুগুণে অধিক হয়। মাত্র নিজেকে পোষণ করা ও বহুকে পোষণ করার মধ্যে যে পার্থক্য,— এও তাই।"

"জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ সংকীর্ত্তনকারী।
শত গুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি॥
* * * *
কেহো আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ
কেহো বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ সংকীর্ত্তনে॥" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীনারদীয় পুরাণেও আছে,—

"জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুণাতুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৃন্ পুণাতি চ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[শ্লোকের অর্থ :—প্রহ্লাদ বল্‌ছেন,—হরিনাম জপকারী অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে জপকারী অর্থাৎ সঙ্কীর্ত্তনকারী, নিজেকে ও শ্রোতৃবর্গ সকলকেই পবিত্র করেন।]

যুক্তি যেখানে প্রবল ও অখণ্ডনীয়, প্রতিকুলবাদী সেখানে আপন মত প্রতিষ্ঠা করতে প্রকাশ করে ক্রোধ, না হয় ব্যাঙ্গ করে। এখানেও, হরিদাসের প্রবল যুক্তি খণ্ডন করতে না পেরে সেই দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ তখন ব্যাঙ্গ কোরে বলে,—"হায়রে! শুনেছিলাম কলিযুগের শেষে শূদ্রে করবে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা। হরিদাস এখন হয়েছে দর্শন-কর্ত্তা, —কলির শেষ হতে বাকী কি? বলি হ্যাঁরে হরিদাস!—এই শাস্ত্র-বুলি আওড়েই বুঝি ঘরে ঘরে গিয়ে ভাল ভাল ভোগ তুই খেয়ে আসিস?—কিন্তু আমিও এই বলে রাখলাম, তোর ব্যাখ্যা যদি ঠিক না হয়,—তোর নাক-কাণ আমি কেটে দেবো।"

"হরি হরি"—এই বলে হাসলেন হরিদাস,—ব্রাহ্মণের এ-ব্যাঙ্গের কোনও জবাব দিলেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য!—এর তিন দিন পরেই সেই ব্রাহ্মণের সারা অঙ্গ 'বসন্তে' ভরে গেল, আর,—"বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া" (চৈঃ ভাঃ)।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—"এই রকম পাপমতি ব্রাহ্মণ কিন্তু আসলে রাক্ষস,—কলিতে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছে মাত্র, আর তাই তারা সুসজনদের হিংসা করে।

"এ সকল রাক্ষস ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এই সব লোকে যম-যাতনার পাত্র॥"
কলিযুগে সকল রাক্ষস বিপ্রঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥ (চৈঃ ভাঃ)

[বরাহপুরাণেও "রাক্ষসা কলিমাশ্রিত্য ব্রহ্মযোণিষু" ইত্যাদি শ্লোকে এ-উক্তির সমর্থন আছে।]

এখানে তিনি আরও বলেছেন,—"ব্রাহ্মণ যদি অবৈষ্ণব হয়, তার সঙ্গে আলাপেও পুণ্য ক্ষয় হয়।"

"ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেও পুণ্য যায় ক্ষয়॥" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ্মপুরাণেও আছে,—(মহাদেববাক্যং)

"কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণাঃ যেহ্বৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জয়েৎ ॥"

[শ্লোকের অর্থঃ—এ-বিষয়ে আর অধিক কি বলবো,—ব্রাহ্মণগণ যদি অবৈষ্ণব হয়, জ্ঞানে তো বটেই, ভ্রমেও তাহাদের সম্ভাষণ ও স্পর্শন বর্জ্জন করবে।]

হরিদাসের মন দুঃখে ভরে ওঠে মানুষের সাংসারিক উন্মত্ততা দেখে, আর তাদের ভক্তিহীন দেখে। মানুষ ভুলেই গেছে 'পরমার্থ',—অবিদ্যার মোহে সরল পথ ছেড়ে মনের কুটিল-পথেই চলেছে,—তাই ব্যর্থ হয়েছে তার এই দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম পরিগ্রহণ।

ফুলিয়া ত্যাগ কোরে হরিদাস এবার এলেন শ্রীধাম নবদ্বীপে,—মানুষ খুঁজতে,—বৈষ্ণব খুঁজতে। হরিদাসকে দেখে নবদ্বীপের ভাগবতগণের মন পরানন্দে নেচে উঠ্‌লো,—পরম সমাদরে তাঁকে তারা নিয়ে গেলেন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কাছে,—আর,—

আচার্য্যগোসাঞি হরিদাসেরে পাইয়া।
রাখিলেন প্রাণ হৈতে অধিক করিয়া ॥" (চৈঃ ভাঃ)

—অদ্বৈতাচার্য্যের আশ্রয়ে থেকে হরিদাস বড় আনন্দে দিবারাত্র 'নাম'-কীর্ত্তনে মত্ত হয়ে রইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য একদিন হরিদাসকে নিয়ে এলেন শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে। হরিদাসকে দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন,—নিজ হস্তে এগিয়ে দিলেন আসন। আসনখানি মাথায় ঠেকিয়ে হরিদাস সসম্ভ্রমে রেখে দিলেন একপাশে,—তারপর মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মুখের পানে বিহ্বল হয়ে,—অপলকে। আত্মহারা হরিদাস,—চিরদিনের জন্যে নিজেকে সমর্পণ করলেন শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে।

এখন হতে নবদ্বীপে,—

"সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রীতি হরিদাস প্রতি।
হরিদাস করেন সভারে ভক্তি অতি ॥" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একত্রিংশ

অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ—

এবার এসেছেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দ।

(অবধূত=সংস্কারমুক্ত সন্ন্যাসী)।

শ্রীনিত্যানন্দের নিবাস ছিল রাঢ়দেশ,—পাণ্ডবদের স্মৃতিবিজড়িত বীরভূমে,—একচক্রা গ্রামে। মাতা পদ্মাবতী ছিলেন পরমাবৈষ্ণবী ও পতিব্রতা রমণী। পিতা মুকুন্দ ছিলেন নিষ্ঠাচারী, অতিথি-পরায়ণ এবং ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ,—'হাড়াই'-পণ্ডিত নামেই ছিল তাঁর জন-পরিচিতি, কেউ-বা বলতো হাড়াই ওঝা।

হাড়াই-পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনিত্যানন্দ—শিশুকালে নাম ছিল 'কুবের'। নিত্যানন্দের জন্ম—মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী,—১৩৯৫ শকে,—১৪৭৩ খৃঃ অব্দে। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—রাঢ়দেশে নিত্যানন্দের যেদিন আবির্ভাব হল, সেদিন থেকে সে-দেশে সকল সুমঙ্গল উপসন্ন হল।

"সেই হৈতে রাঢ়ে হইল সর্ব্ব সুমঙ্গল।
দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র-দোষ ঘুচিল সকল॥" (চৈঃ ভাঃ)

শৈশব হতেই অদ্ভুত স্বভাব নিত্যানন্দের।

তার সকল খেলা,— 'কৃষ্ণ-খেলা'।

শিশু-সাথীদের নিয়ে সে দেবসভা করে,—সাথীরা করে তার স্তুতি। সে খেলে যত ব্রজের খেলা, রামায়ণের খেলা, মহাভারতের খেলা—মুগ্ধ হয়ে সে-খেলা সকলে দেখে আর ভাবে,—"কেমনে জানিলা শিশু এত কৃষ্ণ-লীলা" (চৈঃ ভাঃ)?

নিমাই যেদিন নবদ্বীপে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, সেদিন কিশোর নিত্যানন্দের পরম-হুঙ্কারে দিগ্‌দিগন্ত মুখর হয়ে উঠেছিল।

"যে দিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যপ্ত হইল হুঙ্কারে।
মূর্চ্ছাগত হৈল যেন সকল সংসারে॥ (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—এ-হুঙ্কারধ্বনি শুনে কেউ বল্লেন "বজ্রপাত হয়েছে", কেউ বল্লেন "প্রাকৃতিক উৎপাত" আবার কেউ-বা বল্লেন,—"মৌড়েশ্বর গোসাঞির হইল গর্জ্জন" (চৈঃ ভাঃ)।—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কিন্তু বলেছেন,—"দ্বাপরের বলরামই স্বয়ং নিত্যানন্দ,—শ্রীগৌরাঙ্গরূপী কৃষ্ণের আবির্ভাবে নিত্যানন্দরূপী বলরামের এ আনন্দ-ধ্বনি, কিন্তু—

"নিত্যানন্দে কেহ নাহি চিনিল মায়ায়"। (চৈঃ ভাঃ)

দৈবে একদিন অপরূপ এক সন্ন্যাসী এলেন একচক্রা গ্রামে। হাড়াই পণ্ডিত পরম যত্নে সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা করালেন আপন গৃহে,—দু'জনে সারারাত্র কাটালেন কৃষ্ণপ্রসঙ্গে। পরদিন উষায় বিদায়কালীন সেই সন্ন্যাসী নিত্যানন্দের পিতার নিকটে এক অদ্ভুত ভিক্ষা চেয়ে বসলেন,—দিতে হবে তাঁকে নয়নানন্দ পুত্র কুবেরকে কিছুকালের জন্যে,—তীর্থে তীর্থে ফিরবে তাঁর সাথে,—পালিত হবে সযত্নেই।

হাড়াই-পণ্ডিতের সম্মুখে এল এক কঠিন-সমস্যা।—এ-ভিক্ষা তো সাধারণ নয়! এযে প্রকারান্তরে হাড়াই-পণ্ডিতের প্রাণভিক্ষাই চাইছেন সন্ন্যাসী! প্রত্যাখ্যান করলে কি জানি কি সর্ব্বনাশ হয়,—অথচ সন্ন্যাসীর ইচ্ছা পূরণ করতে হলে পিতা হয়ে বিসর্জ্জন দিতে হবে আপন সন্তানকে।—সমাধানের কুল-কিনারা না পেয়ে হাড়াই পণ্ডিত স্মরণ করলেন শ্রীকৃষ্ণকে,—শরণ নিলেন তাঁর শ্রীচরণে।—অন্তর হতে পণ্ডিত এবার পেলেন এ সমস্যার সমাধান,—ধার্ম্মিক-পণ্ডিত 'জয়' দিলেন ধর্ম্মের,—সন্ন্যাসীর হস্তে পুত্রকে সমর্পণ কোরে বল্লেন,—"স্বামীন্! আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, গ্রহণ করুন পুত্রকে,—আপনার আশীর্ব্বাদে শ্রীহরির চরণে অচলমতি হোক এই আমার ঐকান্তিক কামনা। আজ না হয় আপন স্বার্থে পুত্রকে গৃহে রুদ্ধ রাখলাম, কাল যদি তার অমঙ্গল কিছু আসে কি দিয়ে তখন ঘিরে রাখবো তাকে"—এই বলে কুবেরকে তিনি সঁপে দিলেন সন্ন্যাসীর হাতে। পতিগতপ্রাণা পদ্মাবতীও সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী,—স্বামীর কঠোর এ-ধর্ম্মপালনেও অটল হয়ে বলেছিলেন—"যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই মোর কথা" (চৈঃ ভাঃ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যানন্দকে নিয়ে সন্ন্যাসী যাত্রা করলেন তীর্থের পথে,—নিত্যানন্দের বয়স তখন দ্বাদশ। তাকে সদানন্দ অক্রোধী ও 'নিত্যের' প্রতি অনুরাগী দেখে এই সন্ন্যাসী-গুরু তার নাম দিয়েছিলেন,—'নিত্যানন্দ'।

"হেন মতে দ্বাদশ বর্ষ থাকি ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে ॥" (চৈঃ ভাঃ)

[কেউ কেউ বলেন—এ সন্ন্যাসী অপর কেউ নন্ স্বয়ং বিশ্বরূপ, নিমাইয়ের অগ্রজ। নিত্যানন্দের দেহে বিশ্বরূপ নাকি নিজেকে বিলীন করেছিলেন তাই নিত্যানন্দ ও বিশ্বরূপের দেহের ভেদ কিছু ছিল না।]

পুত্রকে বিদায় দিয়ে হাড়াই-পণ্ডিত ভেঙ্গে পড়লেন গভীর শোকে,—সেদিন মর্ম্মভেদী তাঁর করুণ বিলাপ-ক্রন্দনে পাষাণ গলেছিল,—বৃক্ষ বিদীর্ণ হয়েছিল। ক্রমশঃ তিনি কেমন যেন জড়-ভরতের দশা প্রাপ্ত হলেন।—লোকে বল্লে,—"হাড়াই-পণ্ডিত পুত্রশোকে পাগল হয়ে গেছেন।" বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কিন্তু বলেছেন—"পণ্ডিত ক্রমে ডুব্লেন ভক্তিরসে,—ভক্তিতে বিহ্বল হয়ে রয়েছেন তাই জড়-প্রায় তাঁর অবস্থা,—"ভক্তিরসে জড়-প্রায় হইয়া বিহ্বল" (চৈঃ ভাঃ)।

পণ্ডিত তিনমাস কাল অন্ন গ্রহণ করলেন না, শুধু প্রাণে বেঁচে রইলেন এই মাত্র।

পুরাণে আছে,—কপিল মুনিও আপন জননী স্বামীহীনা দেবহুতিকে ছেড়ে চলে গেছলেন। শুকদেবও আপন জনক বেদব্যাসকে ছেড়ে চলে গেছলেন, কিন্তু,—

"পরমার্থে এই ত্যাগ ত্যাগ কভু নহে।
* * * *
এ-সকল লীলা জীব-উদ্ধারের কারণে ॥ (চৈঃ ভাঃ)

বিশ বছর ধরে ভারতের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণের নানা তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছেন নিত্যানন্দ,—ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছেন তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণের ভাই 'কৃষ্ণ-কানাইকে'—কণ্ঠে তাঁর 'ভাবের' সঙ্গীত ফিরেছে,—

"ভেইয়া রে কানাইয়া রে
নেক দরশ দেখায়ে যারে।
সামলিয়া পেয়ারে বন্শীওয়ারে
মেরে ছাতিয়াপে আযা রে॥
মেরো ভেইয়া বরজ লালা
ব্রজবাল সেঁইয়া নন্দ-দুলালা
যমুনা কিনারে ধীর সমীরে
(নেক) বাঁশরী বাজায়ে যা রে॥
প্রাণ-কি প্রাণ ভেইয়া মেরো
ভিকষা মাঙ্গি দরশন তেরো
নয়না মে ঠারো পিয়াস নিবারো
মেরে রাজন্ কি রাজারে॥"

(গীত, নদের নিমাই, হাওড়া সমাজের সৌজন্যে)

বৃন্দাবন তখন বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সেই জঙ্গলাকীর্ণ বৃন্দাবনের বনে বনে নিত্যানন্দ এবার খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর সাধনার নীলমণিকে। নিত্যানন্দের চির বাল্য-স্বভাব,—এই 'স্বভাবেই' তিনি নিরবধি বৃন্দাবনে গড়াগড়ি দেন, ব্রজের 'রজ' নিয়ে করেন খেলা,—আহারের কোনও চেষ্টাই করেন না,—অযাচিত-ভাবে যদি জোটে দুগ্ধ পান করেন, নইলে—"কৃষ্ণরস বিনে আর না করেন আহার" (চৈঃ ভাঃ)।

শ্রীবৃন্দাবনদান ঠাকুর বলেছেন,—"এই সময়ে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ আত্মপ্রকাশ করেছিলেন নবদ্বীপে। অনন্ত ঈশ্বর নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে বসেই সে-কথা জানলেন মনে মনে,—আর সেই ক্ষণেই তিনি আকুল-চিত্তে বৃন্দাবন হতে যাত্রা করলেন,—এলেন শ্রীধাম নবদ্বীপে। নবদ্বীপে এসে, আত্মগোপন করতে তিনি উঠ্লেন মহাভাগবতোত্তম নন্দন আচার্য্যের বাড়ীতে। বড় সাধ নিত্যানন্দের, তিনি পরীক্ষা করবেন,—তাঁর প্রাণ-কানাইয়ের স্মৃতি হতে কলিযুগের এই লীলায় 'বলাই' অপস্থৃত হয়েছে কিনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গও তখন নবদ্বীপে বসে মনে মনে বড় দুঃখে কাল কাটাচ্ছেন, সদাই এক উৎকণ্ঠ-প্রতীক্ষায় থাকেন,—কবে, কবে তাঁর প্রাণের ভাই 'বলাইয়ের' সঙ্গে মিলিত হবেন,—কবে, কবে তাঁর ভাই 'বলাইকে' বুকে ধরবেন,—প্রাণ জুড়বেন!

যেদিন নিত্যানন্দ নবদ্বীপে এলেন, সেদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তদের বললেন,—"কোনও এক মহাপুরুষ এসেছে নবদ্বীপে। দিন দুয়েক পূর্ব্বে স্বপ্নে আমি দেখেছি,—তাল-ধ্বজ এক রথ এসে দাঁড়ালো আমার বাড়ীর সামনে। সে রথে বসে আছে এক মহা-অবধূত,—প্রকাণ্ড তার শরীর,—মুখখানিতে আহা!—বলরামের 'ভাব'। রথে বসেই সে মহাপুরুষ বার বার বল্‌তে লাগলো,—"হ্যাঁ, এই বাড়ীই—এই বাড়ী নিশ্চয়ই নিমাই পণ্ডিতের।" আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—"কে তুমি?"—হেসে সে জবাব দিলে—"তোমার ভাই।"—আঃ কি আনন্দ যে তখন হল আমার"—এই বলতে বলতে শ্রীগৌরাঙ্গ 'বলরাম'-ভাবে আবিষ্ট হলেন, আর "আন মদিরা, আন মদিরা" এই বলে ঘন ঘন গর্জ্জন করতে লাগলেন। শ্রীবাস তখন বল্লেন,—"প্রভু! যে মদিরা চাইছো, সে তো তোমারই কাছে আছে,—তুমি কৃপা কোরে যাকে দাও সেই মাত্র পায় সে,—আমরা পাবো কোথা?"—শ্রীগৌরাঙ্গের কোনও বাহ্যজ্ঞান তখন নেই,—হেসে হেসে দেহ দোলাচ্ছেন,—সঙ্কর্ষণের মতোই।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে শ্রীবাস ও হরিদাসের পানে তাকিয়ে বল্লেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—"যাও, তোমরা সন্ধান নিয়ে এস,—কোথায় রয়েছেন সে-মহাপুরুষ।"

শ্রীবাস ও হরিদাস চল্লেন মহাপুরুষের সন্ধানে, কিন্তু তন্ন তন্ন কোরে খুঁজেও সন্ধান পেলেন না,—বুঝি কোনও কৌতূক-কারণেই। হতাশ হয়ে ফিরে এসে শ্রীগৌরাঙ্গকে জানালেন তাঁদের ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথা,—শুনে, প্রভু শুধু মৃদু হাসলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ভক্তদের নিয়ে স্বয়ং বাহির হলেন,—সোজা গিয়ে উঠলেন নন্দন আচার্য্যের বাড়ীতে। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে ভক্তরা দেখেন,—দীর্ঘ সমুন্নত দেহ, দীর্ঘ বাহু, প্রসস্ত বক্ষ, সুন্দর অধর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী বসে আছেন,—বয়স তাঁর তিরিশ কি বত্রিশ। তাঁর পরিধানে নীলাম্বর, মস্তকে নীলবস্ত্রখণ্ড, বাম কর্ণমূলে এক বিচিত্র কুণ্ডল,—তাঁর পার্শ্বে রক্ষিত দণ্ড, বেত্র-বাঁধা কমণ্ডলু এবং শিঙ্গার। কোটী-সূর্যসমদীপ্ত তাঁর মুখখানি "ধ্যান সুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়" (চৈঃ ভাঃ)।'—ইনিই সেই মাহাপুরুষ, —অবধূত নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ 'বলরাম'ভাবে বিভাবিত,—তাই নীলবস্ত্র ভূষণ তাঁর। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে ইনি পরম শ্রদ্ধায় বলরাম-তত্ত্ব বলেই পূজিত হয়েছেন। 'গণ'-সহ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রণাম করলেন নিত্যানন্দকে।—নিত্যানন্দ চেয়ে দেখলেন শ্রীগৌরাঙ্গকে।

শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গে সুন্দর বেশ।—তাঁর গলায় দিব্য-গন্ধমালা, —"ললাটে বিচিত্র উর্দ্ধ তিলক সুন্দর" (চৈঃ ভাঃ) —অধরে অমৃত-জিনি মধুর হাসি। সে মদনমোহন রূপ দেখতে চাঁদেরও সাধ জাগে।—কার না জাগে !—ও তো রূপ নয় !—ও যে ফাঁদ ! যে দেখে,—সেই মজে।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দ,—চারিচোখের মিলন হল। কি পরম পুণ্যময় সে সন্ধিক্ষণ !—একে যেন অন্যের অন্তরে প্রবেশ করছেন সে-দৃষ্টি দিয়ে। সে-দৃষ্টির বিনিময়ে হুজনার গতজন্মের পরিচয় বুঝি বিনিময় হয়ে গেল,—যুগ-যুগান্তের গোপন রহস্যের বুঝি হল আলাপন।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-ঢলঢল মুখখানির দিকে অপলক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন নিত্যানন্দ,—কণ্ঠ বাণী-হারা। এ-স্তম্ভিত অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর,—

"রসনায় লিহে যেন দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায়ে ঘ্রাণ॥" (চৈঃ ভাঃ)

—নিত্যানন্দের স্তম্ভিত অবস্থা বুঝে শ্রীগৌরাঙ্গ ইঙ্গিত করলেন শ্রীবাসকে ভাগবত হতে শ্লোক পড়তে,—শ্রীবাস পড়লেন শ্লোক :—

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্।
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রন্ধ্রান্ বেনোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ—
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমনং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ" ॥

[শ্লোকের অর্থ :—শরৎ কালের প্রাকৃতিক সুষমায় মণ্ডিত বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য বর্ণনা করছেন :—বড় মনোহর সাজ সেজে বৃন্দাবনে আজ আসছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ চূড়া, দুই কর্ণে পীত পদ্ম. পরিধানে স্বর্ণবর্ণ পীত-বসন, গলে পঞ্চবর্ণ পুষ্পে গাঁথা বৈজয়ন্তীমালা, অঙ্গে নব নব সৌন্দর্য্যময় আভরণ ধারণ কোরে তিনি নটবর সেজেছেন। তিনি অধরে ধরেছেন বেণু,—অধর-রসে বেণুর রন্ধ্র সকল পূরণ করছেন,—রাঙা চরণ দুটি ব্রজের পথে ফেলতে ফেলতে আসছেন,—পথে পড়ছে তাঁর চলার চরণ চিহ্ন, যে চরণ চিহ্ন শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বভূতের আনন্দদায়ক হয়েছিল। এইভাবে শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন ব্রজের নাগর শ্রীকৃষ্ণ।]

কৃষ্ণধ্যানের এই শ্লোক শোনা মাত্র প্রগাঢ়-পুলকে নিত্যানন্দের দেহ দুল্‌তে থাকে,—অঙ্গ অবশ হয়ে আসে—আত্মহারা হয়ে নিত্যানন্দ ঢলে পড়লেন শক্তিহত লক্ষ্মণের মতোই—তবে প্রেম-বাণে বিদ্ধ হয়ে। মুহূর্ত্তে সেই ঢলে-পড়া বর-বপুখানি বুকে ধরে নিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—প্রণয়ভরে। দুই পবিত্র-দেহের স্পর্শে এক অবর্ণনীয় ভাব-তরঙ্গ উঠ্‌লো দুজনার অন্তরে,—সে যেন "নিতাই রসের নদী, পিয়াসী গৌরাঙ্গ" (কীর্ত্তন পদ ; দ্বিজপদ গোস্বামী)।

ভাবাবিষ্ট হয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ বললেন নিত্যান্দকে,—"ঈশ্বরের পূর্ণ শক্তি তুমি,—আমি তোমার আশ্রয় নিচ্ছি,—কৃপা কোরে কৃষ্ণ-প্রেম দাও! আজ বুঝলাম কৃষ্ণ আমায় উদ্ধার করবেন তাই তোমা হেন সঙ্গ আমায় মিলিয়ে দিলেন। মহাভাগ্য আমার,—তোমার চরণ পেলাম। জানি,—তোমার ভজনা করলেই 'কৃষ্ণ-প্রেমধন' আমি পাব।"

আ রে নিতাইচাঁদ !—তোমার এত গুণ !—তাই বুঝি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বলেছেন,—

"নিতাইয়ের করুণা হবে,
(তবে) ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে,
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায় ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরও বলেছেন,—

"সংসার পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে-ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গের স্তুতি শুনে নিত্যানন্দ কিন্তু লজ্জা অনুভব করলেন। মর্ম্মে তিনি জেনেছেন,—"এই প্রভু অবতীর্ণ,"—এই গৌরাঙ্গই তাঁর প্রভু শ্রীকৃষ্ণ।

নিত্যানন্দকে লজ্জিত ও বিব্রত দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ তখন জিজ্ঞাসা করলেন,—"স্বামীন্! যদি অভয় দাও তো জিজ্ঞাসা করি,—কোথা হতে শুভ আগমন হল?"

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রশ্ন শুনে মনে মনে হাসেন নিত্যানন্দ,—সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাঁর আজ অজ্ঞের ভান করছেন! বোঝেন তিনি তাঁর চতুর প্রভু নিজের পরিচয় এখন গোপন রাখতে চান তাই অজ্ঞতার এ ভান,-এই ভেবে প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে ঠারে ঠোরে বলেন নিত্যানন্দ—তীর্থ তো ঘুরলাম অনেক।—যেখানে যেখানে কৃষ্ণের স্থান সকলই দর্শন করলাম। কিন্তু—"স্থান মাত্র দেখি, কৃষ্ণ দেখিতে না পাই" (চৈঃ ভাঃ)।

সাধু লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম,—বলতে পারো কৃষ্ণের সিংহাসন খালি কেন, বস্ত্র দিয়ে ঢাকা কেন?—কৃষ্ণ গেল কোথা? কেউ বল্লে,— "কিছু দিন হল গয়া থেকে কৃষ্ণ গৌড়দেশে গেছে,"—কেউ বল্লে,— নদীয়ায় খুব হরি-সঙ্কীর্ত্তন চলেছে, নারায়ণ এখানে এসেছেন"— আবার শুনলাম নবদ্বীপে নাকি পতিতরা উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে,—আর এ শুনে, আমিও তো একজন পতিত, দৌড়ে এলাম এখানে"—শেষের কথাটি বলতে বলতে নিত্যানন্দের কণ্ঠ আনন্দে গদ গদ হয়ে উঠলো।

এ-তুজনার কথা শুনে ভক্তরা ভাবেন,—"তাইতো!—এ-তুজনায় বড় পরিচয় দেখি যে!'—তুজনায় কি সম্বন্ধ কিছু বুঝতে পারেন না তাঁরা তাই কেউ ভাবেন,—"এঁরা মাধব শঙ্কর", কেউ ভাবেন,—"এঁরা রাম-লক্ষণ", কেউ ভাবেন,—"তুজনে যেন মূর্ত্তিমন্ত 'কাম'—কেউ ভাবেন,—"যেন কৃষ্ণ-রাম," কেউ ভাবেন,—"এই অবধূত স্বয়ং 'শেষ'ই হবেন"—কেউ ভাবেন,—"এঁরা তুই সখা,—যেন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এম্‌নি ঠারে ঠোরে দুজনে আলাপন কোরে দুজনায় আলিঙ্গন-বদ্ধ হলেন,—দুজনের নয়ন দিয়ে ঝরঝর ধারায় ঝরে পড়লো অশ্রুধারা। সে তো অশ্রুধারা নয়,—প্রেমধারার প্রস্রবন। সে প্রেমধারায় তাই দুজনায় ভাসলেন,—ভাসলেন ভক্তগণ,—ভাসলো পৃথিবী।

শ্রীনিত্যানন্দকে নিয়ে 'গণ'-সহ শ্রীগৌরাঙ্গ এলেন শ্রীবাসের বাড়ীতে।

তখন সন্ধ্যা হয়েছে,—ধূপ-দীপ জ্বলে উঠ্‌লো, বেজে উঠ্‌লো, খোল করতাল,—সুরু হল সঙ্কীর্ত্তন। আজিকার এই পুণ্য সন্ধ্যায় 'শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীনিত্যানন্দ' দুজনে মিলে একত্রে এই প্রথম নৃত্য ও কীর্ত্তন,—শ্রীবাসের আঙ্গিনায়। কী মধুর, কী প্রাণ মাতানো, কী মর্ম্মদ্রবী এই মিলন-নৃত্য!—সে নৃত্যে দুজনে

"নবপ্রেম রসাবেশে ঢলে পড়ে হেসে হেসে
দুহুঁ দোঁহার পরশ-রসে শিহরিত অঙ্গ।
স্থির-বিজুরী জড়াজড়ি রমাঙ্গে রামাঙ্গ॥
ধরাধর গিরিধর ধরাধরি অঙ্গ

(কীর্ত্তন পদ, দ্বিজপদ গোস্বামী)
(রমাঙ্গ = শ্রীগৌরাঙ্গের রমণীয় অঙ্গ)
(রামাঙ্গ = শ্রীবলরামের অঙ্গ)
(ধরাধর = বলরাম। গিরিধর = কৃষ্ণ)।

(স্থির বিজুরী = আকাশের বিজুরী বা বিদ্যুৎ ক্ষণিক, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ এ-দুই বিজুরী নিত্য,—তাই স্থির।)

—এমনি কোরে কীর্ত্তন বিলাস চলতে থাকে, কিন্তু সে বিলাস বর্ণনায় লেখনী স্তব্ধ—ভাষা মূক। শুধু স্মরণে আসে,—শ্রীচৈতন্য লীলার বেদব্যাস বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মধুময়ী বর্ণনা,—

"মধুর মধুর সবে করেন কীর্ত্তন।
শ্রীবাস মন্দির হৈল বৈকুণ্ঠ ভুবন॥" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মরি মরি !—আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গের সকলই মধুর,—

"মধুর মধুর গৌর কিশোর মধুর মধুর নাট।
মধুর মধুর সব সহচর মধুর মধুর হাট॥"
মধুর মধুর মৃদঙ্গ বাজত মধুর মধুর তান।
মধুর রসেতে মাতল ভকতে গাওত মধুর গান॥
মধুর হেলন মধুর দোলন মধুর মধুর গতি।
মধুর মধুর বচন সুন্দর মধুর মধুর ভাতি॥
মধুর অধর জিনি শশধর মধুর মধুর হাস।
মধুর পিরীতি মধুর সুরীতি মধুর মধুর ভাব॥
মধুর যুগল নয়ন রাতুল মধুর ইঙ্গিতে-চায়।
মধুর প্রেমের মধুর বাদর বঞ্চিত শেখর রায়॥"

(বাদর = বাদল)

—আমাদের গৌর মধুর,—গৌর-সহচর মধুর,—গৌর-লীলা মধুর,—তাই,—

"সবাই মত্ত মধুরে।
মধুর গৌরাঙ্গ লীলায়
সবাই মত্ত মধুরে।
মধুর গৌরাঙ্গ হেরে
সবাই মত্ত মধুরে॥" (কীর্ত্তন,—শ্রীবাস অঙ্গন)

কীর্ত্তনে সারা রাত কেটে গেল। পরের দিন নিত্যানন্দকে সঙ্গে কোরে নিমাই নিজের বাড়ীতে এলেন, মাকে ডাক দিয়ে বল্লেন —"মা! মা!—দেখ এসে,—এসেছি আমরা দুভাই!"—নিমাইয়ের গলা পেয়ে শচীদেবী সত্বর বেরিয়ে এলেন।—নিত্যানন্দকে দেখিয়ে বল্লেন নিমাই,—"মা! এই আমার দাদা,—একে তোমার বিশ্বরূপ জেনো"—কত না আনন্দের সুর ফুটে উঠ্‌লো নিমাইয়ের কণ্ঠে।

শচীদেবী বিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকেন নিত্যানন্দের সরল, সুন্দর, কচি মুখখানির দিকে। তাঁর মনে হল বুঝি তাঁর কিশোর বিশ্বরূপই আজ ফিরে এসেছে যুবক হয়ে। শচীদেবীর অন্তরে বাৎসল্যরস-সিন্ধুর তরঙ্গ উঠলো,—দুবাহু সামনে এগিয়ে দিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচ্ছ্বসিত মাতৃসুধা-কণ্ঠে ডাকলেন,—“আয়রে বিশ্বরূপ !—আয় বাপ্ কোলে আয় !”—এই বলে নিত্যানন্দকে বুকে টেনে নিলেন,—প্রগাঢ় মাতৃস্নেহে। শচীমায়ের সে-স্নেহস্পর্শে নিত্যানন্দের সন্ন্যাসী জীবনও ভরে উঠলো এক অপুর্ব্ব অমৃতরসে। হায় !—কোন্ সে-বাল্যকালে মা-বাপের স্নেহ-নীড় ছেড়ে নিত্যানন্দ চলে এসেছেন যে ! —শচীমাকে প্রণাম কোরে গাঢ়-স্বরে নিত্যানন্দ ডাকলেন,—‘মা !’ ভক্তরা পরম পুলকে ‘হরিধ্বনি’ দিলেন।

“অতএব প্রভুর তেঁহো হৈল বড় ভাই।
কৃষ্ণ-বলরাম দুই—চৈতন্য-নিতাই ॥” (চৈঃ ভাঃ)

—এম্‌নি কোরেই এবার মিলিত হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ, —দ্বাপরের দুই ভাই,—কানাই-বলাই।

বল ভাই—গৌর-নিতাই।
স্মর ভাই—গৌর-নিতাই।
ভজ ভাই—গৌর-নিতাই।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

“নিত্যানন্দ জন্ম মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী ॥
সর্ব্বযাত্রা মঙ্গল এ দুই পুণ্য তিথি।
সর্ব্ব শুভ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি ॥
এতেক এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণে ভক্তি হয় খণ্ডে অবিদ্যা বন্ধন ॥ (চৈঃ ভাঃ)

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS

প্রাসঙ্গিকী ঃ—

১। শ্রীরামচন্দ্রকে ছেড়ে পুত্রশোকে রাজা দশরথের মৃত্যু হয়েছিল। নিত্যানন্দের মতন পুত্রকে ছেড়ে পুত্রশোকে হাড়াই পণ্ডিতেরও একই দশা হয়েছিল। তার ওপর তিনমাস কাল তিনি অন্নগ্রহণ করলেন না,—তবু তাঁর প্রাণরক্ষা হল কেমন কোরে ?

এর উত্তরে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—"শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে। আর দ্বিতীয়তঃ এ-হল বিষ্ণু-বৈষ্ণবের অচিন্ত্য-প্রভাবের মহিমময় এক দৃষ্টান্ত।

"তিনমাস কাল না করিল অন্নগ্রহণ।
চৈতন্যপ্রভাবে সবে রহিল জীবন ॥
প্রভু কেনে ছাড়ে যার হেন অনুরাগ।
বিষ্ণু-বৈষ্ণ:বর এই অচিন্ত্য-প্রভাব ॥ (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীভগবানে যাঁর এত অনুরাগ, তাঁকে প্রভু কি কখনও ছাড়তে পারেন! তাঁর সকল দায় যে প্রভুরই!—অনুরাগের ওপর প্রভুর বড় লোভ,—অনুরাগ তাই আকর্ষণ করে প্রভুর অনুগ্রহ।

২। শ্রীবাস ও হরিদাস তন্ন তন্ন কোরে খুঁজেও সন্ধান পান নি নিত্যানন্দের।

এ-প্রসঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রথমে বলেছেন,—"কোনও কৌতুক কারণেই" তাঁরা সন্ধান পেলেন না। কারণটি পরে ব্যক্ত কোরে বলেছেন,—"নিত্যানন্দ-তত্ত্ব পরম নিগূঢ় এবং প্রভুর কৃপা না হলে দর্শন দূরের কথা,—সন্ধানই পাওয়া যায় না। এই 'তত্ত্বটি' ভক্তদের বুঝাতেই প্রভু ছল কোরে শ্রীবাস ও হরিদাসকে নিত্যানন্দের সন্ধানে পাঠিয়েছিলেন,—তাঁরা সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে সে কথা জানিয়েছিলেন প্রভুকে,—আর সেই শুনে প্রভু মৃদু হেসেছিলেন।

৩। নিমাই মায়ের কাছে নিত্যানন্দের পরিচয় দিলেন আপন অগ্রজ বিশ্বরূপ বলে,—শচীদেবীও নিত্যানন্দকে বিশ্বরূপের মতনই দেখলেন এবং আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে গ্রহণও করলেন। তবে কি বিশ্বরূপের সঙ্গে নিত্যানন্দের কোনও ভেদ ছিল না ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যানন্দ ও বিশ্বরূপের অভেদত্ব প্রসঙ্গের বচনগুলি এখানে উদ্ধৃত হল,—বচনে প্রতীয়মান হয় বিশ্বরূপই,—নিত্যানন্দ।

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে আছে (৩য় মালা)—

"শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র আর কমলাবতী নাম।
পঞ্চপুত্র মধ্যে জগন্নাথ গুণধাম॥
* * * * *
তাঁর পত্নী জগন্মাতা শচীঠাকুরাণী।
জগন্নাথ শ্রীল.নন্দ, শচী নন্দরাণী॥
* * * * *
কেহ কহে বাসুদেব-দেবকী-রোহিণী।
নইলে কেমনে বিশ্বরূপের জননী॥
শ্রীল বিশ্বরূপ বলদেব-অবতার।
পুন গিয়া হৈলা পদ্মবতীর কুমার॥
ইহার কারণ কিছু নিশ্চয় না হয়।
যথা দেবকী হৈতে রোহিণীতে যায়॥
অতএব সর্ব্বরূপা শচী ঠাকুরাণী।
সর্ব্ব-অবতার-পিতা মিশ্র দ্বিজমনি॥
* * * * *
শ্রীমান ঈশ্বরপুরীতে রাখি নিজশক্তি।
অর্পি তিরোধান কৈল প্রচারিয়া ভক্তি॥
প্রভু নিত্যানন্দ এক শক্তি প্রকাশিলা।
ভক্তগন মধ্যে তেজঃপুঞ্জরূপ হৈলা॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের আদিখণ্ডে বিশ্বরূপের রূপ বর্ণনায় বলেছেন, —"লাবণ্যের সীমা বিশ্বরূপ,—ব্রহ্মতেজময় তাঁর কলেবর।

স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।
মূর্ত্তিভেদে জন্মিলা আপনি নিত্যানন্দ॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের আদিখণ্ডে বিশ্বরূপ যখন সংসার ত্যাগ কোরে চলে গেলেন, তখন বর্ণনায় বলছেন,—

"হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের অভেদ শরীর॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে আছে,—

"নিত্যানন্দ-বিশ্বরূপ অভেদ-শরীর।
আই ইহা জানে, জানে আর কোন ধীর॥"

(আই = শচীমাতা)

মূল কথা,—বিশ্বরূপ ও নিত্যানন্দ দুই-ই বলরাম-তত্ত্ব,—সুতরাং অভেদ।

বলরাম-তত্ত্বটি হল :—

"সর্ব্বাবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ কৃষ্ণ লীলার সহায়॥
সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য চন্দ্র।
সেই বলরাম সঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দ॥" (চৈঃ চঃ)

—অর্থাৎ,—শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম বা বলদেব এক-স্বরূপ অর্থাৎ এক-তত্ত্ব, কিন্তু লীলার কারণে পৃথক দেহ প্রকাশ করেছেন। সেই বলরাম হলেন শ্রীকৃষ্ণের আদ্য কায়-ব্যূহ,—ইনি শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায় স্বরূপ।

ব্যূহ অর্থ—যুদ্ধার্থে সৈন্যরচনা। সেনাপতি যেমন ব্যূহের মধ্যে থেকে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-ও সঙ্কর্ষণাদি কায়-ব্যূহের মধ্যে অবস্থান কোরে নির্ব্বিঘ্নে লীলা করেন।

শ্রীবলরামই,—মূল সঙ্কর্ষণ। ইনি পঞ্চবিধ রূপ ধারণ কোরে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। পঞ্চবিধ রূপ হল,—(১) সঙ্কর্ষণ (২) কারণাব্ধিশায়ী (বা মহাবিষ্ণু, যিনি শ্রুতি উক্ত মহাসমষ্টি জীব প্রকৃতির দ্রষ্টা) (৩) গর্ভোদকশায়ী বা প্রদ্যুম্ন, (যিনি সর্ব্ব অবতারের মূল), (৪) পয়োব্ধিশায়ী (বা অনিরুদ্ধ, যাঁর হতে ব্রহ্মার জন্ম হয়) এবং (৫) শেষ (অর্থাৎ কৃষ্ণের শেষ পেয়েছেন, তাই 'শেষ' নাম)।

"শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন।
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ সেবানন্দ॥

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* * * * *

ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন।
আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন॥
এত মূর্ত্তিভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষ ত পাঞা শেষ নাম ধরে॥" (চৈঃ ভাঃ)

—সেই লীলাময় শ্রীকৃষ্ণই,—নবদ্বীপে শ্রীগৌর। লীলার সহায় স্বরূপ সেই বলরামই,—শ্রীগৌরের সঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দ।

৪। শ্রীগৌরাঙ্গে ও শ্রীনিত্যানন্দের এই প্রথম মিলনে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন,—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথমে নিত্যানন্দকে ষড়্ভূজ মূর্ত্তি, তারপর চতুর্ভুজ এবং শেষে আপন দ্বিভুজ মূর্ত্তি দেখিয়ে ছিলেন।

"প্রথমে ষড়্ভুজ তারে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শার্ঙ্গ-বেনুধর॥ (শার্ঙ্গ = বিষ্ণুর ধনু)
তবে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গ বক্র।
দুই হস্তে বেনু বাজায়, দুইয়ে শঙ্খ চক্র॥
তবেত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।
শ্যাম-অঙ্গ পীত-বস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ (চৈঃ চঃ)

—শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে,—ব্যাস-পূজার দিনে নিত্যানন্দকে প্রভু দেখিয়েছিলেন ষড়্ভূজ মূর্ত্তি। সে-ষড়্ভুজে শার্ঙ্গ ও বেনু নেই, —রয়েছেন শ্রীহল ও মূষল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বত্রিশ

"শ্রীপাদ !"—নিত্যানন্দের দিকে তাকিয়ে বল্লেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—"কাল আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ব্যাস-পূজার দিন,—কোথায় পূজা করতে চাও ?"

কথাটা হচ্ছে শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ীতে,—অপরাহ্নে। নিত্যানন্দকে যেদিন শচীমাতার কাছে নিমাই নিয়ে এসেছিলেন,—সেদিনের কথা এ।—ভক্তরাও তখন সকলে সেখানে আছেন।

নিত্যানন্দ একবার সকল ভক্তের মুখে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন, তারপর খপ্ কোরে শ্রীবাসের হাত ধরে বল্লেন,—"এই বাম্‌নার ঘরে।"

মনে মনে বড় খুসী হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীবাসের দিকে চেয়ে বল্লেন,—"শ্রীবাস !—তোমার পক্ষে এ গুরু-ভার হবে,—না ?"

"না না প্রভু !"—সসব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন শ্রীবাস,—"পূজার বিধিমত যা-কিছু সজ্জ, বস্ত্র, মুদ্গ, যজ্ঞ-সূত্র, ঘৃত, গুয়া, পান,—এ-সকলই ঘরে যোগাড় আছে, কেবল পূজা-পদ্ধতি বইটি নিয়ে এলেই হবে।"

"ভাল ভাল, তাহলে সকলে চল,—এখন শুভ বিজয় করা যাক !"—এই বলে নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ চল্লেন শ্রীবাসের বাড়ীতে,—তাঁদের ঘিরে চল্লেন ভক্তগণ। এ-দৃশ্যের উপমা দিয়েছেন শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর,—যেন গোকুলের সেবক-বৃন্দ পরিবৃত হয়ে চলেছেন কৃষ্ণ-বলরাম।

"রাম কৃষ্ণ ঘেরি যেন গোকুল-কিঙ্কর।" (চৈঃ ভাঃ)

সকলে এসে প্রবেশ করলেন শ্রীবাসের বাড়ীতে।—কিন্তু আজ একি রঙ্গ !—প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের হৃদয় এক সাথে আজ নেচে উঠলো আনন্দে,—আর সে-আনন্দ লীলায়িত হতে থাকে সকলের দেহে।

শ্রীগৌরাঙ্গ আদেশ দিলেন,—"শ্রীবাস !—সদর দ্বার বন্ধ কর। শুধু আপনজনদের নিয়ে আমি কীর্ত্তন করবো।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রুদ্ধ হল সদর-দ্বার। শ্রীগৌরাঙ্গের এই প্রথম আদেশ,—আর এ-আদেশ এরপর থেকে চিরদিন প্রতিপালিত হয়ে এসেছে শ্রীবাসের বাড়ীতে। এরপর থেকে আপন ভক্তজন ছাড়া সংকীর্ত্তনে অন্য কেউ প্রবেশ পেতো না।

"কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
আপ্তগণ বিনা আর যাইতে না পায়॥ (চৈঃ ভাঃ)

এবার সুরু হল অধিবাস কীর্ত্তন।

স্বানুভাবানন্দে নৃত্য করতে লাগ্‌লেন শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ। নৃত্য করতে করতে দুজনায় কখনও কোলাকুলি হয়, কখনও চরণ ধরার হুড়োহুড়ি চলে,—কিন্তু কেউ কাউকে চরণ ধরতে দেন না, দুজনেই সাবধানে দুজনকে এড়িয়ে যান,—এ-বিষয়ে উভয়েই বড় চতুর।

"দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায়।
পরম চতুর দোঁহে কেহ নাহি পায়॥" (চৈঃ ভাঃ)

নৃত্যের মাঝে শ্রীগৌরাঙ্গ যখন হুঙ্কার দেন, নিত্যানন্দ তখন গর্জ্জন করেন,—শ্রীগৌরাঙ্গ যখন ক্রন্দন করেন, নিত্যানন্দ তখন মূর্চ্ছা যান। উভয়ের দেহেই সুন্দর রূপে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে স্বেদ, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ প্রভৃতি প্রেমের বিবিধ লক্ষণ,—উভয়ের নয়ন দিয়ে ঝর ধারায় ঝরে আনন্দের সু-ধারা,—পরম পুলকে উভয়েই উত্তাল তরঙ্গের মতো অঙ্গনময় গড়াগড়ি দেন। ক্রমশঃ দুজনেই মত্ত-বিবশ হয়ে উঠলেন,—বসনের সংবরণ উভয়েরই আর রইলো না। মধুর-নৃত্য করতে করতে শ্রীগৌরাঙ্গ যখন আপন মস্তক আপন চরণে স্পর্শ করান,নিত্যানন্দের উল্লম্ফন-নৃত্যে শ্রীবাস-অঙ্গন তখন টলমল করে,— যেন ভূমিকম্পই হচ্ছে। এই ভাবে নৃত্য করতে করতে শেষে উভয়েই প্রেমাবেশে, মত্তপ্রায় উদ্দাম হয়ে উঠ্‌লেন—ভক্তরা সাধ্যমত চেষ্টা করেন উভয়কে ধরে সংযত রাখতে,—কিন্তু হায়রে!—ত্রিলোক-ধারীকে ধরে,—শক্তি কার?

"যে ধরয়ে ত্রিভুবন কে ধরিবে তারে?
মহামত্ত দুই প্রভু কীর্ত্তনে বিহারে॥" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহসা 'বলরাম-ভাবে' আবিষ্ট হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—গিয়ে বসলেন শ্রীবিষ্ণু-খট্টায়। তখন নৃত্য গেল থেমে, কীর্ত্তন গেল থেমে,—সঙ্কীর্ত্তন মুখরিত অঙ্গনে শুধু মুখর হল নীরবতা,—ভক্তগণ করযোড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন শ্রীগৌরাঙ্গের পানে চেয়ে,—তটস্থ হয়ে।

গর্জ্জন ওঠে শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠে, ক্রমশঃ ঘন ঘন উঠতে থাকে,—সহসা এক হুঙ্কার দিয়ে বলেন,—"আনো, আনো, মদিরা আনো,—মদিরা আনো"—সে-হুঙ্কারে ভক্তদের বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে।

এবার নিত্যানন্দের দিকে তাকালেন প্রভু,—"দাও দাও,—শীঘ্র দাও তোমার হল ও মুষল"—এই বলে গ্রহণের ভঙ্গীতে আপন শ্রীকর-দুটি প্রসারিত করলেন নিত্যানন্দের সম্মুখে। প্রভুর সকল ইঙ্গিত বোঝেন নিত্যানন্দ,—তাই তাঁর আপন শ্রীকর-দুটি অর্পণ করলেন প্রভুর দুই শ্রীকরের পরে,—সসম্ভ্রমে।

ভক্তরা সবিস্ময়ে দেখলেন দুজনায় এ আদান-প্রদান,—কিন্তু কেউ দেখলেন করে কর-স্থাপন,—কেউ-বা দেখলেন প্রভুর হল ও মুষল গ্রহণ। যাঁর উপর প্রভুর যেমন কৃপা,—দর্শনও তাঁর সেই অনুরূপ।

"কর দেখে কেহ আর কিছুই না দেখে।
কেহ বা দেখিল হল-মুষল প্রত্যক্ষে॥" (চৈঃ ভাঃ)

এই ভাবে হল ও মুষল গ্রহণ কোরে শ্রীগৌরাঙ্গ পরম মত্ত হয়ে উঠ্‌লেন, উচ্চ-কণ্ঠে বারংবার মহা-ধ্বনি দিতে লাগলেন,—"বারুণী বারুণী বারুণী (=মদিরা)।" প্রভুর এ-ধ্বনির অর্থ বুঝতে পারেন না ভক্তগণ,—তাই যুক্তি করেন,—শেষে সিদ্ধান্তমতে ঘট-পূর্ণ গঙ্গাজল এনে সকলে একে একে প্রভুর হাতে দিতে থাকেন। —প্রভু-ও ঘটের পর ঘট উজাড় করে গঙ্গাজল পান করতে থাকেন,—যেন সত্য সত্যই তিনি বারুণী পান করছেন।

"সত্য যেন কাদম্বরী (=মদিরা) পিয়ে হেন জ্ঞান।"
(চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নাড়া! নাড়া! নাড়া!"—কাকে যেন ডাকছেন প্রভু এই ভাবে বার বার তিনি এই নাম উচ্চকণ্ঠে বল্‌তে থাকেন। ভক্তরা অবাক হয়ে যান,—কার নাম 'নাড়া',—কাকে চাইছেন প্রভু?

শ্রীবাস তখন সাহসভরে বল্লেন,—"প্রভু! সেদিনও 'নাড়া' বলে ডেকেছিলেন, আজও ডাক্‌ছেন,—কিন্তু 'নাড়া' কে, তাতো বুঝলাম না!"

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় অদ্বৈতকে 'নাড়া' বলে ডাকতেন প্রভু, তাই বললেন,—"আমার 'নাড়া',—তোদের অদ্বৈত। 'নাড়াই' আমায় টেনে এনেছে বৈকুণ্ঠ হতে। এবার আমি সুরু করবো যজ্ঞ, দান করবো প্রেমভক্তি,—কিন্তু নাড়া রইলো বসে হরিদাসের সঙ্গে শান্তিপুরে,—নিশ্চিন্তে। শোন তোমরা,—আমার এ-দান হতে তারা বঞ্চিত হবে, যারা বিদ্যা, কুল, জ্ঞান ও তপস্যার অহংকারে অপরাধ করেছে আমার ভক্তের কাছে। পেলো না, এ-জন্মে তারা পেলোনা,—পেলোনা প্রেমভক্তি"—এই বলে প্রভু এক হুঙ্কার দিলেন।

"হরি হরি হরি"—ঘন ঘন ধ্বনি দিলেন ভক্তগণ পরম উল্লাসে। আনন্দ, আজ বড় আনন্দ তাঁদের,—তাঁদের প্রভু এবার সুরু করবেন যজ্ঞ,—দান করবেন 'প্রেম-ভক্তি'। এমন 'যজ্ঞ', এমন 'দান',—অপূর্ব্ব, অদ্ভুত,—কোনও কালে কেউ করেনি, কেউ শোনেনি। জগতে এ-যজ্ঞ ছিল অজ্ঞাত,—এ-দান ছিল অনর্পিত। ধন্য কলিযুগ! —এ-যুগে 'মহান'-এ মিশেছেন 'মধুর',—শ্রীভগবান হয়েছেন সর্ব্বোত্তম 'দানী'।

প্রভুর ভাবের ঘোর সহসা টুটে গেল, ফিরে এল তাঁর বাহ্যচেতনা,—শ্রীবিষ্ণুখট্টা থেকে তিনি নেমে এলেন। সুপ্তোত্থিতের মতন তখন তাঁর চোখের ভাব,—ভক্তদের দিকে চেয়ে বলেন,—"আমি কি কিছু চঞ্চলতা করেছি?"

"না না প্রভু!" —সসব্যস্তে বল্লেন ভক্তগণ,—"কই—তোমার চঞ্চলতা কিছু দেখিনি তো?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রগাঢ় স্নেহে প্রতি ভক্তকে প্রভু বুকে টেনে নেন, আলিঙ্গন দেন আর বলেন,—"চঞ্চলতা যদি কিছু কোরে থাকি—ক্ষমা কোরো।"

এম্‌নি কোরে প্রতি ভক্তকে আলিঙ্গনে আপ্যায়িত কোরে বিদায় নিয়ে প্রভু চলে গেলেন,—আর প্রভুর এই বুক-ঢালা স্নেহালিঙ্গন পেয়ে কত না আনন্দে, কত না কৃতজ্ঞতায় ভক্তরা ধন্য ও কৃতার্থ হলেন।

প্রভু চলে গেলে ভক্তরা কিন্তু হাসেন কৌতুকে,—আর নিত্যানন্দ তো খল খলিয়ে হেসে অঙ্গনময় গড়াগড়ি দিতে থাকেন। তাঁর ভাবখানা এই,—'চঞ্চলের শিরোমণি যিনি, সেই প্রভু জিজ্ঞাসা করছেন,—চঞ্চলতা তিনি করেছেন কি না!—এত রঙ্গপনাও করেন প্রভু!'

এম্‌নি কোরে সেদিন সমাপ্ত হল,—ব্যাসপূজার অধিবাস কীর্ত্তন।

প্রাসঙ্গিকী :—

১। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—প্রভু আজ নিত্যানন্দ-তত্ত্ব প্রকাশ করবেন তাই বলরাম-ভাবে তিনি আবিষ্ট হলেন,—গ্রহণ করলেন নিত্যানন্দের নিকট হতে হল ও মুষল।

"নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বলরাম-ভাবে উঠে খট্টার উপর॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিত্যানন্দের অনুসন্ধানে শ্রীবাসে ও হরিদাসকে পাঠিয়ে প্রভু প্রথমে দেখিয়েছিলেন,—নিত্যানন্দ-তত্ত্ব বড় নিগূঢ়। সেই নিগূঢ় তত্ত্বটি আজ তিনি ভক্তদের কাছে প্রকাশ করে দিলেন, বোঝালেন,—শ্রীনিত্যানন্দই স্বয়ং রোহিনী-নন্দন বলরাম,—শ্রীসঙ্কর্ষন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও আছে,—"নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিনী-নন্দন॥" (রাম = বলরাম)

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর আরও বলেছেন,—নিত্যানন্দ, অনন্ত, বলদেব, এ একই বস্তুর বিভিন্ন নাম,—যেমন দ্বিজ, বিপ্র, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ যে হেন নাম ভেদ।
এই মত নিত্যানন্দ, অনন্ত, বলদেব॥" (চৈঃ ভাঃ)

২। শ্রীগৌরাঙ্গের ও নিতানন্দের আজিকার নৃত্য সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

"চিরদিবসের প্রেমে চৈতন্য নিতাই।
দোঁহা দোঁহে ধ্যান করি নাচে এক ঠাঞি॥
* * * * *
চির দিনে নিত্যানন্দ পাই অভিলাষে।
বাহ্য নাহি আনন্দ-সাগর মাঝে ভাসে॥
* * * * *
আপনা না জানে দোঁহে আপন লীলায়। (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীনিত্যানন্দ,—দ্বাপরের কানাই-বলাই,—কলিযুগে উভয়ে উভয়কে পেয়ে আনন্দে অজস্রধারায় অশ্রুবিসর্জন করেছেন। কিন্তু সে তো শুধু অশ্রুধারা নয়! —সে-ধারা তাঁদের চাঁদ-বদনের নয়ন-কমলের মধু-ধারা। সে-ধারা তাঁদের হৃদ্-কমল বেয়ে, নাভিকমল বেয়ে, চরণ-কমল বেয়ে শ্রাবণ-ধারায় ঝরেছে ধরায়, তাই কলিযুগেও ধরা হয়েছে "মধুবৎ পার্থিব রজঃ" অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণা মধুময় হয়েছে, আর সে-রজে যাঁরা এমন কি গড়াগড়িও দিয়েছেন তাঁদেরও চিত্ত মধুময় হয়েছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ হলেন আবার—"অখিল মধুর রসের অধিপতি" তাই তাঁর স্মরণ, কীর্ত্তন, বন্দন, পরিচর্য্যা প্রভৃতি ভজনের প্রতি অঙ্গ অফুরন্ত মধুর-রসে ভরা,—অক্ষয় আনন্দের খনি। এমন শ্রীগৌরাঙ্গকে আস্বাদন করতে হলে প্রয়োজন হয়,—শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

"নিত্যানন্দ হতে সেই গৌরচন্দ্র জানি" (চৈঃ ভাঃ)

অতএব,—

"দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায়"।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেত্রিশ

গতকাল ব্যাসপূজার অধিবাস-কীর্ত্তনের পর প্রভু ফিরেছিলেন গৃহে,—নিত্যানন্দ রায় রয়ে গেলেন শ্রীবাসের গৃহে প্রেমে উদ্দাম হয়ে,—প্রেমের মন্দকিনী ধারা তখন শতধারায় বইছে তাঁর অন্তরে। পেয়েছেন নিত্যানন্দ, সংকীর্ত্তনে পেয়েছেন তিনি প্রেম-রসের আস্বাদন, তাই বসে বসে একান্তে-ভাবেন,—'ভগবান অনন্ত প্রেমময়, রসের নিধি, প্রেমই তো তাঁর পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ,—নীরস সন্ন্যাসের তবে প্রয়োজন কোথায় ?"—এমনি চিন্তা করতে করতে গভীর রাতে সহসা তিনি প্রেমোন্মাদ হয়ে উঠলেন,—তিন টুক্‌রা কোরে ভাঙ্গলেন তাঁর দণ্ড ও কমণ্ডলু,—সন্ন্যাসের চিহ্ন যা। এবার পরম তৃপ্তি পেলেন নিত্যানন্দ,—শয়ন করলেন প্রশান্ত মনে,—নিরুদ্বেগে নিদ্রায় মগ্ন হলেন।

আজ ব্যসপূজা।— পূজার আয়োজন নিখুঁত করতে শ্রীবাসের ভাই শ্রীরামাই প্রত্যুষে উঠে চারিদিক পরিদর্শন কোরে বেড়াচ্ছেন,—সহসা তাঁর চোখে পড়লো ভাঙ্গা দণ্ড-কমণ্ডলুর টুক্‌রা-গুলি। বড় বিস্মিত হলেন তিনি, ভাবেন—'তাইতো!— নিত্যানন্দের দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গে, এ স্পর্দ্ধা কার? না জানি এ শুনে প্রভু কি কাণ্ডই না করে বসেন।"— বড় ভয় পেলেন শ্রীরামাই,—তৎক্ষণাৎ গিয়ে শ্রীবাসকে জানালেন এই অঘটন-ঘটনের কথা। শ্রীবাস এ কথা প্রভুকে জানাতে বল্লেন।

শ্রীরামাই গেলেন শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ীতে,—তাঁকে জানালেন দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গার কথা,—শুনে, শ্রীগৌরাঙ্গ তখনই চলে এলেন শ্রীবাসের বাড়ীতে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য!— প্রভু এ-বিষয়ে কোনও অনুসন্ধানই করলেন না,—দণ্ডের টুক্‌রাগুলি শুধু তুলে নিলেন, তারপর ঘুম থেকে জাগিয়ে নিত্যানন্দকে নিয়ে গঙ্গাস্নানে গেলেন, —সঙ্গে গেলেন ভক্তরাও। গঙ্গার জলে টুক্‌রাগুলি প্রভু নিজ হাতে ভাসিয়ে দিলেন,—"দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে" (চৈঃ ভাঃ)।

নিত্যানন্দ কেন দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ কেনই-বা দণ্ডের টুক্‌রাগুলি শুধু তুলে নিয়ে স্বহস্তে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিলেন, এ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ে কোনও অনুসন্ধানই-বা করলেন না কেন, এ-ঘটনার অন্তরালে কি রহস্য যে রইলো—তা উদ্‌ঘাটন করবে কে?

ভরসা,—বৃন্দাবন দাস ঠাকুরই।

"কে বুঝয়ে ঈশ্বরের অগাধ চরিত্র।
কেন ভাঙ্গিলেন নিজ কমণ্ডলু দণ্ড॥" (চৈঃ ভাঃ)

এদিকে গঙ্গাস্নান করতে করতে নিত্যানন্দ সহসা দেখেন মাঝ-গঙ্গায় ভেসে উঠেছে এক কুম্ভীর, আর অম্‌নি মনে তাঁর সাধ জাগলো আজ কুম্ভীর ধরবেন তিনি,—তীব্র গতিতে সাঁতার কেটে তিনি চল্লেন কুম্ভীরের দিকে মাঝ-দরিয়ায়। কী আশ্চর্য না সাহস নিত্যানন্দের!— রুদ্ধনিঃশ্বাসে সকলে দেখেন নিত্যানন্দের পাগলাই, —গদাধর তো "হায় হায়" কোরে কেঁদেই ফেল্লেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন হাঁক দিয়ে নিত্যানন্দকে ডেকে বলেন,—শ্রীপাদ!—উঠে এসো,—ব্যাসপূজার সময় বয়ে যায়।"—প্রভুর ডাক, তাই নিত্যানন্দ আর্ অগ্রসর হলেন না,—ফিরলেন তীরে।—হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলো সকলে। স্নান সেরে সকলে সত্বর ফিরে এলেন শ্রীবাসের বাড়ীতে।

ব্যাসপূজায় বসেছেন নিত্যানন্দ,—শ্রীবাস হয়েছেন আচার্য্য। শ্রীবাস মন্ত্র বল্‌ছেন—নিত্যানন্দের কণ্ঠ হতে মাঝে মাঝে শুধু শব্দ শোনা যায়—'হুঃ',—বীড় বীড় কোরে আর কি যে বলেন তিনি তা বুঝাই যায় না। কোনও রকমে পূজা শেষ হলে, একটি মালা নিয়ে নিত্যানন্দের দিকে এগিয়ে ধরে বল্লেন শ্রীবাস,—"শ্রীপাদ! মালা নাও,—ব্যাসদেবের গলায় দিয়ে প্রণাম কর।" কিন্তু কে শোনে কথা!— নির্ব্বিকার হয়ে নিত্যানন্দ বসেই রইলেন নীরবে, —মালা নেবার তাঁর গা দেখা যায় না। তখন হাঁক দিয়ে বলেন শ্রীবাস,—

"শুন শুন নিত্যানন্দ এই মালা ধর।
বচন পড়িয়া ব্যাস দেবে নমস্কর॥
শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে যে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব অভীষ্ট পাইবা॥" (চৈঃ ভাঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—এই বলে মালাটি নিত্যানন্দের হাতে তিনি ফেলে দিলেন।—হাতের মালা হাতেই রইলো,—নিত্যানন্দ সেই একভাবেই নির্বিকার হয়ে বসে থাকলেন।

হায়রে!—কাকে মালা দেবেন তিনি?—তাঁর ধ্যান-জ্ঞান হতে তখন যে মুছে গেছেন ব্যাসদেব!—সেখানে যে তখন ভেসে উঠেছে ঢলঢল মধুর শুধু একটিই মূরতি,—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমময় বিগ্রহটি,—সেই হেমদণ্ড দুই ভুজ উর্দ্ধে-তোলা প্রেম-গরগর নৃত্য-রত মোহনীয়া নাটুয়াটি! একাকার হয়ে গেছে,—নিত্যানন্দের প্রেম দৃষ্টিতে তখন সব একাকার হয়ে গেছে,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ব্যাস, এমন কি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সকলই তখন এক হয়ে মিশে গেছে তাঁর ধ্যানের বিগ্রহ ত্রিভুবন-ভোলানো শ্রীগৌরাঙ্গে।

নিত্যানন্দকে মালা হাতে নিয়ে এমন নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে থাকতে দেখে শ্রীবাস তখন শ্রীগৌরাঙ্গকে ডেকে বল্লেন,—"দেখো এসে,—তোমার নিত্যানন্দের আজ যেন কি হয়েছে,—ব্যাসদেবের গলায় মালা না দিয়ে, হাতে নিয়ে চুপচাপ বসেই আছে।"

"শ্রীপাদ!"—মধুর ডাকলেন শ্রীগৌরাঙ্গ, বললেন,—"মালা দাও!—ব্যাসদেবের গলায় মালা পরিয়ে দাও!"

ধ্যান এবার ভঙ্গ হল নিত্যানন্দের, চোখ মেলে চায়লেন তিনি, দেখলেন শ্রীগৌরাঙ্গকে—এক পরম হুঙ্কার দিয়ে আসন ছেড়ে উঠে এসে হাতের সে-মালা নিত্যানন্দ জড়িয়ে দিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের শিরে,—স্থান পেয়ে মালা দুলতে থাকে সৌভাগ্যের গরবে।

মালা জড়িয়ে দিয়ে নিত্যানন্দ চেয়ে থাকেন শ্রীগৌরাঙ্গের পানে,—তন্ময় হয়ে। সহসা নিত্যানন্দের চক্ষে প্রতিভাত হল,—এক অদ্ভুত ষড়ভুজ মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তিতে শ্যাম ও গৌরবর্ণের সমাবেশ,—ছয় ভুজ, ছয় ভুজে শোভিত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, হল ও মুষল,—মালা-বেড়া চাঁচর-চিকুর। ভাব-কল্পলোকের একি অদ্ভুত দরশন!— নিত্যানন্দ সজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন,—প্রাণের সকল লক্ষণ তাঁর দেহ হতে তখন তিরোহিত। এ দেখে ভক্তগণ আকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে বলতে থাকেন,—"হে কৃষ্ণ!—রক্ষা কর,—রক্ষা কর প্রভু!"

"চাঁচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয় ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলা নিতাই বিহ্বল॥ (চৈঃ ভাঃ)

—শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে যুগলিত কৃষ্ণ-বলরামের এ 'ভাব'-মূর্ত্তিতে কি প্রকাশিত হয় যে, গৌর নিতাই দুজনে এক আত্মা,—অথবা এক আত্মাই দুই দেহ ধারণ কোরে লীলা করছেন?

মূর্চ্ছিত নিত্যানন্দের অঙ্গে সস্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে শ্রীগৌরাঙ্গ বলেন,—"ওঠ নিত্যানন্দ!—স্থির হও। তোমার ইচ্ছাতেই সংকীর্ত্তন আর সেই কারণেই অবতীর্ণ হয়েছো তুমি। সঙ্কীর্ত্তন তো সুরু হয়েছে,—ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি, এবার যাকে ইচ্ছা প্রেম-ভক্তি বিতরণ কর! তুমি না দিলে প্রেম-ভক্তি যে কেউ পায় না! ওঠো শ্রীপাদ!—নিজ-জনের দিকে তাকাও!"

নিত্যানন্দ ধীরে চোখ মেলে তাকালেন.—হর্ষে ভক্তরা হরি-ধ্বনি দিলেন।

এরপর ব্যাসপূজার নৈবেদ্য প্রভু স্বহস্তে বিতরণ করলেন ভক্তদের ও শ্রীবাসের পরিবাররর্গকে। সে নৈবেদ্য সকলে গ্রহণ করলেন পরম ভক্তিতে ও তৃপ্তিতে,—সকলে মিলে 'জয়' দিলেন ব্যাসদেবের, 'জয়' দিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের-নিত্যানন্দের।

আরে ভাগ্য শ্রীব্যাসের!

"এ সব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে।
এতেক শ্রীবাস ভাগ্য কে বর্নিতে পারে॥" (চৈঃ ভাঃ)

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাসঙ্গিকী ঃ—

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—শ্রীঅনন্তদেবের চির দাস্য ভাব। দাস্যের আশ মেটাতেই ত্রেতায় তিনি অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ হয়ে অনুক্ষণ সেবা করেছেন শ্রীরামচন্দ্রের। দ্বাপরে তিনি অগ্রজ শ্রীবলরাম হয়েও 'দাস্য'-ভাব চির-পোষণ করেছেন, তাই অনুজ কৃষ্ণকে সম্বোধন করেছিলেন 'স্বামীন' বা 'প্রভু' বলে। কলিতে এ-অবতারেও নিত্যানন্দ-স্বরূপে তাঁর মনের ভাবটি হল,—'আমি তাঁর,—তিনি আমার প্রভু বা ঈশ্বর। চৈতন্য প্রভু, আমি মাত্র তাঁর একজন।'

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলেছেন.—

"সেই ত অনন্ত শেষ ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥

*　　*　　*

সহস্রবদনে করে কৃষ্ণ গুনগান।
নিরবধি গুণ গান অন্ত নাহি পান ॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে ভাসে প্রেমসুখে ॥
ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন।
আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন ॥
এত মূর্ত্তিভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষ ত পাঞা শেষ নাম ধরে ॥
সেই ত অনন্ত যাঁর কহি এক কলা। (কলা = সূক্ষ্ম-অংশ)
হেন প্রভু নিত্যানন্দ কে জানে তাঁর খেলা ॥
এ সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ সীমা।
তাঁহাকে অনন্ত কহি কি তাঁর মহিমা ॥
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত প্রকাশ।
সেই ভাবে কহে মুঞি চৈতন্যের দাস ॥

*　　*　　*

শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ নিত্যানন্দ রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত অপার।
এক কণ স্পর্শি মাত্র সে কৃপা তাঁহার॥" (চৈঃ চঃ)

নিত্যানন্দের স্বভাব চরিত এইরূপই,—"কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্য-লীলা" (চৈঃ ভাঃ),—নিত্যানন্দ তাই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণ। বড় সৌহার্দ্দে ও প্রীতিতে শ্রীগৌরাঙ্গ সকল ভক্তের সামনে একদিন নিত্যানন্দকে বলেছিলেন,

"তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে।
ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে॥" (চৈঃ ভাঃ)

নিত্যানন্দ এক 'গৌর-চক্রে' আকর্ষন করেছেন জগতকে, তাই নিত্যানন্দের আবির্ভাব স্থানের নাম—'এক-চক্র' বা 'এক-চাকা'!

'চক্র' অর্থ—গোলাকার বা মণ্ডলাকার। মণ্ডলাকারের আদি নেই, অন্ত নেই,—তাই মণ্ডলাকার দিয়েই 'অনন্ত' বুঝানো হয়, যেমন পৃথিবীর চিত্রাঙ্কিত একটি ক্ষুদ্র গোলক অবলম্বন কোরে বিপুল ধরণীর ধারণা করা হয়। অপার জলরাশি, অনন্ত আকাশ বিশাল বলেই মণ্ডলাকার,—বুঝি-বা নারায়ণকে 'অনন্ত' বুঝাতেই শালগ্রাম শিলা সাধারণতঃ গোলাকার,—রাসবিহারীর রাস-বিলাসও বুঝি তাই রাস-মণ্ডলে। শ্রীগৌরাঙ্গকেও এই অর্থে এখানে 'চক্র' বলে বর্ণনা করা হল।

"বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ-সহদিতৌ।
গৌড়দয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥"

[শ্লোকের অর্থ :—গৌড়প্রদেশ-রূপ উদয়াচলে রবি-চন্দ্ররূপে যুগপৎ (বিচিত্ররূপে) সমুদিত, শুভদায়ক, অজ্ঞান-অন্ধকার নাশক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীমন্নিত্যানন্দকে বন্দনা করি।]

(উদয়াচল=পৌরানিক পর্বত যেখানে সূর্য্যের উদয় হয়।)

"সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পুরণ॥" (চৈঃ চঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে,—

দ্বাপরের প্রকট লীলায় ব্রজে বিহার করছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম। তাঁদের অঙ্গের জ্যোতিতে কোটী সূর্য্যের জ্যোতি হার মেনেছিল, অঙ্গ লাবনীর স্নিগ্ধতায় হার মেনেছিল কোটী-চন্দ্র। কলিহত জীবের প্রতি কৃপা কোরে সেই কৃষ্ণ-বলরামই গৌড়-প্রদেশরূপ উদয়াচল নবদ্বীপে উদয় হয়েছেন অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ন হয়েছেন।

"ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ-বলরাম।
কোটি সূর্য্য-চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম।
(ধাম=তেজ ; প্রভাব)
সেই দুই জগতের হইয়া সদয়।
গৌড় দেশে পূর্ব্বশৈলে করিলা উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ॥" (চৈঃ চঃ)

আকাশে উদয় হয় চন্দ্র-সূর্য্য। তাঁদের কিরণে নাশ হয় অন্ধকার, প্রকাশিত হয় ঘট-পটাদি জগতের যাবতীয় বস্তু,—আর এই প্রকাশেই ব্যক্ত হয় তাঁদের জ্যোতির ধর্ম্ম। তেমনি এই দুই ভাই, গৌর-নিতাই,—চিত্তাকাশে উদয় হয়ে নাশ করেন জীবের অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার,—প্রকাশ করেন বস্তু-তত্ত্ব জ্ঞান।

অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার কি?—কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন,—

"অজ্ঞান-তমের নাম কহি যে কৈতব। (কৈতব=কপটতা)
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছাদি সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ (চৈঃ চঃ)

অর্থাৎ,—ধর্ম, অর্থ ও কাম, এই তিন হল পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজন। এই তিন পুরুষার্থ হতে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি উদয় হতেও পারে, কিন্তু যারা 'মোক্ষ' কামনা করে তাদের হৃদয়ে কৃষ্ণ-ভক্তি উদয় হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। এর তাৎপর্য্য সংক্ষেপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই,—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-লিপ্সুগণের ভাবগত পাঠ বা শ্রবণে অধিকার নেই।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ আর একটি অজ্ঞান-তমের কথা বলেছেন, সেটি হল,—

"কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহো এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥" (চৈঃ চঃ)

অর্থাৎ,—পুণ্য ও পাপ প্রভৃতি যত শুভ ও অশুভ কর্ম আছে, সে সকলই কৃষ্ণ-ভক্তির বাধক, তাই সে সকলই অজ্ঞানরূপ তমের ধর্ম্ম বলে কথিত হয়েছে। অর্থাৎ সকাম কর্ম্ম মাত্রই কৃষ্ণ ভক্তির বাধক, আর তাই অজ্ঞান-তমঃ বলে নিরুপিত হয়েছে।

তত্ত্ব-বস্তু কি ?—উপনিষদে পরম ব্রহ্মকে বুঝতে 'তৎ' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। 'তৎ'-এর ভাব অর্থাৎ তাঁহার বা পরম-ব্রহ্মের 'ভাবই' হল,—'তত্ত্ব'। পরম ব্রহ্ম হলেন,—শ্রীকৃষ্ণ। "শ্যামং প্রপদ্যে" অর্থাৎ শ্যাম-ব্রহ্মের শরণাগত হই,—এই উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকেই পরম-ব্রহ্ম বলে স্পষ্ট স্বীকৃত হয়েছে।

তত্ত্ব-বস্তু হল,—

"তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন সব আনন্দ-স্বরূপ॥" (চৈঃ চঃ)

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমরূপ কৃষ্ণভক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ-নাম সঙ্কীর্ত্তন,—এ তিনই তত্ত্ব-বস্তু,—প্রতিটি আনন্দের স্বরূপ।

জীব চায় আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দের স্বরূপ,—আর জীব আনন্দ-লিপ্সু। তাই শ্রীকৃষ্ণের সাথে জীবের 'নিত্য'-সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণকে পেতে গেলে প্রয়োজন হয়,—প্রেম'। কারণ,—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমেরই বশ। প্রেম পেতে হলে প্রয়োজন,—'ভক্তি'। এই জ্ঞানই হল 'তত্ত্বজ্ঞান',—মানুষের মুখ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

আকাশের চন্দ্র-সূর্য্যের প্রকাশ-ধর্মের সঙ্গে,—গৌর-নিতাইয়ের প্রকাশ-ধর্ম্মের প্রভেদ আছে। আকাশের চন্দ্র-সূর্যের কিরণ,—সেও প্রভুর জ্যোতির অংশ, কিন্তু এ-কিরণ মনের অন্ধকারকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিনষ্ট করতে পারে না। কিন্তু গৌর-নিতাইয়ের জ্যোতিতে চিত্তের মালিন্যরূপী যত অন্ধকার তিরোহিত হয়,—চিত্ত হয় অপরাধ-শূন্য। এই অপরাধশূণ্য চিত্তকে পরম কারুনিক এই দুই ভাই গৌর-নিতাই, আকর্ষন কোরে নিয়ে যায়,—সাক্ষাৎ করান দুই ভাগবতের সঙ্গে।

দুই ভাগবত হল,—ভাগবত শাস্ত্র এবং ভক্ত। এই দুই ভাগবতের দ্বারা এই দুই ভাই দান করান 'ভক্তি-রস'। এই রস ক্রমে গাঢ়তর হয়,—পরিনত হয় 'প্রেমে'।

এমনি কোরেই চিত্তে "প্রেম' দিয়ে, সেই প্রেমেরই বন্ধন আবার স্বীকার করেন পরম কারুনিক এই দুই ভাই,—গৌর-নিতাই।

"দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাতকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥" (চৈঃ চঃ)

এক আকাশে একই সময়ে চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় হয় না। কিন্তু কি অদ্ভুতই না এই দুই ভায়ের প্রকাশ!—এঁরা যখন উদয় হন,—সমকালে অর্থাৎ একই সময়ে উদয় হন,—কিবা চিত্তাকাশে, কিবা তাঁদের লীলায়। যেখানে গৌরাঙ্গ সেথায় নিত্যানন্দ,—যেথায় নিত্যনন্দ সেথায় গৌরাঙ্গ।

আকাশের চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় আছে—অস্তও আছে। কিন্তু গৌর-নিতাইয়ের উদয়ের অস্ত নেই। হৃদাকাশে কৃপা কোরে একবার প্রকাশ হলে, চির-সমূজ্জল হয়ে এঁরা বিরাজ করেন,—পূর্ণমাত্রায়।

এমন শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইয়ের লীলা স্মরণ, শ্রবণ, পঠন, ভজন করলে,—

"......খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে পাইবে সন্তোষ॥" (চৈঃ চঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞানাদি দোষ বলতে বুঝায়,—বিষ্ণুযামলে বর্ণিত অষ্টাদশ দোষ। অষ্টাদশ দোষ, যথা—মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, উল্বন, কাম, লোলতা (লোভ, চঞ্চলতা), মদ, মাৎসর্য্য (পরশ্রীকাতরতা) হিংসা, খেদ, পরিশ্রমবিমুখতা, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্খা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম বিষমত্ব (বিভ্রম=ভ্রান্তি, প্রণয়জনিত বিমূঢ়তা) এবং পরাপেক্ষা।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৌত্রিশ

হঠাৎ রামাই পণ্ডিতের শুভাগমন;যে !—প্রভুর আদেশ এনেছো, —এই তো ?"—গম্ভীর হয়ে শ্রীঅদ্বৈত বললেন শ্রীবাসের ভাই শ্রীরামাই-পণ্ডিতকে।

কথাটা শান্তিপুরেই হচ্ছে,—শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ীতে। শ্রীগৌরাঙ্গ নিজের ভগবত্তা লুকিয়ে ভক্ত-অদ্বৈতকে ছলনা করছেন কি না, এ পরীক্ষা করতে অদ্বৈত সেই যে নবদ্বীপ ছেড়ে শান্তিপুরে চলে এসেছেন,—আর ফিরে যাননি। দেখবেন তিনি,—শ্রীগৌরাঙ্গ যদি তাঁর ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণই হন, তবে ভক্ত অদ্বৈতকে ভাঁড়িয়ে কতদিন আত্মগোপন করতে পারেন।

শ্রীরামাইকে অদ্বৈতের কাছে পাঠিয়েছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। অদ্বৈতকে জানাতে বলেছেন,—"যাঁর জন্যে অদ্বৈত কঠোর সাধনা করেছেন, তাঁর সেই প্রভু এসেছেন,—এবার তিনি সুরু করবেন 'ভক্তি-যোগ' বিতরণ,—অদ্বৈত যেন সস্ত্রীকে নবদ্বীপে আসেন পূজার সজ্জ নিয়ে প্রভুকে পূজা করতে।"—এই সঙ্গে আর একটি কথাও জানাতে বলেছেন,—কিন্তু গোপনে। সে গোপন কথাটি হল,— "নবদ্বীপে এসেছেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ।"

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর এখানে বলেছেন,—"শ্রীরামাইকে দেখেই শ্রীঅদ্বৈতাচর্য্য ভক্তি-যোগ প্রভাবে জেনেছেন, নবদ্বীপে যাবার আদেশ শ্রীগৌরাঙ্গ পাঠিয়েছেন শ্রীরামাইকে দিয়ে।—আচার্য্যের মনে তাই আনন্দের আজ বান ডেকেছে।

—সফল হয়েছে, সফল হয়েছে তবে জীবের দুর্গতি মোচনের জন্যে ভক্ত-অদ্বৈতের গঙ্গাজল ও তুলসী হস্তে সেই আকুল আহ্বান, —এসেছেন, এসেছেন তবে নেমে "পরিত্রাণায় সাধুনাম্ দুষ্ক্রিতাঞ্চ" তাঁর ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণ—এ-ধরণীর বুকে—শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে !

"সর্ব্বজ্ঞ অদ্বৈত ভক্তিযোগ প্রভাবে।
"আইল প্রভুর অজ্ঞা" জানিয়াছে আগে॥" (চৈঃ ভাঃ)

—শ্রীরামাইকে দেখে অদ্বৈতের মনে অনন্দের তুফান উঠ্লেও, ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যে অদ্বৈত কিন্তু কথাগুলি বলেছেন রামাইকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদ্বৈতকে প্রণাম কোরে সসম্ভ্রমে শ্রীরামাই বললেন,—"আচার্য্য! আপনার অজ্ঞাতো কিছু তো নেই,—তবে আর কেন,—উঠুন,—নবদ্বীপে শুভ-যাত্রা করা যাক!"

ওঠ্‌বার কোন লক্ষণ কিন্তু দেখা গেল না অদ্বৈতের, বরং উল্টে বল্‌লেন, "হুঃ! নবদ্বীপ যাবো! কোথাকার এক গোঁসাই, কালকের ছেলে সে, অবতার সেজে বসেছে আর তাকে নিয়ে তোরা হৈ চৈ করছিস! যা যাঃ! আমি যাবো না। তোর ভাই শ্রীবাস আমাকে জানে, সে জানে আমার ভক্তি, অধ্যাত্ম, বৈরাগ্য, জ্ঞানের কথা,—তোদের মতন হুজুগে আমি মাতি না। কোন্ শাস্ত্রে বলেছে রে, নদীয়ায় অবতারের কথা? (অধ্যাত্ম=আত্ম-বা-চিত্ত বিষয়ক। ব্রহ্ম-বিষয়ক)

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর এখানে বলেছেন, "বড় গহন শ্রীঅদ্বৈতের চরিত্র। তিনি জানেন সব, কিন্তু না-জানার ভান করেন।

"কে বুঝয়ে অদ্বৈতের চরিত্র গহন।
জানিয়াও নানামত কহয়ে কথন॥" (চৈঃ ভাঃ)

অদ্বৈতের মনস্তত্ব শ্রীরামাইও বোঝেন ভাল, তাই মনে মনে হাসেন তিনি, উত্তর কিছু দিলেন না,—নীরবে রইলেন। একটু পরেই আবার বল্লেন অদ্বৈত,—"রামাই! এলেই যখন, বলেই না হয় ফেল,—শুনিই না হয় তোমাদের প্রভুর আদেশটি!"

প্রভুর আদেশ শ্রীরামাই জানালেন অদ্বৈতকে। নিত্যানন্দের আগমন সম্বন্ধে বললেম,—

"নিত্যানন্দ স্বরূপের হৈল আগমন।
প্রভুর দ্বিতীয় দেহ তোমার জীবন॥" (চৈঃ ভাঃ)

—আচার্য্য! ভাগ্যে যদি থাকে আমার,—নয়ন-ভরে আজ দেখবো আপনাদের তিনের মিলন"—শ্রীরামাইয়ের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠলো,—চোখ ভরে এল জলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামাইয়ের মুখে প্রভুর মধুবর্ষী আদেশ শুনে, অদ্বৈতের চক্ষু দুটি আনন্দে বারেক দীপ্ত হয়ে উঠলো, —পরক্ষণেই মূর্চ্ছিত হয়ে তিনি ভূমে লুটিয়ে পড়লেন।

মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলে, আচার্য্য ঊর্দ্ধ-বাহু হয়ে প্রেমানন্দে গর্জ্জে ঘোষণা করলেন,—"ওরে! কে কোথায় আছিস শোন্!—এনেছি রে, এনেছি আমার ঠাকুরকে,—এসেছে, ওরে এসেছে রে বৈকুণ্ঠ হতে আমার প্রাণনাথ, –শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ"—এই বলে তিনি ঘন ঘন হুঙ্কার দেন,—সে-ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় আকাশে-বাতাসে। বেতস-লতার মতো তাঁর দেহ থরথর কোরে কাঁপে, তাঁর চোখ দিয়ে দরদর ধারায় জল ঝরে পড়ে—আনন্দের আবেশে বার বার আছাড় খান, উত্তাল তরঙ্গের মতো অঙ্গনময় গড়াগড়ি দেন। চির ধীর স্থির অদ্বৈত,—আজ প্রেমাবেগে অস্থির হয়ে উঠলেন।

অদ্বৈতের ঘোষণা ও হুঙ্কার শুনে বাড়ীর সকলে ছুটে এলেন, —দেখেন শ্রীঅদ্বৈতের সে-অপূর্ব্ব প্রেমপ্রকাশ। দর্শনে, সকলের হৃদয়ে প্রেম উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো, এল আনন্দের জোয়ার,—চোখ দিয়ে নাম্‌লো আনন্দের শ্রীধারা। প্রেমের কান্না এ,—তাই অশ্রুর স্রোত বইলো। আনন্দে কাঁদেন সীতাঠাকুরাণী, কাঁদেন অদ্বৈত-নন্দন বালক অচ্যুতানন্দ, কাঁদেন বাড়ীর দাস-দাসী ও অদ্বৈতের অনুচরগণ, আর এই ভাবে,—

"কৃষ্ণ-প্রেমময় হৈল অদ্বৈতের ভবন" (চৈঃ ভাঃ)।

প্রেমের আবেগ কমে এলে, এক আনন্দ-কৌতূহলে শ্রীরামাইকে আবার শুধান অদ্বৈত,—"বলতো—বলতো রামাই! আমার প্রভু কি আদেশ করেছেন?"

প্রভুর আদেশ শ্রীঅদ্বৈতের কানে যেন মধু ঢেলেছে, তাই বার বার আদেশটি তিনি শুনতে চান প্রভুর দূত শ্রীরামাইয়ের মুখে,—বড় লোভে—বড় গরবে।

শ্রীরামাইয়েরও আনন্দ আর ধরে না,—অদ্বৈতের এ-অস্থিরতা দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গদগদ-কণ্ঠে বললেন,—"আপনার প্রভু—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধি খাটায়! রামাই! তার কাছে আবার যাও, এবার গিয়ে বলবে,—আমি প্রসন্ন হয়েই তাকে ডেকেছি।”

উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌লেন শ্রীরামাই,—নন্দন আচার্য্যের বাড়ীতে পোঁছে হাঁফাতে হাঁফাতে প্রভুর সমাচার জানালেন অদ্বৈতকে,—সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতের মর্ম্মস্থল হতে আনন্দের জোয়ার উঠ্‌ল,—সে-আনন্দ অশ্রুমতী নদী হয়ে নাম্‌লো অদ্বৈতের চোখ বেয়ে। তিল মাত্র বিলম্ব আর সইলো না তাঁর,—সেই মুহুর্ত্তেই সামনে রাখা পূজার সজ্জ নিয়ে সীতাঠাকুরানীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন পথে,—সত্বর এসে পোঁছলেন শ্রীবাস-ভবনে।

শ্রীবাস আঙ্গিনায় প্রবেশ কোরেই আচার্য্য তাকিয়ে দেখেন —সম্মুখে শ্রীবিষ্ণুখট্টায় বসে আছেন তাঁর সাধনার ধন,—অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় সে-বিগ্রহ,—পরিবেশ-ও জ্যোতির্ম্ময়।

এই তো! এই কামনাই তো করেছিলেন অদ্বৈত! সার্থক নয়ন তাঁর,—ধন্য দরশন! সদর হতেই অদ্বৈত দণ্ডবৎ প্রণাম করতে করতে পৌঁছলেন এসে তাঁর আপন প্রভুর চরণ-প্রান্তে,— যে-চরণ লক্ষ্মীর জীবন, যে-চরণ সকলের নির্ভয় ও নির্ভর স্থল,— একমাত্র গতি।

ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের সে-অঙ্গজ্যোতির বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর,—

“জিনিয়া কন্দর্পকোটী লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনক সুন্দর কলেবর॥
প্রসন্ন বদনে কোটী চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর॥
দুই বাহু কোটি কনকের স্তম্ভ জিনি।
তাই দিব্য আভরণ রত্নের খেঁচনি॥
শ্রীবাস কৌস্তুভ মহামনি শোভে বক্ষে।
মকর কুণ্ডল বৈজয়ন্তী-মালা-দেখে॥
কোটী মহাসূর্য্য যিনি তেজে নাহি অন্ত।
পাদপদ্মে রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিবা নখ কিবা মনি না পারি চিনিতে।
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে॥
কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় বহি কিছু নাহি দেখে আর॥ (চৈঃ ভাঃ)

প্রভুর চরণে লুণ্ঠিত অদ্বৈত দেখছেন,—ত্রিলোকের যত জ্যোতি এসে মিশেছে প্রভুর সে-জ্যোতির্ম্ময় দেহে। প্রভুর চরণে তাকিয়ে দেখেন,—সে-চরণে পড়ে আছেন ধ্যানের বিগ্রহ যত জ্যোতির্ম্ময় দেবগন, আর নিরন্তর তাঁরা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলছেন। কত পঞ্চমুখ, ষষ্ঠমুখ, অগনিত মুখ ব্রহ্মা সে-চরণে বিলুণ্ঠিত রয়েছেন,—সহস্র-বদন সে-চরণের স্তব করছেন,—স্তব করছেন শুকদেব ও নারদাদি যত মুনিগন।

শ্রীঅদ্বৈত উঠলেন।—চোখ তুলে দেখেন,—সহস্র-ফণাধর মহানাগ ফণা বিস্তার কোরে উর্দ্ধ-বাহু হয়ে সে-জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের স্তুতি করছেন,—নাগবালা যত 'কৃষ্ণ,কৃষ্ণ' বলে মহানন্দে কাঁদছেন। চারিদিকে চেয়ে দেখেন,—আকাশ জুড়ে সারী সারী শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সংখ্যা-সীমাহীন কত শত দিব্যরথ,—গজ হংস ও অশ্বের সে কী বিপুল সমাবেশ,—সে-ঘন সমাবেশে নিরুদ্ধ হয়েছে বায়ুর গতি।

আপন প্রভুর এ-জ্যোতির্ম্ময় ঠাকুরালী মুর্ত্তি দেখে অদ্বৈতের প্রাণ চাইলো স্তব করতে,—কিন্তু পরম-জ্ঞানী হয়েও কণ্ঠে তাঁর বানী একটিও ফুট্‌লো না,—স্তম্ভিত অদ্বৈত তখন মুক হয়ে গেছেন।

সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ এবার করুণাভরে বল্‌লেন,—"নাড়া!—অনেক সাধনা কোরে তুমি এনেছো আমাকে। ক্ষীরোদসাগরে যোগনিদ্রায় আমি মগ্ন ছিলাম,—পরম হুঙ্কারের পর হুঙ্কার দিয়ে আমার সে-নিদ্রা তুমি ভঙ্গ করলে।

জীবের দুঃখ সইতে না পেরে, জীব উদ্ধার করতে বড় কাতর-প্রার্থনা তুমি জানিয়েছিলে,—তাই অবতীর্ণ হলাম আমি। আমার সঙ্গে এবার এসেছে আমার সকল 'গন' যাদের দর্শন ব্রহ্মাদিও আকাঙ্খা করে। জগৎ এবার দেখবে আমার 'গন'-দের,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণবদের,—জগতের বড় সৌভাগ্য এ, আর তুমিই তার 'হেতু'।"

প্রভুর করুণায় শ্রীঅদ্বৈতের কণ্ঠে এবার বাণী ফুট্‌লো,—কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে বলেন, "আরে করুণা তোর!—তোর করুণায় আজ পেলাম তোর চরন-দর্শন,—নইলে শক্তি কি দর্শন করি! আজ বড় শুভদিন, আমার বড় শুভদিন,—জন্ম কর্ম্ম আমার সকলই সফল আজ। প্রভু!—তুমি ছাড়া জীব-উদ্ধার কে করবে আর? কলিহত হয়ে তোমার জীব আজ মোহ-পঙ্কে নিমগ্ন, অশান্তির আগুনে এরা ধিকি ধিকি জ্বল্‌ছে,—তোমার করুণা না হলে এরা উদ্ধার যে পায় না প্রভু!"—বলতে বলতে অদ্বৈতের দু'নয়ন দিয়ে নাম্‌লো অশ্রুধারা,—সকল মানুষের পুঞ্জীভূত ব্যথা আজ নূতন কোরে তাঁর হৃদয়কে উদ্বেলিত কোরে তুল্‌লো।

"নাড়া!—এবার আমার পূজা সুরু কর"—শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠে আদেশের সুর,—মুখে তাঁর অভয়-মাখা প্রসন্ন হাসি।

কৃতার্থ অদ্বৈত,—সুরু করলেন শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ-পূজা, সীতা-ঠাকুরানীর সাথে একত্রে,—যুগলে। প্রভুর রাঙ্গা-চরণ দু'খানি সুবাসিত জলে ধৌত করলেন সযত্নে,—সে-পাদপদ্মে ঢাললেন সুবাসিত জল,—সে-চরণে অর্পন করলেন সচন্দন তুলসী-মঞ্জরীসহ অর্ঘ। পঞ্চ-শিখা-প্রদীপ জ্বেলে পঞ্চ-উপচারে সে-শ্রীচরণ বন্দনা করলেন,—ডালি দিলেন সে-চরণে বস্ত্র, মাল্য ও অলঙ্কার। এমনি করে সমাপ্ত হল ষোড়শোপচারে চরণ-পূজা,—সকল ভক্ত-কণ্ঠের জয়-নিনাদে দিগ্‌-দিগন্ত মুখরিত হয়ে উঠ্‌লো,—সে-যুগলের নয়ন দিয়ে প্রেমধারা বইলো অবিরাম ধারায়। পূজা হল শাস্ত্রদৃষ্টে,—পটল বিধানে।

> "পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম হরিষে।
> চৈতন্য চরণ পূজে অশেষ বিশেষে॥
> প্রথমে চরণ ধুই সুবাসিত জলে।
> শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে॥
> চন্দনে ডুবাই দিব্য তুলসী মঞ্জরী।
> অর্ঘের সহিত দিল চরণ উপরি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ পঞ্চ উপচার।
পূজা করে প্রেমজল বহে মহাধার॥
(পঞ্চ উপচার = গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।)
পঞ্চশিখা জ্বালি পুনঃ করয়ে বন্দনা।
শেষে জয় জয় ধ্বনি করয়ে ঘোষনা॥
করিয়া চরণ-পূজা ষোড়শোপাচারে।
আর বার বস্ত্র দিল মাল্য অলঙ্কারে॥
শাস্ত্র দৃষ্টে পূজা করি পটল-বিধানে।
এই শ্লোক পড়ি করে দণ্ড-পরিণামে॥"
(ষোড়শোপচার = পূজার ১৬ অঙ্গ, যথা-আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ, আচমণীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমণীয়, স্নানীয়, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও চন্দন।

—পূজা শেষে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সে-চরণে প্রণাম করলেন প্রণাম মন্ত্রে,—উদাত্ত কণ্ঠে—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

—প্রণামের শেষে,—এতক্ষণে—স্তম্ভিত শ্রীঅদ্বৈতের স্মৃতি-পথে উদয় হল শ্রীগৌরাঙ্গের স্তব। নানা শাস্ত্র অনুসরণ করে তিনি স্তব করলেন মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি দশ অবতারের স্তব,—অনুসরণ করলেন শাস্ত্রে বর্ণিত শ্রীভগবানের পাদ-পঙ্কজ মহিমা। কোটী বৃহস্পতি জিনি জ্ঞানী অদ্বৈত—তাঁর বর্ণনাও তাই অপূর্ব্ব, অদ্ভুত,—স্তব্ধ হয়ে সকলে শোনেন একাগ্রচিত্তে,—ভাসেন সকলে প্রেমাশ্রুতে।

স্তব-শেষে শ্রীঅদ্বৈত দীঘল হয়ে লুটিয়ে পড়লেন প্রভুর চরণ-প্রান্তে,—আর তখন,—

"সর্ব্বভূত-অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
চরণ তুলিয়া দিল অদ্বৈত মাথায়॥" (চৈঃ ভাঃ)

—সকল ভক্ত-কণ্ঠ হতে একসাথে আবার ধ্বনিত হল "জয় জয়" মহাধ্বনি,—পূর্ণ হল শ্রীঅদ্বৈতের মনস্কামনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সস্ত্রীকে অদ্বৈত হৈলা পূর্ণ মনোরথ।
পাইয়া চরণ শিরে পূর্ব্ব অভিমত॥" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞায় এবার সুরু হল সঙ্কীর্ত্তন,—আজ্ঞা দিলেন আচার্য্যকে নৃত্য করতে,—আর অম্‌নি

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত গোসাঞি।
নানা ভক্তিযোগে নৃত্য করে সেই ঠাঞি॥" (চৈঃ ভাঃ)

—কীর্ত্তনে অদ্বৈতের মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়,—সেই মতো তিনি নৃত্য করেন। তাই, তাঁর নৃত্য কখনও উদ্দাম হয়,—কখনও মধুর। ভাবের প্রাবাল্যে কখনো তিনি মূর্চ্ছা যান, কখনও ভূমে গড়াগড়ি দেন। যখন গড়াগড়ি দেন, তখন ভূমি হতে প্রচুর তৃণ দন্ত দিয়ে তোলেন,—পরক্ষনেই হয়তো পাক দিয়ে উঠে আবার নৃত্য করেন। শেষে কিন্তু তাঁর সকল 'ভাব' পর্যবসিত হয়,—দাস্য-ভাবে।

"যে কীর্ত্তন যখন শুনয়ে সেই হয়।
এক ভাবে স্থির নহে আনন্দে নাচয়॥
অবশেষে আসি সভে রহে দাস্য ভাবে।
বুঝন না যায় সেই অচিন্ত্য প্রভাবে॥ (চৈঃ ভাঃ)

—নৃত্য করতে করতে নিত্যানন্দকে কখনও 'প্রভু' সম্বোধন করেন, কখনও 'মাতালিয়া' বলে ডাকেন আর আচার্য্যের এ সম্ভাষণ শুনে নিত্যানন্দ হাসেন কৌতুকে। নৃত্যের মাঝে এক সময়ে অদ্বৈত ভ্রূকুটি কোরে বল্লেন,—"বড় ভাল হল নিতাই,—তুমি এসেছো। এতদিন বড় পালিয়ে বেড়িয়েছো,—আজ বাঁধবো তোমায়।"

এখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

"অদ্বৈত-চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ রায়।
এক মূর্ত্তি দুই ভাগ কৃষ্ণের লীলায়॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত অভেদ করি জ্ঞান।
এই অবতারে জানে যত ভাগ্যবান॥
যে কিছু কলহ-লীলা দেখহ দোঁহার।
সে সব অচিন্ত্য-রঙ্গ ঈশ্বর-ব্যভার॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে না বুঝে বেদের কলহ, এক পক্ষ ধরে।
এক বন্দে আর নিন্দে সেই জন মরে॥" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞায় কীর্ত্তন এবার থামলো,—আপন গলার মালা অদ্বৈতের কণ্ঠে দুলিয়ে দিয়ে বললেন,—"নাড়া বর প্রার্থনা কর্—বর প্রার্থনা কর্!"

অদ্বৈত নিরুত্তর।—কি বর চাইবেন তিনি!—যাঁকে পেলে চাওয়া পাওয়ার সমাপ্তি হয়, সেই তাঁর 'প্রভু' আজ স্বয়ং সম্মুখে,—অন্য কাম্য আর কি থাকিতে পারে!

শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু "বর মাগ, বর মাগ" এই কথা বারংবার বলতেই থাকেন।

কি আর করেন অদ্বৈত, বললেন,—"যা চেয়েছি,—সকলই তো পেলাম! এ-জীবনে এ-নয়নে আর বাকী রইলো কি? কিন্তু প্রভু!—দিব্য দৃষ্টি তোমার, আমার প্রাণের কথা তোমার অজানা তো কিছু নেই!—তুমি কি জানো না কি চাইবো, আর না-চাইবো!"

ভাবের ঘোরে প্রভু তখন আপন মস্তক দোলাচ্ছেন,—অদ্বৈতের কথা শুনে বল্লেন,—শোন্ শোন্ নাড়া,—তোর কারণেই,—

"ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার।
মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার॥
ব্রহ্মাদি নারদাদি যারে তপ্ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু বলিলুঁ তোমারে॥" (চৈঃ ভাঃ)

—ঘরে ঘরে এবার সংকীর্তনের ঢেউ তুল্বো—বিলাবো এবার ব্রহ্মাদি-দুর্ল্ভ 'প্রেমভক্তি'।"

"তবে এই বর দাও"—উল্লাসের উচ্ছ্বাসে এবার বললেন অদ্বৈত,—"'যে-প্রেমভক্তি তুমি বিতরন করবে সে-প্রেমভক্তি যেন পায় স্ত্রী, শূদ্র ও মূর্খ নির্বিশেষে। তোর অপূর্ব্ব এ-দান দেখুক তারা, যারা বিদ্যা, ধন, কুল ও তপস্যাদির গর্ব্বে অবহেলা করে,—'ভক্তি' আর তোর ভক্তকে। অবহেলিত ও লাঞ্ছিতদের এ-সৌভাগ্যে জ্বলুক তারা ঈর্ষায়, আর,—"আচণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ লৈয়া"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(চৈঃ ভাঃ)—বল্‌তে বল্‌তে অদ্বৈতের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো—চোখ দুটি বারেক প্রদীপ্ত হল।

শ্রীঅদ্বৈতের এ প্রার্থনা শুনে এক প্রচণ্ড হুঙ্কার দিলেন প্রভু,—গম্ভীর নিনাদে শুধু একটি বাণী তাঁর কণ্ঠ হতে নির্গত হল,—'তথাস্তু' প্রভু এবার সম্বরণ করলেন তাঁর আপন 'জ্যোতির্ম্ময়' প্রকাশ।

অদ্বৈতের এ-প্রার্থনা প্রভু পূর্ণ করেছিলেন।—নির্ব্বিচারে তিনি অহৈতুকী কৃপা করেছেন নীচ ও মূর্খদের, তাঁর কৃপায় আচণ্ডাল তাঁর গুণ-গানে প্রেমোন্মাদ হয়ে নেচেছে,—কিন্তু ভট্ট, মিশ্র, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধি-গর্ব্বে গর্ব্বিত যাঁরা—প্রেমভক্তিতে তাঁরা বঞ্চিত হল—উপরন্তু, নিন্দায় মত্ত হয়ে তাঁরা চির-অপরাধী হয়ে রইল, নিরয়গামী হল,—পতিত হল তারাই,—ব্যর্থ হল তাদের এ দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম পরিগ্রহণ।

শ্রীগৌরাঙ্গের ও শ্রীঅদ্বৈতের কথোপকথনের সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

"চৈতন্য-অদ্বৈতে যত হৈল প্রেমকথা।
সকল জানেন সরস্বতী বেদমাতা॥
সেই ভাগবতী সর্ব্বজনের জিহ্বায়।
অনন্ত হৈয়া চৈতন্যের যশ গায়॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥

* * * * *

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥" (চৈঃ ভাঃ)

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসাঙ্গিকী :—

ক।— শ্রীকৃষ্ণই শ্রীভগবান,—"কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান" (চৈঃ ভাঃ)। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই শ্রীকৃষ্ণ কি না, এ যাচাই করতে অদ্বৈত তিনটি পরীক্ষা করলেন :—

(১) শ্রীভগবান হলেন ভক্ত-বৎসল। আপন ভক্তকে তিনি সকল সময়েই নিজের পাশে টেনে আনেন,—এমন কি যেচে যেচে। অদ্বৈত হলেন কৃষ্ণ-ভক্ত। শ্রীগৌরাঙ্গ যদি কৃষ্ণই হন, তাহলে তাঁর ভক্ত অদ্বৈতকে নিজের পাশে অবশ্যই তিনি টেনে আনবেন। এ-পরীক্ষা করতেই অদ্বৈত নবদ্বীপ ছেড়ে শান্তিপুরে চলে গেছলেন,—কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁকে শান্তিপুর হতে টেনে এনেছিলেন আপন চরণ-প্রান্তে। আপন আরাধ্য শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় অদ্বৈত পেলেন শ্রীগৌরাঙ্গে।

(২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন,—ষড়ৈশ্বর্য্যময়। শ্রীগৌরাঙ্গ যদি শ্রীকৃষ্ণই হন, তাহলে আপন ঐশ্বর্য্যময়-রূপ প্রকাশ করতে তিনি অবশ্যই সক্ষম হবেন! শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে দেখালেন আপন জ্যোতির্ময় ঐশ্বর্য্য। শ্রীঅদ্বৈত পেলেন—দ্বিতীয় প্রমাণ।

(৩) শ্রীভগবান হলেন,—'সর্ব্বজ্ঞ'। শ্রীগৌরাঙ্গ যদি শ্রীভগবান হন, তবে অবশ্যই জানবেন অদ্বৈত কোথায় গোপনে রয়েছেন! শান্তিপুর হতে শ্রীঅদ্বৈত যখনই নবদ্বীপে এসে পৌঁছলেন,—শ্রীবাসের গৃহে শ্রীবিষ্ণুখট্টায় বসে সকল ভক্তের সম্মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ তখনই জানিয়ে দিলেন,—অদ্বৈত এসেছেন। তারপর শ্রীরামাইকে শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রবেশ করতে দেখেই শ্রীগৌরাঙ্গ বললেন,—"অদ্বৈত লুকিয়ে আছে নন্দন-আচার্য্যের বাড়ীতে। শ্রীঅদ্বৈত পেলেন,—তৃতীয় প্রমান।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শুধু যে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তার প্রমাণ নিলেন তা নয়,—তিনি আপন 'ভক্তি'-যোগের প্রমানও দিলেন। শ্রীভগবান চান আত্মগোপন করতে,—কিন্তু ভক্ত আপন 'ভক্তি'-যোগ প্রভাবে প্রকাশ কোরে দেন শ্রীভগবানকে। ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেকে গোপন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত 'ভক্তি'-যোগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগৌরাঙ্গের সে-ভারিভূরি চূর্ণ করেছিলেন, জগতকে জানিয়ে দিয়েছিলেন,—শ্রীগৌরাঙ্গই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।—ভক্তকে,—ভগবান এড়াতে পারেন না। অদ্বৈতের পরীক্ষা,—ভক্তি ও ভক্ত-মাহাত্ম্য প্রকাশক মাত্র।

শুধু এই-ই নয়!—এরূপ পরীক্ষার মাধ্যমে শ্রীঅদ্বৈত মানুষকে সাবধান করতে বুঝি এ-জানাতে চেয়েছিলেন যে, ভগবান কখনও কখনও মানুষের রূপ ধরে আসেন বটে, কিন্তু তাই বলে কোনও মানুষ কিছু বৈশিষ্ট্য-যুক্ত হলেই সে ভগবান নয়। মানুষকে ভগবান বলে মেনে নেবার পূর্ব্বে সব দিক দিয়ে তার ভগবত্তা যাচাই করতে হবে,—শাস্ত্র দিয়ে, মন দিয়ে, সর্ব্বসত্ত্বা নিয়ে। কোনও কোনও সাধকের যোগ বিভূতি কিছু কিছু থাকে বটে, কিন্তু তাই বলে,—ভগবান তিনি নন্। যোগ-বিভূতি দেখে সাধককে 'ভগবান' বলে মানুষ যেন ভুল না কোরে বসে।

খ। শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে বললেন,—ক্ষীরোদসাগরে তিনি (শ্রীগৌরাঙ্গ) যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন,—অদ্বৈতের হুঙ্কারে সে-যোগনিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল।

"শুইয়া আছিনু ক্ষীরসাগর ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর তোমার হুঙ্কারে॥" (চৈঃ ভাঃ)

এই অংশটি, মনে হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণেই শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর রচনা করেছেন। কারণ, ভক্তি-সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে দেখা যায় ক্ষীরোদশায়ী যিনি, তিনি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ নন্,—তিনি শ্রীবিষ্ণু। ব্রহ্মা যখন অসুর বিনাশের জন্যে ক্ষীরোদশায়ীর নিকটে প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে দৈববশতঃ এসেছিল স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময়। তখন শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় কোরেই অবতরণ করেছিলেন এই ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণু,—ধ্বংস করেছিলেন অসুরদের। ক্ষীরোদশায়ীর কার্য্য হল,—অসুর সংহার। কিন্তু,—"শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য নয় ভূভার-হরণ (চৈঃ চঃ)।"—তাঁর কার্য্য হল,—প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করা,—রাগমার্গে ভক্তি প্রচার করা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"প্রেমরসনির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গে ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥" (চৈঃ চঃ)

—তাই মনে হয়, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারেও স্বয়ংরূপ সেই গৌর-কৃষ্ণকে অবলম্বন করেই এসেছিলেন ক্ষীরোদশায়ী। অদ্বৈতের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপরি-উক্ত উক্তি, মনে হয়, ক্ষীরোদশায়ীর আবেশেই প্রভু করেছিলেন। অর্থাৎ, এই আবেশেই তিনি বলেছিলেন,—নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা তিনি অসুর-দলন করবেন।

গ। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

"অদ্বৈত চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ রায়।
এক মূর্ত্তি দুই ভাগ কৃষ্ণের লীলায়॥" (চৈঃ ভাঃ)

—এক মূর্ত্তি দুই ভাগ অর্থ হল,—কৃষ্ণ-অবতারে, বলদেবেতে সংকর্ষণ ও মহাবিষ্ণু এক আধারে ছিলেন,—তাই এক-মূর্ত্তি। কিন্তু গৌর-অবতারে, বলদেব নিজেকে যথাক্রমে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত, এই দুই ভাগে প্রকাশ করেছেন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঁয়ত্রিশ

"গদাধর !—বৈষ্ণব দেখ্‌বে তো চল আমার সঙ্গে।—নবদ্বীপে এবার এসেছেন এক পরম-বৈষ্ণব,—নাম তাঁর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি"—বল্‌লেন শ্রীমুকুন্দ বেদ ওঝা। মুকুন্দের একান্ত প্রিয়, —গদাধর।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি,—চট্টগ্রামের লোক,—পরম ভক্ত, পরম রূপবান, স্বধর্ম্মনিষ্ঠাচারী,—জাতিতে ব্রাহ্মণ তিনি। নবদ্বীপেও তাঁর একখানি বাড়ী আছে।

"বহির্বিলাস-অন্তর্বৈরাগ্য"—এই ছিল তাঁর জীবন-দর্শন। বাহিরে বিষয়ীর মতন বিলাসী তিনি, যা দেখলে তাকে চিনতে হয়তো লোকে ভুল করবে,—কিন্তু তার হৃদয় ছিল কৃষ্ণানুরাগে ভরা।

"কৃষ্ণভক্তি সিন্ধু-মাঝে ভাসে নিরন্তর" (চৈঃ ভাঃ)

—তাঁর ভক্তির বৈশিষ্ট্য-ও অপূর্ব্ব।—মা-গঙ্গার বুকে আপন চরণ স্পর্শের ভয়ে তিনি গঙ্গাস্নান কখনও করতেন না, অথচ গঙ্গাজল পান না কোরে পূজায়ও বসতেন না। নিত্য তিনি গঙ্গাদর্শনে যেতেন,—কিন্তু নিশামানে। কারণ, দিনমানে গঙ্গায় স্নানার্থীদের অনাচার তাঁকে দুঃখ দিত।

এই পুণ্ডরীকের কথা শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর ভক্তদের কাছে প্রায়ই বলতেন। দু'জনায় চাক্ষুষ-পরিচয় ছিল না বটে, কিন্তু পুণ্ডরীকের ভক্তি-মাধুর্য্যের কথা শ্রীগৌরাঙ্গের অজ্ঞাত ছিল না,—দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট:ছিল। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাই বলেছেন,—

"ভক্ততত্ত্ব চৈতন্য গোসাঞি মাত্র জানে।
সেই ভক্ত জানে যারে কহেন আপনে॥" (চৈঃ ভাঃ)

কীর্ত্তনের মাঝে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রায়ই,—"পুণ্ডরীক আরে মোর বাপ্‌রে বন্ধুরে কবে দেখা দিবি বাপ্‌!"—এই বলে উচ্চৈঃস্বরে খেদোক্তি কোরে বড় কান্নাই কাঁদতেন। প্রভুর এ-বিলাপের অর্থ ভক্তরা প্রথম প্রথম বুঝতে পারতেন না, ভাবতেন,—প্রভু বুঝি কৃষ্ণকেই 'পুণ্ডরীক' বলে ডাক্‌ছেন। কিন্তু প্রভু যেদিন পুণ্ডরীকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাধি 'বিদ্যানিধি' বলেছিলেন, সেদিন ভক্তরা বুঝতে পারলেন 'পুণ্ডরীক' কোনও এক ভক্তের নামই হবে।

ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের আকর্ষনেই বুঝি নবদ্বীপে এবার এলেন ভক্ত পুণ্ডরীক। তাঁর সঙ্গে এসেছেন বহু ব্রাহ্মণ, শিষ্য ও ভক্ত,—বিলাসী-সংসারীর মতনই মহা-আড়ম্বরে রইলেন তিনি সংগোপনে রেখে নিজ ভক্তি-যোগ। কাজেই নবদ্বীপের কেউই তাঁকে 'ভক্ত' বলে চিনতে পারলেন না। সহসা একদিন পুণ্ডরীককে দেখলেন শ্রীমুকুন্দ। মুকুন্দ-ও চট্টগ্রামের ছেলে, পুণ্ডরীকের মাহাত্ম্য জানেন তিনি,—তাই নবদ্বীপে পুণ্ডরীককে দেখে মন তাঁর আনন্দে নেচে উঠেছে, আর তাই ছুটে এসেছেন তার একান্ত-প্রিয় গদাধরকে নিয়ে যেতে পুণ্ডরীকের বাড়ীতে,—পরিচয় করাতে এই পরম বৈষ্ণবের সাথে।

আর একজন ও পুণ্ডরীককে দেখে তাঁর আসল রূপ চিনতে পেরেছিলেন। তিনি শ্রীবাসুদেব দত্ত,—শ্রীগৌরাঙ্গের একজন মরমী ভক্ত।

"যত কিছু তান প্রেম-ভক্তির মহত্ব।
মুকুন্দ জানেন আর বাসুদেব দত্ত॥" (চৈঃ ভাঃ)

বৈষ্ণব-দর্শন প্রয়াসী গদাধর এসেছেন মুকুন্দের সাথে পুণ্ডরীকের বাড়ীতে। গদাধরের বিষ্ণুভক্তি-তেজোময় কলেবর দেখে পুণ্ডরীক আনন্দিত হয়ে বড় আগ্রহে গদাধরের পরিচয় নিলেন, বসালেন তাঁকে আদর-আপ্যায়ন কোরে,—বড় গৌরব দিয়ে।

সংসারের ওপর গদাধরের কিন্তু আজন্ম বিরক্তি। আজ বড় আশা কোরে তিনি এসেছিলেন এক পরম-বৈষ্ণবকে দেখবেন বলে,—কিন্তু হায়!....একি দেখছেন তিনি! এই কি পরম বৈষ্ণবের জীবন ধারা? কই সে-দীনতার লক্ষণ,—কই সে আড়ম্বরহীন সরল জীবন যাপন? এ—তো বিলাসিতা বৈষ্ণবের?

ঘরের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখেন গদাধর,—দেখেন সে-বিলাস সম্ভার,—

"দিব্যখট্টা হিঙ্গুলে পিতলে শোভা করে।
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে॥
(হিঙ্গুলে = ঘোর রক্তবর্ণ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তহি দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্মবাসে।
পট্ট নেত বালিশ শোভয়ে চারিপাশে ॥
(পট্ট = রেশম) (নেত = সূক্ষ্মবস্ত্র)
বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত।
দিব্য পিতলের বাটা পাকা পান তাত ॥
দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই পাশে।
পান খায়, গদাধর দেখি দেখি হাসে ॥
দিব্য ময়ুরের পাখা লই দুই জনে।
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্ব্বক্ষণে ॥
চন্দনের ঊর্দ্ধপুণ্ড তিলক কপালে।
গন্ধের সহিত তথি ফাগুবিন্দু মিলে ॥
কি কহিব সে কেশ-ভারের সংস্কার।
দিব্য গন্ধ আমলকি বহি নাহি আর ॥" (চৈঃ ভাঃ)

—এম্‌নি সাজ বিলাসে বসে আছেন পুণ্ডরীক,—যেন রূপবান এক রাজপুত্র।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—পুণ্ডরীকের এত রূপ, তার কারণ হল,—ভক্তিময় তাঁর কলেবর। ভক্তির দ্যুতি,—তাঁর রূপকে অপরূপ করেছে। এ-দ্যুতির সঙ্গে যার পরিচয় নেই, সে এ-রূপের সাথে তুলনা করে,—রাজপুত্রের নশ্বর, নগন্য, পার্থিব-রূপ।

"ভক্তির প্রভাবে দেহ মদন সমান।
যে না চিনে তার হয় রাজপুত্র জ্ঞান ॥" (চৈঃ ভাঃ)

পুণ্ডরীকের এ-বাহ্যবিলাস ভাল লাগ্‌লো না গদাধরের, বরং পুণ্ডরীকের বৈষ্ণবতার সম্বন্ধে কিছুটা অবজ্ঞার-ভাবই জাগলো তাঁর মনে। গদাধরের মনের এ-ভাব টের পেলেন মুকুন্দ, মনে মনে হাসলেন তিনি, স্থির করলেন এবার দেখাবেন গদাধরকে,—পুণ্ডরীক কেমন বৈষ্ণব। গদাধরের মনের ভুল ভাঙ্গাতে মুকুন্দ তাঁর অমিয় সুধাকণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তি-মহিমাসূচক "অহো বকীয়াং স্তনকালকুটং" এই শ্লোকটি কীর্ত্তন করলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের বর্ণনায় শ্লোকটির অর্থ হল,—উদ্ধব বল্‌ছেন বিদুরকে শ্রীহরির গুণ :—

"রাক্ষসী পূতনা শিশু খাইতে নির্দ্দয়া।
ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লইয়া ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে।
না ভজে অবোধ জীব হেন দয়ালেরে॥

ভক্তি-মহিমার এ-শ্লোক শুনেই বিদ্যানিধির চোখ দিয়ে নাম্‌লো প্রেম-ধারা,—পুলক, কম্প, স্বেদ প্রভৃতি প্রেমের বিবিধ লক্ষণ এক সাথে তাঁর দেহে প্রকাশিত হল,—সুস্পষ্টরূপে। বড় করুণ কান্না কেঁদে এক মর্ম্মাবিদারী অনুতাপের সুরে বিলাপ করেন—"হা কৃষ্ণ! —হা আমার প্রেমের ঠাকুর! একি পাষানে গড়েছ আমায়! তোমার এমন পেম-অবতারেও আমার এ পাষাণ হৃদয় গল্‌লো না! —হা রে বিধি! এ জনমে আমার হল না, হল না প্রেম পাওয়া" এই বলতে বলতে বার বার তিনি মেঝেয় আছড়ে পড়েন. গড়াগড়ি দেন বাত্যা-বিক্ষুব্ধ প্রচণ্ড তরঙ্গের মতো।

হায়রে! কোথায় রইলো পুণ্ডরীকের কেশ-বিন্যাস আর অঙ্গের বিলাস-সাজ,—কোথায়-বা রইলো তখন বিলাস-শয্যা, দিব্য-বাটা, গুয়া, পান আর ঝারির সারি! পদদাপে তাঁর বিলাস-সম্ভার তখন যেন আর্ত্তনাদ করছে,—এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের চারিধারে। তাঁর দেহে তখন যে উত্তাল পুলক-কম্পন উঠেছে, দশ জনে ধরেও তা সংবরণ করতে পারে না, এতই উদ্দাম তাঁর প্রেম। এই ভাবে কিছুক্ষণ প্রেম-প্রকাশ করার পর পুণ্ডরীক মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন, তাঁর জীবনের সকল স্পন্দন রহিত হয়ে গেল। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন,—এ মূর্চ্ছা নয়, "ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দ সাগরে" (চৈঃ ভাঃ)।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন গদাধর, বিষয়-বিলাসী পুণ্ডরীকের এ-অদ্ভুত প্রেম দেখে গদাধর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ভাবেন তিনি,—'হায়! এমন অপূর্ব্ব প্রেমিককে চিন্তে না পেরে, তাঁর বাহ্য বিলাস দেখে অবজ্ঞা করলাম!' অনুশোচনার এক তীব্র দহন তিনি অনুভব করলেন, নিজেকে ধিক্কার দিয়ে ভাবেন,—'কেমন কোরে অবজ্ঞা-করার অপরাধ হতে এখন তিনি মুক্তি পাবেন।' মনের কথা খুলে সরলভাবে তাই তিনি বললেন মুকুন্দকে,—"ভাই!—প্রকৃত বন্ধুর কাজ করেছো তুমি,—তোমারই কৃপায় আজ দর্শন করলাম এমন পরম বৈষ্ণবকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—পুণ্ডরীক ভট্টাচার্যকে। ভক্তির মূর্ত্তিমান বিগ্রহ ইনি,—ভক্তরাজ। কিন্তু হায়! এঁর বাহিরের বিলাস দেখে মনে মনে এঁকে অবজ্ঞা করেছি, তাই এঁর কাছে অপরাধী আমি। এ অপরাধ আমার খণ্ডন করতে হবে। তাই ভাবছি, এঁকেই আমার গুরু করবো। বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রবেশ করতে হলে উপদেষ্টার প্রয়োজন হয়। মন্ত্র আমি এখনও নিইনি, তাই স্থির করেছি, এঁর কাছে আমি মন্ত্র নেবো। শিষ্যের অপরাধ,—ক্ষমা করেন গুরু। এর শিষ্য হলে আমার এ-অপরাধ ইনি নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। তাই, এঁর কাছে আমার দীক্ষার ব্যবস্থা তুমিই করে দাও!"

গদাধরের কথা শুনে বড় খুশী হলেন মুকুন্দ,—প্রীতিভরে বললেন, "বড় ভাল কথা বলেছো গদাধর! বেশ, বেশ তাই হবে।"

দুই প্রহর পরে বিদ্যানিধির মূর্চ্ছা ভাঙ্গলো। চোখ চেয়ে দেখেন, গদাধর তখনও বসে আছেন সেখানে মুখ নীচু কোরে,—বেদনার ছাপ সে-মুখে,—চোখ দিয়ে জল টপ্ টপ্ কোরে পড়ছে।

"কি হল গদাধর?" জিজ্ঞাসা করলেন পুণ্ডরীক,—"চোখে জল কেন?"

মুকুন্দ তখন জানালেন গদাধরের চিত্ত-বিভ্রমের কথা আর দীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব। বিদ্যানিধি এবার ধড়মড় কোরে উঠে নিবীড় স্নেহে গদাধরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন,—বড় তৃপ্তি পেলেন তিনি,—বুক—জুড়নো এক মাণিক যেন বুকে ধরেছেন। সস্নেহে বলেন পুণ্ডরীক,—"মুকুন্দ! অপার করুণা শ্রীভগবানের তাই গদাধরের মতন মহা-রত্নকে আমায় মিলিয়ে দিয়েছেন। গুরুর বহু ভাগ্যে এমন শিষ্য মেলে। সামনের এই শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে আমি গদাধরকে দীক্ষা দেবো।"

গদাধরের মুখ এবার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, সাষ্টাঙ্গে তিনি প্রণাম করলেন পুণ্ডরীকের চরণে। তারপর বিদায় নিয়ে ফিরলেন মুকুন্দের সঙ্গে,—এলেন শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ীতে,—জানালেন তাঁকে নবদ্বীপে পুণ্ডরীকের শুভাগমনের কথা। শুনে, প্রভু মনে মনে খুসী হলেন,—মুখে তাঁর ফুটে উঠলো মৃদু হাসি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইদিন রাতেই পুণ্ডরীক এলেন শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে,—একাকী, —দীনবেশে। প্রভুকে দর্শন করা মাত্রই তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন, একটা প্রণাম করার অবকাশও পেলেন না। ভক্তরা অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন এই মূর্চ্ছাহত আগন্তুকের পানে, দেখেন তাঁর ভক্তিময় কলেবর, পুলকিত হয়ে উঠেন, আর তাই ভাবেন—'কে এই মহাপুরুষ ?" কিছুক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলে এক পরম হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন পুণ্ডরীক, তারপর এক ধিক্কারের সুরে বলেন,—"হা প্রভু! জানি অনন্ত অপরাধ আমার, কিন্তু আর কতো দুঃখ দেবে দয়াময়! জগত উদ্ধার হল তোমার কৃপায়, শুধু বঞ্চিত হলাম আমি'—বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন পুণ্ডরীক।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর দুই হাত সামনের দিকে প্রসারিত কোরে আকুল হয়ে ডাকলেন, "এসেছো পুণ্ডরীক! এসো এসো!"—এই বলে পুণ্ডরীককে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, "তোমার বিরহে বড় ব্যাকুল হয়েছিলাম,—আঃ! আজ আমার প্রাণ জুড়লো"—প্রীতির মন্দাকিনী ধারা তাঁর কণ্ঠে,—তাঁর নয়ন ধারায় ভাসলো পুণ্ডরীক।

পুণ্ডরীক এবার আপন দৃঢ় দুই ভুজপাশে শ্রীগৌরাঙ্গকে বুকে চেপে ধরলেন,—ক্রমশঃ সে পাশ দৃঢ় হতে দৃঢ় হতে থাকে, যেন তাঁর বুকের নীলমণি প্রভুকে কোনও দিন আর বুক ছাড়া করবেন না। পুণ্ডরীকের দৃঢ়-নিস্পেষনে প্রভুর দেহ ক্রমশঃ তাঁর দেহে লীন হয়ে গেল। নিশ্চল শ্রীগৌরাঙ্গ,—বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে এই অবস্থায় রইলেন প্রহর ব্যাপি। পুণ্ডরীকের বাহ্যচেতনাও তখন বিলুপ্ত।

মরিমরি! ভক্ত এবং ভগবান দুজনে দুজনার প্রেম-পাশে আজ আবদ্ধ। ভক্তের বুক জুড়ে ভগবান রয়েছেন,—ভগবানের বুক জুড়ে রয়েছেন ভক্ত।

বাহ্যজ্ঞান ফিরলো প্রভুর,—"হরিবোল' হরিবোল' বলে মহাধ্বনি দিলেন তিনি। ভক্তদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হল, 'হরিধ্বনি',—দিগ্ দিগন্ত মুখরিত হল।

চেতনা ফিরলো পুণ্ডরীকের,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণাম করলেন প্রভুকে, প্রণাম করলেন অদ্বৈতকে,
যথাযোগ্য-সম্ভাষন করলেন অপর ভক্তদের।
"এ জানো কে?"—এই বলে প্রভু তাকালেন ভক্তদের পানে।
"এ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি,"—বললেন প্রভু।
"এর গুণ জানো?"—গুণের পরিচয় দিলেন প্রভু।

শেষে বললেন,—"এ তো বিদ্যানিধি নয়,—এ প্রেমনিধি। প্রেমভক্তি বিতরণ করতে বিধি গড়েছেন এ নিধি। আজ শুভদিন, বড় শুভদিন—আজ কৃষ্ণ আমার মনের সকল বাঞ্ছাই পুর্ণ করলেন।"

"আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছাসিদ্ধি করিলা আমার।
আজি পাইলাঙ সর্ব্বমনোরথ সার॥" (চৈঃ ভাঃ)

ভক্তরা পুলক-বিস্ময়ে দু'জনার দিকে চেয়ে থাকেন, ভাবেন,—'চাক্ষুষ পরিচয় যেখানে নেই, অন্তরে অন্তরে এত অনুরাগ দু'জনায় সম্ভব হল কেমন করে।'

গদাধর এবার প্রভুকে জানালেন আপন চিত্ত বিভ্রমের কথা,—অপরাধ খণ্ডণ করতে বিদ্যানিধির নিকটে দীক্ষা গ্রহণের অনুমতি চাইলেন।

সানন্দে অনুমতি দিলেন প্রভু,
দীক্ষিত হলেন গদাধর,—নির্দ্দিষ্ট দিনে।

"তবে গদাধর দেব প্রেমনিধি স্থানে।
মন্ত্রদীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে॥" (চৈঃ ভাঃ)

এখানে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠ্যকুর বলছেন,—

"কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা।
গদাধর শিষ্য যাঁর ভক্তির এই সীমা॥

* * *

যোগ্য গুরু-শিষ্য পুণ্ডরীক-গদাধর।
দুই কৃষ্ণ-চৈতন্যের প্রিয়-কলেবর॥
পুণ্ডরীক গদাধর দুইর মিলন।
যে পড়ে যে শুনে তার মিলে প্রেমধন॥" (চৈঃ ভাঃ)

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi